সাম্প্রতিক আলোচনায় বাংলাদেশ

বিভিন্ন ঘটনার বর্ষপূর্তি উদযাপনে ২০২৪

২৫ বছর	রজত জয়ন্তী
৫০ বছর	সুবর্ণজয়ন্তী
৬০ বছর	হীরক জয়ন্তী
৭৫ বছর	প্লাটিনাম জয়ন্তী
১০০ বছর	শতবর্ষ
১৫০ বছর	সার্ধশত বর্ষ
২০০ বছর	দ্বি-শত বর্ষ

○ ২৫ বছর পূর্তি (১৯৯৯ সালের ঘটনা)
- ইউনেস্কো বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দেয়।
- ইউরো মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।
- ইউরো মুদ্রার জনক রবার্ট মুন্ডেল অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খান এর মৃত্যু।
- গুন্টার গ্রাস সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

○ ৫০ বছর পূর্তি (১৯৭৪ সালের ঘটনা)
- বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি হয়।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ।
- বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।

○ ৬০ বছর পূর্তি (১৯৬৪ সালের ঘটনা)
- পিএলও প্রতিষ্ঠা হয় (ফিলিস্তিনি এর স্বাধীনতা আন্দোলনের জোটবদ্ধ প্রতিষ্ঠান)।
- বিটিভি প্রতিষ্ঠা হয়।
- ভারতে হ্যাংরি আন্দোলন হয়।

○ ৭৫ বছর পূর্তি (১৯৪৯ সালের ঘটনা)
- গণচীন প্রতিষ্ঠা।
- ন্যাটো প্রতিষ্ঠা হয়।
- কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা হয়।

○ ১০০ বছর পূর্তি (১৯২৪ সালের ঘটনা)
- লোজান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- তুরস্কের খিলাফত পতন।
- সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট লেনিনের মৃত্যু।
- ডাকসু প্রতিষ্ঠা।

○ ২০০ বছর পূর্তি (১৮২৪ সালের ঘটনা)
- ইংরেজি সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি লর্ড বায়রন মৃত্যুবরণ করেন।
- প্রথম ইঙ্গো-বার্মিজ যুদ্ধ হয়।
- ইংরেজি সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি লর্ড বায়রন মৃত্যুবরণ করেন।

আগাম বার্তা

সাল	বার্তা
২০২৫ সাল	হেপাটাইটিস সি' নির্মূল হবে
২০২৬ সাল	৩০ বছরের গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে (চুক্তি হয়েছিলো-১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৯)।
২০৩০ সাল	বিশ্ব এইডস মুক্ত হবে।
২০৪৭ সাল	চীনের দ্বৈতনীতির মেয়াদ শেষ।
২০৬২ সাল	হ্যালির ধুমকেতু আবার দেখা যাবে।
২০৬৪ সাল	বাংলাদেশ হতে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে।

কোটা সংস্কার ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন

■ Gen-Z

জেনারেশন	জন্মকাল
গ্রেটেস্ট জেনারেশন	১৯০১-১৯২৭
সাইলেন্ট জেনারেশন	১৯২৮-১৯৪৫
বেবি বুমার্স জেনারেশন	১৯৪৬-১৯৬৫
জেনারেশন এক্স	১৯৬৫-১৯৮০
জেনারেশন ওয়াই	১৯৮১-১৯৯৬
জেনারেশন জেড	১৯৯৭-২০১২
জেনারেশন আলফা	২০১৩-২০২৪
জেনারেশন বিটা	২০২৫-২০৪০

- পূর্ণরূপ- Generation Z বা Generation Zoomers.
- প্রজন্ম সাল- ১৯৯৭ –২০১২ সালের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেন তারা Gen এর অন্তর্ভুক্ত।
- বর্তমান বয়স- ১২-২৭ বছর
- অন্য নাম- Zoomer (1st Gen to Zoom the Internet)
- Gen Z এর পরের জেনারেশন – Generation Alpha
- ডিজিটাল নেটিভস, 'হোমল্যান্ড জেনারেশন', True Generation বলা হয় Gen-Z কে
- ১৯০১-২০২৪ সাল পর্যন্ত জেনারেশনকে ৭টি নির্দিষ্ট প্রজন্মে ভাগ করা হয়।
- বাংলাদেশের সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনে আলোচনায় এসেছে - Gen-Z
- ১ জানুয়ারি ২০২৫-২০৪০ পর্যন্ত চলবে: Generation-β (বিটা)। যাদের প্রধ বৈশিষ্ট্য AI পরিচিতি।

■ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন:
- পরিচয়- সাধারণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা গঠিত একটি সংগঠন।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১লা জুলাই, ২০২৪ সাল।
- উদ্দেশ্য- কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান
- সময়কাল- ১ জুলাই- ৫ আগস্ট, ২০২৪ সাল।
- ১ জুলাই- চার দফা দাবি ঘোষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলন শুরু হয়।
- ২-৬ জুলাই-দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মানববন্ধন মহাসড় অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে।
- ৭ জুলাই- সারাদেশে গণপরিবহন বন্ধ ও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে 'বাংলা ব্লকেড' নামে পরিচিত।
- ১৪ জুলাই- রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান।
- ১৬ জুলাই- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষা আবু সাইদ শহিদ হন।
- ১৮ জুলাই- 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি পালন করে। এই দিনে বাংলাদে ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (BUP) MBA এর শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ শহিদ হন।
- ২১ জুলাই- ৯ দফা দাবি ঘোষণা দেয়।
- ২৩ জুলাই- কোটা সংস্কার করে আদালত রায় দেয়।
- ২৮ জুলাই- সারাদেশের দেয়ালগুলোতে গ্রাফিতি ও দেয়াল লিখন কর্মসূচি পালন কর এইদিন সরকার ও পুলিশের চাপে পুলিশি হেফাজতে থাকা ৬ সমন্বয়ক আন্দোল প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। কিন্তু ছাত্রসমাজ এই ঘোষণা প্রত্যাহার করে আন্দোলন করে।
- ৩১ জুলাই- 'মার্চ ফর জ্যাস্টিস' কর্মসূচি পালন।
- ২ আগস্ট- 'প্রার্থনা ও ছাত্র জনতার গণমিছিল কর্মসূচি ঘোষণা।
- ৩ আগস্ট- অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন এবং এক দফ দাবি সরকারের পতনের ডাক দেওয়া হয়।
- ৫ আগস্ট- লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি পালন ও সরকারের পতন হয়।
- ৮ আগস্ট- ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।
- ৩১ ডিসেম্বর- 'মার্চ ফর ইউনিটি' পালন করা হয়।

CamScanner

■ অভ্যুত্থানে অগ্নিঝরা শব্দবন্ধ:

কমপ্লিট শাটডাউন (Complete Shutdown)	কমপ্লিট শাটডাউন বলতে বুঝায় সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি। এ সময় হাসপাতাল ও জরুরি সেবা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের দরজা খোলা হয় না। অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোন গাড়ি চলে না। সময়: ১৮-২২ জুলাই, ২০২৪।
রেজিস্ট্যান্স উইক (Resistance Week)	১৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৪ দফা দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সারা দেশে সপ্তাহব্যাপী রকমারি কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয় 'রেজিস্ট্যান্স উইক' কর্মসূচি।
৩৬ জুলাই** (36 July)	৩৬ জুলাই বলতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কে নির্দেশ করে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জুলাই মাস গণনা করার কথা জানান। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ ৩৬ জুলাই বা দ্বিতীয় স্বাধীনতা হিসেবে অভিহিত করে আন্দোলনকারীরা।
অসহযোগ আন্দোলন	অসহযোগ আন্দোলন বলতে বুঝায় সর্বক্ষেত্রে সরকারকে অসহযোগিতা করার আন্দোলনকে। ৩ আগস্ট, ২০২৪ অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়।
ফ্যাসিবাদ	ফ্যাসিবাদ (Fascism) ইতালীয় শব্দ যা fascismo fascio শব্দ থেকে উদ্ভূত। ইতালির মুসোলিনি তার নিজের আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ফ্যাসেস গ্রহণ করেন। ফ্যাসিবাদে বৈশিষ্ট্য: ১. স্বৈরাচারী নেতৃত্ব, ২. বিরোধীদের জোরপূর্বক দমন, ৩. রাষ্ট্রের সকল বিভাগের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ইত্যাদি।
মব জাস্টিস (Mob Justice)	অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার কার্য। ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পতনের পর তীব্র জনরোষে অনেকেই গণপিটুনির শিকার হয় এসব ঘটনাগুলোকেই সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলোতে বলা হচ্ছে মব জাস্টিস।
দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ	জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্রময় গ্রাফিতি চিত্রের সংকলন দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ।
জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাজসেবা অধিদপ্তর ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে গঠন করে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হয় ২১ জন। সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম (সমন্বয়ক)।
Gen Z (জেন জেড)	Gen ত হলো Generation Z এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৯৭-২০১২ সালের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তারা এই প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত।

■ **জুলাই গণহত্যার বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ICT) পুনর্গঠন**

- পুনর্গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি হয়- ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ (আইন মন্ত্রণালয়)।
- কার্যক্রম শুরু হয়- ১৭ অক্টোবর, ২০২৪।
- সদস্য সংখ্যা- ৩ জন।
- চেয়ারম্যান- বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার।
- দুই সদস্য- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
- কাজ- জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার বিচার শুরু করার জন্য।
- ICT এর পূর্ণরূপ- International Crimes Tribunal (Bangladesh)।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর- অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম।

■ **শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ:**

- ট্রাইব্যুনাল গঠনের পাশাপাশি ১৮ নভেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে এ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।
- ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ২০২৪ এর ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট সময়কালে গণহত্যার ঘটনায় তথ্য চেয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর ব্যক্তিগত জীবন

জন্ম

২৮ জুন, ১৯৪০ সালের চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতামাতা

পিতা: দুলা মিয়া সওদাগর (পেশায় ছিলেন জহুরি)
মাতা: সুফিয়া খাতুন

ভাইবোন

মুহাম্মদ ইউনূস সহ ৩ ভাই [মুহাম্মদ ইব্রাহিম (সাবেক অধ্যাপক, ঢাবি); মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (টিভি ব্যক্তিত্ব)]; বোন- ৯ জন।

নোবেল জয়

মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল জয় করেন।



শিক্ষা

বাল্য শিক্ষা: মহাজন ফকিরের স্কুল; চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে মেধা তালিকায় ১৬তম হন;
ইন্টারমিডিয়েট: চট্টগ্রাম কলেজ;
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ (১৯৬০), এম.এ সম্পন্ন করেন;
ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র) থেকে ১৯৬৯ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি লাভ করেন।

স্ত্রী ও সন্তান

স্ত্রী : ড. আফরোজী ইউনূস (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক)
সন্তান : ২ জন কন্যা [মনিকা ইউনূস (সঙ্গীত শিল্পী), দীনা ইউনূস]

ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক ব্যবসা তত্ত্বের জনক বলা হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে

কর্মজীবন

- গবেষণা সহকারী- ব্যুরো অব ইকোনমিক্স।
- প্রভাষক (১৯৬২)- চট্টগ্রাম কলেজে।
- শিক্ষকতা- মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি (পিএইচডি চলাকালীন)।
- সহযোগী অধ্যাপক (১৯৭২)- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭৫ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন।
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্ভিক্ষে গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রকল্প চালু করেন।
- ১৯৭৪ সালে মুহাম্মদ ইউনূস তেভাগা খামার প্রতিষ্ঠা করেন (সরকার প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায়)।
- তিনি ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যক্রম

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৬ সালে গরীব ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৯৮৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে টাঙ্গাইলে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে গ্রামীণ ব্যাংক ৫.৩ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করে। ঋণের টাকা ফেরত নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক "সংহতি দল" পদ্ধতি ব্যবহার করে। একটি অনানুষ্ঠানিক ছোট দল একত্রে ঋণের জন্য আবেদন করে এবং এর সদস্যবৃন্দ একে অন্যের জামিনদার হিসেবে থাকে এবং একে অন্যের উন্নয়নে সাহায্য করে। ব্যাংকের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে গরিবকে রক্ষা করার জন্য ব্যাংক অন্যান্য পদ্ধতিও প্রয়োগ করে। ক্ষুদ্র ঋণের সাথে যোগ হয় গৃহঋণ, মৎস্য খামার এবং সেচ ঋণ প্রকল্প সহ অন্যান্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

ক্ষুদ্রঋণ

ক্ষুদ্র ঋণ হলো দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের জন্য অতি ক্ষুদ্র ঋণের সম্প্রসারণ (মাইক্রো লোন) যাদের সাধারণত জামানত, স্থায়ী কর্মসংস্থান এবং একটি যাচাইযোগ্য ক্রেডিট ইতিহাসের অভাব রয়েছে। এটি উদ্যোক্তাকে সমর্থন এবং দারিদ্র দূর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ একটি হাতিয়ার যা সম্ভবত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দারিদ্রের হার কমাতে সহায়ক হতে পারে।

সামাজিক ব্যবসা

২০০৭ সালের ২৮ জুন ড. ইউনূস তার জন্মদিনে 'সামাজিক ব্যবসা' তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। এই ব্যবসায় বিনিয়োগকারী মূলধনের জন্য কোনো মুনাফা অর্জন করে না বরং মাসিক বেতন লাভ করে। ব্যবসার মুনাফা জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা নিরসনে ব্যয় করা হবে। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপি ২৮ জুনকে সামাজিক ব্যবসা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এছাড়াও তার আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব 'তিন শূন্য নীতি'। তিন শূন্যের মাধ্যমে বোঝানো হয় শূন্য দারিদ্য, শূন্য বেকারত্ব, শূন্য কার্বন নিঃসরণ।

ইউনূস সেন্টার

- পরিচয়: বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবসা, দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।
- প্রতিষ্ঠান- ২০০৬ সাল।
- অবস্থান - মিরপুর, ঢাকা
- নির্বাহী পরিচালক- লামিয়া মোর্শেদ।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

1. Three Farmers of Jobra: Department of Economics
2. Planning in Bangladesh: Format, technique and Priority and other essays; Rural Studies Project
3. Grameen Bank, as I see it.
4. Banker to the poor: Micro-lending and the battle against World poverty.
5. A World of three Zeros (Three Zeros means- Zero Poverty, Zero Unemployment, Zero Carbon Emmision).
6. Building Social Business

সম্মাননা

- ড. ইউনূস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৮ টি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
- যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা- কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল (দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে)।
- কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল পদক পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি ও মুসলিম- ড. মুহাম্মদ ইউনূস (৫ মে, ২০১৩ সালে; জাতিসংঘ ভবনে)।
- জাতিসংঘে বিশ্বের সম্পদশালী ব্যক্তিদের এ সমাবেশের আয়োজন করে- বিশ্ববিখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিন।
- ইউনূসকে এ 'আজীবন সম্মাননা পুরস্কার' প্রদান করা হয়- একজন সামাজিক উদ্যোক্তা হিসেবে।

উল্লেখযোগ্য পুরস্কারসমূহ

- প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড (১৯৭৮)
- রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার (১৯৮৪)
- কেন্দ্রীয় ব্যায় অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৫)
- স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৭)
- আগা খান অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৯)
- কেয়ার পুরস্কার (১৯৯৩)
- মানবহিতৈষণা পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৩)
- মুহাম্মদ সাহেবুদ্দিন বিজ্ঞান (সামাজিক অর্থনীতি) পুরস্কার
- শ্রীলঙ্কা রিয়াল এডমিরাল এম এ খান স্মৃতি পদক (১৯৯৩)
- বাংলাদেশ বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার (১৯৯৩)
- নোবেল পুরস্কার (শান্তি) (২০০৬)
- অলিম্পিক লরেল পুরস্কার (২০২১)

গুম প্রতিরোধ সনদ

- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে- ২৯ আগস্ট, ২০২৪।
- বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- ড. মুহাম্মদ ইউনূস (প্রধান উপদেষ্টা)।
- সনদে যুক্ত হয়েছে- ৭৬টি দেশ (বাংলাদেশ ৭৬তম)।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সনদটি গৃহীত হয়- ২০ ডিসেম্বর, ২০০৬।
- ৩২টি দেশের অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে সনদটি কার্যকর হয়- ২০১০ সালে।
- সনদে মোট অনুচ্ছেদ আছে- ৪৫টি।
- লক্ষ্য- গুম বন্ধের পাশাপাশি এই অপরাধের জন্য দায়মুক্তি বন্ধ করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা দেওয়া।
- গুমের শিকার পরিবারগুলো নিয়ে গঠিত বাংলাদেশি সংগঠন- মায়ের ডাক।
- আন্তর্জাতিক গুমবিরোধী দিবস- ৩০ আগস্ট।
- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বর্তমান হাইকমিশনার- ভলকার তুর্ক (অস্ট্রিয়া)।
- গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করার মধ্যদিয়ে- বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ৯টি সনদের সবগুলোতেই স্বাক্ষর করেছে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আংশিক বাতিল

- ৩০ জুন, ২০১১- জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস।
- ৩ জুলাই, ২০১১- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদন।
- ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪- হাইকোর্ট কর্তৃক পঞ্চদশ সংশোধনীকে আংশিক বাতিল/ অবৈধ ঘোষণা।
- বাতিলের রায় প্রদান করেন- বিচারপতি ফারাহ মাহবুব, বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরী।
- বাতিলের জন্য রিটকারী- বদিউল আলম মজুমদার।
- পঞ্চদশ সংশোধনীতে পরিবর্তন আনা হয়েছিল- সংবিধানের ৫৪টি ক্ষেত্রে।
- হাইকোর্টের রায়ের ফলে- ৫৪টির মধ্যে ৬টি পরিবর্তন বাতিল ঘোষিত হয়।
- বাতিলকৃত আইনের ধারা ২টি- ২০ ও ২১নং ধারা (এর ফলে দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন বাতিল, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন স্বীকৃত হয়)।

সংবিধানের বাতিলকৃত অনুচ্ছেদ ৪টি- ৭ক, ৭খ, ৪৪(২), ১৪২

ধারা নং	বিবরণ
৭	সংবিধানের প্রাধান্য।
৭ক	সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, অপরাধ।
৭খ	সংবিধানের মৌলিক বিষয়াবলি সংশোধন অযোগ্য।
৪৪(২)	এই সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।
১৪২	এ অনুচ্ছেদ বাতিলের বিষয়ে আদালত: সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদে গণভোটের কথা ছিল, যা পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাতিল করা হয়। এ বিধান বিলুপ্তি সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৪থনং ধারা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনায় তা বাতিল ঘোষণা করা হল এবং দ্বাদশ সংশোধনীর ১৪২নং অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হল।

ফলাফল- তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের পথ উন্মোচন, দেশের প্রয়োজনে সংবিধানের মৌলিক বিষয় বাতিল অথবা পরিবর্তনের সুযোগ, সাংবিধানিক প্রয়োজনে গণভোট আয়োজন, আইন বিভাগের উপর শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়।

পঞ্চদশ সংশোধনীতে যেসব উল্লেখযোগ্য বিষয় বলবৎ রয়েছে:

১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪টি মূল মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল।

১৯৭১ সালের সংবিধানের ৪টি মূল মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রেখে অন্যান্য ধর্মের সমমর্যাদা নিশ্চিত করা।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে সাজাপ্রাপ্তদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করা।

শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।

সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বিষয়টি সংযোজন করা।

জরুরি অবস্থা ১২০ দিনের বেশি চলতে না পারা।

সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০টিতে উন্নীতকরণ।

উপজাতি, নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায় এবং ছোট জাতিদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিধান যুক্তকরণ।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও উন্নতির জন্য অতিরিক্ত বিধান।

নোট: বাকি বিধানগুলো পরবর্তী জাতীয় সংসদ জনগণের মতামত নিয়ে আইন অনুসারে সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন করতে পারবে।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি

শ্বেতপত্র হলো- কোনো বিশেষ বিষয়ে জনগণ বা পার্লামেন্টকে অবহিত করার জন্য সরকারি বিবরণী।

শ্বেতপত্রের ধারণাটি এসেছে- যুক্তরাজ্যের সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে।

বাংলাদেশে প্রথম শ্বেতপত্র প্রকাশ করে- বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার (জানুয়ারি, ২০০২)।

প্রথম শ্বেতপত্র উল্লেখ থাকে- ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি ও অনিয়ম।

অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি:

- **কমিটি গঠিত হয়-** ২৮ আগস্ট, ২০২৪।
- **গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়-** ২৯ আগস্ট, ২০২৪।
- **সদস্য সংখ্যা-** ১২ জন।
- **প্রধান-** ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।
- **কাজ-** বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত তথ্য তুলে ধরা।
- **কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে-** ১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- **প্রতিবেদন অনুযায়ী-** সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৪) বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবৈধভাবে পাচার হয়েছে।
- **শ্বেতপত্রে আলোকপাত করা হয়েছে মোট-** ৬টি বিষয়।

i. সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ii. অভ্যন্তরীণ সম্পদ
iii. সরকারি ব্যয় iv. ব্যাংক খাতের অবস্থা
v. মূল্যনীতি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা vi. বহির্খাত অবস্থা।

জাতীয় ৮ দিবস বাতিল

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় ৮টি দিবস বাতিল করে আদেশ জারি করে- ১৭ অক্টোবর, ২০২৪।
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চ।
- জাতির পিতার জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস- ১৭ মার্চ।
- শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী- ৫ আগস্ট।
- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী- ৮ আগস্ট।
- জাতীয় শোক দিবস- ১৫ আগস্ট।
- শেখ রাসেল দিবস- ১৮ অক্টোবর।
- জাতীয় সংবিধান দিবস- ৪ নভেম্বর।
- স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস- ১২ ডিসেম্বর।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত সংস্কারে ১১ কমিশন গঠন

রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করেন। কমিশনগুলো হলো-

কমিশন	কমিশনারের প্রধান
নির্বাচন ব্যবস্থা	বদিউল আলম মজুমদার
পুলিশ	সফর রাজ হোসেন
বিচার বিভাগ	বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান
স্বাস্থ্য	জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান
গণমাধ্যম	সাংবাদিক কামাল আহমেদ
দুর্নীতি দমন	ইফতেখারুজ্জামান
জনপ্রশাসন	আবদুল মুঈন চৌধুরী
সংবিধান	অধ্যাপক আলী রীয়াজ
শ্রমিক অধিকার	সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ
নারী বিষয়ক	শিরীন পারভীন হক
স্থানীয় সরকার	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ (১৮ নভেম্বর গঠিত)

বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল এখন ৪৯টি

১৯ আগস্ট, ২০০৮ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ১৯৭২' সংশোধন করে নির্বাচনে অংশ নিতে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে। এরপর 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ১৯৭২'-এর ৯০ অনুচ্ছেদের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৬ আগস্ট, ২০০৮ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ জারি করে।

- **দেশে মোট রাজনৈতিক দল-** ৫৩টি।
- **দেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল-** ৪৯টি।
- **নিবন্ধন বাতিল হওয়া দলের সংখ্যা-** ৪টি।
- **দেশের প্রধান দল হিসেবে নিবন্ধন পায়-** লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (২০ অক্টোবর, ২০০৮)।
- **সর্বশেষ বা ৫৩তম নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল-** গণসংহতি আন্দোলন (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।
- **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী দলটির উপর অর্পিত নিবেধাজ্ঞা বাতিল করে-** ২৮ আগস্ট, ২০২৪।

CamScanner

■ **সর্বশেষ নিবন্ধন পাওয়া ৪ রাজনৈতিক দল:**

- **৫০তম দল-** আমার বাংলাদেশ পার্টি/ এবি পার্টি (২১ আগস্ট, ২০২৪); সভাপতি- ডা. মেজর (অব.) আব্দুল ওহাব; প্রতীক- ঈগল।
- **৫১তম দল-** গণ অধিকার পরিষদ (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪); সভাপতি- নুরুল হক নুর; প্রতীক- ট্রাক।
- **৫২তম দল-** নাগরিক ঐক্য (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪); সভাপতি- মাহমুদুল রহমান মান্না; প্রতীক- কেটলি।
- **৫৩তম দল-** গণসংহতি আন্দোলন (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪); প্রধান সমন্বয়কারী- জোনায়েদ সাকি; প্রতীক- মাথাল।

■ **নিবন্ধন বাতিল হওয়া ৪টি দল:**

১. প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রটিক পার্টি।
২. ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন।
৩. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি।
৪. বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের প্রধান

প্রধান	ব্যক্তি
রাষ্ট্রপতি	মো. সাহাবুদ্দিন (২২তম)
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	আহসান এইচ মনসুর (১৩তম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব	শেখ আব্দুল রশিদ (২৫তম)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	এ এম এম নাসির উদ্দীন (১৪তম)
মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান	ড. কামালউদ্দিন আহমেদ (৫ম)
দুদকের চেয়ারম্যান	ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন (৭ম)
অ্যাটর্নি জেনারেল	মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (১৭তম)
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (CAG)	মো. নুরুল ইসলাম (১৩তম)
পুলিশ মহাপরিদর্শক (IGP)	বাহারুল আলম (৩৩তম)
র‍্যাব মহাপরিচালক	এ কে এম শহিদুর রহমান (১১তম)
নৌবাহিনী প্রধান	মোহাম্মদ নাজমুল হাসান (১৭তম)
সেনাবাহিনী প্রধান	ওয়াকার-উজ-জামান (১৮তম)
বিমানবাহিনী প্রধান	হাসান মাহমুদ খান (১৭তম)
বিজিবি প্রধান	আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান	মোবাশ্বের মোনেম (১৪তম)
প্রধান বিচারপতি	সৈয়দ রেফাত আহমেদ (২৫তম)
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC)	এস.এম.এ ফয়েজ (১৫তম)
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (BCB) সভাপতি	ফারুক আহমেদ (১৭তম)
বাংলা একাডেমির সভাপতি	আবুল কাসেম ফজলুল হক (২৪তম)
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	ড. মোহাম্মদ আজম (১৯তম)
জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি	সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী (১৭তম)
জেনেভায় জাতিসংঘের দপ্তরগুলোর বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি	তারেক মো. আরিফুল ইসলাম ৯১৭তম)
বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক	মোঃ মাহবুবুল আলম
জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল	রাবাব ফাতিমা
অর্থ সচিব	খায়েরুজ্জামান মজুমদার
বাংলাদেশের প্রথম নারী অর্থসচিব	ফাতিমা ইয়াসমিন
দেশের ১ম নারী হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (CGA)	ফাহমিদা ইসলাম
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান	জুবায়ের রহমান চৌধুরী
আইন কমিশনের চেয়ারম্যান	জিনাত আরা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান	মো. আব্দুর রহমান খান
BGMEA সভাপতি	খন্দকার রফিকুল ইসলাম

দেশের আলোচিত ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ব	বিষয়
ড. রুম্মান চৌধুরী	টাইম ম্যাগাজিনের AI-১০০ তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিত্ব।
ফাতিমা ইয়ামিন	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'তে প্রথম বাংলাদেশি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেলেন
ফাহমিদা ইসলাম	দেশের প্রথম নারী হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (সিজিএ)
ভ্যালি চাকমা	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর প্রথম নারী ব্যারিস্টার রাঙ্গামাটির ভ্যালি চাকমা
মোছা. আছিয়া খাতুন	দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রথম নারী কমিশনার
শাহেদা মুস্তাফিজ	বাংলাদেশের প্রথম নারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার
মারুফ হাসান	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মারুফ হাসান দেশের প্রথম পিতৃত্বকালীন ১৫ দিনের ছুটি ভোগ করা ব্যক্তি।

প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন সুরক্ষায় সরকারের উদ্যোগ

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেন্ট মার্টিনে পর্যটক সীমিত করার উদ্যোগ নেন- ২০২৪ সালে, ২২ অক্টোবর।
- সেন্ট মার্টিনে পর্যটক নিয়ন্ত্রণের প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয়- ২০২৪ সালে।
- সেন্ট মার্টিনকে পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৯৯ সালে ঘোষণা করেছিল- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে।
- পরিবেশ মন্ত্রণালয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী সেন্ট মার্টিন সহ মোট ১৭৪৩ বর্গ কি.মি. এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণা করে- ৪ জানুয়ারি, ২০২৩।

বর্তমানে দেশে নদী বন্দর ৫৪টি

- বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম ৬টি স্থানকে নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়- ১৯৬০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।
- সর্বশেষ চট্টগ্রামের সন্দ্বীপকে নদীবন্দর হিসেবে ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে- ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- প্রজ্ঞাপন গেজেট আকারে পাশ হয়েছে- ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- দেশের ৫৪তম নদীবন্দর- সন্দ্বীপ নদীবন্দর (চট্টগ্রাম)।

■ **সর্বশেষ ঘোষিত ৫টি নদী বন্দর:**

নদী বন্দরের নাম	প্রজ্ঞাপন	গেজেট
ভোলাগঞ্জ নদীবন্দর (সিলেট)	৩১ জুলাই ২০২৪	৬ আগস্ট ২০২৪
গোয়াইনঘাট নদীবন্দর (সিলেট)	১ অক্টোবর ২০২৪	৭ অক্টোবর ২০২৪
সিলেট নদীবন্দর (সিলেট)	৮ অক্টোবর ২০২৪	১৫ অক্টোবর ২০২৪
চিলমারী নদীবন্দর (কুড়িগ্রাম)	১৪ অক্টোবর ২০২৪	১৬ অক্টোবর ২০২৪
সন্দ্বীপ নদীবন্দর (চট্টগ্রাম)	১০ ডিসেম্বর ২০২৪	১১ ডিসেম্বর ২০২৪

দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য এখন ৫৬টি

GI এর পূর্ণরূপ Geographical Indication। যার বাংলা অর্থ 'ভৌগোলিক নির্দেশক'। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ববিষয়ক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড প্রপার্টি রাইটস অর্গানাইজেশনের' (WIPO) নিয়ম মেনে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন 'পেমেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর' এই স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে।

■ **বাংলাদেশের ৫৬টি ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য:**

ক্রম	পণ্য
০১	জামদানি শাড়ী
০২	বাংলাদেশের ইলিশ
০৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম
০৪	বিজয়পুরের সাদা মাটি
০৫	দিনাজপুর কাটারীভোগ
০৬	বাংলাদেশের কালিজিরা
০৭	রংপুরের শতরঞ্জি

ক্রম	পণ্য
০৮	রাজশাহী সিল্ক
০৯	ঢাকাই মসলিন
১০	রাজশাহীর ফজলি আম
১১	বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি
১২	রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম
১৩	শেরপুরের তুলশীমালা ধান
১৪	বাংলাদেশর শীতল পাটি
১৫	বগুড়ার দই
১৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম
১৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম
১৮	নাটোরের কাঁচাগোল্লা
১৯	বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল
২০	টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম
২১	কুমিল্লার রসমালাই
২২	কুষ্টিয়ার তিলের খাজা
২৩	টাঙ্গাইলের শাড়ি
২৪	নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা
২৫	রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম
২৬	মৌলভীবাজারের আগর
২৭	মৌলভীবাজারের আগর আতর
২৮	মুক্তাগাছার মণ্ডা
২৯	গোপালগঞ্জের রসগোল্লা
৩০	যশোরের খেজুরের গুড়
৩১	রাজশাহীর মিষ্টি পান
৩২	জামালপুরের নকশিকাঁথা
৩৩	নরসিংদীর লটকন
৩৪	মধুপুরের আনারস
৩৫	ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই
৩৬	মাগুরার হাজরাপুরী লিচু
৩৭	সিরাজগঞ্জের গামছা
৩৮	সিলেটের মণিপুরি শাড়ি
৩৯	মিরপুরের কাতান শাড়ি
৪০	ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা
৪১	শেরপুরের ছানার পায়েস
৪২	কুমিল্লার খাদি
৪৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি
৪৪	গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা
৪৫	সুন্দরবনের মধু
৪৬	সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি
৪৭	গাজীপুরের কাঁঠাল
৪৮	কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান
৪৯	অষ্টগ্রামের পনির
৫০	বরিশালের আমড়া
৫১	কুমারখালির বেডশিট
৫২	দিনাজপুরের বেদানা লিচু
৫৩	মুন্সীগঞ্জের পাতক্ষীর
৫৪	নওগাঁর নাক ফজলি আম
৫৫	টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের জুমর্কির সন্দেশ
৫৬	ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ

জাতীয় জরুরী সেবার হটলাইন

ডায়াল নম্বর	সেবা
৯৯৯	জাতীয় জরুরী সেবা (পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স)।
১০৯	নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।
৩৩৩	সরকারি তথ্য ও সেবা; কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ।
১০৬	দুর্নীতি দমন কমিশন।
১০১	র‍্যাব।
১০৫	জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য সেবা।
১৩১	বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১০৯০, ১০৯৪১	দুর্যোগের আগামবার্তা।
১০৯৮	শিশুর সহায়তা।
১০৯২২	মহিলা সংস্থা/ তথ্য আপা।
১৬৭৬৭	সুখী পরিবার কল সেন্টার।
১০২, ১৬১৬৩	ফায়ার সার্ভিস।
১৬১৬২	ঢাকা ওয়াসা।
১৬২৬৩	বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যসেবা।
১৬১০৮	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
১৬১২২	ভূমি সেবা হটলাইন।
১৬১২১	ভোক্তা বাতায়ন।
১৬২৩৬	বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহক অভিযোগ।
১৬১২৩	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের সহায়তা।
১৬৫৭৫	Central Procurement Technical Unit।
১৬২৫৬	ইউনিয়ন পরিষদ সেবা কেন্দ্র।
১৬৪৩০	সরকারি আইন সেবা।
১৬৫৫৫	ভ্যাট তথ্য।
৩৩৩১	কৃষক বন্ধু ফোন সেবা।

সংখ্যা বিন্যাস ও তথ্য বিশ্লেষণ

সংখ্যা	তথ্য
১টি	দেশের গভীর সমুদ্র বন্দর (মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর)
২টি	দেশের সাবমেরিন সংখ্যা (বানৌজা নবযাত্রা, বানৌজা জয়যাত্রা)
৩টি	• দেশের মোট সমুদ্র বন্দর (সর্বশেষ- পায়রা সমুদ্রবন্দর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী) • দেশে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট); ৪র্থ টি চালু হবে- কক্সবাজারে।
৪টি	দেশে ভ্যাটের স্তর (৫%, ৭.৫%, ১০%, ১৫%)।
৫টি	দেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সর্বশেষ- খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)
৫ জন	দেশে গ্রাম আদালত ৫ সদস্য বিশিষ্ট
৬টি	দেশের ড্রিমলাইনারের সংখ্যা (সর্বশেষ- অচিন পাখি, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯)
৯ম	সরকারি ইপিজেড- পটুয়াখালী ইপিজেড প্রকল্প, ২০২৬ সালে চালু হবে)
১০টি	বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা (সর্বশেষ- ময়মনসিংহ)
১১টি	দেশে শিক্ষা বোর্ড সংখ্যা (সর্বশেষ- ময়মনসিংহ)
১২টি	দেশে সিটি কর্পোরেশন সংখ্যা (সর্বশেষ- ময়মনসিংহ; ২ এপ্রিল, ২০১৮)
১৯টি	দেশের অর্থনীতিকে জাতীয় আয় গণনার লক্ষ্যে ১৯টি খাতে ভাগ করা হয়
২৫টি	দেশে স্থলবন্দর সংখ্যা (সর্বশেষ- মুজিবনগর স্থলবন্দর, মাঝপাড়া, মেহেরপুর; ২০২১ সাল)
২৬টি	সিভিল সার্ভিসে ক্যাডার সংখ্যা
২৯টি	বর্তমানে দেশে গ্যাস ক্ষেত্র সংখ্যা (সর্বশেষ- ইলিশা-০১, ভোলা)
৩২ বছর	সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা
৩৩তম	বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবের ৩৩তম সদস্য
৩৩টি	সেনানিবাস সংখ্যা (সর্বশেষ- আব্দুল হামিদ সেনানিবাস, কিশোরগঞ্জ)

CamScanner

সংখ্যা	তথ্য
৩৯টি	দেশে মেডিকেল কলেজ সংখ্যা (সর্বশেষ- বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ)
৪১তম	বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশকারী ৪১তম দেশ।
৪৮টি	দেশে ৪৮টি জেলায় রেল যোগাযোগ রয়েছে (সর্বশেষ- কক্সবাজার)
৪৯টি	দেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল (সর্বশেষ- গণসংহতি আন্দোলন)
৫১টি	বাংলাদেশে বিদেশী দেশসমূহ দূতাবাস সংখ্যা
৫৪টি	দেশে নদীবন্দর সংখ্যা (সর্বশেষ- সন্দ্বীপ নদীবন্দর, চট্টগ্রাম)
৫৫টি	দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা (সর্বশেষ- মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
৫৭তম	বাংলাদেশ ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনকারী দেশ।
৫৯টি	বিশ্বে ৫৯টি দেশে বাংলাদেশের ৬০টি মিশন ও ৮১টি কূটনৈতিক মিশন।
১১৩টি	দেশে ১১৩টি ধরণের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১২০ দিন	দেশে নারী শ্রমিকরা ১২০ দিন মাতৃত্বকালনি ছুটি পান।
১২৫টি	দেশে বর্তমানে বাঘ সংখ্যা
১৬৯টি	দেশে নিবন্ধিত চাবাগান সংখ্যা
৩৩০টি	দেশে পৌরসভা সংখ্যা (সর্বশেষ- শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)
৪৯৫টি	দেশে উপজেলা সংখ্যা (সর্বশেষ- কক্সবাজারের ঈদগাঁও, মাদারীপুরের ডাসার, সুনামগঞ্জের মধ্যনগর)
৫০৪ জন	দেশে বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা (সর্বশেষ- নভেম্বর, ২০২৩ অনুযায়ী)
৫৬০ জন	দেশে শহীদ বুদ্ধিজীবী সংখ্যা
৬০০ টাকা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে প্রদত্ত বয়স্কভাতার পরিমাণ
৬৫৪টি	দেশে থানা সংখ্যা (সর্বশেষ- পদ্মা সেতু উত্তর, পদ্মা সেতু দক্ষিণ)
৪,৫৮০টি	দেশে ইউনিয়ন পরিষদ সংখ্যা
১৪,২৭৫টি	দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক সংখ্যা
৯০,০৪৯টি	দেশে মোট গ্রাম সংখ্যা

বাজেট ২০২৪-২৫

যততম বাজেট	বাংলাদেশের বাজেট : ৫৪তম (১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটসহ) সংসদে উত্থাপিত বাজেট : ৫৩তম
বাজেট পাস	৩০ জুন, ২০২৪
বাজেট কার্যকর	১ জুলাই, ২০২৪
বাজেট প্রণয়ন করে	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাজেটের আকার	৭,৯৭,০০০ কোটি টাকা
বাজেটের ধরন	ঘাটতি বাজেট
রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	৫,৪১,০০০ কোটি টাকা
সামগ্রিক আয়	৫,৪৫,৪০০ কোটি টাকা (রাজস্ব ও অনুদানসহ)
সামগ্রিক ঘাটতি	২,৫১, ৬০০ কোটি টাকা [অনুদানসহ]
বৈদেশিক অনুদান	৪,৪০০ কোটি টাকা
মোট জিডিপি	৫,৯৭,৪১৪ কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)	২,৬৫,০০০ কোটি টাকা (বাজেটের ৩৩.২৫%)
শীর্ষ বরাদ্দকৃত খাত	১ম- জনপ্রশাসন: ১,৭৫,৭৭৪ কোটি টাকা (২২.০৫%) ২য়- শিক্ষা ও প্রযুক্তি: ১,১১,১৫৭ কোটি টাকা (১৩.৯৫%) ৩য়- পরিবহন ও যোগাযোগ: ৮২,৯১৮ কোটি টাকা (১০.৪%)
জিডিপির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য বা প্রক্ষেপণ	৬.৭৫%
মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য	৬.৫%

করমুক্ত আয়ের সীমা: ২০২৩-২৪

করদাতা	ব্যক্তি শ্রেণির করমুক্ত আয়ের সীমা (টাকা)
সাধারণ করদাতা	৩,৫০,০০০/-
মহিলা ও ৬৫ বছর উর্ধ্ব করদাতা	৪,০০,০০০/-
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা ও তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা	৪,৭৫,০০০/-
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা	৫,০০,০০০/-

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

মোট জনসংখ্যা	১৭.১০ কোটি
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৩%
জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার	১১৭১ জন
পুরুষ-মহিলা অনুপাত	৯৬.৩ : ১০০
স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে)	১৯.৪ জন
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে)	৬.১ জন
শিশু মৃত্যুহার	২৭ জন (এক বছরের কমবয়সী প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	৭২.৩ বছর (পুরুষ-৭০.৮ বছর ও মহিলা ৭৩.৮ বছর)
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৯৮.২%
সাক্ষরতার হার (৭ বছর +)	৭৭.৯% (পুরুষ: ৮০.১% ও মহিলা: ৭৫.৮%)
দারিদ্র্যের হার	১৮.৭%
চরম/অতি/হত দারিদ্র্যের হার	৫.৬%
মাথাপিছু জিডিপি	২৬৭৫ মার্কিন ডলার
মাথাপিছু জাতীয় আয়	২৭৮৪ মার্কিন ডলার
মোট শ্রমশক্তি (১৫+)	৭.৩৫ কোটি
খাত অনুযায়ী শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত	কৃষি: ৪৫%; শিল্প: ১৭% সেবা: ৩৮%
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	২৯টি (সর্বশেষ: ইলিশা-১, ভোলা)
বেশি পণ্য রপ্তানি করে	প্রথম- যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয়- জার্মানিতে
বেশি পণ্য আমদানি করে	প্রথম - চীন দ্বিতীয় - ভারত
বেশি রেমিট্যান্স আসে	প্রথম- সংযুক্ত আরব আমিরাত দ্বিতীয়- যুক্তরাজ্য তৃতীয়- সৌদি আরব
বেশি শ্রমিক প্রবাসে যায়	প্রথম- সৌদি আরব দ্বিতীয়- মালয়েশিয়া
পণ্য হিসেবে বেশি রপ্তানি হয়	প্রথম- নিটওয়্যার, দ্বিতীয়- তৈরি পোশাক
বাংলাদেশ ঔষধ রপ্তানি করে	১৫৭টি দেশে।
সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহার করা হয়	বিদ্যুৎ খাতে
দেশের মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা	২৫টি
কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে	১৪২০০টি

বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ এভারেস্ট বিজয়ী ডা. বাবর আলী

- ৬ষ্ঠ বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন- ডা. বাবর আলী; জেলা- চট্টগ্রাম।
- তিনি এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছান- ১৯ মে, ২০২৪।
- বাবর আলীর লিখিত গ্রন্থ- পায়ে পায়ে ৬৪ জেলা ও সাইকেলের সওয়ারি।
- তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লোৎসে সামিট জয় করেন।
- এভারেস্ট বিজয়ী ১ম ব্যক্তি- এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং শেরপা (১৯৫৩)।
- এভারেস্ট বিজয়ী ১ম নারী- জুনকো তাবেই (জাপান- ১৯৭৫)।
- এভারেস্ট বিজয়ী ১ম বাঙালী নারী- শিপ্রা মজুমদার
- এভারেস্ট বিজয়ী ১ম বাঙালী পুরুষ- সত্যব্রত দাস।

এভারেস্ট জয়ী অন্য আরো ৫ জন বাংলাদেশি:

মুসা ইব্রাহীম	• বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট জয়ী- মুসা ইব্রাহীম। • এভারেস্ট জয় করেন- ২৩ মে, ২০১০ সালে। • মুসা ইব্রাহীমের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান- এভারেস্ট একাডেমি।
এম এ মুহিত	• বাংলাদেশের দ্বিতীয় এভারেস্ট জয়ী- মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। • এভারেস্ট জয় করেন- ২১ মে, ২০১১ সালে। • দুই বার এভারেস্ট জয় করেন- এম. এ মুহিত।
নিশাত মজুমদার	• বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট জয়ী- নিশাত মজুমদার (তৃতীয় বাংলাদেশি)। • এভারেস্ট জয় করেন- ১৯ মে, ২০১২ সালে। • তিনি আরো জয় করেছেন- কেওক্রাডং, মেরা পর্বত, সিঙ্গুচুলি।
ওয়াসফিয়া নাজরীন	• বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ পর্বতারোহী- ওয়াসফিয়া নাজরীন (৪র্থ বাংলাদেশি)। • দেশের সেভেন সামিট জয়ী একমাত্র পর্বতারোহী- ওয়াসফিয়া নাজরীন। • বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ "কে-২" জয় করেন- ২২ জুলাই, ২০২২। • বাংলাদেশের একমাত্র পর্বতারোহী হিসেবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বর্ষসেরা অভিযাত্রী নির্বাচিত হন।
মো. খালেদ হোসেন	• এভারেস্ট জয়ী পঞ্চম ব্যক্তি- মোহাম্মদ খালেদ হোসেন। • এভারেস্ট জয় করেন- ২০ মে, ২০১৩ সালে। • এভারেস্ট জয় করে ফেরার পথে মৃত্যু হয়। • খালেদ হোসেনের অনূদিত গ্রন্থ- পর্বতের নেশায় অদম্য প্রাণ। (মূল লেখক- এডমন্ড ভিস্টর্সেল)।

Note: *১৩ মে, ২০২২ সালে প্রথম ব্রিটিশ-বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেছেন- আখলাকুর রহমান আকি। তিনি প্রথম ব্রিটিশ মুসলিম হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন। আখলাকুর রহমানের বাংলাদেশে পৈতৃক নিবাস- সিলেটের সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে।*

প্রথম 'যুদ্ধ শিশু'র স্বীকৃতি

দেশের প্রথম যুদ্ধ শিশু: মেরিনা খাতুন

স্বীকৃতির চিঠি পান: ১৪ জুলাই ২০২৪

২৫ এপ্রিল ২০২৪ জাতুকার ৮৯তম সভায় মেরিনা খাতুনকে দেশের প্রথম 'যুদ্ধ শিশু' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ স্বীকৃতির ফলে পিতার নাম ছাড়াই তিনি রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধাও অধিকার ভোগ করতে পারবেন।

সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে "এমভি আবদুল্লাহ"

সোমালিয়ান জলদস্যু 'এমভি আব্দুল্লাহকে' আক্রমণ করেছে– ভারত মহাসাগরে।

আক্রান্ত জাহাজটিতে নাবিক ছিল– ২৩ জন।

জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন– আবদুর রশিদ।

জাহাজটি আক্রমণের শিকার হয়– ১২ মার্চ, ২০২৪।

জাহাজ 'এমভি আবদুল্লাহ' মুক্তি পায়– ১৪ এপ্রিল, ২০২৪।

জাহাজটিকে রক্ষা করার জন্য ইউরোপীয় নৌ-বাহিনীর অপারেশনের নাম– অপারেশন অটলান্টা।

ইউনেস্কোর বিশ্বস্মৃতি বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'

- সম্প্রতি ইউনেস্কোর 'বিশ্বস্মৃতি' তালিকায় স্থান পেয়েছে বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'।
- স্বীকৃতি দিয়েছে – MOWCAP।
- MOWCAP এর পূর্ণরূপ– Memory of the world committee for Asia and pacific.
- ৮-১০ মে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোরে অনুষ্ঠিত MOWCAP এর ১০ম সাধারণ সভায় এই ঘোষণা দেওয়া হয়।
- 'সুলতানার স্বপ্ন' উপন্যাসের পাশাপাশি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৯টি দেশের আরও ১৯টি স্মরণীয় প্রামাণ্য দলিল।
- বাংলাদেশের পক্ষে মৌক্যাপের কাছে 'সুলতানা'স ড্রিম' এর নামের আবেদন করেছিল– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।
- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সনদ গ্রহণ করেন– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

বাঘ গণনা রিপোর্ট- ২০২৪

- মোট বাঘের সংখ্যা- ১২৫ টি।
- বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি- ক্যামেরা ট্রাপিং। ব্যবহৃত ক্যামেরার সংখ্যা- ১২১০ টি।
- বনের ১০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় বাঘের ঘনত্ব- ২.৬৪%।
- সুন্দরবনে বাঘের কেল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে ঝড় বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঘ রক্ষার জন্য।
- রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়- ৮ অক্টোবর, ২০২৪।
- আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস- ২৯ জুলাই।

Note: ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঘ রয়েছে (৭৫%)। ভারতে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা ৩১৬৭টি।

দেশে আবার নিষিদ্ধ হলো পলিথিন ব্যাগ

- সম্প্রতি ০১ অক্টোবর ২০২৪ পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয় সুপারশপে।
- সম্প্রতি ০১ নভেম্বর ২০২৪ পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয় কাঁচাবাজারে।
- দেশে প্রথম পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয় ২০০২ সালে।
- পলিথিন ব্যাগ আবিষ্কার করেন হান্স ফন পেখমান (জার্মানি)
- বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পাটের সোনালী ব্যাগ।
- পাটের সোনালী ব্যাগ তৈরি করে ড. মোবারক আহমেদ খান।
- পাটের পচনশীল পলিমার ব্যাগ তৈরির মূল উপাদান পাটের সূক্ষ্ম সেলুলোজ (পরিবেশ বান্ধব)।

বাংলাদেশের প্রথম আয়রন লেডি

সম্প্রতি ১২ অক্টোবর' ২০২৪ মালয়েশিয়ায় লাংকাউইতে অনুষ্ঠিত হয় কঠিনতম ট্রায়াথলন (সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের সমন্বয়ে ক্রীড়া) আয়রনম্যানের দুই ফরম্যাটের প্রতিযোগিতা। এতে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে ১৮-২৪ বছর বয়স গ্রুপে অংশ নেয় মারিয়া ফেরদৌসী আক্তার। অর্ধ-দূরত্বের অর্থাৎ আয়রনম্যান ৭০.৩ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল হন মারিয়া। তিনি ২০২৫ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব আয়রনম্যান চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করবেন।

ঔষধ রপ্তানিতে বাংলাদেশ

- বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করে বাংলাদেশ।
- দেশের মোট চাহিদার ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়।
- দেশের কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩২ প্রকার এবং সরকারি হাসপাতালে ১০৫ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে মিয়ানমারে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রীলংকায়।

■ **তিন রোগ নির্মূলের স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ:**

রোগের নাম	বাহক	নির্মূলের সাল
পোলিও	পোলিও ভাইরাস	২৭ মার্চ, ২০১৪
ফাইলেরিয়া (গোদ)	কিউলেক্স মশা	১৩ মে, ২০২৩
কালাজ্বর	স্ত্রী বেলে মাছি	৩১ অক্টোবর, ২০২৩

CamScanner

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন

জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ পরিষদের সম্মেলন -২০২৪

- সময়কাল- ১০ সেপ্টেম্বর- ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়)।
- অনুষ্ঠিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে (জাতিসংঘের সদর দপ্তরে)।
- অধিবেশনের স্লোগান- 'শান্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং সর্বত্র সকলের জন্য মানব মর্যাদার স্বার্থে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'।
- জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য না হয়েও এবারের অধিবেশনের আসন পেয়েছে- ফিলিস্তিন (অর্থাৎ এত দিন জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা সাধারণ পরিষদের সদস্যদেশগুলোর সারিতে বসতে পারতেন না। এখন থেকে সাধারণ পরিষদে অন্য সব সদস্যদেশের মতো প্রস্তাব ও সংশোধনী তুলতে পারবেন প্রতিনিধিরা)।
- ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভবিষ্যতের জন্য অনুমোদিত চুক্তি- Pact for the Future.
- বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন অন্তবর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহম্মদ ইউনূস ও অন্যান্য সাত সদস্য।

■ সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের অর্জন

- ড. ইউনূস ১২টি দেশের সরকার প্রধানের সাথে একান্ত বৈঠক করেন।
- সাইড লাইন বৈঠক হয় ৪০টি।
- বিশ্বব্যাংক থেকে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার সহায়তা।
- চীন নাবায়নযোগ্য জ্বালানি সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়।
- সাম্প্রতিক বিপ্লবকে "মুনসুন রেভাল্যুশন" বা মুনসুন অভ্যুত্থান আখ্যায়িত করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

■ জাতিসংঘে বাংলাদেশের ৫০ বছর:

- সদস্যপদ লাভ করে- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় ১৯৭৫ সালে।
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে- ১৯৭২ সালে।
- পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে ছিল- ২ বছর।
- যে অধিবেশনে সদস্য পদ লাভ করে- ২৯ তম অধিবেশনে।
- বাংলাদেশ- ১৩৬ তম সদস্য।
- বাংলাদেশের সাথে যে ২ টি দেশ সদস্যপদ লাভ করে- গ্রানাডা ও গিনি বিসাউ।
- প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন- এস. এ. করিম।
- প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন- ইসমত জাহান।
- জাতিসংঘ মহাসচিবের সহকারি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল- আমিরাহ (১ম বাংলাদেশি নারী)।
- বাংলাদেশের পক্ষে সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে)।

কপ-২৯ সম্মেলন ২০২৪

- সম্মেলনের স্থান: বাকু, আজারবাইজান
- সময়কাল: ১১-২২ নভেম্বর, ২০২৪
- সভাপতি: মুখতার বাবায়েভ।
- উদ্দেশ্য: বৈশ্বিক উষ্ণতাকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করা।

১৬তম ব্রিকস সম্মেলন ২০২৪

- স্থান: কাজান, রাশিয়া।
- সময়: ২২-২৪ অক্টোবর, ২০২৪।
- থিম: "ন্যায্য বৈশ্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য বহুপাক্ষিকতাকে শক্তিশালী করা।"
- চালু করা হয়: ব্রিকস পে।
- ব্রিকসের অংশীদার দেশ হিসেবে ১৩টি দেশ যুক্ত হয়েছে (ব্রিকস প্লাস): আলজেরিয়া, বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, উগান্ডা, উজবেকিস্তান এবং ভিয়েতনাম।
- উল্লেখ্য যে, ১৫তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন ও ৩২ তম সদস্য

- বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়– ৯ - ১১ জুলাই ২০২৪ (স্থান- ওয়াশিংটন ডিসি)।
- ন্যাটোর বর্তমান সদস্য- ৩২টি (সর্বশেষ- সুইডেন); প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ১২টি দেশ।
- সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে: ৩২ সদস্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা।
- ঘোষণা পত্রের উল্লেখযোগ্য দিক:
  - সদস্য দেশগুলো ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
  - রাশিয়ার প্রতি চীনের সমর্থন সম্পর্কে কঠোর অবস্থান নেয়।
  - ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দিতে সম্মত হয়।
  - বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র রাখার ঘোষণায় নিন্দা জানানো হয়।
  - ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে অস্ত্র সহযোগিতাও ইন্ধন জোগানোর জন্য ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে অভিযুক্ত করা হয়।

ডি-৮ সম্মেলন- ২০২৪

- সময়কাল: ১৬-১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪
- স্থান: কায়রো, মিশর
- আয়োজন: ১১তম
- সম্মেলনে নতুন সদস্যপদ পায়: আজারবাইজান (৯ম)
- প্রতিপাদ্য: ইনভেস্টিং ইন ইয়ুথ অ্যান্ড সার্পোটিং সমল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, শেপিং টুমরো'স ইকোনমি।
- সদরদপ্তর: ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

জি-২০ সম্মেলন

- সময়কাল: ১৮-১৯ নভেম্বর, ২০২৪
- আয়োজন: ১৯তম
- স্থান: রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল
- সম্মেলনের তিনটি প্রধান এজেন্ডা:
  ১. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই।
  ২. শক্তির স্থানান্তর এবং এর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত দিকগুলিতে টেকসই উন্নয়ন।
  ৩. বিশ্বব্যাপী শাসন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার।

OPEC এর সদস্য এখন ১২টি

- আফ্রিকার দেশ 'অ্যাঙ্গোলা' তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে- ১ জানুয়ারি ২০২৪।
- দেশটি কী পরিমাণ তেল উৎপাদন করবে সেই কোটা নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে জোটের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে ওপেক ছাড়ে দেশটি।
- ওপেক থেকে অ্যাঙ্গোলা বের হয়ে যাওয়ার ফলে সংগঠনটির সদস্য এখন- ১২টি দেশ।
- ভেনিজুয়েলার উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ ইরাকের বাগদাদে প্রতিষ্ঠাকালীন ৫টি (ইরান, ইরাক, ভেনিজুয়েলা, কুয়েত ও সৌদি আরব)।
- ওপেকের সদরদপ্তর- অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়।
- ওপেক কে বলা হয়- পেট্রোলিয়াম পণ্যের কার্টেল।

NDB'র নতুন সদস্য আলজেরিয়া

২৯-৩১ আগস্ট ২০২৪ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে New Development Bank (NDB)- এর নবম বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৩১ আগস্ট ২০২৪ আলজেরিয়াকে সদস্যপদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, যা ব্যাংকটির প্রধান দিলমা রুসেফ ঘোষণা করেন। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত NDB'র মূল উদ্দেশ্য হলো উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থের জোগান দেওয়া।

সাম্প্রতিক আলোচিত কিছু নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ তম নির্বাচনে ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

০ তম যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ০৫ নভেম্বর, ২০২৪।
০ তম নির্বাচনে ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন – ডোনাল্ড ট্রাম্প।
ানাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক দল – রিপাবলিকান পার্টি।
পাবলিকান দল থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন – জেমস ডেভিড ভ্যান্স।
ক্তরাষ্ট্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটির অন্য নাম – রানিং মেট।
র্কিন প্রেসিডেন্ট জয় লাভের পর শপথ গ্রহণ করবেন- ২০ জানুয়ারি, ২০২৫।
র্কিন প্রেসিডেন্টকে শপথ পাঠ করান- মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি।
টঃ মার্কিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- প্রতি ৪ বছর পরপর নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার।



ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন ৪৫ ও ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট। উভয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো নারী। প্রথম হিলারী ক্লিনটন ও দ্বিতীয়বার কমলা হ্যারিস।

৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিচিতি

ঃ- ৪৫ ও ৪৭ তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
শা-ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ।
নৈতিক দল- রিপাবলিকান পার্টি।
চনী এলাকা- ফ্লোরিডা।
া- পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
র্ট লেডি বা সহধর্মিণী- মেলানিয়া ট্রাম্প।
চনী স্লোগান- Make America Great Again!



ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মেলানিয়া ট্রাম্প

মেলিনা ট্রাম্প হচ্ছে দ্বিতীয় মার্কিন ফার্স্ট লেডি, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম স্লোভেনিয়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে জন্মগ্রহণ করা প্রথম মার্কিন ফার্স্ট লেডি প্রেসিডেন্ট জন কুইন্সি অ্যাডামসের স্ত্রী।

একনজরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল

রিপাবলিকান পার্টি

ষ্ঠা: ১৮৫৪ সালে।
র বর্তমান প্রধান- মাইকেল হোয়াটলে।
ু যে নামে পরিচিত- গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি।
র চিহ্ন নির্ধারণকারী রং- লাল।
ু শাখার নাম- কলেজ রিপাবলিকান্স।
াদর্শ- রক্ষণশীল/ডানপন্থী।



(রিপাবলিক পার্টির প্রতীক হাতি)

ডেমোক্রেটিক পার্টি

- প্রতিষ্ঠা: ১৮২৮ সালে।
- দলের বর্তমান প্রধান- জেইমি হ্যারিসন।
- যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ রাজনৈতিক দল।
- দলের চিহ্ন নির্ধারণকারী রং- নীল।
- ছাত্র শাখার নাম- কলেজ ডেমোক্রেটস অব আমেরিকা
- মতাদর্শ- উদারপন্থী/মধ্যপন্থী।



(ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতীক গাধা)

একনজরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ তম নির্বাচনের প্রধান দুই প্রার্থী

ডোনাল্ড ট্রাম্প

-রিপাবলিকান পার্টি।
চনী এলাকা: ফ্লোরিডা।
চনী স্লোগান: Make America Great Again!
তেহার: Project 2025
ইলেক্টোরাল ভোট: ৩১২টি।

কমলা হ্যারিস

- দল-ডেমোক্রেটিক পার্টি।
- নির্বাচনী এলাকা: ক্যালিফোর্নিয়া।
- নির্বাচনী স্লোগান: Let's win this!
- ইশতেহার: Freedom, Investing in America.
- প্রাপ্ত ইলেক্টোরাল ভোট: ২২৬টি।

নোট: মার্কিন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে জয়ী হতে ৫৩৮টি ভোটের মধ্যে কমপক্ষে ২৭০ টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট পেতে হয়।

মার্কিন নির্বাচন সম্পর্কিত বিশেষ তথ্য

ক্টোরাল কলেজ: ইলেক্টোরাল কলেজ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি চন প্রক্রিয়া। প্রত্যেক ইলেক্টোরাল নির্বাচিত হন জনগণের সরাসরি ভোটে, তারা চিত করেন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টকে। মার্কিন নির্বাচনের ইলেক্টোরাল জ সংখ্যা ৫৩৮ টি, নির্বাচিত হতে প্রয়োজন ২৭০ টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট।

টর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ সিনেটের (Senator) সদস্য। যারা ৬ র জন্য নির্বাচিত হন।

মেট: রানিংমেট (Running Mate) বলতে বুঝায় সেই ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট চিত হলে যিনি হবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। যেমন- প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মেট ছিলেন কমলা হ্যারিস।

লেডি: ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্ত্রীকে ফার্স্ট লেডি (First Lady) হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প বর্তমান ফার্স্ট লেডি।

ন্ড লেডি: ক্ষমতাসীন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের স্ত্রীকে সেকেন্ড লেডি (Second y) বলা হয়। জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী উষা ভ্যান্স বর্তমান সেকেন্ড লেডি।

- **অক্টোবর সারপ্রাইজ:** নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে উত্থাপিত প্রচণ্ড সংবেদনশীল ইস্যু, প্রতিশ্রুতি বা অভিযোগ অক্টোবর সারপ্রাইজ (October Surprise) হিসেবে পরিচিত। যেমন- ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটনের ইমেইল। ফাঁসের ঘটনা ও ট্রাম্পের নারী কেলেংকারী অন্যতম অক্টোবর সারপ্রাইজ।
- **ব্রাডলি ইফেক্ট:** Bradley Effect হলো যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ বৈষম্য বিষয়ক তথ্য
- **ফেইথলেস ইলেক্টর:** কোনো দলীয় প্রতিনিধি বা ইলেক্টর নিজের দলের বদলে অন্য দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দিলে তাকে বলা হয় 'ফেইথলেস ইলেকটর' (Faithless Electors) বা অবিশ্বাসী ইলেকটর।
- **সুপার টুয়েসডে:** সুপার টুয়েসডে (Super Tuesday) এমন একটি দিন যে দিন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অঙ্গরাজ্যে একসাথে প্রাইমারি ও ককাস নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর সুপার টুয়েসডে ছিল ৫ মার্চ, ২০২৪।

যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচন ২০২৪

- আইন সভার নাম- পার্লামেন্ট (দুই কক্ষবিশিষ্ট)
- উচ্চকক্ষ- হাউস অব লর্ডস। নিম্নকক্ষ- হাউস অব কমন্স।
- হাউস অব কমন্সের সদস্য সংখ্যা- ৬৫০ জন।
- আসন বিন্যাস- ইংল্যান্ডে ৫৩৩, স্কটল্যান্ডে ৫৯, ওয়েলসে ৪০ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডে ১৮টি
- যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৪ জুলাই ২০২৪।
- নির্বাচনে ৬৫০ আসনের পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ১৪ বছর পর যুক্তরাজ্যের ক্ষমতায় আসে লেবার পার্টি।
- ৫ জুলাই ২০২৪ যুক্ত রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন- কিয়ার স্টিয়ারমার (লেবার পার্টির সপ্তম প্রধানমন্ত্রী)।
- প্রথম নারী মুসলিম বিচার মন্ত্রী- যুক্তরাজ্যের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে দায়িত্ব পান ব্যারিস্টার শাবানা মাহমুদ।

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২৪

- হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যু হয়- ১৯ মে ২০২৪।
- রাইসির মৃত্যুর পর ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন- মাসুদ পেজেশকিয়ান।
- সার্জন থেকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান।
- মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মোট মারা যায়- প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ ৯ জন।
- হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়- ভারজাগান এলাকার দুর্গম পাহাড়ে।
- বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের নাম- 'বেল-২১২' মডেল।
- ২৮ জুন ২০২৪ ইরানের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- নির্বাচনে কোনো প্রার্থী ৫০% ভোট না পাওয়ায় ৫ জুলাই ২০২৪ প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা মাসুদ পেজেশকিয়ান ও সাইদ জালিলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।
- দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে সংস্কার পন্থী মাসুদ পেজেশকিয়ান ৫৪.৭৬% ভোট পেয়েই ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- ৩০ জুলাই ২০২৪ তিনি নবম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শ্রীলঙ্কায় ক্ষমতায় এলো বামপন্থী প্রেসিডেন্ট

- শ্রীলঙ্কার বর্তমান বামপন্থি প্রেসিডেন্ট- অনুরা কুমারা দিশানায়েকে।
- তাঁর দলের নাম- ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার।
- শ্রীলঙ্কা স্বাধীন হয়- ১৯৪৮ সালে।
- শ্রীলঙ্কার পূর্ব নাম- সিংহল।
- শ্রীলঙ্কার মুদ্রার নাম- রুপি।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী- শ্রীমাভো বন্দরনায়েক।
- প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম- টেম্পল ট্রি।
- মুসলিম অধ্যুষিত মান্নার দ্বীপ- শ্রীলঙ্কায়।
- ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে সেতু বন্ধনকারী দ্বীপ- মান্নার ও রামেশ্বর দ্বীপ।
- এ্যাডমস পিক শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত- ধারণা করা হয় পৃথিবীর প্রথম মানব এখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।
- শ্রীলঙ্কার যে বন্দরটি চীনকে লিজ দেওয়া হয়- হাম্বানটোটা।
- বাংলাদেশ যে দেশকে প্রথম ঋণ দেয়- শ্রীলঙ্কা।

ভারতের জাতীয় নির্বাচন-২০২৪

- টানা তৃতীয় মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন- নরেন্দ্র মোদি।
- নরেন্দ্র মোদি শপথ গ্রহণ করেন- ৯ জুন ২০২৪।
- ভারতের লোকসভা নির্বাচনে সংসদীয় আসন সংখ্যা- ৫৪৩টি।
- ক্ষমতাসীন দল বিজেপি আসন লাভ করে- ২৪০টি।
- প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস আসন লাভ করে- ৯৯টি।
- বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট মোট আসন লাভ করে- ২৯৩টি।
- ভারতের মোট রাজ্য- ২৮টি
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- ৮টি
- ভারতের আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট- রাজ্যসভা ও লোকসভা
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট- দ্রৌপদী মুর্মু (১৫তম)
- দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের প্রথম আদিবাসী (সাঁওতাল), সর্বকনিষ্ঠ ও স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম রাষ্ট্রপতি।
- ভারতের প্রেসিডেন্টের বাসভবন- রাইসিনা হিলস বা রাষ্ট্রপতি ভবন (দিল্লী)।
- ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি- ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ
- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- জওহরলাল নেহেরু

■ সংক্ষেপে ভারতের জাতীয় নির্বাচন-২০২৪:

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়	১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন, ২০২৪ (৭ ধাপে)
নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়	৪ জুন, ২০২৪
ভারতের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন	২৭২টি আসন
বিশ্বের সর্ববৃহৎ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়	ভারতে (২০২৪)
এ নির্বাচনে সংসদীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন	৫৪৩ জন (২ জন সংরক্ষিতসহ ৫৪৫টি আসন)
১৮তম লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করে	২৪০ আসনে (জোটবদ্ধভাবে ক্ষমতা করে ২৮৬টি)
বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট (NDA) নিয়ে টানা ৩ বার সরকার গঠন করে	নরেন্দ্র মোদি
প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেস লাভ করে	৯৯টি আসন।
সমাজবাদী পার্টি লাভ করে	৩৭টি আসন
তৃণমূল কংগ্রেস লাভ করে	২৯টি আসন

বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক



রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন
রাজনৈতিক দল- পিপলস ফ্রন্ট



ইরানের রাষ্ট্রপতি ডা. মাসুদ পেজেশকিয়ান
ইন্ডিপেন্ডেন্ট পলিটিশিয়ান



চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং
রাজনৈতিক দল- কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না



অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ
রাজনৈতিক দল- লিবারেল পার্টি



তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রেজেপ তাইয়িপ এরদোয়ান
রাজনৈতিক দল- জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি



জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা
রাজনৈতিক দল- লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি



ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস
রাজনৈতিক দল- ফাতাহ



ইসরাইলের রাষ্ট্রপতি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু
রাজনৈতিক দল- লিকুদ পার্টি

আলোচিত পুরস্কার ও সম্মাননা

একনজরে নোবেল পুরস্কার-২০২৪

ক্ষেত্র	নাম	দেশ	অবদান
শান্তি	নিহন হিদানকায়ো	জাপান	পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টার জন্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য যে পারমাণবিক অস্ত্র কখনোই পুনরায় ব্যবহার করা উচিত নয়।
সাহিত্য	হান কাং হিউন	দক্ষিণ কোরিয়া	তাঁর রচিত কাব্যিক আবেদনময়ী ফিকশন রচনার জন্য যেগুলো তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক মনোবেদনা তুলে ধরে এবং মানবজীবনের ভঙ্গুরতাকে প্রকাশ করে।
অর্থনীতি	ড্যারন এসেমোগু	যুক্তরাষ্ট্র	'প্রতিষ্ঠানগুলো (অর্থনৈতিক) কীভাবে গঠন করা হয় এবং সমৃদ্ধির উপর তা কীভাবে প্রভাব ফেলে তা অধ্যয়নের জন্য'।
	সাইমন জনসন	যুক্তরাষ্ট্র	
	জেমস এ. রবিনসন	যুক্তরাষ্ট্র	
চিকিৎসা বিজ্ঞান	ভিক্টর অ্যামব্রোস	যুক্তরাষ্ট্র	মাইক্রোআরএনএ (microRNA) আবিষ্কার এবং এটি পোস্ট-ট্রান্সক্রিপশনাল (Post-tran-scriptional) জিন নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ভূমিকা পালন করে, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করা।
	গ্যারি রুভকুন	যুক্তরাষ্ট্র	
পদার্থবিজ্ঞান	জন হোপফিল্ড	যুক্তরাষ্ট্র	কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য।
	জিওফ্রে হিন্টন	কানাডা	
রসায়ন	ডেভিড বেকার	যুক্তরাষ্ট্র	• ডেভিড বেকার: প্রোটিন ডিজাইনের কম্পিউটেশনাল পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য। • ডেমিস হ্যাসাবিস এবং জন এম. জাম্পার: প্রোটিনের কাঠামো অনুমানের যুগান্তকারী পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য সম্মিলিতভাবে।
	ডেমিস হ্যাসাবিক	যুক্তরাজ্য	
	জন এম জাম্পার	যুক্তরাজ্য	

২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী হান কাং হিউন

- ২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান কাং।
- হান কাং সাহিত্যে এশিয়ার নারী নোবেল বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম।
- হান কাং আন্তর্জাতিক বুকার সাহিত্যে পুরস্কার পান ২০১৬ সালে।
- হান কাং এর লেখার প্রধান ধরন বা ধারা কল্পকাহিনী।
- দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম নারী নোবেল বিজয়ী- হান কাং।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

- The Vegetarian
- Love in Yesu (১ম উপন্যাস)
- The White Book
- We Do Not Part
- Human Acts
- Greek Lessons

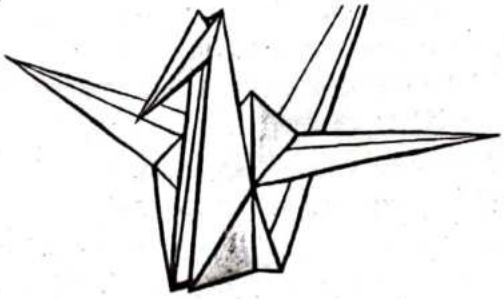


২০২৪ সালে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসের সেরা ১০০ বইয়ের অন্যতম হলো হান কাং এর লেখা **The Vegetarian**।

কর্মজীবনে হান কাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ৪১ বছর বয়স থেকে তিনি কল্পকাহিনীর সাথে বাস্তবজীবন মিশিয়ে লিখতে শুরু করেন। নোবেল কমিটি হান কাং এর লেখাকে তীক্ষ্ণ গদ্যময় ও কাব্যময় হিসেবে অভিহিত করেন। বর্তমানে হান কাং এর বয়স ৫৩ বছর।

২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী সংস্থা নিহন হিদানকায়ো

- ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সংস্থা- নিহন হিদানকায়ো।
- নিহন হিদানকায়ো যে দেশের সংস্থা- জাপান।
- প্রতিষ্ঠা- ১০ আগস্ট ১৯৫৬।
- প্রতিষ্ঠাতা- হিবাকুশা (পারমাণবিক বোমার শিকার ব্যক্তিবর্গ)।
- সদর দপ্তর- শিবানদাইমন, মিনাতো, টোকিও।
- নির্বাহী পরিচালক- সুয়েইচি কিদো।
- নিহন হিদানকায়ো সংস্থার মূল লক্ষ্য পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গঠনের প্রচেষ্টা এবং আর যেন কখনোই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার না করা হয় সেই লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা চালানো।



সংস্থার লোগো

৯৬ তম অস্কার পুরস্কার-২০২৪

- ৯৬তম অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র- ওপেনহেইমার।

সেরা অভিনেতা	সেরা অভিনেত্রী
সিলিয়ান মারফি (ওপেনহেইমার)	এমা স্টোন (পুয়োর থিংস)

- ৯৫তম অস্কার জয়ী চলচ্চিত্র- Everything Every Where All at once.
- অস্কার বা একাডেমি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়- চলচ্চিত্রের উপর।
- দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলস্ থেকে।
- প্রথম অস্কার জয়ী বাঙালি- সত্যজিৎ রায় (১৯৯২)।
- দুইবারের অস্কার জয়ী বাংলাদেশি- নাফিস বিন জাফর (বাংলাদেশি বংশদ্ভুত মার্কিন নাগরিক)।
- অস্কার বা একাডেমি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়- চলচ্চিত্রের উপর (চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার)।
- অস্কার পুরস্কার-এর প্রবর্তক- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডের 'অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স'।
- প্রতিবছর লস অ্যাঞ্জেলেসের নকিয়া থিয়েটারে অস্কার পুরস্কারের মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রথম অস্কার পুরস্কার প্রদান করা হয়- ১৯২৮ সালে (আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়া হয় ১৯২৯ সালে)।

ম্যাগসেসে পুরস্কার-২০২৪

- ২০২৪ সালে এশিয়ার নোবেল হিসেবে স্বীকৃত র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড পান- ৪ জন ব্যক্তি ও ১ টি প্রতিষ্ঠান।
- **পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন-**
  ১. কর্ম ফুন্টশো (ভুটান)।
  ২. হায়াও মিয়াজাকি (জাপান)।
  ৩. এনগুয়েন থি এনার্জিওক ফুং (ভিয়েতনাম)।
  ৪. ফারউইজা ফারহান (ইন্দোনেশিয়া)
  ৫. Rural Doctors Movement (থাইল্যান্ডের সংস্থা)।
- ২০২৩ সালে ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি- করভি রাখসান্দ।
- প্রথম ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি- তাহরুনেসা আবদুল্লাহ (১৯৭৮ সালে)।
- ড. মুহাম্মদ ইউনুস ম্যাগসেসে পুরস্কার পান-১৯৮৪ সালে।
- ফজলে হাসান আবেদ ম্যাগসেসে পুরস্কার পান- ১৯৮০ সালে।
- পরিবেশ ও আইন বিষয়ক সংস্থা 'বেলা' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্তবর্তী সরকারের পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ম্যাগসেসে পুরস্কার পান-২০১২ সালে।
- ফেরদৌসী কাদরী ম্যাগসেসে পুরস্কার পান- ২০২১ সালে।

৭৭তম কান চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২৪

- ৭৭তম সেরা চলচ্চিত্র (স্বর্ণ পাম)- আনোর (পরিচালক: শন বেকার, যুক্তরাষ্ট্র)।

সেরা অভিনেতা	সেরা অভিনেত্রী
জেসি প্লেমন্স (কাইন্ডস অব কাইন্ডনেস, যুক্তরাষ্ট্র)	সেলেনা গোমেজ (এমিলিয়া পেরেস)

- প্রথম কোনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বর্ণপাম পুরস্কার লাভ করে জাপানের স্টুডিও গিবলি।
- প্রথম বাঙ্গালি ও ভারতীয় হিসেবে কান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন অনসূয়া সেনগুপ্ত। 'দ্য শেমলেস' ছবির জন্য অনসূয়া 'আন সার্টেন রিগার্ড' বিভাগে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন।
- গ্রাঁ প্রি লাভ করেন: ভারতীয় পরিচালক পায়েল কাপাডিয়া তাঁর উউ ইমাজিন অ্যাজ লাইট' সিনেমার জন্য।
- ৭৬তম কান চলচ্চিত্র জয়ী-Anatomy of a fall.
- কান পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়-১৯৪৬ সালে।
- এই পুরস্কার le Festival de Cannes নামে পরিচিত।
- প্রতিবছর ফ্রান্সের রিজোর্ট শহরে মে মাসে "পালে দে ফেস্তিভাল্স এ দে কোঁগ্র" নামক ভবনে মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিৎজার পুরস্কার-২০২৪

- ২০২৪ সালে সাংবাদিকতার নোবেল খ্যাত পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে ৩ প্রসিদ্ধ গণমাধ্যম।
- **পুরস্কারপ্রাপ্ত গণমাধ্যমগুলো হলো-**
  ১. ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
  ২. মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।
  ৩. মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।
- এ বছর দুটি পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত গণমাধ্যম- রয়টার্স।
- যে কারণে রয়টার্স পুরস্কার লাভ করে- ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান সংঘাতের ভয়াবহ চিত্রের ছবি ধারণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিবিষয়ক উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনিয়মের বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য।
- কারাবন্দি যে সাংবাদিক পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে- ভ্লামিদিরি কারা-মুর্জা (ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক)।
- ওয়াশিংটন পোস্ট পুরস্কার পায় ন্যাশনাল রিপোর্টিং এর জন্য।
- **পুরস্কার ঘোষণা করে:** কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার হিসেবে ধরা হয় পাবলিক সার্ভিস (জনসেবা) অ্যাওয়ার্ডকে যা ২০২৪ সালে লাভ করে নিউইয়র্কভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা প্রোপাবলিকা।

বুকার পুরস্কার-২০২৪

- অন্য যে নামে পরিচিত -ইংরেজি সাহিত্যের নোবেল।
- পুরস্কার লাভ করেন- সামান্তা হার্ভে (যুক্তরাজ্য)।
- যে উপন্যাসের জন্য- অরবিটাল (Orbital)।
- উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য- উপন্যাসটিতে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে ছয়জন নভোচারীর এক দিনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।
- পুরস্কারটির বর্তমান অর্থমূল্য- ৫০ হাজার পাউন্ড।
- পুরস্কারটি চালু হয়- ১৯৬৯ সালে; যুক্তরাজ্য থেকে।
- পুরস্কারটির পূর্বনাম- ম্যান বুকার পুরস্কার

আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার-২০২৪

- পুরস্কার লাভ করেন- জেনি এরপেনবেক (জার্মানি)।
- যে উপন্যাসের জন্য- কাইরোস (Kairos)।
- উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদক- মাইকেল হফম্যান।
- পুরস্কারটির বর্তমান অর্থমূল্য-৫০ হাজার পাউন্ড।
- পুরস্কারটি চালু হয়-২০০৫ সালে; যুক্তরাজ্য থেকে।
- পুরস্কারটির পূর্বনাম-ম্যান বুকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার

আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার-২০২৪

- ২০২৪ সালে পুরস্কার লাভ করেন- নিলা ইব্রাহিম (আফগানিস্তান)।
- অবদান- নারী কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য আফগান মেয়েশিশুদের অধিকার নিয়ে সাহসী কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
- তার বিখ্যাত দু'টি প্রচারণার নাম- আইঅ্যামাইসং, হার স্টোরি।

ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার-২০২৪

- প্রথমবারের মতো ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার-২০২৪ পায় -গুড নেইবারস বাংলাদেশ (GNB)।
- গুড নেইবারস বাংলাদেশ এর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন-এম মাঈনউদ্দিন মইনুল (কান্ট্রি ডিরেক্টর, গুড নেইবারস বাংলাদেশ)
- 'গুড নেইবারস বাংলাদেশ' পুরস্কারটি পায়- শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় শিক্ষক উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ।
- পুরস্কারটি প্রদান করা হয়- প্রতি দুই বছর পর পর।
- এ বছর পুরস্কার প্রদান করা হয়- ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয় থেকে।

■ **দ্যা ইন্সপাইরেলি অ্যাওয়ার্ডস:** *বাংলাদেশের মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (MIST) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী সারাফ নাওয়ার, আন্তর্জাতিক স্থাপত্যশিল্প প্রতিযোগিতা 'দ্যা ইন্সপাইরেলি অ্যাওয়ার্ডস'-এ প্রথম স্থান লাভ করেছেন।*

সাম্প্রতিক তথ্যে ক্রীড়াজগৎ

খেলাধুলা বিষয়ক আগাম বার্তা

২০২৫ সাল	• ১৩তম ক্রিকেট বিশ্বকাপ (নারী) ভারতে অনুষ্ঠিত হবে। • ৯ম আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি (পুরুষ) পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে।
২০২৬ সাল	• ১০ম টি-২০ বিশ্বকাপ (পুরুষ) ভারত ও শ্রীলংকার অনুষ্ঠান হবে। • ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো) অনুষ্ঠিত হবে। • ২৫তম শীতকালীন অলিম্পিক ইতালিতে অনুষ্ঠিত হবে।
২০২৭ সাল	• ১৪তম ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজন করবে- দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে।
২০২৮ সাল	• ৩৪তম অলিম্পিক গেমস (লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র)। • ১১তম টি-২০ বিশ্বকাপ (পুরুষ) অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়।
২০৩০ সাল	• ২৪ তম বিশ্বকাপ ফুটবল ৬ দেশে, ৩ মহাদেশে (মরক্কো, পর্তুগাল, স্পেন, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে) অনুষ্ঠিত হবে। • ফুটবল বিশ্বকাপের ১০০ বছর পূর্তি।
২০৩১ সাল	• ১৫তম ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজন করবে- বাংলাদেশ ও ভারত।
২০৩২ সাল	• ৩৫তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে-অস্ট্রেলিয়াতে।
২০৩৪ সাল	• ২৫তম ফুটবল বিশ্বকাপ সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হবে।

২০২৪ সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

- আয়োজন- ৬ষ্ঠ, সময়কাল- ১-১০ মার্চ, ২০২৪
- স্বাগতিক-নেপাল; ভেন্যু- আনফা কমপ্লেক্স স্টেডিয়াম, ললিতপুর, নেপাল।
- মোট দল-৪টি (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল)।
- চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ (২য় বার); রানার্স আপ- ভারত।
- শীর্ষ গোলদাতা-২ জন (সৌরভি আকন্দ প্রীতি (বাংলাদেশ) ও অনুষ্কা কুমারী (ভারত)।
- সেরা গোল রক্ষক- ইয়ারজাম বেগম (বাংলাদেশ)
- সেরা খেলোয়ার-সৌরভ আকন্দ প্রীতি (বাংলাদেশ)
- ফেয়ার প্লে পুরস্কার- বাংলাদেশ।

ACC অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ-২০২৪ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

- আয়োজন- ১১তম; সময়কাল- ২৯ নভেম্বর-০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- আয়োজক-সংযুক্ত আরব আমিরাত; মোট ম্যাচ -১৫টি।
- চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ (২য় বার)- রানার্স আপ-ভারত
- বাংলাদেশ ১ম বার চ্যাম্পিয়ন হয়-২০২৩ সালে
- মোট দল- ৮টি (আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, জাপান, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলঙ্কা, ভারত)
- সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী-পাকিস্তানের শাহজাইব খান (৩৩৬ রান)
- সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি- বাংলাদেশের ইকবাল হোসেন ইমন (১৩টি)
- প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ- বাংলাদেশে ইকবাল হোসেন ইমন।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

- আয়োজন-১০ম।
- আয়োজক- এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল।
- সময়কাল- ৮-১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩।
- স্বাগতিক- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- ভেন্যু- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল একাডেমি।
- অংশগ্রহণকারী দল-৮টি।
- চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ (প্রথমবার)।
- রানার্স আপ- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- টুর্নামেন্ট সেরা- আশিকুর রহমান শিবলী (বাংলাদেশ)।
- সর্বাধিক রান সংগ্রাহক- আশিকুর রহমান শিবলী (বাংলাদেশ)।
- সর্বাধিক উইকেট সংগ্রাহক -রাজ লিম্বানী; ভারত (১২টি)।

২০২৪ সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

- আয়োজক- South Asian Football Federation (SAFF).
- সময়কাল- ১৮-২৮ আগস্ট, ২০২৪।
- স্বাগতিক দেশ- নেপাল; ভেন্যু- আনফা কমপ্লেক্স, ললিতপুর (নেপাল)।
- মোট দল-৬টি (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ)।
- চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ (প্রথমবার); রানার্স আপ- নেপাল।
- সেরা গোলকিপার- মোহাম্মদ আসিফ (বাংলাদেশ)।
- সর্বোচ্চ গোলদাতা- মিরাজুল ইসলাম (৪ গোল; বাংলাদেশ)
- টুর্নামেন্ট সেরা- মিরাজুল ইসলাম (বাংলাদেশ)।
- ফেয়ার প্লে ট্রফি- নেপাল।
- ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পক্ষে জোড়া গোল করেন মিরাজুল ইসলাম।

২০২৪ সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল

- আয়োজক- South Asian Football Federation (SAFF).
- সময়কাল- ১৭-৩০ অক্টোবর, ২০২৪।
- ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়- ৩০ অক্টোবর, ২০২৪।
- স্বাগতিক দেশ- নেপাল।
- মোট দল-০৭টি।
- চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ, রানার আপ- নেপাল।
- সেরা গোলকিপার- রূপনা চাকমা
- সর্বোচ্চ গোলদাতা- দেকি লাজোম (০৮টি)।
- সেরা খেলোয়াড়- ঋতুপর্না চাকমা।
- ফেয়ার প্লে পুরস্কার- ভুটান।
- ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পক্ষে গোল করেন মনিকা চাকমা ও ঋতুপর্না চাকমা।

প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪

- আসর- ৩৩তম (আয়োজক দেশ- ফ্রান্স)।
- মাসকট- Phryge (ফ্রিজ) - অ্যাথলেট: ১০ হাজার ৫০০ জন
- অংশগ্রহণকারী দেশ- ২০৬টি।
- সময়কাল- ২৬ জুলাই-১১ আগস্ট ২০২৪।
- স্লোগান- 'Games wide open'
- ইভেন্ট- ৩২৯টি।
- পদক জয়ী শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র; দ্বিতীয়- চীন; তৃতীয়- জাপান।
- প্রথম স্বর্ণ লাভ করে- চীন।
- প্রথম পদক লাভ করে- কাজাখস্তান।
- ৪০ বছর পর অলিম্পিকে পাকিস্তানের পক্ষে গোল্ড জয় করেছেন- আরশাদ নাদিম (জ্যাভেলিন থ্রো)।
- গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ২০২৪ উদ্বোধন হয়- ২৬ জুলাই ২০২৪ (প্রথম বারের মত স্টেডিয়ামের বাইরে সিন নদীতে)।
- প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে- ৫ জন ক্রীড়াবিদ।
- মেয়েদের মধ্যে অলিম্পিক সাঁতারে সবচেয়ে বেশি পদক জিতেছেন- চীনের নারী সাঁতারু ইয়ুকেই ঝ্যাং (১৩টি)।
- প্যারিস অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো সোনা জিতেছে- ৪টি দেশ (বোতসোয়ানো, ডমিনিকা, গুয়াতেমালা ও সেন্ট লুসিয়া)।
- প্যারিস অলিম্পিকের দ্রুততম মানব ও মানবী হলেন- নোয়াহ।
- প্যারিস অলিম্পিক প্রথম সামাজিক ব্যবসা মডেলে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক।

CamScanner

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪

- আয়োজন- নবম বিশ্বকাপ।
- সময়কাল- ১-২৯ জুন।
- মোট ভেন্যু- ৯টি।
- স্বাগতিক দেশ- আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- অংশগ্রহণকারী দল- ২০টি।
- খেলার সংখ্যা- ৫৫টি।
- উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে।
- ফাইনাল ম্যাচ- কিংস্টন ওভাল, ব্রিজ টাউন, বার্বাডোস।
- চ্যাম্পিয়ন- ভারত, দ্বিতীয়বার (৭ রানে জয়ী)। স্কোর: ভারত (১৭৬), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৬৯)।
- রানার্স আপ- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- ম্যান অব দ্য ফাইনাল- বিরাট কোহলি (ভারত)।
- ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট- জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত)।
- সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক- রহমানুল্লাহ গুরবাজ (২৮১ রান) আফগানিস্তান।
- সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক- ফজল হক ফারুকী (আফগানিস্তান) ও আর্শদীপ সিং (ভারত), ১৭টি।
- পরবর্তী আসর- ২০২৬ সালে (আয়োজক- ভারত ও শ্রীলঙ্কা)।

কোপা আমেরিকা ২০২৪

- আয়োজন- ৪৮তম
- আয়োজক- South American Football Confederation (CONMEBOL)
- স্বাগতিক দেশ- যুক্তরাষ্ট্র
- অংশগ্রহণকারী দল- ১৬টি
- চ্যাম্পিয়ন- আর্জেন্টিনা
- সর্বোচ্চ গোলদাতা (গোল্ডেন বুট) লাওতারো মার্টিনেজ (৬ গোল)
- সেরা খেলোয়াড়- হামেস রদ্রিগেজ (কলম্বিয়া)
- সেরা গোলরক্ষক ও টুর্নামেন্ট সেরা- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা)
- ফাইনাল সেরা: ডি মারিয়া (আর্জেন্টিনা)

ব্যালন ডি'অর ২০২৪ (পুরুষ)

- বর্ষসেরা ফুটবলার- রদ্রি (স্পেন, ম্যানচেস্টার সিটি)।
- বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়- লামিনে ইয়ামাল (স্পেন, বার্সেলোনা)
- বর্ষসেরা স্ট্রাইকার- কিলিয়ান এমবাপ্পে ও হ্যারি কেইন।
- বর্ষসেরা পুরুষ ক্লাব- রিয়েল মাদ্রিদ, স্পেন।
- বর্ষসেরা পুরুষ গোলকিপার- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।
- বর্ষসেরা পুরুষ কোচ- কার্লো আনচেলত্তি।

ব্যালন ডি'অর ২০২৪ (নারী)

- বর্ষসেরা ফুটবলার- আইতানা বোনমাতি (স্পেন, বার্সেলোনা)।
- বর্ষসেরা নারী ক্লাব- বার্সেলোনা, স্পেন।
- বর্ষসেরা সক্রেটিস পুরস্কার - হেনিফার হারমোসো
- বর্ষসেরা নারী কোচ- এমা হায়েস (চেলসি, যুক্তরাজ্য)।
- নারী ব্যালন ডি'অর চালু হয়- ২০১৮ সালে।
- দুইবার নারী ব্যালন ডি'র পায়- আলেক্সিয়া পুতেয়াস (স্পেন)

Note: ব্যালন ডি'অর পুরস্কার দেয়া হয় ফ্রান্স থেকে। ১৯৫৬ সাল থেকে প্রতিবছর ফরাসি ক্রীড়া সাময়িকী ফ্রঁস ফুতবোল (France Football) এটি প্রদান করেন। নারী ব্যালন ডি'অর চালু হয় ২০১৮ সালে।

না ফেরার দেশে চলে গেলেন যারা

ব্যক্তি	তথ্য
 কবি জেলাল হাফিজ	• পরিচয়- একজন আধুনিক কবি, সাংবাদিক। • জন্ম- ৭ অক্টোবর, ১৯৪৮ সাল (নেত্রকোণা)। • মৃত্যু- ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ সাল (ঢাকা)। • শিক্ষার্থী ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ)। • সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন- দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক দেশ ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা। • তাঁর বিখ্যাত তিনটি কাব্য গ্রন্থ- i. যে জলে আগুন জ্বলে (১৯৮৬)। ii. কবিতা ৭১ (২০১২)। iii. বেদনাকে বলেছি কৈসোনা (২০১৯)। • পুরস্কার- আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭),বাসাসপ কাব্যরত্ন (২০১৯), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (২০১৩)। • ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান নিয়ে লিখা বিখ্যাত কবিতা নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়- কবিতা ৭১ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। • নিষিদ্ধ সম্পাদকীয় কবিতার বিখ্যাত দুটি পঙ্‌ক্তি- 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'।
 জাকারিয়া পিন্টু	• জন্ম: ১ জানুয়ারি, ১৯৪৩। • পেশা: ফুটবল খেলোয়ার • অবদান: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের হয়ে ফুটবল যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছিলেন (অধিনায়ক)। • পুরস্কার: ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ক্রীড়া বিভাগে স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জন করেন। • মৃত্যু: ১৮ নভেম্বর, ২০২৪।

ব্যক্তি	তথ্য
 ড. রিচার্ড ক্যাশ	• জন্ম: ৯ জুন, ১৯৪১ • মৃত্যু: ২২ অক্টোবর, ২০২৪ (৮৩ বছর) • পূর্ণনাম: ড. রিচার্ড অ্যালান ক্যাশ • পরিচিতির কারণ: জনস্বাস্থ্য গবেষক ও খাবার স্যালাইনের অন্যতম উদ্ভাবক। • অন্যান্য অবদান: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে জনমত তৈরি, অর্থ সংগ্রহ ও স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। • বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার' সম্মাননা প্রদান করে। তিনি বাংলাদেশকে মনে করতেন 'দ্বিতীয় বাড়ি (সেকেন্ড হোম)'। • কর্মস্থল: কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি (ICCDDR,B) • পুরস্কার: আন্তর্জাতিক প্রিন্স মাহিদল পুরস্কার পান- ২০০৬ সালে।
 ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী	• জন্ম- ১৯৫২; মৃত্যু : ১১ এপ্রিল, ২০২৩ (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম)। • পরিচয়- চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য সক্রিয়তাবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধা। • প্রতিষ্ঠাতা- গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (১৯৭২)। • পুরস্কার- স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭), রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার (১৯৮৫)। • মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। • ১৯৮২ সালে 'জাতীয় ঔষধ নীতি' প্রণয়ন করেন।

CamScanner

ব্যক্তি	তথ্য
 কে জি মুস্তফা	• পুরো নাম - খন্দকার গোলাম মোস্তফা। • জন্ম-.১৯২৮; মৃত্যু- ৭ জুলাই, ২০২৩ (নিজ জেলা-সিরাজগঞ্জ)। • পরিচয়- ভাষা সৈনিক, সাংবাদিক ও লেখক। • কর্ম- বাংলাদেশের প্রথম টাকা ও কয়েনের নকশাকার। • উল্লেখযোগ্য কাজ- ১৯৭২ সালে ১, ৫, ১০, ২৫ ও ৫০ পয়সার ধাতব মুদ্রার নকশা করেন। • ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসে প্রকাশিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকিটের নকশা করেন।
 মৃণাল শিকদার	• জন্ম- ১৯৫২ ; মৃত্যু : ২১ মার্চ, ২০২৩ (নিজ জেলা- বগুড়া)। • পরিচয়- ভাস্কর ও চারুকলা ইন্সটিটিউট এর অধ্যাপক। • উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য- স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতির জনকের ভাস্কর্য, স্ট্রাগলিং ফোর্স, স্বামী বিবেকানন্দের ভাস্কর্য, আশা ও উদ্দীপনার একটি পাখি।
 সমরেশ মজুমদার	• ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক । • মৃত্যু- ৮ মে, ২০২৩ (বাইপাস, কলকাতা)। • পুরস্কার- বঙ্গবিভূষণ (২০১৮), আনন্দ পুরস্কার (১৯৮২) এবং কলকাতা সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৪)। • উল্লেখযোগ্য উপন্যাস-

উত্তরাধিকার	কালবেলা	কালপুরুষ	গর্ভধারিণী
সাতকাহন	গঙ্গা	কলিকাল	কলকাতা
হরিণবাড়ি	সিনেমাওয়ালা	অনুরাগ	তেরো পার্বণ

 কাজী এম বদরুদ্দোজা	• জন্ম– ১ জানুয়ারি, ১৯২৭ (বগুড়া)। • মৃত্যু– ৩০ আগস্ট, ২০২৩ (ঢাকা)। • পরিচিতি – i) কাজী পেয়ারার জনক। ii) কৃষিবিজ্ঞানী। iii) জাতীয় বিজ্ঞানী ইমেরিটাস।
 শিবনারায়ণ দাশ	• পরিচয়– বাংলাদেশের ১ম জাতীয় পতাকার নকশাকার। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বভাব আঁকিয়ে। • জন্ম– ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ (নিজ জেলা– কুমিল্লা); মৃত্যু– ১৯ এপ্রিল, ২০২৪। • পতাকা অঙ্কনের ইতিহাস– ১৯৭০ সালের ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (পূর্বনাম ইকবাল হল) ১১৬ নং কক্ষে পতাকা অঙ্কন করা হয়। এই পতাকাই ২ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাবির বটতলায় উড়ানো হয়।
 হাসান নাসরাল্লাহ	• ইসরাইলের আক্রমণে নিহত হয়- ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। • তিনি ছিলেন হিজবুল্লাহর ৩য় মহাসচিব বা প্রেসিডেন্ট। • যে দেশভিত্তিক সামরিক সংগঠন- লেবানন। • হিজবুল্লাহকে সমর্থন করে- ইরান। • হিজবুল্লাহর নতুন প্রেসিডেন্ট- হাসেম সাফিয়েদ্দিন। • হিজবুল্লাহ অর্থ- আল্লাহর দল।

ব্যক্তি	তথ্য
 ইসমাইল হানিয়া	• জন্ম- ২৯ জানুয়ারি ১৯৬২ মতান্তরে ১৯৬৩ • তার পুরো নাম ইসমাইল আবদুস সালাম আহমেদ হানিয়া। • ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী। • ১৮৮৯ সালে ইসরায়েল তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়। • এক বছর নির্বাসনে থাকার পর ইসমাইল হানিয়া হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান নির্বাচিত হন। • ২৯ মার্চ ২০২৬-২ জুন ২০১৪ মেয়াদে তিনি ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। • মৃত্যু- ৩১ জুলাই ২০২৪।
 ইব্রাহিম রাইসি	• ইব্রাহিম রাইসি মারা যান– ১৯ মে, ২০২৪। • ইব্রাহিম রাইসি ছিলেন– ইরানের ৮ম প্রেসিডেন্ট। • ইব্রাহিম রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়– পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের উজিগ্রামের কাছে। • দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যু হয়– প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির আব্দুল্লাহিয়ান সহ মোট ৯ জন। • ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা– আলী হোসেইনি খোমেনি।
 ফেতুল্লাহ গুলেন	• জন্ম: ২৭ এপ্রিল, ১৯৪১ (তুরস্ক) • মৃত্যু: ২০ অক্টোবর, ২০২৪ (যুক্তরাষ্ট্র) • পূর্ণনাম: মুহাম্মদ ফেতুল্লাহ গুলেন • পরিচিতির কারণ: গুলেন মুভমেন্ট। • তিনি একজন ইসলামী কবি, লেখক, ভিন্নমতবাদী নুসিয়ার ধর্মতাত্ত্বিক। • পুরস্কার: গান্ধী কিং ইকেদা পুরস্কার পান ২০১৫ সালে। • উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: দ্যা ম্যাসেঞ্জার অব গড: মোহাম্মদ, স্পিচ অ্যান্ড পাওয়ার অব এক্সপ্রেশন, জার্নি টু নোবেল আইডিয়ালস ও বীজ থেকে সিডার পর্যন্ত।
 সুজেয় শ্যাম	• জন্ম: ১৪ মার্চ ১৯৪৬। • মৃত্যু: ১৭ অক্টোবর, ২০২৪ (বয়স-৭৮)। • পরিচয়: বাংলাদেশি গায়ক, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক। • মুক্তিযুদ্ধে অবদান: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। • উল্লেখযোগ্য গানসমূহ- ◦ বিজয় নিশান উড়ছে ওই..... ◦ রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম.. ◦ মুক্তির একই পথ সংগ্রাম.... ◦ ওরে আয়রে তোরা শোন.... ◦ আজ রন সাজে বাজিয়ে বিষাণ.....। • প্রাপ্ত পুরস্কার সমূহ- ◦ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (২০০২, ০৪ ও ১০) ◦ শিল্পকলা পদক (২০১৫), ◦ স্বাধীনতা সম্মাননা (২০১৫), ◦ ভারত গৌরব সম্মাননা (২০১৪), ◦ ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক (২০১৮)

তাজা ও ঐতিহাসিক কেলেঙ্কারি

কেলেঙ্কারি	ঘটনা
যুক্তরাজ্য নির্বাচন কেলেঙ্কারি (২০২৪)	২০২৪ সালে যুক্তরাজ্যে [illegible] নির্বাচনের প্রচারণার সময় রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং পুলিশ অফিসারদের দ্বারা অবৈধ বাজি রাখা হয়েছিল বলে অভি[illegible] হয়েছিল, যাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের আগে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে [illegible] জ্ঞান পেয়েছিলেন। কখন এটি অনুষ্ঠিত হবে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। এেপ উইলিয়ামের ১০০ পাউন্ড [illegible] কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছিল।
ব্ল্যাক স্পাইডার কেলেঙ্কারি (২০২২)	স্বাস্থ্যখাত থেকে পরিবে[illegible] নির্বাচিত জনসাধারনের ইস্যুতে ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিবিদদের উপর প্রয়োগ ও নাক গলানোর অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাজ্যে[illegible] তৎকালীন যুবরাজ চার্লসের বিরুদ্ধে। চার্লসের হাতের লেখা চিঠি প্রকাশ্যে আসলে তা ব্ল্যাক স্পাইডার নামে পরিচিতি পায়।
প্যারাডাইস পেপারস কেলেঙ্কারি (২০১৭-২০১৮)	বারমুডার একটি লিগ্যাল [illegible] কোম্পানি থেকে ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াস অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস জার্মান দৈনিক সুইডয়চে সাইট [illegible] কেলেঙ্কারিটি প্রকাশ করে। এই কেলেঙ্কারির সাথে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপ্রধান জড়িত ছিলেন।
পানামা পেপার্স কেলেঙ্কারি (২০১৬)	মোসাক ফনসেকা নামে [illegible] পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে জার্মান দৈনিক পত্রিকা সুইডয়চে সাইট এটি প্রকাশ করে। তৎকালীন সময়ে [illegible] কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত থাকার কারণে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমালোচনার মুখে পড়েন।
হলমার্ক কেলেঙ্কারি (২০১১)	২০১১ সালে হলমার্ক [illegible] পরিচালনা পর্ষদ নিসহ সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা শাখা থেকে ঋণের নামে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। যার [illegible] করা হয় তৎকালীন সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ।
বোফর্স কেলেঙ্কারি (১৯৮৭)	বোফর্স কেলেঙ্কারির [illegible] ভারত। সুইডেনের অস্ত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চুক্তি ও ঘুষ প্রদানে [illegible] হয়ে উঠে।
ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারি (১৯৮৫)	ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারি [illegible] জড়িত দেশ ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-নিকারাগুয়া। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ইরান [illegible] মার্কিন অস্ত্র বিক্রয় করে তার অর্থ নিকারাগুয়ার সরকার বিদ্রোহী কন্ট্রাদের প্রদান করে।
ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি (১৯৭২)	ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি [illegible] মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। ডেমোক্রেট দলের প্রধান কার্যালয় ওয়াটারগেটে টেলিফোন আড়িপাতা [illegible] রাজনৈতিক ঝড় শুরু হয় এজন্য তাকে ১৯৭৪ সালে পদত্যাগ করতে হয়।
মেমোগেট কেলেঙ্কারি (২০১২)	মেমোগেট কেলেঙ্কারির [illegible] রাষ্ট্র পাকিস্তান। সরকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে এই কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে দূরত্বের সৃষ্টি হয়।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ তম রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগ্যানের ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ছিলেন



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭ তম রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ছিলেন



পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ পানামা পেপারস কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত থাকার কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

CamScanner

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক

বিশ্বে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে ডেঙ্গু

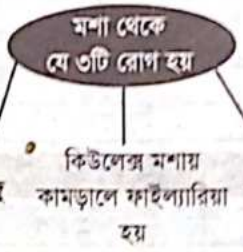
- ডেঙ্গু জ্বর হলো-একটি ভাইরাস জনিত রোগ। ডেঙ্গু শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ ভাষা থেকে।
- ডেঙ্গু জ্বরের ভাইরাসের নাম-ফ্লাভি ভাইরাস।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা (Aedes Aegypti)
- ডেঙ্গু হলো- ভাইরাস জনিত গ্রীষ্মকালীয় রোগ।
- ঢাকায় প্রথম ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হয়- ১৯৬৫ সালে।
- সাধারণত নোংরা ও ময়লা পানিতে এডিস মশার জন্ম হয়।
- **ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ :**
  - জ্বর
  - শরীর ব্যথা
  - মাথা ব্যথা
  - চোখের পেছনে ব্যথা
  - চামড়ায় লালচে দাগ।
- বিশ্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে টিকা ব্যবহৃত হয়- দুটি (ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া এবং কিউ ডেঙ্গা)।
- ডেঙ্গু টিকার সফল পরীক্ষা চালানো হয়-থাইল্যান্ডে।
- মশার লার্ভা নির্মূলে যে ব্যাকটেরিয়া কার্যকর- ব্যাসিলাস থুরিয়েনসিস ইসরায়েলেসিস (বিটিআই)।
- বিশ্বের প্রথম বাজারজাতকৃত ডেঙ্গু টিকার নাম- ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া (প্রস্তুতকারক ফরাসি কোম্পানি- সানোফি)।
- বিশ্ব মশা দিবস- ২০ আগস্ট।

ডেঙ্গুর নতুন ঔষধ আবিষ্কার :

- খুব সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জনসন এন্ড জনসন মুখে খাওয়ার একটি ঔষুধ আবিষ্কার করেছে। যা কার্যকর বলে প্রমাণ পেয়েছে।
- মুখে খাওয়ার এই ঔষধটির পরীক্ষা চালানো হয় জনস হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল এন্ড হেলথ সেন্টারে।
- জনসন এন্ড জনসন কোভিড-১৯ নামে একটি করোনা টিকা রয়েছে।
- জনসন এন্ড জনসন কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয়-১৮৮৬ সালে। (সদর দপ্তর নিউ জার্সির নিউ ব্রুনউইকে)।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- প্রথম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইনজেকশনযোগ্য ওষুধ রপ্তানি করে 'এসকায়েফ ফার্মাসিউটিক্যালস লি.'।
- প্রথম বাংলাদেশী ঔষধ কোম্পানি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঔষধ কার্ডোভিল রপ্তানি করে 'বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লি.' (২০১৬ সালে)।
- ২০২৩ সালে ডেঙ্গু রোগে বেশি আক্রান্ত হয় ব্রাজিলে। বেশি মৃত্যুবরণ করে- বাংলাদেশে।



নতুন মহামারি এমপক্স

- এমপক্স (Mpox) একটি ভাইরাসজনিত রোগ।
- সমকামী পুরুষদের মধ্যেই এর সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।
- **উপসর্গ:**
  ১. জ্বর সেরে গেলে ফুস কুড়ি দেখা দিতে পারে।
  ২. সারা শরীর, বিশেষ করে মুখ, চোখ ও যৌনাঙ্গে ক্ষত দাগ দেখা দিতে পারে।
  ৩. প্রাথমিক লক্ষণের মধ্যে জ্বর, মাংসব্যথা, ফুলে যাওয়া, পিঠ ব্যথা ও পেশিতে ব্যথা হতে পারে।
- প্রাণীদেহে প্রথম শনাক্ত হয়- ডেনমার্ক
- মানুষের দেহে প্রথম শনাক্ত হয়- কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে
- টিকা MVA-BN নামে একটি টিকা বর্তমানে DU / EBA, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড এবং কানাডা ভূড়ে অনুমোদিত। যা একটি ডেনিশ বায়োটেক কোম্পানি তৈরি করে। এছাড়া জাপান (JCIG) অর্থোপক্স (Orthopox Vac) নামে নিজস্ব টিকা অনুমোদন করে।

এমপক্স টিকার প্রথম অনুমোদন

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এমপক্স টিকার প্রথম অনুমোদন দেয়। ২০২৪ সালে এমপক্সের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র থেকে। সেশটিতে এমপক্সের প্রথম টিকা MVA-BN পৌঁছানোর পর WHO এই টিকার অনুমোদন দিল। অন্যদিকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কঙ্গোতে এমপক্সের টিকার প্রথম চালান পাঠায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।

ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস

- সম্প্রতি ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
- ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস (WNV) হলো কিউলেক্স জাতীয় মশার কামড়ে ছড়ানো একটি ভাইরাস।
- এই ভাইরাসটি উগান্ডায় ধরা পড়ে প্রথম ১৯৩৭ সালে।
- এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে অধিকাংশ সময়ই কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না।
- ২০% ক্ষেত্রে জ্বর, মাথাব্যথা এবং পরিপার্শ্বিত জটিল হলে স্নায়বিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- এই ভাইরাসের নির্দিষ্ট কোনো টিকা নেই।

ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস সম্প্রতি ইসরায়েলে প্রাদুর্ভাব ঘটে। এটি কিউলেক্স জাতীয় মশার কামড়ে ছড়ায়।

চাঁদিপুরা ভাইরাস

- সম্প্রতি চাঁদিপুরা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে- ভারতে।
- চাঁদিপুরা ভাইরাসের আসল নাম-চাঁদিপুরা ভেসিকুলোভাইরাস (CHPV)।
- চাঁদিপুরা ভাইরাস মহারাষ্ট্রের চাঁদিপুরা গ্রামে প্রথম শনাক্ত হয়- ১৯৬৫ সালে। সম্প্রতি গুজরাটে এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মশা, মাছি এবং বিভিন্ন পোকামাকড় দ্বারা এই ভাইরাস ছড়ায়। যদিও এই ভাইরাসটি ছোঁয়াছে নয়।
- আক্রান্তের লক্ষণ- হঠাৎ তীব্র জ্বর, মাথা ব্যথা, পেশিতে ব্যথা, ঘন ঘন বমি, খিচুনি, মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং গুরুতর ক্ষেত্রে রোগী কোমায় চলে যেতে পারে এবং মৃত্যু হতে পারে।

চাঁদিপুরা ভাইরাস সম্প্রতি ভারতে প্রাদুর্ভাব ঘটে। এটি মশা ও পোকামাকড়ের মাধ্যমে ছড়ায়।

চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর টিকা আবিষ্কার

- বিশ্বে চিকুনগুনিয়ার প্রথম টিকা 'ইক্সচিক' (একক ডোজ)।
- টিকাটি তৈরি করেছে ফরাসি প্রতিষ্ঠান "ভ্যালনেভা"।
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে পরিচিত ডেঙ্গু টিকার নাম "টিডি-০০৫ (টেট্রাভেলেন্ট)"।
- এর আগে বিশ্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ২টি টিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল – ডেঙ্গু ভ্যাক্সিয়া ও কিউডেঙ্গা।
- বাংলাদেশের ডেঙ্গু রোগীদের জন্য মোবাইল অ্যাপ "ডেঙ্গু ড্রপস"।

গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট ও সমীক্ষা

GDP'র সাময়িক হিসাব ২০২৩-২৪ [প্রকাশকাল: ২০ মে, ২০২৪]

- জনসংখ্যা (মিলিয়ন)- ১৭১.৫৯
- GDP (মিলিয়ন টাকা)-৫০,৪৮০,২৭৪
- GDP (মিলিয়ন ডলার)-৪৫৯,০৪৬
- GNI (মিলিয়ন টাকা)-৫২,৫৩১,০৩৯
- GNI (মিলিয়ন ডলার)-৪৭৭,৬৯৭
- মাথাপিছু GNI-২৭৮৪ মার্কিন ডলার
- মাথাপিছু GDP-২৬৭৫ মার্কিন ডলার
- GDP'র প্রবৃদ্ধির হার-শিল্প খাতে
- GDP তে অবদান সবচেয়ে বেশি যে খাতের- সেবা খাত (Service)
- GDP তে প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি যে খাতের- শিল্প খাতে
- GDP'র যে খাতে ঊর্ধ্বগমন প্রবৃদ্ধির হার- কৃষি

৩২তম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

- প্রতিবেদন প্রকাশ করে- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)
- প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ- সুইজারল্যান্ড
- প্রতিবেদনে সর্বনিম্ন দেশ- সোমালিয়া
- বাংলাদেশের অবস্থান- ১২৯ তম
- গড় আয়ু- ৭২.০ বছর
- গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ- জাপান
- গড় আয়ুতে সর্বনিম্ন দেশ- শাদ ও সোমালিয়া
- মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ- লিচটেনস্টাইন
- মাথাপিছু আয়ে সর্বনিম্ন দেশ- দক্ষিণ সুদান
- মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণে শীর্ষ দেশ- কাতার
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে শীর্ষ- শ্রীলংকা
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন- আফগানিস্তান
- বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়- ৬,৫১১ মা. ড.
- বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু- ৭৩.৭ বছর
- বাংলাদেশের পুরুষের গড় আয়ু- ৭১.৫ বছর; নারীদের- ৭৬.০ বছর

বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন- ২০২৪

- প্রতিবেদন প্রকাশ করে- জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)
- বিশ্বে মোট জনসংখ্যা- ৮১১.৯০ কোটি
- বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৩%
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক- নাইজার
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন- হাঙ্গেরি
- পুরুষের গড় আয়ু- ৭১ বছর; নারীদের- ৭৬ বছর
- জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ- ভারত (১৪৪ কোটি ১৭ লাখ)
- জনসংখ্যায় দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ- চীন (১৪২ কোটি ৫২ লাখ)
- জনসংখ্যায় তৃতীয় শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র (৩৪ কোটি ১৮ লাখ)

তেল গ্যাস প্রতিবেদন-২০২৪

- তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ-যুক্তরাষ্ট্র
- তেল রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ- সৌদি আরব
- তেল আমদানীতে শীর্ষ দেশ- চীন
- উত্তোলনযোগ্য তেল মজুদে শীর্ষ দেশ-ভেনেজুয়েলা
- গ্যাস উৎপাদন, রপ্তানি ও রিজার্ভে শীর্ষ দেশ-রাশিয়া
- গ্যাস আমদানীতে শীর্ষ দেশ-জার্মানি
- তেল রপ্তানীতে অর্থকে বলে-পেট্রো ডলার

অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি প্রতিবেদন-২০২৪

- অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষদেশ- যুক্তরাষ্ট্র
- অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষদেশ-ভারত
- অস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান-২৬তম
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করে-চীন থেকে
- সামরিক ব্যয়ে বিশ্বের শীর্ষদেশ-যুক্তরাষ্ট্র
- সামরিক ব্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থান-৫০তম
- সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ-৩৭তম
- সামরিক ব্যয়ে সর্বনিম্ন দেশ-আইসল্যান্ড

প্রবাসী আয়

- প্রকাশক-KNOMAD; প্রকাশকাল- জুন, ২০২৪
- শ্রমিক প্রেরণে শীর্ষ দেশ- ভারত (বাংলাদেশ-৬ষ্ঠ)
- প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশের অবস্থান- ৮ম (২২.১৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- জিডিপিতে অবদানে শীর্ষ দেশ- টোঙ্গা (৪০.৬%)
- প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা ২% থেকে বেড়ে ৫% হয় (সরকার দেয়-২.৫%; ব্যাংক দেয়-২.৫%)-১ জানুয়ারি, ২০২২
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি শ্রমিক/ নারী শ্রমিক প্রেরণ করে- সৌদি আরবে
- বাংলাদেশে সর্বাধিক রেমিট্যান্স পাঠায়- সংযুক্ত আরব আমিরাত (অর্থ সমীক্ষা-২০২৪) (BMET: December' 2023 অনুসারে সৌদি আরব)
- বিশ্বে রেমিট্যান্স প্রেরণে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র
- সবচেয়ে বেশি অভিবাসী গমন করে- যুক্তরাষ্ট্র
- সবচেয়ে বেশি শরণার্থী উৎপন্ন হয়- সিরিয়াতে
- বাংলাদেশে প্রবাসী আয় প্রেরণে শীর্ষ দেশ-

ক্রম	দেশ	বিলিয়ন মার্কিন ডলার
১ম	আরব আমিরাত	৪৫৯৯.০২
২য়	যুক্তরাষ্ট্র	২৯৬১.৬৪
৪র্থ	সৌদি আরব	২৭৪১.৫০
৭ম	কুয়েত	১৪৯৬.৬৫
১০ম	সিঙ্গাপুর	৮৩২.২৫

বিভিন্ন সূচক নির্ধারণী রিপোর্ট ও সমীক্ষা

রিপোর্টের নাম	প্রকাশকারী প্রতিষ্ঠান	শীর্ষদেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
সুখ সূচক-২০২৪	Sustainable Development, Un	ফিনল্যান্ড	আফগানিস্তান	১২৯তম
E-Government Development-2024	UN	ডেনমার্ক	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১০০তম
মুক্ত গণমাধ্যম সূচক-২০২৪	Reporters Without Borders	নরওয়ে	ইরিত্রিয়া	১৬৩তম
আইনের শাসন সূচক-২০২৩	The world Justic Project (USA)	ডেনমার্ক	কঙ্গো	১২৭তম
গণতন্ত্র সূচক-২০২৩	The Economist Intelligence Unit	নরওয়ে	আফগানিস্তান	৭৫তম
প্রবাসী আয় সূচক-২০২৪	KNOMAD, বিশ্বব্যাংক	ভারত	----	৮ম
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক-২০২৪	The Heritage Foundation (USA)	সিঙ্গাপুর	উ. কোরিয়া	১১৬তম

রিপোর্টের নাম	প্রকাশকারী প্রতিষ্ঠান	শীর্ষদেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
হাউস গ্যাস নিঃসরণ সূচক-২০২৪	----	চীন (২৭%); ২য়-যুক্তরাষ্ট্র	অ্যাঙ্গুইলা	----
ই উন্নয়ন (SDG) রিপোর্ট-২৩	----	ফিনল্যান্ড	দ. সুদান	১০১তম
দেশ সূচক-২০২৪	----	লুক্সেমবার্গ	বুরুন্ডি	১৩৫
বহুল শহর-২০২৪	Mercer	হংকং, চীন	অবুজা, নাইজেরিয়া	১৪০তম (ঢাকা)
বাসযোগ্য শহর সূচক-২০২৪	Economist Intelligence Unit	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	দামেস্ক, সিরিয়া	১৬৮তম
উদ্ভাবন সূচক-২০২৪	World Intellectual Property Organization	সুইজারল্যান্ড	অ্যাঙ্গোলা	১০৬তম
bal Fire power-2023	----	যুক্তরাষ্ট্র	ভুটান	৩৭তম
শান্তি সূচক-২০২৪	Institute for Economics & Peace	আইসল্যান্ড	আফগানিস্তান	৯৩তম
সাইবার নিরাপত্তা সূচক-২০২২	----	গ্রিস	দ. সুদান	৩২তম
সূচক-২০২৩	----	আফগানিস্তান	ভুটান	৪৩তম
ক সূচক-২০২৪	Gloabl Fire Power	যুক্তরাষ্ট্র, ২য়-চীন	ভুটান	৩৭তম
সূচক-২০২৪	Concern Worldwide	সোমালিয়া	বেলারুশ	৮৪তম
ধারণা সূচক-২০২৩	Transparency International	সোমালিয়া	ডেনমার্ক	১২তম
ষণ সমীক্ষা-২০২৩	----	শাদ	----	৫ম
াল জীবনমান সূচক-২০২৩	----	ফ্রান্স	ইয়েমেন	৮২তম
বৈষম্য সূচক-২০২৪	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম	আইসল্যান্ড	সুদান	৯৯তম
বৃদ্ধি প্রেরক সূচক-২০২৪	UN Peacekeeping	নেপাল	কাতার	৩য়
উন্নয়ন সূচক-২০২৪	UNDP	সুইজারল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১২৯তম
পাসপোর্ট সূচক-২০২৪	----	৬টি রাষ্ট্র	আফগানিস্তান	১০২তম
রপ্তানি সূচক-২০২৪	WTO	চীন	----	২য়
সন্ত্রাসবাদ সূচক-২০৪	Institute for Economics and peace	বুরকিনাফাসো	----	৩২তম
খাদ্য নিরাপত্তা-২০২৪	The Economist	ফিনল্যান্ড	সিরিয়া	৮০তম
ও পর্যটন সূচক-২০২৪	World Economics Forum	যুক্তরাষ্ট্র	মালি	১০৯তম
কাশের স্বাধীনতা সূচক	Aricle-19	ডেনমার্ক	উত্তর কোরিয়া	১২৮তম
ত সংরক্ষণ	বায়ো ডিবি, যুক্তরাষ্ট্র	লুক্সেমবার্গ	কিরিবাতি	১৭৩তম

: বিশ্বের শীর্ষ জনবহুল শহর- জাপানের টোকিও (ঢাকার অবস্থান-৭ম)। ভ্রমণও পর্যটন সূচকে ৩য় শীর্ষ দেশ- স্পেন (দ.এশিয়ার শীর্ষ দেশ- ভারত (৩৯তম), সর্বনিম্নে ান করছে- বাংলাদেশ (১১৯তম))

টুকিটাকি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক তথ্য

স্বৈরাচার বাশার আল আসাদের পতন

পূর্ণ নাম- বাশার হাফিজ আল-আসাদ।

জন্ম- ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ (দামেস্ক, সিরিয়া)।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন- ১৭ জুলাই, ২০০০ থেকে ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ (১৯তম রাষ্ট্রপতি)।

পিতা- হাফিজ আল-আসাদ (সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি, ১৯৭১-২০০০ সাল)।

ভাই- মাহের আল-আসাদ (সিরিয়ার সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি)।

পেশা ও শিক্ষা- দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক পাশ করে, লন্ডনে ওয়েস্টার্ন আই হসপিটালে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ- ২০০০ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি ৩৪ বছর বয়সে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।

রাজনৈতিক দল- বাথ পার্টি (Ba'ath Party)।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ- ২০১১ সালের ১৫ মার্চ সিরিয়া গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং বাশার বিরোধী বিদ্রোহ শুরু হয়। বিদ্রোহ দমনে বাশারকে রাশিয়া ও ইরান সমর্থন করেছে। রাশিয়া আসাদের পক্ষে ২০১৫ সালে সরাসরি সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করে।

পতন- সিরিয়ার ইদলিব নিয়ন্ত্রিত ইসলামপন্থী সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম (HTS) প্রধান আবু হোম্মদ আল- জোলানির নেতৃত্বে ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর বাশার বিরোধী অভিযান শুরু হয়। অভিযানের মাত্র ১২ দিনের মাথায় (৮ ডিসেম্বর) বাশারের পতন হয়।

■ বাশার বিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠী সমূহ:

- হায়াত তাহরির আল-শাম (Hayat Tahrir al-Sham)। ২০১৭ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি বিশ্বে Organization for the Liberation of the Levant নামে পরিচিত।
- আহরার আল-শাম (এই গোষ্ঠী শরিয়াহ ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
- সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্স/SDF (এরা মূলত কুর্দি যোদ্ধা)।
- সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি/SNA।
- ফ্রি সিরিয়ান আর্মি।
- ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট।

নোট: সেদনায়া কারাগারটি সিরিয়ায় অবস্থিত।

প্রথম বাণিজ্যিক স্পেসওয়াক

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মহাশূন্যে মহাকাশযানের বাইরে প্রথম অপেশাদার ক্রু হিসেবে 'স্পেসওয়াক' সম্পন্ন করেন মার্কিন ধনকুবের ও এক প্রকৌশলী জ্যারেড আইজ্যাকম্যান এবং সারাহ গিলিস। SpaceX- এর এ মিশনটির নাম Polaris Dawn। এ মিশনে মোট চারজন মহাকাশচারী অংশ নেন। তাদের মধ্যে দুজন 'স্পেসওয়াক' করেন। অভিযানে অংশ নেওয়া বাকি দুজন ক্যাপসুলের ভেতরে ছিলেন। মহাশূন্যে থাকাকালে মহাকাশযান থেকে বাইরে বের হওয়াকে 'স্পেসওয়াক' বলে।

বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবসের স্বীকৃতি

৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮ তম অধিবেশনের প্রেক্ষাপটে সর্বসম্মতিক্রমে প্রতি বছর ৬ জুলাইকে 'বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP) সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে টেকসই পল্লী উন্নয়নে সহায়তার স্বীকৃতিস্বরূপ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠার দিনকে 'বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে 'ফোর বি' আন্দোলন

- সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা গর্ভপাতের অধিকারের দাবিতে এই আন্দোলন শুরু করেন।
- 'ফোর বি' আন্দোলন প্রথম শুরু হয় দক্ষিণ কোরিয়ায়।
- 'ফোর বি' আন্দোলন হল একটি নারীবাদী আন্দোলন।
- 'ফোর বি' আন্দোলনের অপর নাম Four Nos.
- 'ফোর বি' আন্দোলনের কারণ: নারীদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য ও অসহিষ্ণুতা।

মিশরের নতুন রাজধানী

মিশরের রাজধানী কায়রো বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে একটি। প্রায় এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে শহরটি মিশরের রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এবার কায়রোর ওপর চাপ কমাতে রাজধানী স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে মিশর সরকার। নতুন এ রাজধানীর নাম রাখা হয় নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল (ন্যাক)। কায়রো থেকে ৪৫ কিমি পূর্বে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত ন্যাকের আয়তন ৭৩৫ বর্গকিমি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা মিশরের নতুন রাজধানীর দুটি স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করেছে। একটি ২০১৭ সালের যখন কাজ শুরু হয় অন্যটি ২০২৪ সালের আগস্টের। মিশরের নতুন এ রাজধানী পর্যায়ক্রমে সংসদ ভবনের পাশাপাশি বিভিন্ন পার্ক এবং কৃত্রিম হ্রদ থাকবে।

যুক্তরাজ্যে কয়লা যুগের অবসান

- ইউরোপে সর্বশেষ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেয় যুক্তরাজ্য।
- যুক্তরাজ্য সর্বশেষ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের ঘোষণা দেয় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- বিশ্বের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয় যুক্তরাজ্যের লন্ডনে।
- ইউরোপের প্রথম কয়লামুক্ত দেশ- বেলজিয়াম।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র- তুবকেতুন পাওয়ার প্লান্ট (চীন)।
- বিশ্বে কয়লা ব্যবহারে শীর্ষ দেশ- চীন (কোভিড লিনারদের শীর্ষ দেশ)।
- বিশ্বের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেন- টমাস আলভা এডিসন।

নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে আসতে সুইজারল্যান্ড

- প্রায় ৫০০ বছর পর সম্প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে আসতে সুইজারল্যান্ড
- ১৫১৫ সাল থেকে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে সুইজারল্যান্ড।
- ২০২৫ সাল নাগাদ সুইজারল্যান্ড নিরপেক্ষ দেশের তকমা বাদ দিয়ে অভিবাসন দেশে পরিণত হবে।

গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক Keyword

- **ইয়ামাম-** ইসরাইলের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট।
- **নিউরোস্টিমুলেটর-** মৃগী রোগীর মাথার খুলিতে স্থাপন করা ডিভাইস।
- **নাফাপালি-** মিয়ানমারের সমুদ্র সৈকত।
- **Next Asian Tiger-** অর্থনীতিবিদগণ ভিয়েতনামকে Next Asian Tiger বলে উল্লেখ করেছেন।
- **Currency Swap-** কারেন্সি সোয়াপ বা মুদ্রা বিনিময় হলো যখন ডলার বা অন্য কোনো হার্ড কারেন্সিকে পাশ কাটিয়ে দুটি দেশ নিজ নিজ মুদ্রায় বাণিজ্য করে তখন তাকে Currency Swap বলে। সম্প্রতি সময়ে রাশিয়া তার বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সাথে কারেন্সি সোয়াপ নীতি অবলম্বন করে রুবল মুদ্রায় বাণিজ্য সম্পর্ক ধরে রেখেছে। ভারতও বাংলাদেশের সাথে রুপি মুদ্রায় বাণিজ্য শুরু করেছে।
- **Wagner Group-** ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের একটি ডি ফ্যাক্টো প্রাইভেট আর্মি গ্রুপ। এটিকে রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাদল বলা হয়। সম্প্রতি ইয়েভগেনি প্রিগোজিন সেনা অভ্যুত্থান করে সমালোচিত হন। ২৩ শে আগস্ট ২০২৩ রহস্যজনকভাবে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।
- **'ইকো টাউন'-** সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- **নয়োমা -** ভারতের লাদাখে উদ্বোধন হওয়া নতুন সামরিক ঘাঁটি।
- **Polar Silk Road -** চীনের প্রস্তাবিত একটি রাস্তা।
- **Persona non grata -** এটি একটি কূটনৈতিক শব্দ। যার অর্থ অবাঞ্ছিত বা অগ্রহণযোগ্য।
- **S 400 -** রাশিয়ার অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র।
- **Five Eyes -** অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত গোয়েন্দা সহযোগিতা বিষয়ক জোট।
- **ফ্যাসি বিয়ার -** রুশ হ্যাকার দলের নাম।
- **A World of 3 Zero-** ড. মোহাম্মদ ইউনূসের লিখিত গ্রন্থ (মোহাম্মদ ইউনূস ৩টি শূন্য বলতে বুঝাতে চেয়েছেন "শূন্য দারিদ্র্যতা, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য নিঃসরণ)"।
- **Tube in Tube-** আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি ফজলুর রহমান খান স্থাপত্যের শিল্প পদ্ধতি।
- **আয়রন ডোম-** ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
- **ওয়াম-** ওশেনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ (প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত, রাজধানী হাগাতনিয়া)।
- **সার্ভেন্ট অব দ্য পিপল-** ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভলোদেমির জেলেনস্কি অভিনীত নাট্য সিরিয়াল।
- **হোমিকরসিন-** পাট থেকে উদ্ভাবিত অ্যান্টিবায়োটিকের নাম (গবেষণায় নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক ড. হাসিনা খান)।
- **ইথনোলগ-** ইউনেস্কোর স্বীকৃত বিশ্বের ভাষা গবেষণা ও অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান।
- **বিলিয়ন ডলার হাইস্ট-** যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সাল পিকচার্স হোম একাত্তরে এর বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনাকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র।
- **Icon of the Seas-** যুক্তরাষ্ট্রের বিলাসবহুল ভ্রমোদতরি। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ভ্রমোদতরি।
- **এভিন কারাগার-** ইরানের কুখ্যাত কারাগার।
- **ট্রিপল বিলিয়ন-** বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।
- **Runningmate-** যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে বলা হয় Runningmate। ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর ৬০তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

CamScanner

- **মিনসবোরো ধর্মঘট-** যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার উলওর্থ লাঞ্চ কাউন্টারে সাদা-কালো ভেদাভেদের প্রতিবাদে কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান ধর্মঘট।
- **ওয়েস্ট নাইল-** এক ধরনের ভাইরাসের নাম। সম্প্রতি ইসরাইলে মশাবাহিত এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।
- **MVA-BD-WHO** এর অনুমোদন দেওয়া এমপ্রক্স এর প্রথম টিকার নাম MVA-BN।
- **আসনা-** সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তান আঘাত হানা ঘূর্ণিঝরের নাম।
- **ন্যাক-** মিশরের প্রস্তাবিত নতুন রাজধানীর নাম ন্যাক (নিউ অ্যামিনিস্ট্রেটিড ক্যাপিটাল)।
- **ডানা-** সম্প্রতি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়। এর অর্থ সুন্দর ও মূল্যবান মুক্তো। নামকরণ করেছে- কাতার।
- **মেগাফোন ডিপ্লোমেসি-** মেগাফোন প্রকৃত অর্থে যন্ত্র, যা মানুষের কণ্ঠস্বরকে উচ্চমাত্রায় বাড়িয়ে জনসমক্ষে পৌঁছে দেয়। এ ধারণা থেকে ' মেগাফোন কূটনীতি' (Megaphone Diplomacy) শব্দটি এসেছে, যেখানে কোনো দেশ বা নেতা তাদের অবস্থান বা বক্তব্য সরাসরি গোপন কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে না করে জনসমক্ষে বা গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এ ধরনের কূটনৈতিক কার্যক্রমে দুই পক্ষে মধ্যে সরাসরি আলোচনা না করে, মিডিয়ার মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করে পরস্পর উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়।
- **ব্যাটেলিং বেগমস-** বাংলাদেশের রাজনীতিতে Batting Begums (বাংলায় বেগমদের যুদ্ধ) শব্দটি দ্বারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বোঝানে হয়।
- **Business Ready-** ব্যবসা বিষয়ক প্রতিবেদন Business Ready প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক।
- **Social Bussiness-**Social Bussiness তত্ত্বের জনক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- **স্টর্ম শ্যাডো'-** একটি অ্যাংলো-ফরাসি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।
- **লিসা-** ভারতের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ পাঠক।
- **'হোদেইদাহ'-** এটি একটি বিমান বন্দর, যা অবস্থিত ইয়েমেন এ।
- **"নর্ড স্ট্রিম-১ ও নর্ড স্ট্রিম-২"-** রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গ্যাস নেওয়ার পাইপলাইন।
- **The Ultimate Fate of Universe-** বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলামের বিখ্যাত লিখিত গ্রন্থ।
- **IMEC-**নতুন স্পাইস রুট। দুই করিডোর বিশিষ্ট ইউরোপের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক করিডোর। এই বিষয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ৭টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- MEC এর পূর্ণরূপ- India-Middle East-Europe Economic Corridor.
- **ন্যাশনাল গার্ড-** ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যে নতুন সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি অনেকটা ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর মতো বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- **আল জাজিরা:** মধ্য প্রাচ্যের দেশ কাতারের রাজধানী দোহাভিত্তিক আরবি ও ইংরেজি ভাষার সংবাদ মাধ্যম। আরবি ভাষায় এর যাত্রা শুরু হয়-১৯৯৬ সালের ১ নভেম্বর এবং ইংরেজিতে সংবাদ প্রচার শুরু হয়-২০০৬ সালে। এটি এশিয়ার সবচেয়ে আলোচিত সংবাদ মাধ্যম।
- **দ্য আর্ট অব ট্রায়াঙ্ক-** জুলাই বিপ্লবের গ্রাফিতি।
- **ভিনিস ম্যাবান সাগবে:** বিশ্বের ৮০০ কোটিতম সন্তান (জন্ম: ফিলিপাইন)।
- **Dragon Drone:** থার্মাইট দ্বারা নির্মিত ইউক্রেনের ড্রোন।
- **'ব্যানানা রিপাবলিক':** ব্যানানা রিপাবলিক বলতে বোঝায় রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল রাষ্ট্র।
- **'সোরাইনা ও চারমান-১':** সম্প্রতি ইরানের তৈরি ২টি উপগ্রহের (Satellite) নাম।
- **'রেড জুলাই ডট লাইভ'-** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত; আহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহের জন্য খোলা ওয়েব পোর্টাল।
- **'দাহিয়া ডকট্রিন'-** দাহিয়া ডকট্রিন হলো ব্যাপক ও অসম শক্তি প্রয়োগ এবং বেসামরিক লোকজন ও স্থাপনার উপর ইচ্ছাকৃত হামলার ইসরায়েলি রণনীতি।
- **'লতিকা'-** এটি বাংলাদেশি প্রামাণ্যচিত্র (পরিচালক, শামসুল আলম স্বপন)। এটি কপ-২৯ এ প্রদর্শিত হয়।
- **'গোলকিপার চ্যাম্পিয়ন-২৪'-** বাংলাদেশি শিশু বিশেষজ্ঞ ডা: তাহমিদ আহমেদ শিশু যত্ন ও শিশু পুষ্টিতে অবদান রাখার জন্য এই পুরস্কার পান।
- **'redjuly.live'-** ২০২৪ সালের ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানে হতাহত, নিহত, ক্ষতিগ্রস্থ ও নিখোঁজদের তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি ওয়েবসাইট।
- **'মুনসুন রেভ্যুলেশন'-** ওমানে প্রথম মুনসুন রেভ্যুলেশন সংঘটিত হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানকে মুনসুন রেভ্যুলেশন বলে অভিহিত করেছেন।
- **'আকু'-** কেন্দ্রীয় এশিয়ার ০৯টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জোট (সম্প্রতি শ্রীলংকাকে বহিস্কার করা হয়েছে)।
- **'বাংকার ব্লাস্টার'-** এটি একটি প্রাণঘাতী বোমা (এই বোমা দিয়ে হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করা হয়)।
- **'এক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স'-** ইসরাইলের হামলা ঠেকাতে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর জোট।
- **'মরিয়ম আফিজা'-** মেট্রোরেলের প্রথম নারী চালক।
- **'কুরস্ক'-** রাশিয়ান ভূখন্ড (সম্প্রতি ইউক্রেনের সেনারা অভিযান চালায়)।
- **'চাগোস দ্বীপপুঞ্জ'-** যুক্তরাজ্য ও মরিশাসের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।
- **'ডেন-২'-** ডেঙ্গুর বিশেষ ধরণ বা টাইপ।
- **'খার্গ দ্বীপ'-** ইরানের আলোচিত তেলসমৃদ্ধ দ্বীপ।
- **'মনন রেজা নীড়'-** দেশের সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু (বয়স: ১৪ বছর ০৩ মাস)।
- **'হোয়াসং-১৯'-** সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার তৈরিকৃত ক্ষেপণাস্ত্র।
- **'ব্লাড লিংক'-** রক্তদাতা ও রক্তপ্রত্যাশীদের সংযুক্তকরণ জনপ্রিয় অ্যাপ।
- **'লিগনোস্যাট'-** কাঠের তৈরি প্রথম স্যাটেলাইট (জাপান)।
- **'এয়ারবাস A380-800'-** বিশ্বের সবচেয়ে যাত্রীবাহী বিমানের নাম।
- **'কিংস ফাহাদ'-** আয়তনে বিশ্বের বড় বিমানবন্দর (সৌদিআরব)।
- **'শিরোনামহীন'-** সম্প্রতি বিক্রি হওয়া জয়নুল আবেদীনের বিখ্যাত চিত্রকর্ম।
- **'মব জাস্টিস'-** জনতার দ্বারা আইন হাতে তুলে নেওয়া।
- **'কাওয়ালি'-** ইসলামি ও আধ্যাত্মিক প্রেম বিষয়ক সংগীত।
- **'অপারেশন টু প্রমিজ'-** ইরান কর্তৃক ইসরাইলের উপর চালানো অপারেশন।
- **'অপারেশন আল আকসা'-** ফিলিস্তিন কতৃক ইসরাইলের উপর পরিচালিত অপারেশন।
- **'অপারেশন আয়রন সোর্ডস'-** ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনের উপর পরিচালিত অপারেশন।
- **'অরবিটাল'-** ২০২৪ সালের বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত যুক্তরাজ্যের সামান্তা হার্ভের লেখা উপন্যাস।
- **'Fast Track Project'-** সরকারের বড় বা মেগা প্রকল্পকে Fast Track Project বলে।
- **'গোলাপি মানব'-** ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার সোসাইটি থেকে দেওয়া উপাধি। সম্প্রতি বাংলাদেশের অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ তালুকদার এই উপাধি লাভ করেন।
- **'উন্নত মম শির'-** বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে অঙ্কিত শিল্পকর্ম (শিল্পী: শহীদ কবির)।
- **'জি-জিরো'-** ভুটানের নেতৃত্বে গঠিত কার্বন নিঃসরণ কমাতে নতুন একটি ফোরাম।

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক তথ্য [বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক]

(বাংলাদেশ)

- বাংলাদেশকে Country of the year 2024 নির্বাচিত করেন- The Economist.
- মার্কিন সাময়িকী 'Nature' ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে উপাধি দিয়েছেন- 'The Revolutinary Economist' হিসেবে।
- 'হেলাল হাফিজ' মারা যান- ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- দেশের ৫৪তম নদী বন্দর- সন্দ্বীপ।
- দেশের একমাত্র উপকূলীয় নদী বন্দর- সন্দ্বীপ।
- সম্প্রতি ১ম বারের মতো জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়- বাংলাদেশ।
- দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান- ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন।
- বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর- ঢাকা।
- যমুনা রেলসেতুতে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলে- ৫ জানুয়ারি, ২০২৫।
- দেশে সবুজ কারখানার সংখ্যা- ২৩২টি।
- ২০২৫ সালের বর্ষপণ্য- ফার্নিচার বা আসবাবপত্র।
- বাংলাদেশিরা দ্বৈত নাগরিকত্ব নিতে পারবেন- ১০১টি দেশে।
- স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- ১০৬তম।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর- আহসান এইচ মনসুর (১৩ তম)।
- দেশের ২৫তম বিচারপতি- সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
- দেশের ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল- মো. আসাদুজ্জামান।
- বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান মহাপরিদর্শক- মো. ময়নুল ইসলাম।
- দেশের ৫০তম নদী বন্দর- ভোলাগঞ্জ, সিলেট।
- দেশের প্রথম স্পোর্টস ইনস্টিটিউট তৈরি ঘোষণা দেওয়া হয়- ১৮ আগষ্ট, ২০২৪।
- সর্বজনীন পেনশন স্কিম "প্রত্যয়" বাতিল হয়- ৩ আগষ্ট, ২০২৪।
- শিল্পী এস.এম সুলতানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়- ১০ আগস্ট, ২০২৪।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান- ওয়াকার উজ-জামান।
- বর্তমানে বিশ্বের মোট চিংড়ির ২.৫শতাংশ উৎপাদিত হয়- বাংলাদেশে।
- নাটোরের ঐতিহ্যবাহী কাঁচা গোল্লার মূল কারিগরের নাম- মধুসূদন পাল।
- 'পঞ্চব্রিহি' নামে ধান আবিষ্কার করেন- ড. আবেদ চৌধুরী।
- বর্তমানে দেশের নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি-১২০ দিন।
- দেশের প্রথম কৃষিবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম।
- শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য তৈরি অ্যাপ- নৈপুণ্য।
- জীবন্ত সত্ত্বার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে যে নদীকে- তুরাগ নদীকে।
- জাতীয় প্রবাসী দিবস- ৩০ ডিসেম্বর।
- সবচেয়ে বেশি নদীর প্রবাহিত জেলার নাম- সুনামগঞ্জ (৯৭ টি)।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের নাম- পদ্মা।
- বাংলাদেশে পুলিশের প্রথম নারী বৈমানিক- ফাতেমা তুজ জোহরা।
- বাংলাদেশ ৪০০তম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দ্য হেগ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন- ড. সুলতানা রাজিয়া।
- বাংলাদশের প্রথম ফিস্টুলা হাসপাতালে অবস্থিত- রাম্মু, কক্সবাজার।
- আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে- সিলেট।
- দেশের প্রথম LNG টার্মিনাল অবস্থিত- মহেশখালী, কক্সবাজার।
- ১ অক্টোবর ২০২৪ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়- সুপারশপে।
- সম্প্রতি বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে- চীন।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেনিসে হোয়াইট ব্যাজ এর স্বীকৃতি পান- মাসফিয়া আফরিন।
- ৭৭ তম কান চলচিত্র পুরস্কার-২০২৪ এর সেরা চলচ্চিত্র (স্বর্ণপাম)- আনোর (পরিচালক- শন বেকার, যুক্তরাষ্ট্র)।
- বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক বন্ডের নাম- সুকুক।
- নজরুল পুরস্কার- ২০২৪ লাভ করেন- অধ্যাপক রাজিয়া সুলতানা।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা সূচক- ২০২৪ এ বাংলাদেশের অবস্থান- ১২৮ তম।
- সেভেন সামিট জয়ী বাংলাদেশি এভারেস্ট বিজয়ী- ওয়াসফিয়া নাজনীন।
- বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে-২০২৪ সালে স্থান পাওয়া সাহিত্য- Sultana's Dream.
- মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- ২য়।
- দেশে বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য রয়েছে- ১৯টি।
- দেশে জাতীয় উদ্যান আছে- ১০টি।
- দেশে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা আছে- ২টি।
- প্রথম নারী হিসেবে বাংলাদেশি বিমান সংস্থার পরিচালক হলেন- ক্যাপ্টেন তাসমিন দোজা।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি- সালাউদ্দিন নোমান চৌধুরী।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এর নতুন কোচ- ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্স।
- চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবল চালু হবে- ২০২৮ সালে।
- পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান- অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম।
- বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দিল- ভারত।
- বাংলাদেশ মাছ রপ্তানি করে- ৫২ টি দেশে।
- দেশে বর্তমানে মোট উপজেলা রয়েছে- ৪৯৫টি।
- দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন অবস্থিত- তেজগাঁও, ঢাকা।
- 'পঞ্চব্রিহি' নামে ধান আবিস্কার করেন- ড. আবেদ চৌধুরী।
- বাংলাদেশের ৩য় চা নিলাম কেন্দ্র- পঞ্চগড়।
- বাংলাদেশ ঔষধ রপ্তানি করে- ১৫৭ টি দেশে।
- দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক দাবাড়ু মাস্টার- মনন রেজা নীড়।
- শিল্পকলা একাডেমির সুবর্ণজয়ন্তী (৫০ বছর)- ২০২৪ সালে।
- জুলাই ও আগস্ট গণহত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু- ১৭ অক্টোবর, ২০২৪।
- বর্তমানে দেশে নদী বন্দর আছে- ৫৩টি।
- বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত চা-বাগানের সংখ্যা ১৬৯টি।
- 'মুনসুন অভ্যুত্থান' জড়িত- বাংলাদেশের সাথে।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেনিসে 'হোয়াইট ব্যাজ' এর স্বীকৃতি পান- মাসফিয়া আফরিন
- 'সুন্দরবন বাঘ জরিপ-২০২৪' অনুসারে প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাঘের সংখ্যা-১২৫টি।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত- লুৎফে সিদ্দিকী।
- বাংলাদেশ যততম দেশ হিসেবে 'গুম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে' যোগদান করে- ৭৬তম।
- সম্প্রতি জার্মানির যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ চেয়ার স্থাপিত হয়েছে- হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
- ২০২৩ সালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে- যুক্তরাজ্য (৬১৩.৯৫ মি.মা.ড)
- বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিম ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন- ড. মুহম্মদ ইউনূস।
- দেশের ৫৩ তম নদী বন্দরের নাম- চীলমারী নদী বন্দর, কুড়িগ্রাম।
- ৩ অক্টোবর ২০২৪, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ আমদানির ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে- নেপালের সাথে।
- বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ গণনা করা হয়- পাগমার্ক ও পায়ের ছাপের মাধ্যমে।
- আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান- বিচারপতি জিনাত আরা।
- বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে স্থান পাওয়া একমাত্র নারী ক্রিকেটার-নাহিদা আক্তার।
- সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য- ৩ জন।
- ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথের দৈর্ঘ্য- ৪৮০ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের ৪৩তম জিআই পণ্য- সুন্দরবনের মধু।
- কালবৈশাখীর ইংরেজি প্রতিশব্দ- North Westerlies।
- দেশের প্রথম LNG টার্মিনাল অবস্থিত- মহেশখালী, কক্সবাজার।
- বিশ্বে প্রথম নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে- বাংলাদেশ।

CamScanner

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা হয়- ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
- টাইম ম্যাগাজিনের 'টাইম-১০০ নেক্সট' ২০২৪ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন- বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম।
- 'ছাত্র-জনতার' অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয়- ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রথম নারী জেলা প্রশাসক- শ্রাবন্তী রায় (জামালপুর)।
- দেশের প্রথম নারী বিভাগীয় কমিশনার- ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানম।
- দেশের বর্তমান ও তৃতীয় নারী নির্বাচন কমিশনার- বেগম তাহমিদা আহমদ।
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রথম নারী পরিচালক-ক্যাপ্টেন তাসমিন দোজা।
- 'ফোর্বস এশিয়া ১০০ টু ওয়াচ' তালিকায় বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে- আইফার্মা।
- ILO এর গভর্নিং বডিতে ২০২৪-২৭ মেয়াদে সদস্য পদ লাভ করে-বাংলাদেশ।
- নতুন জাতের পাটবীজের নাম- BJRI তোষা পাট-৯ (সবুজ সোনা)
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র- ডা. শাহাদাত হোসেন।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান সভাপতি- ফারুক আহমেদ।
- দেশের ১৪তম প্রধান নির্বাচন কমিশনার- এম এম নাসির উদ্দীন।
- দেশের বর্তমানে পরিবেশবান্ধব কারখানা-২২৯ টি।
- বিশ্বের প্রথম কালাজ্বর নির্মূল করে- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপক-অপরাজিতা।
- শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান-দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।
- বাংলাদেশে প্রথম AI চালু করে- চ্যানেল ২৪।
- বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ক্লাউড চালু করে-৬ মে, ২০২৪।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে- সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে- ২০৩০ সালের মধ্যে।
- বিমানবন্দরের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ লাউঞ্জ উদ্বোধন হয়- ১১ নভেম্বর' ২০২৪।
- সবচেয়ে বেশি পথশিশু রয়েছে- ময়মনসিংহে।
- ২০২৫ সাল থেকে EPI তে যুক্ত হবে নতুন যে দুটি টিকা-টাইফয়েডের কনজুগেট ভ্যাকসিন এবং মশাবাহিত রোগের জন্য জাপানিজ এনকেফালাইটিস।
- দেশের প্রথম রোবট সার্জারি চালু হবে- রংপুরে।
- করোনা টিকা 'বঙ্গভ্যাক্স' আবিষ্কারক- কাকন নাগ ও নাজনীন সুলতানা।
- বাঘকে অতি সংকটাপন্ন প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেছে- IUCN।
- সুন্দরবনে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা- ১২৫ টি।
- দেশের প্রথম ক্রীড়ানিউজ পোর্টাল- 'খেলা ডট কম'।
- সুন্দরবনের যে বিষয়টি GI পণ্যের স্বীকৃতি পায়-মধু।
- সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান- অধ্যাপক আলী রিয়াজ।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মোট নদীবন্দর-৫৪টি।
- আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে- বাংলাদেশের তামজিদ রহমান।
- ২০২০ সালে শিশু শান্তি পুরস্কার পায়- বাংলাদেশের সাদাত রহমান।
- বাংলাদেশ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে-৪০ মেগাওয়াট।
- ৯৭তম অস্কারের জন্য মনোনীত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র- 'বলী; দ্যা রেসলার' চলচ্চিত্রটি।
- ফ্রান্সের 'গণ্ড সুর সেন' আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করে- নির্বাণ (পরিচালক, আসিফ ইসলাম)।
- ০১ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হবে- পূর্বাঞ্চলে (২৯ তম)।
- টাইমস হায়ার র‍্যাঙ্কিং ২০২৫ অনুযায়ী বর্তমানে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

(আন্তর্জাতিক)

- বিশ্বের ১ম দেশ হিসেবে 6G ডিভাইস তৈরি করে- জাপান।
- ৮ম দেশ হিসেবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়েছে- সাও টোমে এন্ড প্রিন্সিপে।
- আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র) জাতীয় পাখি- ঈগল।
- 'D-8' এর বর্তমান সদস্য-৯ সর্বশেষ- আজারবাইজান।
- ২০২৪-২৪ 'বিশ্ব স্থাপত্য রাজধানী'- কোপেনহেগেনবার্গ (ডেনমার্ক)।
- ২০২৪ ফিফা দ্যা বেস্ট জিতেছেন- ভিনিসিয়াস জুনিয়র (ব্রাজিল)।
- ২০২৪ বর্ষসেরা গোল রক্ষক- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।
- বর্ষসেরা কোচ- কার্লো আনচেলত্তি।
- সিরিয়ার স্বৈরশাসক আসাদের পতন হয়- ৮ ডিসেম্বর ২০২৪।
- বিদ্রোহী দল- হায়াত তাহরির আল শাম (HTS)।
- HTS এর প্রধান নেতা- আবু মোহাম্মদ আল জোলানি।
- বাসার আল আসাদ নির্বাসিত হয়- রাশিয়ায়।
- সিরিয়ার অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রধান- মোহাম্মদ আল-বশির।
- সম্প্রতি 'বিশ্বের প্রথম' কার্বন নিরপেক্ষ শিশু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে- আরাধিত (তামিলনাড়ু, ভারত)।
- ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী- ফ্রাঙ্কোইস বায়রো।
- ইতিহাসের ১ম দল হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৪ লাখ রান করেছেন- ইংল্যান্ড।
- সম্প্রতি পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী- জাস্টিন ট্রুডো।
- পদত্যাগ করেছেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর- কার্ল নেহাম্মার।
- যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম' পেয়েছেন- লিওনেল মেসি।
- বর্তমানে শেনজেনভুক্ত দেশ- ২৯টি (সর্বশেষ যোগ দেয়- রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া)।
- বর্তমানে LDC-ভুক্ত দেশ- ৪৪টি (সর্বশেষ সদস্যপদ ত্যাগ করে- সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপে)।
- সম্প্রতি চীনে ধরা পড়েছে- 'হিউম্যান মেটা নিউমো ভাইরাস (HMPV)।
- সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ড আইন বাতিল করেছে আফ্রিকার দেশ- জিম্বাবুয়ে।
- D-8 এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ৯টি (সর্বশেষ- আজারবাইজান)।
- বিশ্বের প্রথম AI হাসপাতাল- চীনে।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় নারী প্রার্থী- কমলা হ্যারিস (প্রথম ছিল হিলারি ক্লিনটন)।
- বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- চীন।
- ত্রিপুরার ডুম্বর বাঁধ যে নদীর তীরে- গোমতী।
- থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী- পেতংতান সিনাওত্রা।
- দ. আফ্রিকার ১ম নারী বিচারক- মান্দিসা মায়া।
- সার্কের বর্তমান মহাসচিব- কে পি শর্মা অলি (নেপাল)।
- প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ- ভারত (বাংলাদেশ ৭ম)।
- নেক্সট এশিয়ান টাইগার- ভিয়েতনাম।
- ৫০ তম G-7 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ইতালিতে (১৩ জুলাই, ২০২৪)।
- বিশ্ব পানি সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণকারী দেশে- সৌদি আরব।
- অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বোমারু বিমান 'বি-২১ রাউডার' তৈরি করেন- যুক্তরাষ্ট্র।
- টুইটারের বর্তমান মালিক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)-ইলন মাস্ক।
- আলুগা অঞ্চলটি অবস্থিত- রাশিয়া।
- Theards' এর মালিকানা প্রতিষ্ঠান- মেটা (Meta)
- ইরানের উদ্ভাবিত নতুন ড্রোনের নাম- মোহাজের-১০।
- বিশ্বের যে দেশের প্রেসিডেন্টের মেয়াদ আজীবন-চীন।
- বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য- স্ট্যাচু অব ইউনিটি (গুজরাট, ভারত)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান- গার্টনার ।
- 'হারেৎজ' দেশভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম- ইসরাইল
- "Palestine: Peace Not Apartheid" গ্রন্থের লেখক- জিমি কার্টার।
- সম্প্রতি কোন দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুযোগ দেয়- ইসরাইল।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী নৌপ্রধান- অ্যাডমিরাল লিসা ফ্রানচেত্তি।
- সম্প্রতি হাইড্রোজেন ট্রেন চালু করে- ভারত।
- 'শিন বেট' যে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা- ইসরাইল।
- বৈশ্বিক শরণার্থী গ্রহণে শীর্ষ দেশ- তুরস্ক।
- বৈশ্বিক শরণার্থী হওয়াতে শীর্ষ দেশ- সিরিয়া।
- দ্য ফার্মাসি অব দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হয়- ভারতকে।
- বিশ্বের প্রথম বিষ্ঠা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়- জাপানে।

- মিয়ানমারের সেনাবাহিনী পরিচালিত সংবাদপত্র- মিয়াওয়াদি।
- শ্রীলঙ্কার হাম্বানাটোটা বন্দর ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নিয়েছে- চীন।
- প্রথম আরব নারী হিসেবে মহাকাশে যান- রায়ানা বারনাওয়ি।
- European Sky Shield Initiative (ESSI) এর প্রস্তাবক- ওলাফ শলৎজ।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯ তম সম্মেলনের সভাপতি- ফিলেমন ইয়াং।
- ন্যাটোর নতুন মহাসচিব- মার্ক রুট (নেদারল্যান্ডসের সাবেক প্রধানমন্ত্রী)।
- বৈশ্বিক শান্তি সূচক-২০২৪ এর শান্তিপূর্ণ দেশ- আইসল্যান্ড।
- নিউজিল্যান্ডের নতুন মাউরী রানী- এলগা ওয়াই হোলোইতে পোপাদি।
- ইসরাইয়েলি হামলায় নিহত হয়- লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন 'হিজবুল্লাহ প্রধান' শেখ হাসান নাসরুল্লাহ।
- আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ- ২০২৬ সালে।
- ২০২৪ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে- ১ নারীসহ ১০ জন এবং ১ প্রতিষ্ঠান।
- বিশ্বের জনবহুল শহর- শীর্ষ শহর টোকিও (ঢাকা-৭ম)।
- হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার ইসরায়েলের হাতে নিহত হন- ১৬ অক্টোবর' ২০২৪।
- এমপক্স ভাইরাসে বেশি সংক্রমিত হয়- সমকামী পুরুষরা।
- বিশ্ব শান্তি সূচক- শীর্ষ দেশ সিঙ্গাপুর (সর্বনিম্ন ইয়েমেন), বাংলাদেশ ৯৩ তম।
- বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক ২০২৪- শীর্ষ দেশ সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশ ১০৬ তম
- বিশুদ্ধ পানি রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- চীন।
- হামাসের নতুন প্রধান- খালেদ মাশাল।
- বিশুদ্ধ পানি আমদানিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র ও আমদানিতে ভারত।
- বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ শহর- সিঙ্গাপুর সিটি।
- আফ্রিকা অঞ্চলের নতুন মরণব্যাধি ভাইরাস- মারবার্গ।
- সম্প্রতি গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করেঃ দক্ষিণ আফ্রিকা
- নাসার মহাকাশে উদ্ভিদ জন্মানোর গবেষণা দল 'লা টেক বায়োমাস'- এর সদস্য নেত্রকোণার মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান।
- সম্প্রতি ফিলিস্তিনের সাথে মুক্ত বাণিজ্যের ঘোষণা দিয়েছে- দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল।
- Global Security Initiative (GSI) প্রস্তাবক দেশ- চীন।
- European Sky Shield Intitiative (ESSI) এর প্রস্তাবক-ওলাফ শলৎজ।
- থার্মাইট দ্বারা নির্মিত ইউক্রেনের ড্রোন-Dragon Drone।
- বিশ্বের যে দেশে প্রথম AI হাসপাতাল চালু হয়- চীন।
- ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪। AIIB এর ৯৮তম সদস্যপদ লাভ করে- জিবুতি।
- ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU) বর্তমান সদস্য- ১৮১টি।
- "Business Ready" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে- বিশ্বব্যাংক।
- ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- গ্যাব্রিয়েল আতাল।
- বিশ্বের ১ম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়- যুক্তরাজ্যে।
- ১লা অক্টোবর ২০২৪, ইরান-ইসরায়েলি ভূখণ্ডে যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তার শিরোনাম- Operation true promise-2।
- "One Nation, One Election" নীতি জড়িত- ভারতের সাথে।
- ভারতের দিল্লির তৃতীয় নারী মুখ্যমন্ত্রী- আতীশি মারলেনা।
- জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য দেশ না হয়েও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সাধারণ অধিবেশনে স্থান পায়- ফিলিস্তিন।
- একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র (রপ্তানিতে শীর্ষ- চীন)।
- সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডেতে ডাবল সেঞ্চুরি করেন- শুভমান গিল (ভারত)।
- মানুষের মস্তিষ্কে প্রথমবারের মতো তারবিহীন চিপ স্থাপন করে- নিউরালিংক প্রতিষ্ঠান।
- সবুজ জ্বালানির প্রথম ফ্লাইট যাত্রা শুরু হয়- যুক্তরাজ্যের 'হিথরো' বিমানবন্দর থেকে।
- বর্তমানে হংকংয়ের নতুন নির্বাহী প্রধান হলেন- জন লি কা চিউ।
- 'আনসারুল্লাহ মুভমেন্ট' যে দেশভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন- ইয়েমেন।
- ওয়াঘা সীমান্ত অবস্থিত- পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তে।
- চীনের বৃহত্তম রণতরী- 'দ্য ফুজিয়ান'।
- 'নাগাপালি' সমুদ্র সৈকত অবস্থিত- মিয়ানমারে।
- 'ইয়ামাম টেরিজম ইউনিট' কোন দেশের স্পেশাল ফোর্স- ইসরায়েল।
- ১ম পুরো চোখ প্রতিস্থাপন করে সফল হয়েছেন- যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসক (নেতৃত্ব দিয়েছেন- এদুয়ার্দো রুদ্রিগেজ)।
- সম্প্রতি রশ্মি দিয়ে মহাকাশের স্যাটেলাইট ধ্বংস করতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করেন- চীন।
- ভারতের প্রথম বেসরকারি সামরিক বিমান কারখানায় যৌথভাবে ভারত ও স্পেন সি-২৯৫ সামরিক বিমান তৈরি করবে।
- চীনের প্রথম ও সর্বকনিষ্ঠ নারী হিসেবে মহাকাশে পৌছান- ওয়াং হাওজেও।
- যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত শিক্ষামন্ত্রী- লিন্ডা ম্যাকমোহন।
- ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতির নাম- সঞ্জিব খান্না।
- চীনের নির্মিত বিমানবাহী রণতরী-লিয়াওনিং।
- ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী- নুসানতারা (বোর্নিও দ্বীপে)।
- লেবাননে পেজার বিস্ফোরণ হয়- ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
- রাশিয়ার লোহা আকরিকের প্রধান উৎপাদনস্থল- কুরস্ক অঞ্চল।
- পান্ডা কূটনীতির সম্পর্কিত দেশ- চীন।
- এমপক্স এর জন্য দায়ী- মাঙ্কিপক্স ভাইরাস।
- বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে- ভারতের গুজরাটের খাবড়া এলাকায়।
- সম্প্রতি প্রথম 6G ডিভাইস তৈরি করে- জাপান।
- ক্রিকেটের বাইবেল বলা হয়- উইজডেন ক্রিকেটারস অ্যালামনাককে।
- ২০২৭ সালে ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে- দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায়।
- বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের মালিক- ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
- বিশ্বের প্রথম AI হাসপাতাল চালু করে- চীন।
- প্যারা অলিম্পিক ২০২৪ আয়োজন করে- ফ্রান্স (প্যারিস)।
- গণতন্ত্র সূচক ২০২৪ এ শীর্ষদেশ- নরওয়ে (সর্বনিম্ন-আফগানিস্তান)।
- বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী ক্রীড়াবিদ- মাইকেল জর্ডান।
- মুক্ত গণমাধ্যম সূচক ২০২৪ এ শীর্ষদেশ- নরওয়ে (সর্বনিম্ন-ইরিত্রিয়া)
- বিশ্বের স্বর্ণমজুদে শীর্ষদেশ- যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয়- জার্মানী)।
- বিশ্বের বায়ুদূষণে শীর্ষদেশ- বাংলাদেশ (শীর্ষ দূষিত রাজধানী-নয়াদিল্লি)।
- জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী প্রেরণে শীর্ষদেশ- নেপাল (বাংলাদেশ তৃতীয়)।
- বিশ্বের ব্যস্ততম কন্টেইনার বন্দরের তালিকায় শীর্ষে- চীনের সাংহাই (চট্টগ্রাম ৬৭তম)।
- ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি-বার্নার্ড আর্নল্ট।
- ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়-ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র)।
- সম্প্রতি অপরচুনিটি কার্ড চালু করে-জার্মানি।
- পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী হন-মরিয়ম নওয়াজ।
- আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস- ৯ ডিসেম্বর।
- 'দ্য নেক্সট এশিয়ান টাইগার' হিসেবে আখ্যায়িত হয়- ভিয়েতনাম।
- দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী-আতিশি মারলেনা (আম আদমি পার্টির নেতা)।
- তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট-লাই চিংতে।
- মেক্সিকোর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- ক্লডিয়া শেইনবম।
- ইসরাইলিদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেছে- মালদ্বীপ।
- সম্প্রতি ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া ইউরোপিয়ান দেশ- স্পেন, আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে।
- সার্কভুক্ত দেশের জন্য ২০২৪-২৭ সাল মেয়াদে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা চালু করে- ভারত।

CamScanner

অধ্যায় ০৯

প্রাচীন বাংলা ও উপমহাদেশের ইতিহাস

সাধারণ জ্ঞান

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস:

- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে- অস্ট্রিক জাতি হতে।
- সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়- ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে।
- আর্যদের ধর্ম গ্রন্থের নাম-বেদ।
- আর্য যুগকে বলা হয়- বৈদিক যুগ।
- প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতম জনপদ- পুণ্ড্র।
- বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ যার রাজধানী ছিল- পুণ্ড্রনগর।
- সংকর বা নিষাদ জাতি নামে পরিচিত- বাঙালি জাতি।
- বঙ্গ জনপদ বলতে বুঝায়- বৃহত্তর ঢাকাকে।
- হরিকেল জনপদ বলতে বুঝায়- বর্তমান সিলেট ও চট্টগ্রামকে।
- বাংলায় আগমনকারী প্রথম পর্যটক/রাষ্ট্রদূত- মেগাস্থিনিস (গ্রিস)।
- মেগাস্থিনিসের লিখিত গ্রন্থ- ইন্ডিকা।
- মরক্কো থেকে আসা পরিব্রাজক- ইবনে বতুতা (গ্রন্থ- কিতাবুল রেহালা)।
- বাংলাকে "দোযখপুর নিয়ামত-ধনসম্পদপূর্ণ নরক" বলে- ইবনে বতুতা।
- চীন থেকে আসা প্রথম পরিব্রাজক- ফা হিয়েন (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে)।
- আলেকজান্ডার ছিল- ম্যাসিডন রাজা ফিলিপের পুত্র।
- আলেকজান্ডার সম্রাট ছিলেন- মেসিডোনিয়ার।
- আলেকজান্ডার কোন দেশের অধিবাসী - গ্রিসের।
- আলেকজান্ডারের প্রধান সেনাপতির নাম- সেলিওকাস।
- প্লেটোর শিক্ষাকেন্দ্রের নাম- একাডেমিয়া।
- এরিস্টটলের শিক্ষাকেন্দ্রের নাম- লাইসিয়াম।
- মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (প্রথম সম্রাট)।
- মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট- সম্রাট অশোক।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল– পাটালিপুত্র।
- বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়- সম্রাট অশোক।
- চাণক্য-এর ছদ্মনাম- কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত (ভারতের ম্যাকিয়াভেলি)।
- গুপ্ত সাম্রাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা – প্রথম চন্দ্র গুপ্ত।
- গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা – সমুদ্রগুপ্ত।

কালিদাসের মহাকাব্যের নাম মেঘদূত; তিনি ছিলেন গুপ্ত যুগের কবি। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বর্ণযুগ বলা হয় গুপ্ত যুগকে।

- বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং প্রথম বাঙালি রাজা – শশাঙ্ক।
- ৭ম শতকে প্রাচীন জনপদকে একত্রিত করে গৌড় নাম দেন - রাজা শশাঙ্ক।
- গৌড়ের রাজধানী ছিল – কর্ণসুবর্ণ।
- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- রাজা হর্ষবর্ধনের আমলে।
- বাংলায় দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ– পাল বংশ।
- পাল বংশের রাজারা বাংলা শাসন করেন– প্রায় চারশ বছর।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা – গোপাল।
- সোমপুর বিহার/ পাহাড়পুর– নওগাঁ জেলায়।
- পাহাড়পুর/সোমপুর বিহার এর প্রতিষ্ঠাতা – ধর্মপাল।
- বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন- চর্যাপদ।
- সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা – হেমন্ত সেন।
- সেন বংশের শেষ হিন্দু রাজা – লক্ষণ সেন।
- পূর্বে বোলঘকপুর বা বিদ্রোহের দেশ নামে পরিচিত ছিল – বাংলাদেশ।
- অতীশ দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করে- মুন্সিগঞ্জ জেলার বজ্রযোগীনি গ্রামে।
- বল্লাল সেন প্রবর্তন করেন- কৌলিন্য প্রথা।
- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর শিক্ষা গুরু ছিলেন- শিলভদ্র।

উপমহাদেশ ও বাংলার মুসলিম ইতিহাস:

- হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সর্বপ্রথম উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটান- মোহাম্মদ বিন কাশিম (৭১২ সালে)।
- সুলতান মাহমুদ শাসনকর্তা ছিলেন - গজনীর সুলতান (আফগানিস্তান)।
- সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ ১০০০-১০২৭ সালের মধ্যে - ১৭ বার।
- সুলতান মাহমুদের সভা কবি ছিলেন - ফেরদৌসি।
- ফেরদৌসিকে বলা হয়- প্রাচ্যের হোমার।
- ফেরদৌসি রচিত অমর কাব্যগ্রন্থের নাম - শাহনামা।
- সুলতান মাহমুদের রাজ্যসভার নাম করা দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ- আল বেরুনী।
- ঘুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- সুলতান মোহাম্মদ ঘুরি (শিহাবউদ্দিন)।
- তরাইনের ২টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১১৯১ ও ১১৯২ সালে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন -মুহাম্মাদ ঘুরী।
- মুহাম্মাদ ঘুরীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন -কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- ভারতে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- মুহাম্মাদ ঘুরী।
- ১২০৬ সালে দিল্লীর সালতানাতের শুরু করে- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- কুতুবউদ্দীন আইবেকের জামাতা- ইলতুতমিশ (উপাধি- সুলতান ই আজম)।
- ১২৩৬ সালে দিল্লীর সিংহাসন আরোহণকারী প্রথম নারী- সুলতানা রাজিয়া।
- ভারতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা - কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬)।
- দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান - কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- দিল্লির কুতুব মিনার নির্মাণ করেন - কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- কুতুবউদ্দিন আইবেক কে বলা হয় - লাখবক্স।
- দিল্লি লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান - ইব্রাহিম লোদী।
- দিল্লীর সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা - সুলতান ইলতুতমিশ।
- ভারতীয় উপমহাদেশে খিলজী বংশ সূচনা করেন- ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী।
- ভারতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন- আলাউদ্দীন খিলজী।
- ইতিহাসে অন্ধকার যুগ- হাবসী কুশাসনের অন্ধকারময় যুগ।
- তুঘলক বংশের প্রথম শাসকের নাম - গিয়াস উদ্দীন তুঘলক।
- দিল্লী হতে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন - মুহাম্মদ বিন তুঘলক।
- তুঘলক বংশের শেষ সুলতান- মাহমুদ শাহ্।
- মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি- তৈমুর লং।
- পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন - সিকান্দার শাহ।
- গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা তৈরি করেন - সিকান্দার শাহ।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (সোনারগাঁয়)।
- সুলতানি যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুলতান হলো- গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচিত হয় গৌড়ের রাজা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলে। ইরানের কবি হাফিজকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। দু'জনের সাথে পত্র বিনিময় হতো।

- প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে একত্রিত করেন- শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ।
- "শাহ ই বাঙ্গালাহ বা বাংলার সুলতান" উপাধি- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের।
- বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন- সিকান্দার শাহ।
- চট্টগ্রাম হতে আরাকানীদের বিতাড়িত করেন- আলাউদ্দীন হুসেন শাহ।
- প্রাচীনকালে বাংলা পরিচিত ছিল- গঙ্গারিডাই নামে (রোমান ও গ্রিকদের কাছে)।

■ মুঘল শাসনের ইতিহাস:

- মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা – সম্রাট বাবর (বাবর অর্থ- সিংহ)।।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কামানের ব্যবহার করা হয়- পানিপথের প্রথম যুদ্ধে।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়– ১৫২৬ সালে।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়- বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে।
- বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন- সম্রাট বাবর (১৫২৭)।
- বাবর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- তুযুক ই বাবর/বাবরনামা।

মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে উঠে সিন্ধু অববাহিকায়, মুঘল সাম্রাজ্য প্রভাবিত ছিল পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি দ্বারা। এই সাম্রজ্যের অন্যতম ভাষা ছিল ফার্সি, উর্দু, চাগাতাই ভাষা।

- বাংলার নামকরণ করেন- জান্নাতাবাদ। হুমায়ুন শব্দের অর্থ- ভাগ্যবান।
- হুমায়ুন পরাজিত হন- শেরশাহ এর নিকট (১৫৪০ সালে)।
- গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান- হুমায়ুন।

অধ্যায় ০৯

প্রাচীন বাংলা ও উপমহাদেশের ইতিহাস

সাধারণ জ্ঞান

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস:

- প্রাচীন বাংলার ইতিহাস:
- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে- অস্ট্রিক জাতি হতে।
- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে- অস্ট্রিক জাতি হতে।
- সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়- ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে।
- আর্যদের ধর্ম গ্রন্থের নাম-বেদ।
- আর্য যুগকে বলা হয়- বৈদিক যুগ।
- প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতম জনপদ- পুণ্ড্র।
- বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ যার রাজধানী ছিল– পুণ্ড্রনগর।
- সংকর বা নিষাদ জাতি নামে পরিচিত- বাঙালি জাতি।
- বঙ্গ জনপদ বলতে বুঝায়- বৃহত্তর ঢাকাকে।
- হরিকেল জনপদ বলতে বুঝায়- বর্তমান সিলেট ও চট্টগ্রামকে।
- বাংলায় আগমনকারী প্রথম পর্যটক/রাষ্ট্রদূত- মেগাস্থিনিস (গ্রিস)।
- মেগাস্থিনিসের লিখিত গ্রন্থ- ইন্ডিকা।
- মরক্কো থেকে আসা পরিব্রাজক- ইবনে বতুতা (গ্রন্থ- কিতাবুল রেহালা)।
- বাংলাকে "দোযখপুর নিয়ামত-ধনসম্পদপূর্ণ নরক" বলে- ইবনে বতুতা।
- চীন থেকে আসা প্রথম পরিব্রাজক- ফা হিয়েন (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে)।
- আলেকজান্ডার ছিল- ম্যাসিডন রাজা ফিলিপের পুত্র।
- আলেকজান্ডার সম্রাট ছিলেন- মেসিডোনিয়ার।
- আলেকজান্ডার কোন দেশের অধিবাসী - গ্রিসের।
- আলেকজান্ডারের প্রধান সেনাপতির নাম- সেলিওকাস।
- প্লেটোর শিক্ষাকেন্দ্রের নাম- একাডেমিয়া।
- এরিস্টটলের শিক্ষাকেন্দ্রের নাম- লাইসিয়াম।
- মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (প্রথম সম্রাট)।
- মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট- সম্রাট অশোক।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল– পাটালিপুত্র।
- বৌদ্ধধর্মের **কনস্ট্যানটাইন** বলা হয়- সম্রাট অশোক।
- চাণক্য-এর ছদ্মনাম- কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত (ভারতের ম্যাকিয়াভেলি)।
- গুপ্ত সাম্রাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা – প্রথম চন্দ্র গুপ্ত।
- গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা – সমুদ্রগুপ্ত।

কালিদাসের মহাকাব্যের নাম মেঘদূত; তিনি ছিলেন গুপ্ত যুগের কবি। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বর্ণযুগ বলা হয় গুপ্ত যুগকে।

- বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং প্রথম বাঙালি রাজা – শশাঙ্ক।
- ৭ম শতকে প্রাচীন জনপদকে একত্রিত করে গৌড় নাম দেন - রাজা শশাঙ্ক।
- গৌড়ের রাজধানী ছিল – কর্ণসুবর্ণ।
- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- রাজা হর্ষবর্ধনের আমলে।
- বাংলায় দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ– পাল বংশ।
- পাল বংশের রাজারা বাংলা শাসন করেন– প্রায় চারশ বছর।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা – গোপাল।
- সোমপুর বিহার/ পাহাড়পুর– নওগাঁ জেলায়।
- পাহাড়পুর/সোমপুর বিহার এর প্রতিষ্ঠাতা – ধর্মপাল।
- বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন- চর্যাপদ।
- সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা – হেমন্ত সেন।
- সেন বংশের শেষ হিন্দু রাজা – লক্ষণ সেন।
- পূর্বে বোলঘকপুর বা বিদ্রোহের দেশ নামে পরিচিত ছিল – বাংলাদেশ।
- অতীশ দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করে- মুন্সিগঞ্জ জেলার বজ্রযোগীনি গ্রামে।
- বল্লাল সেন প্রবর্তন করেন- কৌলিন্য প্রথা।
- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর শিক্ষা গুরু ছিলেন- শিলভদ্র।

উপমহাদেশ ও বাংলার মুসলিম ইতিহাস:

- হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সর্বপ্রথম উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটান- মোহাম্মদ বিন কাশিম (৭১২ সালে)।
- সুলতান মাহমুদ শাসনকর্তা ছিলেন - গজনীর সুলতান (আফগানিস্তান)।
- সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ ১০০০-১০২৭ সালের মধ্যে - ১৭ বার।
- সুলতান মাহমুদের সভা কবি ছিলেন - ফেরদৌসি।
- ফেরদৌসিকে বলা হয়- প্রাচ্যের হোমার।
- ফেরদৌসি রচিত অমর কাব্যগ্রন্থের নাম - শাহনামা।
- সুলতান মাহমুদের রাজ্যসভার নাম করা দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ- আল বেরুনী।
- ঘুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- সুলতান মোহাম্মদ ঘুরি (শিহাবউদ্দিন)।
- তরাইনের ২টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১১৯১ ও ১১৯২ সালে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন -মুহাম্মাদ ঘুরী।
- মুহাম্মাদ ঘুরীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন -কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- ভারতে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- মুহাম্মাদ ঘুরী।
- ১২০৬ সালে দিল্লীর সালতানাতের শুরু করে- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- কুতুবউদ্দীন আইবেকের জামাতা- ইলতুতমিশ (উপাধি- সুলতান ই আজম)।
- ১২৩৬ সালে দিল্লীর সিংহাসন আরোহণকারী প্রথম নারী- সুলতানা রাজিয়া।
- ভারতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা - কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬)।
- দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান - কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- দিল্লির কুতুব মিনার নির্মাণ করেন - কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- কুতুবউদ্দিন আইবেক কে বলা হয় - লাখবক্স।
- দিল্লি লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান - ইব্রাহিম লোদী।
- দিল্লীর সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা - সুলতান ইলতুতমিশ।
- ভারতীয় উপমহাদেশে খিলজী বংশ সূচনা করেন- ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী।
- ভারতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন- আলাউদ্দীন খিলজী।
- ইতিহাসে অন্ধকার যুগ- হাবসী কুশাসনের অন্ধকারময় যুগ।
- তুঘলক বংশের প্রথম শাসকের নাম - গিয়াস উদ্দীন তুঘলক।
- দিল্লী হতে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন - মুহাম্মদ বিন তুঘলক।
- তুঘলক বংশের শেষ সুলতান- মাহমুদ শাহ।
- মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি- তৈমুর লং।
- পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন - সিকান্দার শাহ।
- গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা তৈরি করেন - সিকান্দার শাহ।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (সোনারগাঁয়)।
- সুলতানি যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুলতান হলো- গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচিত হয় গৌড়ের রাজা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলে। ইরানের কবি হাফিজকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। দু'জনের সাথে পত্র বিনিময় হতো।

- প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে একত্রিত করেন- শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ।
- "শাহ ই বাঙ্গালাহ বা বাংলার সুলতান" উপাধি- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের।
- বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন- সিকান্দার শাহ।
- চট্টগ্রাম হতে আরাকানীদের বিতাড়িত করেন- আলাউদ্দীন হুসেন শাহ।
- প্রাচীনকালে বাংলা পরিচিত ছিল- গঙ্গারিডাই নামে (রোমান ও গ্রিকদের কাছে)।

মুঘল শাসনের ইতিহাস:

- মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা – সম্রাট বাবর (বাবর অর্থ- সিংহ)।।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কামানের ব্যবহার করা হয়- পানিপথের প্রথম যুদ্ধে।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়– ১৫২৬ সালে।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়- বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে।
- বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন- সম্রাট বাবর (১৫২৭)।
- বাবর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- তুযুক ই বাবর/বাবরনামা।

মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে উঠে সিন্ধু অববাহিকায়, মুঘল সাম্রাজ্য প্রভাবিত ছিল পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি দ্বারা। এই সাম্রজ্যের অন্যতম ভাষা ছিল ফার্সি, উর্দু, চাগাতাই ভাষা।

- বাংলার নামকরণ করেন- জান্নাতাবাদ। হুমায়ুন শব্দের অর্থ- ভাগ্যবান।
- হুমায়ুন পরাজিত হন- শেরশাহ এর নিকট (১৫৪০ সালে)।
- গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান- হুমায়ুন।

- শেরশাহ্ এর প্রকৃত নাম- ফরিদ (১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে)।
- গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন- শেরশাহ
- ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাক প্রচলন করেন- শেরশাহ
- কাশ্মীরের আকবর বলা হয়- জয়নুল আবেদীনকে।
- সম্রাট আকবর সিংহাসন আরোহণ করেন- ১৫৫৬ সালে (১৩ বছর বয়সে)।
- মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার করে- আকবরের রাজত্বকালে।
- মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন- সম্রাট আকবর।
- আকবরের অভিভাবক ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন- বৈরাম খান।
- বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- সম্রাট আকবর (১৫৭৬)।
- প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বলা হয়- সুবেদার।
- আকবর মৃত্যুবরণ করেন- ১৬০৫ সালে (সমাধিস্থল- সেকেন্দ্রায়)।
- নূরজাহানের বাল্য নাম ছিল- মেহেরুন্নেছা (নূরজাহান অর্থ- জগতের আলো)।
- জাহাঙ্গীরের ডাকনাম ছিল- শেখ বাবা (প্রকৃত নাম সেলিম)।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় সুবেদার হিসেবে নিয়োগ করেন- ইসলাম খানকে।
- ভূঁইয়াদের দমন করা হয়- সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলে (ইসলাম খাঁ কর্তৃক)।
- ঢাকার নামকরণ জাহাঙ্গীরনগর করা হয় -.১৬১০ সালে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আসেন- সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে।
- ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহলসহ বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মাণের জন্য 'Prince of Builders' বলা হয়- - সম্রাট শাহজাহানকে।
- সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যু হয়- ১৬৫৮ সালে।
- বাংলার যে স্থানে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ইংরেজরা- পিপিলাই।
- 'শাহজাহান' উপাধি দেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর (শাহজাহান অর্থ- বিশ্ব সম্রাট)।
- ময়ূর সিংহাসনের শিল্পী ছিলেন- পারস্যের বেবাদল খান।
- তাজমহল অবস্থিত- যমুনা নদীর তীরে।
- সম্রাট আওরঙ্গজেব পরিচিত ছিলেন- আলমগীর নামে।
- ২য় বাহাদুর শাহের সমাধি-রেঙ্গুনে (মায়ানমার)।
- আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেন- ১৬৫৮ সালে (ক্ষমতায় ছিলেন- ৪৯ বছর)।
- শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (জাফর)।
- সিপাহি বিদ্রোহে সমর্থন দিয়েছিলেন- ২য় বাহাদুর শাহ।

■ **মুঘল আমলের পানিপথের ৩টি যুদ্ধ:**

প্রথম যুদ্ধ	সম্রাট বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে	১৫২৬ সালে
দ্বিতীয় যুদ্ধ	আকবরের সেনাপতি বৈরাম খাঁন এবং হিমুর মধ্যে	১৫৫৬ সালে
তৃতীয় যুদ্ধ	আহমদ শাহ আবদালী এবং মারাঠাদের মধ্যে	১৭৬১ সালে

■ **উপমহাদেশের ইউরোপীয় ও ইংরেজ শাসন:**

- উপমহাদেশে আসা প্রথম ইউরোপীয় গোষ্ঠী- পর্তুগিজ।
- পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দ্যা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে আসে- ১৪৯৮ সালের।
- পর্তুগিজদের বাংলায় আগমন ঘটে- ১৫১৬ সালে।
- ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশেগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন - আলবুকার্ক।
- ভারতের প্রথম পর্তুগিজ ভাইসরয় - ফ্রান্সিসকো ডি আল মিডা।
- পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হত - হার্মাদ।
- বাংলায় যে নামে পরিচিতি ছিল - ফিরিঙ্গি।
- পর্তুগিজদের সম্পূর্ণরূপে দমন করেন - সুবেদার শায়েস্তা খান।
- পর্তুগিজরা এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি পায় - সম্রাট আকবরের আমলে।
- পর্তুগিজরা চট্টগ্রামের সন্দীপ ও ভোলার মনপুরা দ্বীপে বসবাস করত।
- ডাচ বলা হয় - ওলন্দাজ (হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের)।
- ডেনিশ বলা হয় - ডেনমার্কের অধিবাসীকে (বাংলায় পরিচিত দিনেমার নামে)।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় - ১৬০০ সালে (২১৮ জন অংশীদার)।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আসে - ১৬০৮ সালে।

বাংলার প্রথম বই রোমান হরফে ছাপেন পর্তুগিজরা। "কৃপা শাস্ত্রের" অর্থভেদ নামক বইটির লেখক ম্যানোয়েল দা আসসুমাসাঁও।

- ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন - সম্রাট জাহাঙ্গীর ।
- ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করে - দ্বিতীয় আলমের কাছ থেকে।
- বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে - সুরাটে।
- দ্বিতীয়বার এসে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান - জব চার্নক।
- ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে - ১৭০০ সালে।
- কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন - জব চার্নক।
- ফরাসিরা বাংলায় আসেন -১৬৬৮ সালে।
- উপমহাদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করেছিল - ফরাসিরা।
- ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বশেষ উপমহাদেশে আগমন করে - ফরাসিরা।
- ফরাসিরা সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে - ১৬৬৮ সালে।
- ফরাসিরা তাদের ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে - চন্দন নগর।
- উপমহাদেশে যে দুই ভিন্ন জাতি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল - ইংরেজ ও ফরাসি
- বাংলায় ফরাসিদের শ্রেষ্ঠ কুঠি ছিল - চন্দন নগরে।
- ১৭৬০ সালে বন্দিবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট- ফরাসিরা পরাজিত হয়।
- ফরাসিরা তাদের বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে- ইংরেজদের কাছে।
- নীল চাষের নামে জেলার নামকরণ- নীলফামারী।
- নীল বিদ্রোহ নিয়ে নাটক ও গ্রন্থ- নীল দর্পণ (দীনবন্ধু মিত্র-১৮৬০)।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ – নীল দর্পণ।
- নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদক – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাঁশেরকেল্লা নির্মাণ করেন- তিতুমীর (মীর নিসার আলী)।
- বাঁশেরকেল্লা ধ্বংস করেন- লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট।
- সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলার লে. জেনারেল- স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে (১৮৫৭)।
- নীল কমিশন গঠনের সময়- স্যার পিটার গ্র্যান্ট (১৮৬০)।
- বঙ্গভঙ্গ – স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার (১৯০৫)।
- স্বদেশী আন্দোলন – স্যার অ্যান্ড্রু ফেজার (১৯০৬)।
- বঙ্গভঙ্গ রদ ও অবিভক্ত বাংলার প্রথম গভর্নর- লর্ড কারমাইকেল (১৯১২)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা- লর্ড ডানডাস (১৯২১)।
- তেঁতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ- জন আর্থার হার্বার্ট (১৯৪৩)।
- দেশ ভাগ ও বাংলার সর্বশেষ গভর্নর- স্যার ফ্রেডরিখ বারোস (১৯৪৭)।
- দেশ ভাগের পর পূর্বে বঙ্গের প্রথম গভর্নর- স্যার ফ্রেডরিখ চালমার্স (১৯৪৭-৫০)।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের গভর্নর- স্যার ফিরোজ খান নুন (১৯৫০-৫৩)
- সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৮৫ সালে।
- সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা - অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি - ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে গড়ে উঠেছিল- স্বদেশী আন্দোলন।
- পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয় - ঢাকা।
- বঙ্গভঙ্গের সময় লেফটেন্যান্ট গর্ভনর নিযুক্ত হন - ব্যামফিল্ড ফুলার।
- খেলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন- মাওলানা মুহাম্মদ আলী মাওলানা শওকত আলী।
- নীল বিদ্রোহের সাথে জড়িত পত্রিকা- হিন্দু পেট্রিয়ট ও ইন্ডিয়ান ফিল্ড।
- উপমহাদেশে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে- ১৮৫৮ সালে।
- সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহিদ- মঙ্গল পাণ্ডে।
- মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক রাজা উপাধি গ্রহণ করে- রাজা রামমোহন রায় (১৮৩০ সালে)।
- বাংলার হাতেম তাই বলে খ্যাত- হাজী মুহাম্মদ মুহসীন।
- মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন- নওয়াব আব্দুল লতিফ।
- সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে- সৈয়দ আমীর আলী (১৮৭৭ সালে)।
- সৈয়দ আমীর আলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- The Spirit of Islam, A Short History of the Saracens।
- মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন- স্যার সৈয়দ আহমদ (আলীগর আন্দোলনের প্রবক্তা)।

- অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন (১৯৩৮) করে- শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।
- ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন- এ. কে. ফজলুল হক।
- রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক)।
- স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা- বিদেশি পণ্য বর্জন ও দেশি পণ্যের ব্যবহার।
- স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠে- ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- বরিশাল যে কবি স্বদেশি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন- চারণ কবি মুকুন্দ দাস।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৬ সালে।
- মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ।
- খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ঘটে- ১৯১৯ সালে।
- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- খিলাফত ও অসযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করে- ১৯২২ সালে।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে পরিচালিত হয়- ১৯২০ সালে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৯১৯ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করে- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩৭ সালে।
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে।
- দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৩৯ সালে)।
- লাহোর প্রস্তাব ঘোষণা হয়- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ (এ. কে. ফজলুল হক)।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর হয় বাংলা- ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রি.)।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রেক্ষিতে রচিত নাটক- নেমেসিস (নুরুল মোমেন)।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর ছবি একে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান- জয়নুল আবেদীন।
- তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী- ইলা মিত্র।
- তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস- নাড়াই (রচয়িতা- শওকত আলী)।
- ইলামিত্রকে নিয়ে সেরিনা হোসেনের রচিত উপন্যাস- কাঁটাতারের প্রজাপতি।

রাওলাট আইন

ব্রিটিশ জর্জ রাওলাট ১৯১৯ সালে পুলিশকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে নির্বাসন দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে যে আইন করে, তাই রাওলাট আইন। এটি ভারতীয়দের দমনপীড়নের একটি কুখ্যাত আইন ছিল।

■ একনজরে ব্রিটিশ সংস্কার:

সংস্কারসমূহ	সংস্কারক
দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি	ওয়ারেন হেস্টিংস
দশসালা ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা	লর্ড কর্ণওয়ালিশ
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা	লর্ড কর্ণওয়ালিশ
অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি	লর্ড ওয়েলেসলি
কলকাতা মেডিকেল কলেজ	লর্ড বেন্টিঙ্ক
বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন	লর্ড ডালহৌসী
সতীদাহ প্রথা রদ	লর্ড বেন্টিঙ্ক
রেল যোগাযোগ উন্নয়ন	লর্ড হার্ডিঞ্জ
টাকার প্রচলন	লর্ড ক্যানিং
স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তন	লর্ড ডালহৌসী
প্রথম আদমশুমারি	লর্ড মেয়ো
ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন	লর্ড কার্জন
বঙ্গভঙ্গ	লর্ড কার্জন
বঙ্গভঙ্গ রদ	লর্ড হার্ডিঞ্জ
দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর	লর্ড হার্ডিঞ্জ
এশিয়াটিক সোসাইটি	ওয়ারেন হেস্টিংস

■ বিভিন্ন আন্দোলন ও নেতৃত্বদাতা:

আন্দোলন/বিদ্রোহ	নেতৃত্ব দাতা	আন্দোলন/বিদ্রোহ	নেতৃত্ব দাতা
নীলবিদ্রোহ	দ্বিগম্বর বিশ্বাস	আলীগড় আন্দোলন	স্যার সৈয়দ আহমদ খান
বারাসাত বিদ্রোহ	তিতুমীর	স্বরাজ আন্দোলন	চিত্তরঞ্জন দাস
নাচোলের বিদ্রোহ	ইলা মিত্র	অহিংস আন্দোলন	মহাত্মা গান্ধী
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	মাওলানা ভাসানী	সত্যাগ্রহ আন্দোলন	মহাত্মা গান্ধী
তেভাগা আন্দোলন	ইলা মিত্র	আইন অমান্য আন্দোলন	মহাত্মা গান্ধী
ওয়াহাবী আন্দোলন	তিতুমীর	স্বদেশী আন্দোলন	কবি মুকুন্দ দাস

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন? [NU- Business: 2010-11]
A. লর্ড ক্লাইভ
B. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক
C. লর্ড মিন্টো
D. লর্ড মাউন্টব্যাটেন **D**

02. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন? [NU- Business: 2010-11]
A. লর্ড ওয়েলেসলী
B. ওয়ারেন হেস্টিংস
C. লর্ড কর্নওয়ালিস
D. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক **C**

03. বাংলা সনের প্রবর্তন কে? [NU- Business: 2010-11]
A. সম্রাট শেরশাহ
B. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
C. সম্রাট আকবর
D. সম্রাট জাহাঙ্গীর **C**

04. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- [NU- Business: 2009-10]
A. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
B. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
C. রাজা রামমোহন রায়
D. রামচন্দ্র বিদ্যা বাগিস **C**

ইন্সট্যান্ট প্রাকটিস — ভর্তি পরীক্ষা উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম কারা ভারতে আসে?
A. পর্তুগিজ
B. ব্রিটিশ
C. ফরাসি
D. ওলন্দাজ **A**

02. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল–
A. ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে
B. ১১৭৬ বঙ্গাব্দে
C. ১৮৭৬ বঙ্গাব্দে
D. ১০৭৬ বঙ্গাব্দে **B**

03. কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর হয়–
A. ১৯১২ সালে
B. ১৯১১ সালে
C. ১৯০৫ সালে
D. ১৯০৯ সালে **A**

04. ১৯৪৬ সালে ভারতে প্রেরিত ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের সদস্য কতজন ছিল?
A. ৪ জন
B. ৩ জন
C. ৫ জন
D. ৬ জন **B**

05. ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কোন নদীর তীরে ?
A. হুগলী নদী
B. গঙ্গা নদী
C. ভাগিরথী নদী
D. দামোদর নদী **C**

06. 'পাল'দের পর কোন বংশ বাংলা শাসন করে?
A. খলজি
B. তুঘলক
C. সেন
D. তুর্কী **C**

07. 'বগুড়া প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
A. বরেন্দ্র
B. গৌড়
C. হরিকেল
D. পুণ্ড **D**

08. বাংলাদেশের প্রাচীতম জনপদ কোনটি?
A. ময়নামতি
B. মহাস্থানগড়
C. পাহাড়পুর
D. উয়ারীবটেশ্বর **B**

09. ইবনে বতুতা কোন দেশের নাগরিক?
A. ব্যাবিলন B. সিরিয়া
C. মরক্কো D. তিউনিসিয়া **C**

10. বিশ্বের কোন পরিব্রাজক সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন?
A. মার্কো পোলো B. হিউয়েন সাং
C. ফা হিয়েন D. ইবনে বতুতা **D**

11. রাজা কণিষ্ক কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
A. জরথুস্ত্র B. বৌদ্ধ ধর্ম
C. হিন্দু ধর্ম D. বাহাই **B**

12. রাজা 'কণিষ্ক' কোন বংশের শাসক?
A. কুষাণ B. মৌর্য
C. গুপ্ত D. দেব **A**

13. 'অর্থশাস্ত্র' বইটির লেখক কে?
A. মনমোহন সিং B. অমর্ত্য সেন
C. পাণিনি D. কৌটিল্য **D**

14. শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী?
A. স্বর্ণসুবর্ণ B. কাঞ্চনা
C. পুণ্ড্র D. গৌড় **A**

15. বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে?
A. দেবপাল B. বিজয় সেন
C. গোপাল D. শশাঙ্ক **D**

PRIME TEST

01. 'ভারত শাসন আইন' কবে রাজকীয় সম্মতি লাভ করে?
Ⓐ ২ আগস্ট ১৯৩৫ Ⓑ ২৫ আগস্ট ১৯৩৫
Ⓒ ৭ নভেম্বর ১৯৩১ Ⓓ ১২ নভেম্বর ১৯৩১

02. বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন-
Ⓐ শশাঙ্ক Ⓑ গোপাল
Ⓒ ধর্মপাল Ⓓ হর্ষবর্ধন

03. মাৎস্যন্যায় (Matsyanayam) বলা হয়-
Ⓐ রাজা গোপালের রাজত্বকালকে
Ⓑ প্রাচীনকালে বাংলা সৃষ্ট মৎস্যশূন্য অবস্থাকে
Ⓒ সপ্তম-অষ্টম শতকে বাংলায় নেমে আসা অরাজকতাপূর্ণ অবস্থাকে
Ⓓ বরেন্দ্র বিদ্রোহকে

04. প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী ছিল-
Ⓐ পুণ্ড্রনগর Ⓑ কনৌজ
Ⓒ কর্ণাটক Ⓓ কর্ণসুবর্ণ

05. মৌর্য যুগে প্রদেশকে কী বলা হতো?
Ⓐ ভুক্তি Ⓑ নগর
Ⓒ দেশ Ⓓ অংশ

06. পাল বংশের সর্বশেষ রাজা কে?
Ⓐ রামপাল Ⓑ দেবপাল Ⓒ শূরপাল Ⓓ প্রথম মহিপাল

07. ভারতের শেষ মোঘল সম্রাট কে ছিলেন?
Ⓐ শাহজাহান Ⓑ আকবর Ⓒ হুমায়ুন শাহ Ⓓ ২য় বাহাদুর শাহ

08. বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও- এর পতন করেন-
Ⓐ ঈশা খাঁ Ⓑ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
Ⓒ সম্রাট আকবর Ⓓ আজম খান

09. যে মুঘল সম্রাট রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন-
Ⓐ প্রথম বাহাদুর শাহ Ⓑ দ্বিতীয় শাহ আলম
Ⓒ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ Ⓓ জাহান্দার শাহ

10. মারাঠা শাসকদের উপাধি কী ছিল?
Ⓐ রাজা Ⓑ পেশোয়া Ⓒ সম্রাট Ⓓ বাদশাহ

Answer Sheet

01.	A	02.	A	03.	C	04.	D	05.	A
06.	A	07	D	08.	A	09.	C	10.	B

অধ্যায় ০২ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

সাধারণ জ্ঞান

■ বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও সাহিত্যকর্ম:

- ভাষা আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠান- তমুদ্দুন মজলিস
- তমুদ্দুন মজলিস যে ধরনের প্রতিষ্ঠান- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।
- তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা- সৈনিক।
- তমুদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠা লাভ- ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর।
- ভাষা আন্দোলনের স্থপতি বলা হয়- অধ্যাপক আবুল কাশেম।
- "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়- অধ্যাপক নুরুল হকের নেতৃত্বে।
- উর্দুর পাশা পাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেন- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ভাষা আন্দোলনের শহীদ- ৮জন (প্রথম শহীদ- রফিক)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন- আবুল বরকত (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)।

শহীদ মিনার ভাঙ্গার প্রতিবাদে বিখ্যাত কবিতা "স্মৃতিস্তম্ভ" লেখেন কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ

- বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অবস্থান- ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে।
- পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ১৯৫৪ সাল।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল – নৌকা।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর।
- যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার ছিল- ২১ দফাভিত্তিক।
- ২১ দফার ১ম দফা ছিল- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
- যুক্তফ্রন্ট সরকারের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- কাগমারী সম্মেলন হয়- ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সালে।
- কাগমারী সম্মেলনের স্থান- টাঙ্গাইলের সন্তোষে (তৎকালীন সিরাজগঞ্জ জেলা)।
- ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন- যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হব।
- ছয় দফা উত্থাপনকারী- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (লাহোর)।
- ছয়দফা দাবি সম্বলিত পুস্তিকাটির নাম- আমাদের বাঁচার দাবি।

■ ভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্যকর্ম:

বিষয়	শিরোনাম	রচয়িতা ও তথ্য
কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'	মাহবুবুল আলম চৌধুরী পাঠ করেন- চৌধুরী হারুনুর রশীদ
গান	ভুলব না ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না	গীতিকার- গাজিউল হক। সুরকার–নিজামুল হক।
নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরি, (কারাগারে বসে) রচনা ও মঞ্চস্থ– ১৯৫৩ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
১ম সংকলন	"একুশে ফেব্রুয়ারি"	সম্পাদনা– হাসান হাফিজুর রহমান
১ম চলচ্চিত্র	'জীবন থেকে নেয়া'	পরিচালক– জহির রায়হান মুক্তি পায়– ১৯৭০ সালে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি প্রথম ব্যবহার হয়- 'জীবন থেকে নেয়া'।

■ ভাষা আন্দোলনের অন্যান্য সাহিত্যকর্ম:

- ভাষা আন্দোলনের উপন্যাস- আর্তনাদ (শওকত ওসমান) এবং নিরন্ন ঘণ্টাধ্বনি ও যাপিত জীবন- সেলিনা হোসেন।
- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক একুশের গল্প লিখেছেন- জহির রায়হান।
- স্মৃতির মিনার কবিতার লেখক- আলাউদ্দিন আল আজাদ।
- আমার দুঃখিনী বর্ণমালা কবিতার কবি- শামসুর রাহমান।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষা:

- The Mother Language Lovers of the world গঠন করে- কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবুল সালাম (১৯৯৮) সাল।
- ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর।
- প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়- ২০০০ সালে।
- ইউনেস্কোকে একুশে পদক দেওয়া হয়- ২০০৩ সালে।
- জাতিসংঘ ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ৫ ডিসেম্বর ২০০৮।
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো পালন শুরু করে- ২০১০ সালে।
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে কানাডার পার্লামেন্টে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিল পাস হয়- ২০২৩ সালের ৩০ মার্চ।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক তিনটি চলচ্চিত্র:

চলচ্চিত্র	পরিচালক
জীবন থেকে নেয়া	জহির রায়হান
বাঙলা	শহীদুল ইসলাম খোকন
ফাগুন হাওয়ায়	তৌকীর আহমেদ

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গান:

গানের কলি	গীতিকার	সুরকার
ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়	আবদুল লতিফ	আবদুল লতিফ
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি	আবদুল গাফফার চৌধুরী	আলতাফ মাহমুদ প্রথম আবদুল লতিফ
রক্তে আবার প্রলয় দোলা	গাফফার চৌধুরী	আবদুল লতিফ
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	আব্দুল জব্বার

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত জননী ও গর্বিত বর্ণমালা ভাস্কর্য রয়েছে ঢাকার পরিবাগে। এর স্থপতি মৃণাল হক

তথ্য সহ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ:

সাল	তথ্য
১৯৪৭	পাকিস্তান ভারত বিভক্ত।
১৯৪৮	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়।
১৯৪৯	আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৫০	প্রজাস্বত্ব আইন বিলুপ্তি হয়।
১৯৫২	১৪৪ ধারা ভেঙে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু।
১৯৫৩	৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।
১৯৫৪	৮-১২ মার্চ; পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন।
১৯৫৫	আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।
১৯৫৬	বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি। পূর্ব-বঙ্গ থেকে পূর্ব-পাকিস্তান নামকরণ। পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র বা সংবিধান প্রণয়ন।
১৯৫৭	৭ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৫৮	৭ অক্টোবর, সমগ্র পাকিস্তানের সামরিক আইন জারি।
১৯৬২	২৭ এপ্রিল, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের মৃত্যু এবং শিক্ষা আন্দোলন।
১৯৬৩	৫ ডিসেম্বর, শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু।
১৯৬৫	৬ সেপ্টেম্বর, পাক-ভারত দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু।
১৯৬৬	২৩ মার্চ, লাহোরে ছয় দফার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং ছয় দফা ঘোষণা
১৯৬৮	৩ জানুয়ারি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের।
১৯৬৯	২০ জানুয়ারি, পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন শুরু ও পুলিশের গুলি বর্ষণে আসাদের মৃত্যু এবং গণঅভ্যুত্থান।
১৯৬৯	২২ ফেব্রুয়ারি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ।
১৯৬৯	২৩ ফেব্রুয়ারি: শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় ৫ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ নামকরণ
১৯৭০	১২ নভেম্বর, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক নিহত ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬৭টি আসন লাভ
১৯৭১	২ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সভায় আ.স.ম আব্দুর রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলা পতাকা প্রদর্শন ও উত্তোলন
১৯৭১	৩ মার্চ: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক
১৯৭১	৭ মার্চ, রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ডাক
১৯৭১	২৩ মার্চ, নিজ বাসভবনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন
১৯৭১	২৫ মার্চ, রাত ১১টার পর থেকে সারাদেশে পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু
১৯৭১	২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা
১৯৭১	২৭ মার্চ, চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার' চালু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে, মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার
১৯৭১	১০ এপ্রিল, আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগরে তৈলাম্রকুঞ্জ তলা, মেহেরপুর প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন
১৯৭১	১৭ এপ্রিল, আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণ
১৯৭১	৬ ডিসেম্বর, ভুটান কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ১৬ ডিসেম্বর, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিজয় এবং পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ:

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্থায়ী ছিল- ২৬৫ দিন (প্রায় ৯ মাস)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২ মার্চ ১৯৭১ (উত্তোলনকারী- আ. স. ম. আব্দুর রব)।
- ইতিহাসে কালোরাত হিসেবে পরিচিত- ২৫ মার্চ।
- পাকিস্তান অবজারভেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে বাঙালিদের উপর গণহত্যা চালায়- ২৫ মার্চ ১৯৭১ গভীর রাতে।
- বঙ্গবন্ধুকে যে অপারেশনের মাধ্যমে গ্রেফতার করা হয়- অপারেশন বিশ্বাস।
- স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন- শাজাহান সিরাজ।
- শাজাহান সিরাজ ইশতেহার পাঠ করেন - ৩ মার্চ ১৯৭১।
- ৭ মার্চের ভাষণ দেন- রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।
- ৭ মার্চ ভাষণের সময়- ১৯ মিনিট (মতান্তরে ১৮ মিনিট)।
- ৭ মার্চ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র- তরঙ্গ।
- বাঙালিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে- ১৯ মার্চ ১৯৭১।
- জ্যাক প্লাটুন হলো- মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনী (১নং সেক্টর)।
- মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় গেরিলা বাহিনী- কাদেরীয়া বাহিনী (১১নং সেক্টর)।
- মুক্তিযুদ্ধের যৌথবাহিনী গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর ১৯৭১।
- মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি প্রতিষ্ঠান- UNHCR, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ICRC, OXFAM এবং BBC।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সহযোগিতাকারী বৃহৎ শক্তি- রাশিয়া, ভারত।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থানকারী বৃহৎ শক্তি- যুক্তরাষ্ট্র, চীন।

৭ মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রদান করে ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বা বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ৩০ অক্টোবর ২০১৭ সালে।

স্বাধীনতার ঘোষণা:

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন – ২৫ মার্চ রাত্রি বারোটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

- স্বাধীনতার ঘোষক– জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি বিবিসির প্রভাতি অধিবেশনে প্রচারিত হয় – ২৬ মার্চ।
- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করেন– ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর জারি করা মূল ঘোষণাটি ছিল– ইংরেজিতে।
- বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি প্রচার করেন – ২৬ মার্চ, ১৯৭১।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম প্রচার শুরু করে – কালুরঘাট থেকে, মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন– ২৭ মার্চ সন্ধ্যায়।
- বাংলাদেশের জাতীয় দিবস/স্বাধীনতা দিবস – ২৬ মার্চ।
- ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়- ১৯৮০ সালে।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহিত হয়– ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
- স্বাধীনতা ঘোষণা সংবিধানে সংযোজিত হয় – পঞ্চদশ সংশোধনীতে {৫ম তফসিল ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ।}

■ **প্রবাসী মুজিবনগর সরকার:** ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আগরতলায় একত্রিত হয়ে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। এই সরকার স্বাধীন সার্বভৌম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"। স্বাধীনতার সনদ (Charter of Independence) বলে এই সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুরের ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথ তলায় "এ সরকার শপথগ্রহণ করে" এবং শপথ বাক্য পাঠ করান– অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

- গঠন– ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
- গঠন করেন– সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- শপথ গ্রহণ– ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে।
- শপথ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন– অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- প্রবাসী কার্যালয়– কলকাতার থিয়েটার রোড।
- রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক (Commander-in-chief)– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান– মওলানা ভাসানী।
- সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিল– ৯ জন।
- সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সাধারণ সম্পাদক– তাজউদ্দিন আহমেদ।

■ **মুজিবনগর সরকারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ:**

মন্ত্রণালয়	মন্ত্রী
রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক)
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী	মোশতাক আহম্মেদ
মুক্তিবাহিনী প্রধান	কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী
মুখ্যসচিব	রুহুল কুদ্দুস

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর ছিল ৮নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার পর মুজিবনগর সরকার বিলুপ্ত হয় ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।

■ **মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ:** ১১ জুলাই, ১৯৭১ থেকে ১৭ জুলাই, প্রবাসী সরকারের সচিবালয় ৮নং থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যুদ্ধ অঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাবসেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় ।

- দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলেন- তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এম.এ.জি ওসমানী।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক (Commander-in-chief)– শেখ মুজিবুর রহমান।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের চিফ অব স্টাফ ছিলেন– লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ রব।
- মুক্তিযুদ্ধের সামরিক বাহিনীর প্রধান – এম.এজি ওসমানী।

সেক্টর	অঞ্চল.	কমান্ডার
১	ফেনী নদী হতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পর্যন্ত	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) মেজর রফিক (জুন-ডিসেম্বর)
২	নোয়াখালী, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, আখাউড়া-ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ।	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এ.টি.এম হায়দার (সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর)
৩	আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন থেকে পূর্বদিক কুমিল্লা জেলার অংশ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ।	মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
৪	সিলেটের পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক।	মেজর সি.আর.দত্ত
৫	সিলেটের পশ্চিম এলাকা সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তম ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল।	মে. মীর শওকত আলী
৬	ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুর।	উইং কমান্ডার বাশার
৭	সমগ্র রাজশাহী বিভাগ, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার অংশ বিশেষ। (ব্রহ্মপুত্র নদের তীর এলাকা ব্যতীত)	মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল-আগস্ট) মে. কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর)
৮	খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও ফরিদপুর ও সাতক্ষীরা জেলার অংশ বিশেষ এবং মুজিবনগর।	মে. আর ওসমান চৌধুরী মেজর এম.এ.মঞ্জুর
৯	সাতক্ষীরা, বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।	মেজর আব্দুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর) এম.এ.মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব ডিসেম্বর)
১০	অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল (চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর)।	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত নৌ- কমান্ডারগণ
১১	কিশোরগঞ্জ ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল।	মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-৩ নভেম্বর) ফ্লাইট লে.এম.হামিদুল্লাহ (৩ নভেম্বর- ডিসেম্বর)

মুক্তিযুদ্ধে ১১টি সেক্টরে মোট সেক্টর কমান্ডার ১৬ জন।
১১টি সেক্টরের মধ্যে ৬৪টি সাব-সেক্টর ছিল।
সেক্টর কমান্ডারবিহীন সেক্টর ছিল ১০নং সেক্টর।

■ **মুক্তিযুদ্ধে সম্মানসূচক খেতাব:** স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বিভিন্ন ইউনিট, সেক্টর ও বিশ্লেষ থেকে পাওয়া খেতাবের জন্য এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয়। ১৯৭৩ সালে ১৪ই ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান খেতাব তালিকায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে চারটি ক্যাটাগরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের নামসহ ৬৭৬ জনকে খেতাব দেওয়া হয় (বর্তমানে ৬৭২ জন)।

খেতাব	১৯৭৩ সালে গেজেট (সংখ্যা)	বর্তমান (সংখ্যা)	তথ্যপ্রবাহ	বাতিলকৃত ব্যক্তি
বীরশ্রেষ্ঠ	৭	৭	সর্বোচ্চ খেতাব/সামরিক খেতাব/ সর্বোচ্চ পদমর্যাদার খেতাব	

খেতাব	১৯৭৩ সালে গেজেট - (সংখ্যা)	বর্তমান (সংখ্যা)	তথ্যপ্রবাহ	বাতিলকৃত ব্যক্তি
বীর উত্তম	৬৮	৬৭	জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক/উচ্চ পদমর্যাদার খেতাব	লে. কর্নেল শরিফুর হক ডালিম
বীর বিক্রম	১৭৫	১৭৪	প্রশংসনীয় পদমর্যাদার খেতাব	এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী
বীরপ্রতীক	৪২৬	৪২৪	সর্বনিম্ন খেতাব/বীরত্বসূচক প্রশংসাপত্রের খেতাব	রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেহ উদ্দীন

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিলে খেতাব সংখ্যায় পরিবর্তন: সম্প্রতি ৪ জনের খেতাব সরকার কর্তৃক বাতিল করা হয় ০৬ জুন, ২০২১। সুতরাং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যায় পরিবর্তন হয়। বর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ৬৭২ জন।

খেতাবপ্রাপ্ত বিশেষ ব্যক্তি:

ইউ কে চিং	মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র আদিবাসী বীর বিক্রম ইউ কে চিং মারমা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসে ১১নং সেক্টরে যোগ দেন। ২০১৪ সালে তিনি মারা যান।
ডা. সেতারা বেগম তারামন বিবি	মুক্তিযুদ্ধে বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত ২ জন মহিলা হলেন- (১) ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম (২নং সেক্টর) (২) তারামন বিবি (১১নং সেক্টর)
ফ্লাইও এস ওয়েবল্যান্ড	একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক। জন্মগ্রহণ করেন নেদারল্যান্ডে। কিন্তু তার পিতৃভূমি ছিল অস্ট্রেলিয়া।
ফাঁকন বিবি	খেতাববিহীন মুক্তিযোদ্ধা ফাঁকন বিবির প্রকৃত নাম ফাঁকাত হেনিনচিতা। তার জন্ম সিলেট। তিনি খাসিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতেন। তিনি মুক্তি বেটি নামে পরিচিত।

সর্বনিম্ন বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম লালু (বয়স ১৩ বছর) যে যুদ্ধ করেছে ১১নং সেক্টরে কাদেরিয়া গেরিলা বাহিনীতে

৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ:

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ১নং সেক্টর	জন্মস্থান	বরিশাল (১৯৪৯)
	মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহিদ)
	সমাধি	ছোট সোনামসজিদ প্রাঙ্গন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	ক্যাপ্টেন
সিপাহী হামিদুর রহমান ৪নং সেক্টর	জন্মস্থান	ঝিনাইদহ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১
	সমাধি	প্রথমে ত্রিপুরার হাসিমারায়, পরবর্তীতে শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান। মতিউর রহমানের কবরের পাশে।
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
সিপাহী মোস্তফা কামাল ২নং সেক্টর	জন্মস্থান	ভোলা (১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭)
	মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহিদ)।
	সমাধি	আখাউড়ার দরুইন গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ।
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
মোহাম্মদ রুহুল আমিন ২ ও ১০ নং সেক্টর ও নৌবাহিনী	জন্মস্থান	নোয়াখালী (১ জুলাই, ১৯৩৫)
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	বাগমারা, রূপসা নদী তীর, খুলনা।
	কর্মস্থল	নৌবাহিনী
	পদবি	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার
মতিউর রহমান	জন্মস্থান	পুরান ঢাকা (২৯ অক্টোবর, ১৯৪১)
	মৃত্যু	২০ আগস্ট ১৯৭১
	সমাধি	করাচি বিমান ঘাঁটি, পাকিস্তান। বর্তমানে মীরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
	কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
	পদবি	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মুন্সি আব্দুর রউফ ১নং সেক্টর	জন্মস্থান	ফরিদপুর (৮ মে ১৯৪৩)
	সমাধি	রাঙ্গামাটি- ননীয়ার চর (৮/২০ এপ্রিল ১৯৭১)
	কর্মস্থল	ইপিআর
	পদবি	ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ শেখ ৮নং সেক্টর	জন্মস্থান	নড়াইল (১৯৩৬)
	সমাধি	যশোর (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)
	কর্মস্থল	ইপিআর
	পদবি	ল্যান্স নায়েক

- **বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড:** ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মূলত দেশকে মেধাশূন্য করতে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনীতিক চিন্তাবিদগণ এই পরিকল্পিত নিধনের শিকার হন।
  - শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ১৪ই ডিসেম্বর।
  - সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বধ্যভূমি। ১৯৯০ সাল থেকে ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি বধ্যভূমি খোঁজার কাজ করছে। এখন পর্যন্ত তারা ৯৪২টি বধ্যভূমি শনাক্ত করতে পেরেছে।
  - মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র শহীদ দার্শনিক- জি.সি দেব।
  - হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া নারী শহিদ বুদ্ধিজীবী- সেলিনা পারভিন (সাংবাদিক)।

  সম্প্রতি ২০২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের মধুসূদন দে'কে বুদ্ধিজীবির তালিকাভুক্ত করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- **মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ৫টি অপারেশন:**

অপারেশন	ঘটনা
অপারেশন সার্চ লাইট (১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে)	নিরীহ বাঙ্গালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে, তাকে অপারেশন সার্চলাইট বলে। অপারেশন সার্চলাইটের আসল উদ্দেশ্য ছিল **"২৬ মার্চের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সব বড়ো বড়ো শহর দখল করে নেওয়া এবং রাজনৈতিক ও সামরিক বিরোধীদের একমাসের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া"**। অপারেশন সার্চ লাইট সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জে. টিক্কা খান। ঢাকা শহরের সার্চ লাইটের পরিকল্পনাকারী মেজর রাও ফরমান আলী।
অপারেশন জ্যাকপট - ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি নৌ-শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য পরিচালিত অভিযানই হলো অপারেশন জ্যাকপট।

অপারেশন	ঘটনা
অপারেশন বিগ বার্ড ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহর	বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি করার প্রক্রিয়ার নামই ছিল অপারেশন বিগ বার্ড।
অপারেশন চেঙ্গিস খান ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর	পাকিস্তান ভারতের ওপর যে বিমান হামলা করে তার সাংকেতিক নাম ছিল অপারেশন চেঙ্গিস খান। এই অপারেশনে পাকিস্তান ভারতের অমৃতসর বিমানঘাঁটি, পাঠানকোট, আগ্রা ও শ্রীনগরের ওপর বিমান হামলা চালায়।
অপারেশন ক্লোজডোর মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যে অবৈধ অস্ত্রগুলো সারা দেশের মানুষের কাছে ছিল তা জমা নেওয়ার অভিযানের নামই হল অপারেশন ক্লোজডোর।

■ মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের অবদান:

নাম	তথ্য
ইন্দিরা গান্ধী (দেশ- ভারত)	তিনি বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষকে আশ্রয়, খাবারের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেন। মার্কিন রক্তচক্ষুর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে তিনি বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টাও চালিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে স্বাধীনতার সর্বোচ্চ সম্মাননা 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' (মরণোত্তর) প্রদান করে।
আর্চার কেন্ট ব্লাড (দেশ- যুক্তরাষ্ট্র)	১৯৭১ সালে তিনি আমেরিকান কনস্যুলার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ"।
জর্জ হ্যারিসন (দেশ- যুক্তরাষ্ট্র)	অর্থ সংগ্রহের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় Concert for Bangladesh -এর প্রধান শিল্পী। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ : ১লা আগস্ট ১৯৭১ পন্ডিত রবি শংকরের অনুরোধে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" পরিবেশন করেন 'দ্য বিটলস' এর শিল্পী জর্জ হ্যারিসন ও তার দল। আয়োজক : ফোবানা। অনুষ্ঠান পরিচালক : পল সুইমার। সহ শিল্পী : পন্ডিত রবিশংকর ও ববডিলান।
রবি শংকর (দেশ- ভারত)	বিখ্যাত সেতার বাদক ছিলেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় Concert for Bangladesh -এর অন্যতম সহযোগী আয়োজক। মূলত তিনিই এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন।
মাদার ম্যারিও ভেরনজি (দেশ- ইতালি)	মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন।
সাইমন ড্রিং (দেশ- ইংল্যান্ড	১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ সাংবাদিক। তিনি লন্ডনভিত্তিক বিখ্যাত সংবাদপত্র 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' এর একজন তরুণ সাংবাদিক ছিলেন। বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন।
অ্যালেন গিন্সবার্গ (দেশ- যুক্তরাষ্ট্র)	মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। তাঁর লেখা অন্যতম কবিতা 'September on Jessore Road' (১৫২ পৃষ্ঠা)।
ইয়েভগান ইয়েভ তুসোস্কর (দেশ- রাশিয়া)	রাশিয়ান কবি। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন।
আন্দ্রে মাল্রো (দেশ- ফ্রান্স)	ফরাসি কবি। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের [illegible] প্রকাশ করেন।
জগজিৎ সিং অরোরা (দেশ- ভারত)	ভারতের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ-ভারত [illegible] কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। নিয়াজির আত্মসমর্পণ [illegible] যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন।
হোয়াইল হোমার ওডারল্যান্ড (দেশ- অস্ট্রেলিয়া)	মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বীর প্রতীক। [illegible] এস ওডারল্যান্ড বিদেশি হয়েও বাংলাদেশের মুক্তি [illegible] প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার কবর অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত।

■ বাংলাদেশের স্বীকৃতি:

দেশের নাম	সময়কাল
ভুটান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২
পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
মায়ানমার	১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২
নেপাল	১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২
সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া)	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
ফিজি	২৬ জানুয়ারি, ১৯৭২
অস্ট্রেলিয়া	৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২
সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
যুক্তরাজ্য	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
অস্ট্রিয়া	৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
জাপান	১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
কানাডা	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
ভেনিজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
ব্রাজিল	১৫ মে, ১৯৭২
ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
ইরান ও পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫
চীন	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫

■ মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র:

চলচ্চিত্র	পরিচালক	সাল
জীবন থেকে নেয়া	জহির রায়হান	১৯৭০
Let There be Light	জহির রায়হান	-

■ মুক্তিযুদ্ধোত্তর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র:

চলচ্চিত্র	পরিচালক	সাল
ওরা ১১ জন (১ম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র)	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭২
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	১৯৭২
জয় বাংলা	ফখরুল আলম	১৯৭২
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির	১৯৭৩
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান	১৯৭৩
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭৪

চলচ্চিত্র	পরিচালক	সাল
আলোর মিছিল	মিতা ঘোষ	১৯৭৪
মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ	১৯৭৬
আদম সুরত	তারেক মাসুদ	১৯৮৯
আগুনের পরশমনি	হুমায়ুন আহমেদ	১৯৯৪
নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৯৫
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৯৭
নদীর পাড়ে	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৯৮
মাটির ময়না	তারেক মাসুদ	২০০২
শ্যামল ছায়া	হুমায়ুন আহমেদ	২০০৪
জয় যাত্রা	তৌকির আহমেদ	২০০৪
ধ্রুবতারা	চাষী নজরুল ইসলাম	২০০৬
খেলা ঘর	মোরশেদুল ইসলাম	২০০৬
মেহেরজান	রুবাইয়ান হোসেন	২০১০
গেরিলা	নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু	২০১১
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম	২০১১
৭১-এর মা জননী	শাহআলম কিরন	২০১৪
নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ	মাসুদ প্রতীক	২০১৪
অনিল বাগচীর একদিন	মোরশেদুল ইসলাম	২০১৫

১৯৮৯ সালে তারেক মাসুদ নির্মিত আদম সুরত হলো বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র।

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র**

চলচ্চিত্র	পরিচালক
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
হুলিয়া (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম স্বল্পদৈর্ঘ্য)	তানভীর মোকাম্মেল
স্মৃতি ৭১	তানভীর মোকাম্মেল
প্রত্যাবর্তন	মোস্তফা কামাল
একাত্তরের যীশু	নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র:**

চলচ্চিত্র	পরিচালক
স্টপ জেনোসাইড (মুক্তিযুদ্ধের ১ম প্রামাণ্য চিত্র)	জহির রায়হান
লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবীর
রিফিউজি ৭১	বিনয় রায়
ডেড লাইন	ব্রেন টাগ
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তির কথা	
এ স্টেট ইজ বর্ন	জহির রায়হান

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু গ্রন্থ:**

- একাত্তরের দিনগুলো– জাহানারা ইমাম।
- একাত্তরের ঢাকা– সেলিনা হোসেন।
- একাত্তরের ডায়েরি - সুফিয়া কামাল।
- একাত্তরে গেরিলা– জহির রায়হান।
- একাত্তরের যীশু– শাহরিয়ার কবির।
- একাত্তরের চিঠি– পত্রসংকলন।
- মা– আনিসুল হক।
- ফেরারি ডায়েরি– আলাউদ্দীন-আল আজাদ।
- বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিলপত্র– অধ্যাপক আবু সাইয়্যিদ।
- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলন– হাসান হাফিজুর রহমান।
- এ গোল্ডেন এইজ– তাহমিনা আনাম।

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা:**

- বাংলাদেশ– অমিয় চক্রবর্তী।
- মানচিত্র– রফিক আজাদ।
- September on Jessore Road- অ্যালেন গিন্সবার্গ, USA।

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস:**

- রাইফেল, রোটি, আওরাত– আনোয়ার পাশা (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১ম উপন্যাস)।
- যাত্রা– শওকত আলী।
- ফেরারী সূর্য– রাবেয়া খাতুন।
- হাঙর নদী গ্রেনেড, কাঁটা তারের প্রজাপতি– সেলিনা হোসেন।
- দুই সৈনিক– শওকত ওসমান।
- নেকড়ে অরণ্য– শওকত ওসমান।
- জাহান্নাম হতে বিদায়– শওকত ওসমান।
- জলাঙ্গী– সৈয়দ শামসুল হক।
- নীল দংশন– সৈয়দ শামসুল হক।
- নিষিদ্ধ লোবান– সৈয়দ শামসুল হক।
- জোছনা ও জননীর গল্প– হুমায়ূন আহমেদ।
- শ্যামল ছায়া– হুমায়ূন আহমেদ।
- আগুনের পরশমনি– হুমায়ূন আহমেদ।
- উপমহাদেশ– আল মাহমুদ।
- দেয়াল– আবু জাফর শামসুদ্দিন।
- মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সামগ্রী– আমজাদ হোসেন।
- খাঁচায়– রশীদ হায়দার।
- জোসনা ও জননীর গল্প– হুমায়ূন আহমেদ।
- ১৯৭১– তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক:**

- ছেঁড়া তাঁর– তুলসী লাহিড়ী।
- চাকা– সেলিম আল দীন।
- বাকী ইতিহাস– বাদল সরকার।
- কী চাহ্ শঙ্খচিল– মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।
- পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়– সৈয়দ শামসুল হক।

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান:**

গান	কথা	সুর
শোনো একটি মুজিবরের থেকে	গৌরপ্রসন্ন মজুমদার	অংশুমান রায়
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাশ
নোঙ্গর তোল তোল	নঈম গহর	সমর দাশ
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
মা গো ভাবনা কেন	গৌরপ্রসন্ন মজুমদার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
এক নদী রক্ত পেরিয়ে....	খান আতাউর রহমান	খান আতাউর রহমান
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ
ধনধান্যে পুষ্পে ভরা	দ্বিজেন্দ্রলাল (ডি.এল) রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল (ডি.এল) রায়
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	আবদুল জব্বার

গান	কথা	সুর
একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
এই পদ্মা এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে	আবু জাফর	আবু জাফর
একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	সত্য সাহা
পদ্মা মেঘনা যমুনা	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস
সব কটি জানালা খুলে দাও না	নজরুল ইসলাম বাবু	নজরুল ইসলাম বাবু
বাংলার মাটি বাংলার জল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও আমার বাংলা মা তোর	আবুল ওমরাহ মোঃ ফখরুদ্দিন	আলাউদ্দিন আলী
জয় বাংলা বাংলার জয়	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
সার্থক জনম আমার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুদ্রা ও ডাকটিকেট:

- মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকেট প্রবর্তন করা হয়- ২৯জুলাই ১৯৭১।
- প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশ করে- মুজিবনগর সরকার
- বাংলাদেশের প্রথম (মুজিবনগর সরকার) ডাকটিকেট এর ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক।
- ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার ডাকটিকেট প্রকাশ করে – ৮ প্রকার।
- বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকেট একযোগে প্রকাশিত হয়- মুজিবনগর, কলকাতা ও লন্ডনে।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকেটের ডিজাইনার ছিলেন- রিন্টি চিটনিশ।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকেটের মূল্য ছিল- ২০ পয়সা।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকেটে ছবি ছিল- কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের।
- ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকেটের ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক।

■ **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়:**

- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়- ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার নাম- মুক্তিবার্তা। তবে বাংলাদেশের অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- জয় বাংলা।

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:**

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	অবস্থান ও স্থপতি
জাতীয় স্মৃতি সৌধ	অবস্থান- সাভার স্থপতি- সৈয়দ মইনুল হোসেন
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	অবস্থান- মিরপুর, ঢাকা স্থপতি- মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	অবস্থান- টিএসসি সড়ক দ্বীপ, ঢাবি স্থপতি- শামীম শিকদার
সংশপ্তক	অবস্থান- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থপতি- হামিদুজ্জামান খান
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	অবস্থান- মেহেরপুর স্থপতি- তানভীর কবীর
জাগ্রত চৌরাঙ্গী	অবস্থান- জয়দেবপুর চৌরাস্তা স্থপতি- আবদুল রাজ্জাক
বিজয় ৭১	অবস্থান- বাকৃবি, ময়মনসিংহ স্থপতি- রুপম রায়
চেতনা ৭১	অবস্থান- শাবিপ্রবি স্থপতি- মোবারক হোসেন নৃপাল
জয় বাংলা জয় তারুণ্য	অবস্থান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থপতি- আলাউদ্দিন বুলবুল

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ওরা ৭ জন এর পরিচালক খিজির হায়াত খান। ছবিটি মুক্তি পায় ২০২৩ সালের ৩ মার্চ। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'একজন মহান শিক্ষক' এর পরিচালক মির্জা শাখাওয়াত হোসেন।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? [NU- Business: 2014-15]

A. তাজউদ্দীন আহমদ
B. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
C. কর্নেল এম এ জি ওসমানী
D. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

C

02. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ আসন লাভ করে? [NU- Business: 2014-15]

A. ১৬০
B. ১৬৪
C. ১৬৭
D. ২৮৮

C

03. ভারত কখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়? [NU- Business: 2014-15]

A. ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১
B. ৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১
C. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
D. ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২

B

04. কত সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে 'বাংলা' কে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়? [NU- Business: 2014-15]

A. ১৯৫৩
B. ১৯৫৪
C. ১৯৫৫
D. ১৯৫৬

D

05. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করেছিলো যে নামে- [NU- Business: 2013-14]

A. অপারেশন ক্লোজড ডোর
B. অপারেশন সার্চ লাইট
C. অপরেশন জ্যাকপট
D. অপারেশন ক্লিন হার্ট

B

06. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়? [NU- Business: 2013-14]

A. ৭টি
B. ৯টি
C. ১০টি
D. ১১টি

D

07. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক উপাধি কী? [NU- Business: 2013-14]

A. বীরশ্রেষ্ঠ
B. বীরউত্তম
C. বীর বিক্রম
D. বীরপ্রতীক

A

08. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক? [NU- Business: 2012-13]

A. নূরলদীনের সারাজীবন
B. কিত্তনখোলা
C. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
D. কবর

C

09. ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে কোন সালে স্বীকৃতি লাভ করে? [NU- Business: 2012-13]

A. ১৯৯৮ সালে
B. ১৯৯৯ সালে
C. ২০০০ সালে
D. ২০০১ সালে

B

10. বাংলা ভাষায় মোট বর্ণমালা কয়টি? [NU- Business: 2012-13]

A. ৫১টি
B. ৪৭টি
C. ৫৫টি
D. ৪১টি

Note: বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ ৫০টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

11. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় কোন তারিখে? [NU- Business: 2011-12]

A. ১৬ ডিসেম্বর
B. ২৫ মার্চ
C. ৭ নভেম্বর
D. ১৪ ডিসেম্বর

D

12. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- [NU- Business: 2011-12]

A. মনসুর আলী
B. তাজউদ্দীন আহমেদ
C. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
D. এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান

B

13. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম কি? [NU- Business: 2011-12]

A. ভুটান
B. নেপাল
C. ভারত
D. রাশিয়া

C

'অমর একুশ' শীর্ষক কবিতার রচয়িতা কে? [NU- Business: 2011-12]
A. আবু জাফর শামসুদ্দীন
B. শামসুর রাহমান
C. আলাউদ্দিন আল আজাদ
D. আব্দুল গাফফার চৌধুরী
Ans. 'অমর একুশ' শীর্ষক কবিতার রচয়িতা হাসান হাফিজুর রহমান।

প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষা দিবস কোন দিন? [NU- Business: 2010-11]
A. ২১ জানুয়ারি
B. ২১ ফেব্রুয়ারি
C. ২১ মার্চ
D. ২১ এপ্রিল
Ans. B

ভাষা বিপ্লবের পূর্বে স্বাধীন যুক্তবাংলা আন্দোলনের নায়ক ছিলেন- [NU- Business: 2010-11]
A. মাওলানা ভাসানী
B. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
C. মুজিব উদ্দ বসু
D. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
Ans. B

মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়- [NU- Business: 2009-10]
A. ২৫ মার্চ, ১৯৭১
B. ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
C. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
D. ৬ জুন, ১৯৭১
Ans. C

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? [NU- Business: 2001-02]
A. ৪র্থ নং সেক্টর
B. দুই নং সেক্টর
C. ১নং সেক্টর
D. এগার নং সেক্টর
Ans. C

বহুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর কোন সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত ছিল?
A. ১১
B. ৩
C. ৮
D. ২
Ans. C

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের শিরোনাম কী ছিল?
A. The Proclamation of Bangladesh
B. The Proclamation of Independence
C. The Declaration of Independence
D. The Independence of Bangladesh
Ans. B

কলকুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী কখন স্বাধীন বাংলাদেশ ত্যাগ করে?
A. ১৭ই মার্চ ১৯৭২
B. ১৭ই এপ্রিল ১৯৭২
C. ৭ই নভেম্বর ১৯৭২
D. ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২
Ans. A

'মেকিয়র অন যশোর রোড' কবিতাটির রচয়িতা কে?
A. কবীর হুমায়ুন
B. খুশবন্ত সিং
C. আসকার ইবনে শাইখ
D. জর্জ হ্যারিসন
Ans. C

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র সংগ্রাম-এর পরিচালক কে ছিলেন?
A. কাজী নজরুল ইসলাম
B. জহির রায়হান
C. মোস্তফা কামাল সৈয়দ
D. তারেক মাসুদ
Ans. A

পাকিস্তানের গণপরিষদের কার্যবিবরণীতে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছিলেন কে?
A. অনুল হাশিম
B. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
C. শেখ মুজিবুর রহমান
D. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
Ans. D

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মর্যাদা অনুসারে বীরত্বসূচক খেতাবের ক্ষেত্রে তৃতীয় খেতাব-
A. বীর প্রতীক
B. বীর বিক্রম
C. বীরশ্রেষ্ঠ
D. বীর উত্তম
Ans. B

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম কোন সালে গ্রেফতার হন?
A. ১৯৩৬
B. ১৯৩৮
C. ১৯৫২
D. ১৯৬২
Ans. D

ভাষা আন্দোলনের নেতা ছিলেন...
A. হাবিবুর রহমান শেলী
B. নুরুল আমিন
C. খাজা নাজিম উদ্দিন
D. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
Ans. A

কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?
A. ঘানা
B. নাইজেরিয়া
C. সুদান
D. সিয়েরা লিওন
Ans. D

একুশের প্রথম কবিতার রচয়িতা কে?
A. আলাউদ্দিন আল আজাদ
B. আবদুল লতিফ
C. জহির রায়হান
D. মাহবুব উল আলম চৌধুরী
Ans. D

২১ শে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে রচিত প্রথম কবিতার কবি কে?
A. হাসান হাফিজুর রহমান
B. আবদুল গাফফার চৌধুরী
C. মাহবুব উল আলম চৌধুরী
D. হুমায়ুন আহমেদ
Ans. D

'তমুদ্দিন মজলিশ' সংগঠনটি কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?
A. অলি আহমদ
B. অধ্যাপক আবুল ফজল
C. অধ্যাপক আবুল কাসেম
D. মোহাম্মদ তোয়াহা
Ans. C

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে?
A. মাযহারুল ইসলাম
B. হাসেম খান
C. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ
D. হামিদুর রহমান
Ans. D

'কার্পাসে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতার রচয়িতা-
A. মাহবুব উল আলম চৌধুরী
B. জহির রায়হান
C. শামসুর রাহমান
D. কাজী নজরুল ইসলাম
Ans. A

PRIME TEST

01. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে কোন জাতীয়তাবাদ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল?
(A) বাংলাদেশী
(B) বাঙালি
(C) ধর্মীয়
(D) সাংস্কৃতিক

02. চরমপত্র কী?
(A) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান
(B) বিবিসি থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান
(C) বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান
(D) রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান

03. একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বঙ্গবন্ধু কোন কারাগারে ছিলেন?
(A) ঢাকা
(B) রাজশাহী
(C) ফরিদপুর
(D) নারায়ণগঞ্জ

04. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কত সালে?
(A) ১৯৬৯
(B) ১৯৬৬
(C) ১৯৬১
(D) ১৯৬৮

05. বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করা হয়-
(A) ঢাকা বিমানবন্দর
(B) ধানমন্ডিতে
(C) রেসকোর্স ময়দানে
(D) পল্টনে

06. কোনটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী-
(A) আমার জীবনী
(B) আমার জীবনস্মৃতি
(C) আমার একাত্তর
(D) অসমাপ্ত আত্মজীবনী

07. আগরতলা মামলায় (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) কতজনকে আসামি করা হয়?
(A) 35
(B) 36
(C) 37
(D) 32

08. যুক্তফ্রন্টের '২১ দফার' এক নম্বর দফা কী ছিল?
(A) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
(B) শহিদ মিনার নির্মাণ
(C) অবাধ নির্বাচন
(D) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা

09. বাংলা ভাষাকে দেশের দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছে কোন দেশ?
(A) ভারত
(B) সিয়েরা লিওন
(C) অস্ট্রেলিয়া
(D) ব্রিটেন

10. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম তারিখ কোনটি?
(A) ১৭ই মার্চ
(B) ১৭ই এপ্রিল
(C) ১৭ই মে
(D) ১৭ই জুন

Answer Sheet

01.	B	02.	A	03.	C	04.	D	05.	C
06.	D	07	A	08.	D	09.	B	10.	A

অধ্যায় ০৩ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশের অবস্থান	এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে, ওরিয়েন্টাল ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে।
অক্ষাংশ	২০°৩৪′ উত্তর থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে।
দ্রাঘিমাংশ	৮৮°০১′ পূর্ব থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে।
বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছে	কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৩০′ উত্তর বা ২৩.৫° উত্তর)।
পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি	৪৪০ কিলোমিটার।
উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি	৭৬০ কিলোমিটার।
মোট আয়তন	১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। (তবে যদি প্রশ্ন হয় ছিটমহল বিনিময়ের পরে আয়তন কত? তখন উত্তর হবে- ১,৪৭,৬১০ বর্গ কি.মি.।)
বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন	৯৪০৫ বর্গ কি.মি.।
বনাঞ্চলের আয়তন	২.৫৭ মিলিয়ন হেক্টর (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩)
বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে অতিক্রম করেছে	৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা বা 90°Degree East Longitude Line.
বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে অতিক্রম করেছে।	কর্কটক্রান্তি রেখা বা Tropic of Cancer.
সীমান্তবর্তী দেশ	২টি (ভারত, মায়ানমার)।

- **প্রতিপাদ স্থান:** ঢাকার প্রতিপাদ স্থান চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- **কর্কটক্রান্তি রেখা:** বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এর অপর নাম ট্রপিক অব ক্যান্সার ।
- **৯০° দ্রাঘিমা রেখা:** বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ বরাবর শেরপুর এবং বরগুনা দিয়ে লম্বালম্বি যে রেখা অতিক্রম করেছে তা ৯০° দ্রাঘিমা রেখা।

৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা এবং কর্কটক্রান্তি রেখা মিলিত হয়েছে ফরিদপুর যেখানে বঙ্গবন্ধু মানমন্দির নির্মিত হচ্ছে।

- **সীমান্তবর্তী জেলা:** বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। ভারতের সাথে ৩০টি এবং মায়ানমারের সাথে ৩টি।

বিভাগ	জেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, বান্দরবান
রাজশাহী	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ
রংপুর	কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর
খুলনা	সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর

- **মোট সীমানা:** ৫,১৩৮ কি.মি. [যার স্থলসীমা-৪,৪২৭ এবং জলসীমা ৭১১/৭১৬ কি.মি.]

বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য		
সীমারেখা	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	মাধ্যমিক ভূগোল
বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা	৫,১৩৮ কি.মি.	৪,৭১২ কি.মি.
বাংলাদেশের স্থলসীমা	৪,৪২৭ কি.মি.	৩,৯৯৫ কি.মি.
বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য	৭১১ কি.মি.	৭১৬ কি.মি.
বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখা	৪,১৫৬ কি.মি.	৩,৭১৫ কি.মি.
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমারেখা	২৭১ কি.মি.	২৮০ কি.মি.

- **সীমা:** উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা মিজোরাম ও মিয়ানমার (বার্মা)। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৫টি রাজ্যের সম্পর্ক মনে রাখুন – আমিত্রি মেঘের পরে ।

(আ = আসাম, মি = মিজোরাম, ত্রি = ত্রিপুরা,মেঘের = মেঘালয়,পরে = পশ্চিমবঙ্গ)।

- **ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা:** পশ্চিমবঙ্গের সাথে ১৭টি, আসামের সাথে ৪টি, ত্রিপুরার সাথে ৫টি, মেঘালয়ের সাথে ৪টি, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সাথে ১টি; মোট ৩০টি।
- **বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভূ-খণ্ড**

দিক	সীমান্তবর্তী স্থান	সীমান্তবর্তী উপজেলা	সীমান্তবর্তী জেলা
উত্তর	বাংলাবান্ধা/জায়গীরজোত	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
দক্ষিণ	ছেঁড়া দ্বীপ/সেন্টমার্টিন	টেকনাফ	কক্সবাজার
পূর্ব	আখাইনঠং	থানচি	বান্দরবান
পশ্চিম	(জমিনপুর) মনকশা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

- উত্তর-পূর্বের থানা-জকিগঞ্জ (সিলেট),
- দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা- শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- দক্ষিণ-পূর্বের থানা- টেকনাফ (কক্সবাজার) উত্তর-পশ্চিমের থানা- তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়)।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা-৩২টি।
- বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত জেলা ভারতের ৩০ এবং মায়ানমারের ৩টি।
- ভারত ও মায়ানমার উভয় দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে, রাঙামাটি জেলার।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ নেই – ৩৪টি জেলায়।
- বাংলাদেশের কতটি জেলার সাথে সীমান্ত সংযোগ নেই – ৬১টি জেলায়।

সংযোগ তথ্য: ১টি জেলা ভারত ও মায়ানমার উভয়ের সাথে হওয়ায় মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। লক্ষ্য করুন ভারত এবং মায়ানমার এর মধ্যে কমন বর্ণ র – আর র তে রাঙ্গামাটি।

- ভারত ও মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ নেই- ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত রয়েছে- ৫টি রাজ্যের। যথা-পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের জেলা-১৫টি।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের অচিহ্নিত সীমান্ত দৈর্ঘ্য- ৬.৫ কি.মি.।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের অচিহ্নিত ফেনীর মুহুরীর চর অংশটুকু– ২ কি. মি.।

- **সমুদ্র সীমানা**
  - সমুদ্রসীমা পরিমাপের একক- নটিক্যাল মাইল।
  - সমুদ্রে বাংলাদেশের মোট আয়তন- ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.।
  - রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা (Territorial Sea)- ১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২.২ কি.মি.।
  - অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা (Exclusive Economic Zone)- ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪ কি.মি.।
  - মহীসোপান অঞ্চল (Continental Shelf)- ৩৫০ নটিক্যাল মাইল বা ৬৪৮.৫ কি.মি.।

Note : ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫৩ কি.মি.।

- **বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal)**
  - ১০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা- ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরকে পৃথক করেছে।
  - সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড- বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম। এর অন্য নাম 'গঙ্গাখাত'। এর প্রস্থ ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার এবং মহীসোপানের কিনারায় এ খাদের গভীরতা প্রায় ১২০০ মিটার। সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড প্লাইস্টোসিনকালে সৃষ্টি হয়েছে।
  - উপকূলীয় দেশ- ৫টি (বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকা)।
  - Ninety East Ridge- ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব। বঙ্গোপসাগর গঠিত হওয়ার প্রাথমিককালেই এটি অস্তিত্ব লাভ করে।
  - আয়তন- প্রায় ২২ লাখ বর্গ কি.মি.।
  - গড় গভীরতা- ৮,৫৩০ ফুট (২৬০০ মিটার)।
  - পৃথিবীর বৃহত্তম Bay উপসাগর- বঙ্গোপসাগর
  - পৃথিবীর বৃহত্তম Gulf উপসাগর- মেক্সিকো উপসাগর।
  - *সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের ৭০ মিটার গভীর সমুদ্রের ১,৭৪৩ বর্গ কিমি এলাকাকে*
  - *মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। এটি দেশের দ্বিতীয় মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া।*

CamScanner

সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy):

- সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি (Blue Economy) হলো- দেশের সামুদ্রিক পরিবেশ বা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ
- 'সুনীল অর্থনীতি' কিংবা 'ব্লু ইকোনমি'র অন্য নাম- সমুদ্র অর্থনীতি।
- এখানে 'ব্লু' অর্থে সমুদ্রের পানি এবং 'ব্লু ইকোনমি' হচ্ছে- সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি।
- 'ব্লু ইকোনমি' এর ধারণা দেন- অধ্যাপক গুন্টার পাউলি (টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব মডেল হিসেবে ধারণা দেন)।
- যে গ্রন্থে পাউলি ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেন- 'The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million Jobs'।



Blue Economy বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে পাইলট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

সাতরঙা অর্থনীতি:

০১. নীল অর্থনীতি- সমুদ্র অর্থনীতি।
০২. সবুজ অর্থনীতি- পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি।
০৩. লাল অর্থনীতি- সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি।
০৪. ধূসর অর্থনীতি- অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি (যারা কর ফাকি দেয়)।
০৫. বাদামি অর্থনীতি- উচ্চমাত্রায় দূষণ সৃষ্টিকারী অর্থনীতি।
০৬. কালো অর্থনীতি- আইন লঙ্ঘনকারী অর্থনীতি।
০৭. সাদা অর্থনীতি- মন্দা মোকাবিলাকারী অর্থনীতি।

সেভেন সিস্টার্স: ভারতের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ৭টি রাজ্যকে একত্রে সেভেন সিস্টার্স বলা হয়।

রাজ্য	রাজধানী	রাজ্য	রাজধানী
আসাম	দিসপুর	মেঘালয়	শিলং
মিজোরাম	আইজল	ত্রিপুরা	আগরতলা
অরুণাচল	ইটানগর	মণিপুর	ইম্ফল
নাগাল্যান্ড	কোহিমা		

- ভারতের সেভেন সিস্টার্স নামে খ্যাত রাজ্যগুলো হলো আসাম, মিজোরাম, মনিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল ও ত্রিপুরা।

শর্ট টেকনিক: আমেনাঅমিত্রিম

সেভেন সিস্টার্স এর মধ্যে তিনটি বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় মনিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল।

ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্র বিজয়

মায়ানমার:

- মায়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়-১৪ই মার্চ, ২০১২ সালে।
- রায় প্রদান করে- ITLOS (International Tribunal for the Law of The Sea).
- রায় প্রদান করেন- বিচারপতি হোসে লুই জেসাস।
- ITLOS এর সদর দপ্তর- হামবুর্গ, জার্মানি।
- বাংলাদেশ পায় ১,১১,৬৩১ কি.মি।

ভারত:

- মামলা রায় হয়-৭ই জুলাই, ২০১৪ সালে।
- রায় প্রদানকারী সংস্থা- PCA (Permanent Court of Arbitration).
- PCA এর সদর দপ্তর- দ্যা হেগ, নেদারল্যান্ড।
- এলাকার পরিমাণ- ২৫,৬০২ বর্গ কি.মি.।
- বাংলাদেশ পায়-১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি.।
- ভারত পায়- ৬,১৩৫ বর্গ কি.মি.।

■ নদ-নদী:

- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন নদী রয়েছে- ৫৪টি।
- বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে - ৩টি।
- নদীর বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যাকে বলে- Potomology
- বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট অবস্থিত- হারুকান্দি, ফরিদপুর।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী- পদ্মা (৩৪১ কি.মি.)।
- বাংলাদেশের প্রশস্ততম/গভীরতম নদী- মেঘনা।
- বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলী।
- ক্ষুদ্রতম নদী- গোবরা (৪ কি.মি.)।
- একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র- হালদা নদী।
- বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী- হালদা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম নদ- ব্রহ্মপুত্র।
- ব্রহ্মপুত্র নদের বর্তমান প্রবাহ যে নামে পরিচিত- যমুনা।
- ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় অংশের নাম- ডিহি।
- ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতীয় অংশের নাম- সানপো।
- নদী সিকস্তি কী- নদীর ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণ।
- নদী পয়স্তী কারা- নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ করে।
- উৎপত্তি স্থলে মেঘনার নাম- বরাক নদী।
- মেঘনা নদী পতিত হয়েছে- বঙ্গোপসাগরে। [যমুনা পতিত হয়েছে পদ্মায়]
- যমুনা নদীর পুরাতন নাম- জোনাই (সবচেয়ে বেশি চর যমুনা নদীতে)।
- পদ্মা নদীর অপর নাম- কীর্তিনাশা (বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের নদী)।
- ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম- লৌহিত্য।
- সবচেয়ে খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলি (বাংলাদেশের একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম নদী)।
- নদীর নামে জেলার নাম- ফেনী।
- পশ্চিমাঞ্চলের লাইফলাইন বলা হয়- গড়াই নদীকে।
- পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়- বিল ডাকাতিয়াকে।
- বাংলার সুয়েজ খাল বলা হয়- গাবখান নদীকে।
- বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা।
- বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ (দৈর্ঘ্য ৬৩ কি.মি.) [তথ্যসূত্র উইকিপিডিয়া]।
- বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর- নারায়নগঞ্জ।
- বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্রবন্দর- চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী হালদা।

■ বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে স্মৃতিবিজড়িত নদী:

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত- কপোতাক্ষ।
- কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পদ্মা।
- কবি জসিমউদ্‌দীন- আড়িয়াল খাঁ।
- এসএম সুলতান- চিত্রা।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- পদ্মা।
- বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম- সুরমা।
- অদ্বৈত মল্লবর্মণ- তিতাস।
- কবি আল মাহমুদ- তিতাস।

■ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নদীর উৎপত্তিস্থল:

নদীর নাম	উৎপত্তিস্থল
গঙ্গা, পদ্মা	হিমালয়ের গঙ্গোত্রি হিমবাহ।
মেঘনা	আসামের নাগা মনিপুরের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়

নদীর নাম	উৎপত্তিস্থল
ব্রহ্মপুত্র, যমুনা	তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর।
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য পাহাড় অঞ্চল।
তিস্তা	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল।
কর্ণফুলি	মিজোরামের লুসাই পাহাড়।
সাঙ্গু	মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত আরাকান পর্বত থেকে।
হালদা	খাগড়াছড়ি জেলার বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ।
ফেনী	পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে।
নাফ	মিয়ানমারের আরাকান পর্বত।
মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহাদেবিরাম পাহাড়।

■ বিশেষ কিছু নদীর মিলনস্থল/মোহনা:

পদ্মা + যমুনা	→	গোয়ালন্দ
পদ্মা + মেঘনা	→	চাঁদপুরে
সুরমা + কুশিয়ারা	→	আজমিরীগঞ্জ
ভাগীরথী - যমুনা	→	বড়ঞা
কালনী + পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	→	ভৈরব
তিস্তা + ব্রহ্মপুত্র	→	চিলমারী
মহানন্দা + গঙ্গা	→	গোদাগাড়ী
হিতাস + মেঘনা	→	নরীনগর

■ নদী তীরবর্তী কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর বন্দর:

শহর/বন্দর	নদী	শহর/বন্দর	নদী
বাংলাবান্ধা/তেঁতুলিয়া	মহানন্দা	টঙ্গী	তুরাগ
বগুড়া/মহাস্থানগড়	করতোয়া	কুমিল্লা	গোমতি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহানন্দা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	হিতাস
রাজশাহী	গঙ্গা/পদ্মা	মংলা	পশুর
ঢাকা	বুড়িগঙ্গা	চন্দ্রঘোনা	কর্ণফুলি
সিলেট	সুরমা	কক্সবাজার	নাফ
জকিগঞ্জ	কুশিয়ারা	রংপুর	তিস্তা
খুলনা	রূপসা	গোপালগঞ্জ	মধুমতি
বরিশাল	কীর্তনখোলা	সৌলতদিয়া	পদ্মা
নড়াইল	চিত্রা	পঞ্চগড়	করতোয়া
ভৈরব	মেঘনা	টেকনাফ	নাফ
কাপ্তাই	কর্ণফুলী	মানিকগঞ্জ	যমুনা
পাবনা	ইছামতি	মাওয়া বন্দর	পদ্মা
নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা	নাজিরগঞ্জ (৪৩তম)	পাবনা

■ নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা:

সোনারগাঁ- শীতলক্ষ্যা।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্প- তিস্তা।
পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার- আত্রাই।	বাকল্যান্ড বাঁধ- বুড়িগঙ্গা।
মহাস্থানগড়- করতোয়া।	যমুনা সার কারখানা- যমুনা।
লালবাগের কেল্লা- বুড়িগঙ্গা।	গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র- ভৈরব।
আহসান মঞ্জিল- বুড়িগঙ্গা।	ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা- কুশিয়ারা।
ফারাক্কা বাঁধ- পদ্মা।	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর- মহানন্দা।

■ প্রধান প্রধান নদ-নদীর বাংলাদেশে প্রবেশ পথ:

নদী	প্রবেশপথ	মনে রাখার সিরাপ
পদ্মা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পদ্মা চুমি নবাব।
মেঘনা	সিলেট	মেঘনা সিলেট স্বভাব।
ব্রহ্মপুত্র	কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র কুড়ি
তিস্তা	নীলফামারি	তিস্তা নীলমনি
কর্ণফুলী	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গা কর্ণফুলী।

■ নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস:

উপন্যাস	লেখক
পদ্মা নদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
হিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মন
নদী ও নারী	হুমায়ুন কবির
কর্ণফুলী	আলাউদ্দীন আল আজাদ
গঙ্গা	সমরেশ বসু
পদ্মার পলী	আবু ইসহাক
কাঁসাই নদী কাঁসাই	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
দলপতী	প্রবোধ বসু অধিকারী
ইছামতি	প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
ইলিশ বাঁকের উপকথা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

■ পানি জাদুঘর: বাংলাদেশের প্রথম পানি জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ার পশ্চিমারা এলাকায়। মানুষের নদীকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয়।

■ নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট: ১৯৭৭ সালে ঢাকায় নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে এটি গঠিত (হাইড্রোলিক রিসার্চ, জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ এবং অর্থ ও প্রশাসন অধিশাখা)। ১৯৮৮ সালে এটি ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়।

■ নদী নিয়ে চলচ্চিত্র:

চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক
পদ্মা নদীর মাঝি	গৌতম ঘোষ
হিতাস একটি নদীর নাম:	ঋত্বিক ঘটক।
হালদা:	তৌকির আহমেদ।

■ নদী রক্ষার রিপোর্ট-২০২৩: বাংলাদেশের নদীরক্ষা কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে দেশে নদ-নদীর সংখ্যা ১০০৮ টি। সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত জেলা সুনামগঞ্জ এবং সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত বিভাগ ঢাকা বিভাগ। দেশের ক্ষুদ্রতম নদী পাগিনা (ময়মনসিংহ)। মোট নদী পথের দৈর্ঘ্য ২২,০০০ কিলোমিটার।

■ আন্তর্জাতিক নদ-নদীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- সবচেয়ে বেশি পানি প্রবাহিত হয়- আমাজন নদী দিয়ে।
- এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী- ইয়াংসিকিয়াং।
- ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম- ভলগা।
- ওশেনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- মারে ডার্লিং।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম- নীলনদ।
- বিশ্বের আন্তর্জাতিক নদীর নাম- দানিয়ুব নদী।
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদীর নাম- ডি রিভার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- মিসিসিপি।
- ব্লু নীল বা হোয়াইট নীল নদের মিলনস্থল- খার্তুম শহরে।
- দজলা ও ফোরাত নদীর মিলিত প্রবাহ- শাত ইল আরব।
- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- আমাজন।
- আমাজন নদীর দৈর্ঘ্য- ৬,৪০০ কি.মি.।
- আফ্রিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- নীল নদ।
- নীল নদের দৈর্ঘ্য- ৬,৮৫৩ কি.মি.
- দিল্লি যে নদীর তীরে অবস্থিত- যমুনা।
- নিউইয়র্ক অবস্থিত- হাডসন নদীর তীরে।
- ভলগা নদীর উৎপত্তি- রাশিয়ার ভলদাই পাহাড় থেকে।
- মিয়ানমারের ইরাবতী নদীর উৎপত্তিস্থল- তিব্বতের মালভূমি থেকে।

■ মহাদেশভিত্তিক বৃহত্তম নদী:

মহাদেশ	নদী
এশিয়া মহাদেশ	ইয়াংসিকিয়াং
আফ্রিকা মহাদেশ	নীলনদ
ইউরোপ মহাদেশ	ভলগা

স্থাপনা	নদী
১. আন্তর্জাতিক স্থাপনা	মিলেনিয়াম ব্রিজ-১
২. আন্তর্জাতিক স্থাপনা	আমাদার
৩. আন্তর্জাতিক স্থাপনা	মাতৃ ফাঁসি

■ ব্রিজ, পাহাড়-পর্বত ও জলপ্রপাত

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড় অবস্থিত- মহামুনির (পাহাড় পাহাড়)
- বাংলাদেশের যে পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে- টেকনিকালের কুলাউড়া পাহাড়ে
- দিনে পাহাড় অবস্থিত- রাঙ্গামাটি (পাহাড়ের রানি বা মাতা পাহাড় নামে পরিচিত)
- রাঙ্গামাটি পাহাড় অবস্থিত- কুমিল্লার মহালছড়ি (প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন)
- বিশ্বের ক্ষুদ্র উপত্যকা- বাঙ্গালহাল পাহাড় (উইটোরের নিকটবর্তী)
- নিমাচলি পাহাড় অবস্থিত - সিলেটে, মেঘালয়
- বাংলাদেশ সিমান্ত জলপ্রপাত- মাধবকুন্ড (টেকনিকালের সন্নিকটবর্তী)
- কুয়াশা জলপ্রপাতটি অবস্থিত- রাঙ্গামাটির টেকনিকালের
- বাংলা বাজার অবস্থিত- রাঙ্গামাটি
- বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে অবস্থিত হল- সিলেট হল
- পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নাম- ব্রহ্মপুত্র পাহাড়ী
- বাংলাদেশ পাহাড় পর্বতে বসবাস- উইটোরের নিকটবর্তী
- বাংলাদেশ কীভাবে পর্বতে বসবাস অবস্থিত- টিয়াইড়ি (কক্সবাজার)
- বাংলাদেশ সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- তাজিংডং বা সিজক (১২৩১ মিটার, বান্দরবান)
- পর্বতের সংখ্যা ২.টিম- বাংলাদেশ
- বাংলাদেশের পুরাতন ২.টিম- সুন্দরবন
- রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল টিম- সেন্টমার্টিন
- বাংলাদেশ একমাত্র পাহাড়ি টিম- মহেশখালী
- চুনতি টিম অবস্থিত- তেলে জেলায়
- বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্রবন্দর অবস্থিত- চট্টগ্রামে
- বাংলাদেশের প্রথম বন্দরনগর- মহাস্থানগড়
- বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিমবন্দর- মোংলাবন্দর (হাতেম)
- বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ জিলা- টেকনাফের (পাহাড় ও সাগরের মোহনা)
- বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ রাজধানী- হাকালুকি (সিলেটবিভাগে)
- বাংলাদেশের পাহাড় পরিবেষ্টিত হল- চট্টগ্রামবিভাগ পুরো
- বাংলাদেশ পাহাড় অবস্থিত- কুমিল্লা
- বাংলাদেশ সবচেয়ে গভীর হ্রদ- রাঙ্গামাটি (বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ কৃত্রিম জলাশয়)
- বাংলাদেশ বাতি অবস্থিত- কাপ্তাইবাতি (রাঙ্গামাটির হ্রদ বলা হয়)
- সবচেয়ে বাতি অবস্থিত- চট্টগ্রামে
- হালদা বাতি অবস্থিত- কাপ্তাইবাতিতে
- কক্সবাজার একমাত্র পর্যটনকেন্দ্র, যেখে হাসেম আরিফের এক ইতিহাসের (রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি টিম- মহেশখালী
- হালদী ইলিশ অবস্থিত হয়- ১৯৭০ সালে (অবস্থান- দক্ষিণ)
- ইউরো সিমের বড় পাহাড় জলপ্রপাত- আছেন্দ্রা ঝরনা
- আমাদের সিমের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত- নায়াগ্রা জলপ্রপাত
- ১২২ টি- জাইন ও ইনসাইটের মধ্যে অবস্থিত
- ইউরোপ আফ্রিকা বা Cape of Good Hope অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকা
- আন্তর্জাতী আফ্রিকা অবস্থিত- রাজিনামুর প্রবাহিত আমে (ভারত)
- পৃথিবীর গুরুত্ব মরুভূমি- সাহারা মরুভূমি (অবস্থান- আফ্রিকা)
- পৃথিবীর গুরুত্ব টিম- ঘ্রিনল্যান্ড (অবস্থিত- ডেনমার্ক)
- পৃথিবীর গুরুত্ব প্রাচীর- চীনের প্রাচীর (রাজিয়- শাংহাইয়ে)
- সাহারা ও সেনেগাল বিভাজনকারী প্রাচীর- ঘ্রিনল্যান্ড

■ মাউন্ট এভারেস্ট: বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- মাউন্ট এভারেস্ট (নেপাল-টিবেট সীমান্ত) মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা- ৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৯ ফুট) এভারেস্টের নেপালী ভাষায় নাম হয়- সাগরমাথা

- পাহাড় আরোহণকে বলা হয়- ক্লিম্বার (পেশাদার)
- প্রথম মানবটির প্রতিবন্ধী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন- অরুনিমা সিনহা
- মাত্র ৭ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এভারেস্ট জয় করে- ওমি ঘিরু শেরপা (২৭ বার)

■ ইউরোপ-আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত জয় করেছেন যারা সংক্ষেপে:

- ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত জয় করেন- বাংলাদেশি পর্বতারোহী আবদে সাত্তার (নিজ জেলা- কিশোরগঞ্জ)।
- ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- মাউন্ট এলব্রুস (উচ্চতা ৫ হাজার ৬৪১ মিটার)
- আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- কিলিমানজারো (উচ্চতা ৫ হাজার ৮৯৫ মিটার)

■ এভারেস্টে প্রথমী ও জয় বাংলাদেশী:

মুসা ইব্রাহীম	• বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্টে প্রথমী- মুসা ইব্রাহীম • এভারেস্ট জয় করেন- ১৫ মে, ২০১০ সালে • মুসা ইব্রাহীমের পরিচিতি পরিচিতি- এভারেস্টে প্রথমোটি
এম এ মুহিত	• বাংলাদেশের দ্বিতীয় এভারেস্টে প্রথমী- মোহাম্মদ আবুল মুহিত • এভারেস্ট জয় করেন- ২১ মে, ২০১১ সালে • মুই বার এভারেস্টে জয় করেন- এম এ মুহিত
নিশাত মজুমদার	• বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্টে প্রথমী- নিশাত মজুমদার (কুইন বাংলাদেশি) • এভারেস্ট জয় করেন- ১৯ মে, ২০১৩ সালে • নিশাত মজুমদার বাংলাদেশ জাতীয় এভারেস্টার পুরস্কার লাভ করেন- ২০১৩ সালে
বাংলাদেশি মাউন্টেন	• বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ পর্বতারোহী- বাংলাদেশি নাজমি (৯ বছর) • বিশ্বের সেরা সর্বনি প্রথী এভারেস্ট পর্বতারোহী- বাংলাদেশি নাজমি • বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন পর্বতশৃঙ্গ "মেরু-১" জয় করেন- ২২ জুলাই, ২০১২ • বাংলাদেশের একমাত্র পর্বতারোহী হিসেবে বাংলাদেশ ভিক্টোরিয়ার সর্বোচ্চ অভিযাত্রী নির্বাচিত হন
মো. খালেদ মোশেদ	• এভারেস্ট জয়ী পঞ্চম ব্যক্তি- মোহাম্মদ খালেদ মোশেদ • এভারেস্ট জয় করেন- ১০ মে, ২০১৩ সালে • এভারেস্ট জয় করে ফেরার পথে মৃত্যু হয় • খালেদ মোশেদের অন্তিম ইচ্ছা- পর্বতের চেলায় অন্যত্র হোক (মৃত্যু সেবক- এভারেস্ট ডিসট্রিক্ট)
বাবর আলী	• বাংলাদেশি ১৪ তম হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন • ১৪ বাংলাদেশি হিসেবে মাত্র ৯ বাংলাদেশ মুহূর্তে ৯ সালে জয় করেন • তিনি ট্রেইনিং প্রেক্ষিতে আসার এর ২৩তম বাংলা শিক্ষার্থী হিসেবে

১৩ মে, ২০১২ সালে প্রথম ব্রিটিশ-বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেছেন রাফাতুর রহমান আরি। তিনি প্রথম ব্রিটিশ মুসলিম হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন। রাফাতুর রহমানের বাংলাদেশে শিকড় মিরপুর। সিলেটের সুরমাগেটের জালালপুরে।

বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. নিম্নের উল্লেখিত বাংলাদেশের কোন জেলার সাথে ভারতের সীমান্ত নেই? [NL- Business: 2013-14]
A. রাঙ্গামাটি B. বান্দরবান C. কক্সবাজার D. সেতাবগঞ্জ

02. বাংলাদেশের প্রথম নদীবন্দর কোনটি? [NL- Business: 2012-13]
A. ঢাকা B. চট্টগ্রাম C. কুড়িগ্রাম D. নারায়ণগঞ্জ

03. বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয়ের ধ্বজ কবে উত্তোলিত হয়েছে? [NL- Business: 2012-13]
A. ১৪ মার্চ ২০১২ B. ১ এপ্রিল ২০১২
C. ১৪ মে ২০১২ D. ২০ জানুয়ারি ২০১২

04. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কোন জেলায় অবস্থিত? [NL- Business: 2011-12]
A. পটুয়াখালী B. ভোলা C. বরগুনা D. বিজয়েন্দ্রপুর

05. যমুনা নদী পদ্মা নদীর সাথে কোন স্থানে মিলিত হয়েছে? [NL- Business: 2011-12]
A. সোনারগাঁও B. মাইজখাড়া C. তিলক বাজার D. চাঁদপুর

06. পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কোনটি? [NL- Business: 2010-11]
A. কুয়াকাটা B. পতেঙ্গা C. কক্সবাজার D. কোনোটিই না

07. নিচের কারা বাংলাদেশের আদিবাসী নয়- [NU- Business: 2010-11]
A. সাঁওতাল B. গারো C. মাওরী D. রাজবংশী **C**

08. কোন বাংলাদেশি প্রথম এভারেস্ট আরোহণ করেছেন? [NU- Business: 2010-11]
A. হাসান লতিফ মাসুম B. মুসা ইব্রাহিম
C. ইফতেখার রসুল D. রবিউল হাসান **D**

09. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি? [NU- Business: 2009-10]
A. ৪টি B. ৫টি
C. ৬টি D. ৭টি **D**

10. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ- [NU- Business: 2008-09]
A. হাতিয়া B. ভোলা
C. সেন্ট মার্টিন D. সন্দ্বীপ **B**

11. বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থল- [NU- Business: 2008-09]
A. কাপ্তাই B. চন্দ্রঘোনা
C. বান্দরবান D. রামু **A**

12. বাংলাদেশ ও মায়ানমার কোন নদী বিভক্ত? [NU- Business: 2002-03]
A. নাফ B. মহুরি
C. কর্ণফুলী D. হালদা **A**

13. কোথায় বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার সীমান্ত পরস্পরকে ছুঁয়েছে? [NU- Business: 2001-02]
A. খাগড়াছড়ি B. বান্দরবান
C. রাঙ্গামাটি D. চট্টগ্রাম **C**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. 'বগালেক' কোন জেলায় অবস্থিত?
A. রাঙ্গামাটি B. বান্দরবান
C. ঢাকা D. ফেনী **B**

02. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?
A. যমুনা নদীতে B. বঙ্গোপসাগরে
C. মেঘনার মোহনায় D. সন্দ্বীপ চ্যানেলে **B**

03. 'শুভলং' ঝরনা কোন জেলায় অবস্থিত?
A. বান্দরবান B. রাঙ্গামাটি
C. মৌলভীবাজার D. সিলেট **B**

04. সেন্টমার্টিন দ্বীপের স্থানীয় নাম কী?
A. নারিকেল জঞ্জিরা B. নারিকেল জিঞ্জিরা
C. নারিকেল বাগান D. মহেশখালী **B**

05. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
A. সন্দ্বীপ B. ভোলা
C. হাতিয়া D. মনপুরা **B**

06. পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম–
A. সন্দীপ B. নিঝুম দ্বীপ
C. ছেঁড়াদ্বীপ D. দক্ষিণ তালপট্টি **D**

07. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' এর মানে–
A. বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম B. ঢাকা সেনানিবাসের পোলো গ্রাউন্ডের নাম
C. একটি প্লাবন ভূমির নাম D. একটি খেলার মাঠ **A**

08. বাংলাদেশের একমাত্র 'পাহাড়'-বিশিষ্ট দ্বীপ-
A. পাহাড়পুর B. কুতুবদিয়া
C. নিঝুমদ্বীপ D. মহেশখালি **D**

09. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীপ কোনটি?
A. ভোলা B. সেন্টমার্টিন
C. কুতুবদিয়া D. মহেশখালি **A**

10. ভাসানচর দ্বীপ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
A. কুমিল্লা B. চাঁদপুর
C. ফেনী D. নোয়াখালী **D**

11. বাংলাদেশের বিখ্যাত জলপ্রপাত 'মাধবকুণ্ড' কোন জেলায় অবস্থিত?
A. চট্টগ্রাম B. মৌলভীবাজার
C. সিলেট D. ময়মনসিংহ **B**

12. বাংলাদেশের কোন পাহাড়কে পাহাড়ের রানি বলা হয়?
A. চিম্বুক পাহাড় B. গারো পাহাড়
C. তাজিংডং D. হিমছড়ি **A**

13. প্রথম বাংলাদেশি এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহীম কোন সালে মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন?
A. ২০০৮ B. ২০১১
C. ২০০৯ D. ২০১০ **D**

14. হালদা ভ্যালি কোথায় অবস্থিত?
A. রাঙ্গামাটি B. খাগড়াছড়ি
C. বান্দরবান D. সন্দ্বীপ **B**

15. কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা-
A. মারিস্যা ভ্যালি B. খাগড়া ভ্যালি
C. জাবরী ভ্যালি D. ভেঙ্গী ভ্যালি **D**

PRIME TEST

01. বঙ্গবন্ধু দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ মেঘনা মোহনায় Ⓑ সুন্দরবনের দক্ষিণে
Ⓒ পদ্মা ও যমুনা সংযোগস্থল Ⓓ টেকনাফের দক্ষিণে

02. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
Ⓐ সোনাদিয়া Ⓑ সেন্টমার্টিন
Ⓒ হাতিয়া Ⓓ ভোলা

03. সেন্টমার্টিন দ্বীপ কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ ভোলা Ⓑ পটুয়াখালী
Ⓒ নোয়াখালী Ⓓ কক্সবাজার

04. ভাসানচর কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ বরিশাল Ⓑ পটুয়াখালী
Ⓒ নোয়াখালী Ⓓ বাগেরহাট

05. মুহুরীর চর কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ নোয়াখালী Ⓑ ফেনী
Ⓒ লালমনিরহাট Ⓓ সাতক্ষীরা

06. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
Ⓐ সোনাদিয়া Ⓑ সেন্টমার্টিন
Ⓒ হাতিয়া Ⓓ ভোলা

07. বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপ কোন জেলায়?
Ⓐ ভোলা Ⓑ নোয়াখালী
Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ কক্সবাজার

08. পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম কি?
Ⓐ নিঝুম দ্বীপ Ⓑ সন্দ্বীপ
Ⓒ দক্ষিণ তালপট্টি Ⓓ কুতুবদিয়া

09. গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত সোনাদিয়া দ্বীপের আয়তন কত?
Ⓐ ৯১ বর্গ কি.মি Ⓑ ৭ বর্গ কি.মি
Ⓒ ৯ বর্গ কি.মি Ⓓ ৮ বর্গ কি.মি

10. বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপ কোন জেলায়?
Ⓐ ভোলা Ⓑ নোয়াখালী
Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ কক্সবাজার

Answer Sheet

01.	B	02.	D	03.	D	04.	C	05.	B
06.	D	07	D	08.	C	09.	C	10.	D

অধ্যায় ০৪

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও উপজাতি

সাধারণ জ্ঞান

ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠী বা উপজাতির সংখ্যা- ৫০টি।
ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা- প্রায় ১৬,৫০,১৫৯ জন।
সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে উপজাতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে- ২৩ (ক) নং অনুচ্ছেদে।
'গ্রো' ভাষার প্রথম ব্যাকারণ- তাতোং (রচয়িতা- ইয়াংঙান গ্রো)।
পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট উপজাতি বাস করে- ১৩টি।
সবচেয়ে বেশি উপজাতি বাস করে- রাঙ্গামাটিতে (১১টি)।
বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উপজাতির লোক বাস করে- চাকমা।
বাংলাদেশে ২য় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী- মারমা।
বাংলাদেশে ৩য় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী- ত্রিপুরা।
বাংলাদেশে ৪র্থ বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী- সাঁওতাল।
সাঁওতালদের গ্রাম প্রধানকে বলা হয়- মাঁঝি।
বাংলাদেশে যে উপজাতির সংখ্যা কম- খুমী ও চক উপজাতি।
বাংলাদেশে মাতৃতান্ত্রিক প্রধান উপজাতি- গারো, খাসিয়া।
খাসিয়ার গ্রামগুলোকে বলা হয়- পুঞ্জি।
বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক উপজাতি- মারমা ও হাজং।
উপজাতির মধ্যে মুসলমান- পাঙন ও লাওয়া উপজাতিরা।
মগ জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস- আরাকান (মায়ানমার)।
উপজাতিরা সবচেয়ে বেশি বাস করে- রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি।
মুরংদের দেবতার নাম- ওরেং।
বিখ্যাত মণিপুরী নাচ যে অঞ্চলের- সিলেট।
মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি – গারো, খাসিয়া।
আদিবাসী ও উপজাতিদের জীবনধারা নিয়ে সর্বাধিক বই লিখেন- আবদুস সাত্তার (অরণ্য জনপদে, অরণ্য সংস্কৃতি)।
দেশের একমাত্র আদিবাসী বা উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- ইউ কে চীং।
বাংলাদেশে বসবাস নেই যে উপজাতির- মাওরী, মুর, পিগমী, নিগ্রো, জুলু, কুলু, কুর্দ, অস্ট্রিদি, টোডা, শেরপা, ককেশীয় প্রভৃতি।
বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি (বিরিশিরি)।
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি/বিরিশিরি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৬ আগস্ট, ১৯৭৭ সালে।
ট্রাইবাল কালচারাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৮ সালে।
বৃটিশদের বিরুদ্ধে যে চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন- জুম্মা খান (জোয়ান বক্স)।

উপজাতিদের নাম ও অবস্থান:

উপজাতি	অবস্থান
চাকমা	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়।
ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি জেলায়।
গারো	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও নেত্রকোণা জেলায়।
সাঁওতাল	রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর জেলায়।
খাসিয়া	সিলেট জেলায় সীমান্তবর্তী জৈন্তিকা পাহাড়ে।
মারমা	বান্দরবান, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী (চিমুক পাহাড়র)।
রাজবংশী	রংপুর জেলায়।
মণিপুরী	সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ (আসাম পাহাড়) অঞ্চলে।
রাখাইন	পটুয়াখালী জেলায়।
খুমী	বান্দরবান জেলায় লামা, রুমা ও থানচি থানায়।
পাংখো	বান্দরবান জেলায়।
হাজং	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনো জেলায়।
মুরং	বান্দরবান জেলায়।
মগ	খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও পটুয়াখালী জেলায়।
ওঁরাও	বগুড়া ও রংপুর জেলায়।
লুসাই	পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার রাঙামাটিতে।
বনজোগী	বান্দরবানের গহীন অরণ্যে।
বাওয়ালী	সুন্দরবন। (বাওয়ালীরা সুন্দরবনে গোলপাতা সংগ্রহ করে।)
তঞ্চঙ্গা	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।
চক	বান্দরবান জেলায় লামা থানায়।
মোয়ালী	সুন্দরবন।
হদি	নেত্রকোণা জেলার শ্রীবর্দী ও বিরিশিরি অঞ্চলে।
মুন্ডা	সিলেট।
পাত্র	সিলেট।
খ্যাং	রাঙামাটি জেলায় কাপ্তাই ও রাজস্থলীতে বাস করে।
মুরং	বান্দরবান।
হালাম	বান্দরবান।

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি আদিবাসী উপজাতি:

- বাংলাদেশের বৃহত্তম আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠি- চাকমা।
- চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাসের নাম- ফেবো (২০০৪)।
- চাকমারা গ্রামকে বলে- আদাম।
- চাকমারা নিজেদেরকে বলে- চাঙমা।
- চাকমা ভাষার প্রথম চলচ্চিত্র- মং থাংগারী (পরিচালক- অং রাখাইন)।
- চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও ভাষা আছে।
- পহেলা বৈশাখকে চাকমারা বলে– 'গর্যাপর্যা'।
- গারোরা নিজেদেরকে– পাহাড়ের মানুষ বা মান্দি বা আচিক মনে করে।
- গারোরা নৃ-গোষ্ঠীগতভাবে- মঙ্গোলয়েড।
- গারোদের সবচেয়ে বড় উৎসব- ওয়ানগালা।
- ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম– সাংসারেক।
- গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক- দকমান্দা ও দকাশারি।
- গারোদের নিজস্ব বর্ণমালা নেই।
- নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে খাসিয়ারা- মঙ্গোলয়েড।
- খাসিয়াদের পরিবার- মাতৃসূত্রীয়।
- খাসিয়ারা গ্রামকে বলে- পুঞ্জি।
- খাসিয়ারা পছন্দ করে- পান ও কাঁচা সুপারি।
- ত্রিপুরা মেয়েরা নিজেদের কাপড় নিজেরাই তৈরি করে। কাপড়ের ওপরের অংশকে– 'রিসাই' এবং নিচের অংশকে বলে–'রিনাই'।
- ত্রিপুরাদের প্রধান নৃত্য– কাথারক ও চমলাই।
- জুম চাষকে ত্রিপুরাদের ভাষায় বলা হয়– 'হোজ'।
- ত্রিপুরা ভাষায় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র– তাক্রিদি।
- বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী- মারমা।
- তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব- সাংগ্রাই।
- তারা পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলাতে বাস করে।
- সাঁওতালরা তাদের বসবাসের নির্দিষ্ট এলাকাকে বলে- দেশ।
- নির্দিষ্ট এলাকা প্রধানকে বলে- দেশ প্রধান।
- সাঁওতাল সমাজের মূল ভিত্তি হলো– গ্রাম পঞ্চায়েত।
- সাঁওতালদের বিচার ব্যবস্থার আদালতের নাম- জঙ্গল মহাসভা।
- সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়– ১৮৫৫ সালে।
- মণিপুরীদের প্রধান উৎসব- রাসোৎসব।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিপুরীদের রাসনৃত্য উপভোগ করেন- ১৯১৯ সালে, সিলেটে।
- মুরং বা গ্রো দের পোশাককে বলে– ওয়াংলাই।
- মুরংদের বাড়িতে বলে– কিম।
- বান্দরবানের চিম্বুকের গ্রো জনগোষ্ঠীর পানির উৎস– লুলাইন খাল।

■ **উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান:**

নাম	অবস্থান
উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি, ১৯৭৭	বিরিশিরি, নেত্রকোণা (উপজাতীয় রাজধানী)
নৃ-গোষ্ঠি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৯৭৮	রাঙামাটি
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৯৮৮	বান্দরবান
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি	রাজশাহী
মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, ১৯৭৭	মৌলভীবাজার
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪	কক্সবাজার

■ **আদিবাসী/উপজাতিদের উৎসব:**

উপজাতি	উৎসবের নাম	উপজাতি	উৎসবের নাম
চাকমা	বিজু (বর্ষবরণ), ফাল্গুনী পূর্ণিমা	ওঁরাও	ফাগুয়া
ত্রিপুরা	বৈসু (বর্ষবরণ)	রাখাইন	সাংক্রা, জলকেলি
মারমা	সাংগ্রাই (বর্ষবরণ)	মুরং	ছিয়ছত, মুৎসলেং
গারো	ওয়াংগালা	মাহাতো	সাহরায়
সাঁওতাল	সোহরাই	মণিপুরী	মহারাস লীলা

■ **জুম চাষ:**

- জুম চাষ পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। পাহাড়ি এলাকায় প্রচলিত একধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি হলো জুমচাষ।
- জুম চাষ করে উৎপাদিত ফসলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ধান, তুলা, তিল, আদা ও হলুদ।
- উপজাতিরা জুম চাষ করে– বছরে ২ বার।
- জুম চাষের সাথে জড়িত জনগণ– 'জুমিয়া' নামে পরিচিত।
- জুম চাষাবাদ বেশি হয়– রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে।

■ **পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি:**

- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিটি সম্পাদিত হয় ২ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে। পাহাড়ি জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। এ চুক্তিটি হয় বাংলাদেশ সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে। শান্তিবাহিনী হলো পাহাড়ি জনগোষ্ঠির রাজনৈতিক সশস্ত্র সংগঠন।
- পার্বত্য জেলা- ৩টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি)।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৮ সালে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন হয়- ২০০১ সালে।

■ **উপজাতি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য:**

- বাংলাদেশি ভাষা হিসেবে ফেসবুকে অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় ভাষা- চাকমা ভাষা।
- চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস- ফেবো (লেখক- দেবপ্রিয় চাকমা)।
- বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত- শরবিন্দু শেখর চাকমা।
- বাংলাদেশে প্রথম চাকমা ভাষার চলচ্চিত্র- মং খেংগারি। এই চলচ্চিত্রের পরিচালক অং রাখাইন। এটি মাই বাইসাইকেল চলচ্চিত্র নামেও পরিচিত।
- প্রথম উপজাতীয় মেজর- অনুপ কুমার চাকমা।

■ **বিশ্বের বিভিন্ন উপজাতি:**

উপজাতি	অবস্থান
আফ্রিদি	পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশ ওয়াজিরস্তানের উপজাতি।
রোহিঙ্গা	মায়ানমারের একটি জনগোষ্ঠী।
শেরপা	নেপাল ও তিব্বত সীমান্তের মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত আদিবাসী।
টোডা	ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের একটি উপজাতি। এদের সমাজে বহুস্বামী ভিত্তিক পরিবার দেখা যায়।
নাগা	ভারতে নাগাল্যান্ডের পাহাড়ি উপজাতি।
পিগমি	মধ্য আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের একটি উপজাতি। পৃথিবীর সবচেয়ে খর্বকায় ও বেটে উপজাতি।
কুর্দি	ইরাক, ইরান ও তুরস্কের অন্তর্গত কুর্দিস্থানের উপজাতি।
রেড ইন্ডিয়ান	আমেরিকার রকি পর্বত ও মিসৌরি নদীর মধ্যবর্তী স্থানের অদিবাসী। কলম্বাস এদের 'রেড ইন্ডিয়ান' নাম দেন।
ভাইকিং	নরওয়ের প্রাচীন এক কঠোর পরিশ্রমী উপজাতি।
নিগ্রো	কালো মানুষ খ্যাত মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপজাতি।
বান্টু	বান্টু উপজাতির বসবাস মধ্য আফ্রিকায়।
হুতু ও তুতসি	রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির দুটি উপজাতি। হুতু উপজাতি আবাহুত পরিচিত।
বেদুইন	উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়া আরবের যাযাবর
জুলু	দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালের মুসলিম উপজাতি।
তাতার	সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান ও স্তেপ অঞ্চলের অধিবাসী
হটেনটট	দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘকায় গলা বিশিষ্ট যোদ্ধা উপজাতি।
বুশম্যান	বতসোয়ানা, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী উপজাতি।
মাউরি	নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী উপজাতি। এরা নিউজিল্যান্ডে আসে ৯ম খ্রিস্টাব্দে
দ্রাবিড়	দক্ষিণ ভারত, বাংলাদশ ও শ্রীলংকার বসবাসকারী অনার্য জাতি।
এস্কিমো	পূর্ব সাইবেরিয়া (রাশিয়া), আলাস্কা (যুক্তরাষ্ট্র), কানাডা গ্রিনল্যান্ডের আদিবাসী জনগণ এস্কিমো নামে পরিচিত।
ককেশীয়	আরব-ফার্সী, ইহুদী ও ইউরোপ অধিবাসী।
অ্যাংলো স্যাক্সন	ইংল্যান্ড ও কানাডার অদিবাসী এবং ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান অস্ট্রেলিয়ান।
গুর্খা	ষোড়শ শতকে ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে নেপালের গুর্খা রাজ্য করা নেপালে বসবাসকারী জাতি।
নিগ্রো	মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কালো মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রেও কিছু নিগ্রো বসবাস
খাসিয়া	ভারতের আসাম প্রদেশের জাতি।
কসাক	পোল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বা ইউক্রেনের কৃষকগণ।
পাপুয়ান	পশ্চিম ইরানের অধিবাসী।
বারবারস	উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সংকর জাতি।
মুর	উত্তর আফ্রিকার (মরক্কো) একমাত্র মুসলিম উপজাতি।
হুন	মধ্য এশিয়ার অধিবাসী।
আর্য	ভারতে আগমনকারী আদি জাতি গোষ্ঠী।
সুনা	জিম্বাবুয়ের আদি অধিবাসী।

বিশ্বে কমপক্ষে ৫,০০০ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। যা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ।

রিয়েল টেস্ট বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বাংলাদেশের মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কোন সম্প্রদায়ে দেখা যায়? [NU- Business: 2013-14]

A. গারো B. হিন্দু C. বৌদ্ধ D. চাকমা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বাংলাদেশে হাজং নৃগোষ্ঠীর বাস ——.

A. নেত্রকোনায় B. রংপুরে C. সিলেটে D. বান্দরবানে

02. সরকারি গেজেট অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা কত?

A. 30 টি B. 50 টি C. 45 টি D. 55 টি

03. সাঁওতালদের গ্রামপ্রধানকে কী বলা হয়?

A. মাজি B. গুরু C. শেখ D. বাংচাল

04. বীর মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি কোন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন?

A. খাসিয়া B. মারমা C. গারো D. চাকমা

05. কারা সোহরাই উৎসব করা পালন করে?

A. চাকমা নৃগোষ্ঠী B. মারমা নৃগোষ্ঠী C. সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী D. গারো নৃগোষ্ঠী

06. 'তঞ্চঙ্গা' নৃগোষ্ঠী কোন ধর্মের অনুসারী?

A. সনাতন B. জৈন C. বৌদ্ধ D. খ্রিস্টান

07. রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে?

A. ককেশয়েড B. মঙ্গোলয়েড
C. নিগ্রোয়েড D. দ্রাবিড়ীয়

08. 'হ্যদি' যে নৃ-গোষ্ঠীর মেয়েদের পোশাক–
A. গারো B. মারমা C. চাকমা D. রাখাইন **C**

09. 'ওয়াঙ্গালা' উৎসব উদযাপন করে-
A. চাকমারা B. মণিপুরিরা C. গারোরা D. রাখাইনরা **C**

10. মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থার উদাহরণ-
A. গারো ও খাসিয়া B. গারো ও রাখাইন
C. খাসিয়া ও মনিপুরি D. চাকমা ও খাসিয়া **A**

11. বাংলাদেশের মারমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থা বিদ্যমান?
A. ট্রাইবাল চীফ শাসিত B. মাতৃপ্রধান
C. গোষ্ঠীপ্রধান D. পিতৃপ্রধান **D**

12. জলকেলি কাদের উৎসব?
A. ত্রিপুরা B. চাকমা C. গারো D. রাখাইন **D**

13. মারমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম কী?
A. বিজু B. রাশ C. সাংগ্রাই D. বাইশু **C**

14. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী 'মনিপুরী' বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি বসবাস করে?
A. সিলেট B. মৌলভীবাজার C. হবিগঞ্জ D. সুনামগঞ্জ **A**

15. কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম?
A. রাখাইন B. মারমা C. পাঙন D. খিয়াং **C**

PRIME TEST

01. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি (জনগণনা) কবে অনুষ্ঠিত হয়?
Ⓐ ১৯৭২ সালে Ⓑ ১৯৭৩ সালে
Ⓒ ১৯৭৪ সালে Ⓓ ১৯৭৫ সালে

02. বাংলাদেশে জুম চাষ কোথায় হয়?
Ⓐ বান্দরবান Ⓑ ময়মনসিংহ
Ⓒ রাজশাহী Ⓓ দিনাজপুর

03. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা–
Ⓐ ২০ Ⓑ ৪৮
Ⓒ ২৫ Ⓓ ৫০

04. 'বৈসাবি' কোন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব?
Ⓐ ময়মনসিংহ Ⓑ বংপুর
Ⓒ পার্বত্য চট্টগ্রাম Ⓓ সিলেট

05. ওরাও জনগোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বসবাস করে?
Ⓐ রাজশাহী-দিনাজপুর Ⓑ বরগুনা-পটুয়াখালি
Ⓒ রাঙ্গামাটি-বান্দরবান Ⓓ সিলেট-হবিগঞ্জ

06. বাংলাদেশের কোন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার নাম 'আচিক খুসিক' (মান্দি খুসিক)?
Ⓐ সাঁওতাল Ⓑ চাকমা
Ⓒ গারো Ⓓ মারমা

07. 'ওয়াংগালা' উৎসব কাদের?
Ⓐ কুকিদের Ⓑ গারোদের
Ⓒ চাকমাদের Ⓓ মারমাদের

08. কোন নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন 'সাংগ্রাই' (জল উৎসব) পালন করে?
Ⓐ মারমারা Ⓑ গারো
Ⓒ মুরং Ⓓ চাকমা

09. কোন উপজাতিটির আবাসস্থল 'বিরিশিরি' নেত্রকোণায়?
Ⓐ সাঁওতাল Ⓑ গারো
Ⓒ খাসিয়া Ⓓ মুরং

10. গারো উপজাতি কোন জেলাই বাস করে?
Ⓐ পার্বত্য চট্টগ্রাম Ⓑ ময়মনসিংহ
Ⓒ সিলেট Ⓓ টাঙ্গাইল

Answer Sheet

01.	C	02.	A	03.	D	04.	C	05.	A
06.	C	07	B	08.	A	09.	B	10.	B

অধ্যায় ০৫ বাংলাদেশের সংবিধান

সাধারণ জ্ঞান

- বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়।
- বঙ্গবন্ধু অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করে- ১১ জানুয়ারি ১৯৭২।
- গণপরিষদ থেকে সংবিধান আদেশ জারি হয়- ২৩ মার্চ ১৯৭২।
- গণপরিষদে সংবিধান গৃহিত হয়- ৪ নভেম্বর, ১৯৭২।
- বাংলাদেশ সংবিধান দিবস- ৪ নভেম্বর।
- সংবিধান কার্যকর হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিল- ৩৪ জন।
- সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান ছিলেন- ড. কামাল হোসেন।
- সংবিধান রচনা কমিটিতে একমাত্র নারী সদস্য ছিল- রাজিয়া আক্তার বানু।
- বিরোধী দলীয় সদস্য ছিল- সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।
- গণপরিষদের প্রথম সভাপতি- মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ।
- গণপরিষদের প্রথম স্পীকার- শাহ আব্দুল হামিদ।
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার- মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের সংবিধান।
- বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

■ বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক তথ্যকণিকা

নাম	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ইংরেজি নাম	People's Republic of Bangladesh
পূর্ণ নাম	• বাংলায়- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ- ১৫৩ (১)) • ইংরেজিতে- The Constitution of People's Republic of Bangladesh.
প্রস্তাবনা	১টি।
প্রকৃতি	লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়
ভাষা	• দুটি: বাংলা ও ইংরেজি। • ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে বিরোধ হলে বাংলা গণ্য হবে। • সংবিধান ইংরেজিতে রচনা করেছেন- ড. কামাল হোসেন।
অনুবাদ	• সংবিধান বাংলায় অনুবাদ করেন- ড. আনিসুজ্জামান।
মূলনীতি	৪টি। যথা: ১. জাতীয়তাবাদ, ২. সমাজতন্ত্র, ৩. গণতন্ত্র ও ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা।
তফসিল	৭টি।
অধ্যায় বা ভাগ	১১টি।
সংশোধনী	মোট ১৭টি।
সংরক্ষিত আসন	৫০ জন
সংসদে কোরামের সদস্য	৬০ জন
হস্তলেখা সংবিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা	৯৩টি
হস্তলিখিত সংবিধানের লেখক	এ.কে.এম আব্দুর রউফ
হস্তলিখিত সংবিধানের ডিজাইনার	জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী হাশেম খান
স্বাক্ষরসহ হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা	১০৮টি
অনুচ্ছেদ	১৫৩টি
নির্বাচিত সংসদ সদস্য সংখ্যা	৩০০ জন

■ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ:

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১	প্রজাতন্ত্র
২ক	রাষ্ট্রধর্ম
৩	রাষ্ট্রভাষা
৪	জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক
৫	রাজধানী
৬	নাগরিকত্ব
৭	সংবিধানের প্রাধান্য
৮	মূলনীতিসমূহ
১৪	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
১৮	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
১৮ক	পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১৯	সুযোগের সমতা
২২	নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ
২৩	জাতীয় সংস্কৃতি
২৩ক	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
২৪	জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি
২৫	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন
২৭	আইনের দৃষ্টিতে সমতা
২৮	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
৪৮	রাষ্ট্রপতি
৬৫	সংসদ-প্রতিষ্ঠা
৭৪	স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
৭৭	ন্যায়পাল
৯৪	সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
৯৫	বিচার নিয়োগ
১০৮	"কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট
১১৭	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ
১১৮	নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা
১২৭	মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা
১২৮	মহা হিসাব-নিরীক্ষকের দায়িত্ব
১৩৭	কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা
১৪১ক	জরুরী-অবস্থা ঘোষণা
১৪৫ক	আন্তর্জাতিক চুক্তি
১৫২	ব্যাখ্যা
১৫৩	প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

■ সংবিধানের উল্লেখযোগ্য সংশোধনী :

সংশোধনী	বিষয়
প্রথম	যুদ্ধাপরাধী এবং অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ (গৃহিত হয়- ১৯৭৩ সালে)।
দ্বিতীয়	'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার বিধান সম্বলিত (গৃহিত হয়- ১৯৭৩ সালে)।
অষ্টম	(i) ঢাকার বাইরে হাইকোর্টে বেঞ্চ স্থাপন, (ii) রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম চালু, (iii) Dacca থেকে Dhaka হয়, (iv) Bengali থেকে Bangla হয় (গৃহিত হয়- ১৯৮৮ সালে)।
নবম	রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন (গৃহিত হয়- ১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই)।
দ্বাদশ	সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন।
ত্রয়োদশ	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন (গৃহিত হয়- ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ)।
চতুর্দশ	বিচারপতির অবসর বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করাসহ মোট সাতটি পরিবর্তন আনা হয় (গৃহিত হয়- ২০০৪ সালে)।
পঞ্চদশ	নারী আসন ৪৫টি করা, নির্বাচন কমিশনের সদস্য অনধিক ৫ জন করা, জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ, ৮ নং ধারা ফিরিয়ে এনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হয়, বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়।
সপ্তদশ	(i) সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন বর্ধিত করা হয়েছে- ১৫ বছর (২০৪৮ পর্যন্ত), (ii) বর্ধিত ১৫ বছরের মিমাংসা শুরু হয়- একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে (গৃহিত হয়- ৮ জুলাই, ২০১৮ সালে)।

■ সাংবিধানিক পদসমূহ:

- রাষ্ট্রপতি।
- স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার।
- প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি।
- অ্যাটর্নি জেনারেল।
- মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী।
- সংসদ সদস্যগণ।
- নির্বাচন কমিশনার।
- সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান।

■ সাংবিধানিক সংস্থা:

- নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ।
- আইন বিভাগ।
- বিচার বিভাগ।
- নির্বাচন কমিশন।
- সরকারি কর্মকমিশন।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।

অলিখিত সংবিধানের দেশ স্পেন, নিউজিল্যান্ড, সৌদিআরব, ইসরাইল।

■ সংবিধান অনুযায়ী পদত্যাগপত্র পেশ:

পদত্যাগ	নিকট
রাষ্ট্রপতি	স্পিকারের
সংসদ সদস্য	স্পিকারের
প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবৃন্দ	রাষ্ট্রপতির
স্পিকার	রাষ্ট্রপতির

■ সংবিধান অনুযায়ী শপথ পাঠ:

যিনি পড়াবেন	যে শপথ পড়বেন
রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও প্রধান বিচারপতিকে
স্পিকার	রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্যকে
প্রধান বিচারপতি	অন্যান্য বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে
প্রধানমন্ত্রী	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে
স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সাংসদদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়াতে পারবেন।	

■ গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক শব্দ:

শব্দ	অর্থ	বিশেষ তথ্য/সংজ্ঞা
Ombudsman	ন্যায়পাল	পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার বা কর্মকর্তাকে ন্যায়পাল বলে। ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল নিয়োগের কথা থাকলেও এখনো নিয়োগ হয়নি।
Crossing the Floor	দল ত্যাগ	দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো সাংসদ দল ত্যাগ করলে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে crossing the floor বলে।

CamScanner

শব্দ	অর্থ	বিশেষ তথ্য/সংজ্ঞা
Casting Vote	সিদ্ধান্ত ভোট	স্পিকারের ভোট
Quorum	ন্যূনতম সদস্য	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৬০ জনের কম উপস্থিত থাকলে স্পিকার বৈঠক স্থগিত বা বৈঠক মূলতবি ঘোষণা করেন।
Indemnity	দায়মুক্তি	কাউকে নিরাপদ করা বা নিরাপত্তা বিধান করা। অর্থাৎ অপরাধের দায় থেকে মুক্তি প্রদান। বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের দায়মুক্তির জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর তা বাতিল হয়।
Bill	আইনের খসড়া	• সরকারি বিল: মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল। • বেসরকারি বিল: এমপি কর্তৃক উত্থাপিত বিল।

■ অ্যাটর্নি জেনারেল:

- পরিচয়- রাষ্ট্রের প্রধান আইনজীবী (সরকারের প্রধান ও মুখ্য আইন পরামর্শক)।
- কাজ- তিনি সংবিধান, রাজস্ব, আন্তর্জাতিক চুক্তি বা আইন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেন এবং ওই সব বিষয় সংক্রান্ত মামলায় আদালতে উপস্থিত থাকেন।
- প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল- এম.এইচ খন্দকার (বর্তমান- মোঃ আসাদুজ্জামান)।
- নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের প্রথম মহিলা বিচারপতির নাম কি? [NU- Business: 2012-13]
A. শিরীন সুলতানা B. নাজমুন আরা সুলতানা C. নাজমুন নাহার D. নাসরীন সুলতানা **B**

02. বাংলাদেশের সংবিধান কখন প্রণীত হয়? [NU- Business: 2010-11]
A. ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ B. ৫ অক্টোবর ১৯৭২ C. ৪ নভেম্বর ১৯৭২ D. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ **D**

03. চর্তুদশ সংশোধনী প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? [NU- Business: 2009-10]
A. সংসদীয় গণতন্ত্র B. রাষ্ট্রপতির শাসন C. একদলীয় শাসন D. মহিলাদের সংরক্ষিত আসন **D**

04. তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার কাছে দায়বদ্ধ? [NU- Business: 2009-10]
A. প্রধানমন্ত্রী B. রাষ্ট্রপতি C. স্পিকার D. আইনমন্ত্রী **B**

05. জাতীয় সংসদের কোরামের জন্য কতজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়? [NU- Business: 2009-10]
A. ৫০ B. ৬০ C. ৭০ D. ৮০ **B**

06. এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর সংখ্যা- [NU- Business: 2008-09]
A. ১২ B. ১৩ C. ১৪ D. ১৫ **D**

07. বাংলাদেশের বর্তমান কোম্পানি আইন কোন সনে প্রবর্তিত হয়? [NU- Business: 2006-07]
A. ১৯৭৩ B. ১৯২১ C. ১৯৭১ D. ১৯৯৪ **D**

08. বাংলাদেশের বিদ্যমান কোম্পানির আইন কোন সনে প্রবর্তিত হয়? [NU- Business: 2005-06]
A. ১৯১৩ B. ১৯৪৭ C. ১৯৭২ D. ১৯৯৪ **D**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

1. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হয় সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?
A. চতুর্দশ সংশোধনী B. পঞ্চদশ সংশোধনী C. ষষ্ঠদশ সংশোধনী D. দ্বাদশ সংশোধনী **B**

2. বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক কে?
A. সংসদ B. মন্ত্রীসভা C. হাইকোর্ট D. সুপ্রিম কোর্ট **D**

3. নবম জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা কত?
A. ৩০০ B. ৩১৫ C. ৩৩০ D. ৩৫০ **D**

4. বাংলাদেশের সংবিধানে অভিভাবক কে/কোনটি?
A. জাতীয় সংসদ B. সুপ্রীম কোর্ট C. রাষ্ট্রপতি D. প্রধানমন্ত্রী **B**

05. বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিলো কতজন?
A. ৩২ জন B. ৩৩ জন C. ৩৪ জন D. ৩৫ জন **C**

06. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি গুলোর একটি হল:
A. ধনতন্ত্র B. একনায়কতন্ত্র C. গণতন্ত্র D. রাজতন্ত্র **C**

07. বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় কোন সালে?
A. ১৯৭১ B. ১৯৭৫ C. ১৯৭৩ D. ১৯৭৪ **D**

08. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন?
A. ৬(২) B. ৫(১) C. ৭ D. ৮ **A**

09. কততম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানে পরিবেশ সম্পর্কিত বিধান সন্নিবেশিত হয়?
A. চতুর্দশ B. পঞ্চাদশ C. ষোড়শ D. সপ্তাদশ **B**

10. বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো বর্ণিত আছে যে ভাগে-
A. ২য় B. ৩য় C. ৪র্থ D. ৫ম **B**

11. ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের কততম সংশোধনী হয়?
A. দ্বিতীয় B. তৃতীয় C. চতুর্থ D. পঞ্চম **B**

12. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন তফসিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে?
A. চতুর্থ B. পঞ্চম C. ষষ্ঠ D. সপ্তম **B**

13. 'ইনডেমনিটি' বলতে কী বোঝায়?
A. রাজসাক্ষী B. আসামি C. বিচারপ্রার্থী D. দায়মুক্তি **D**

14. 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিলুপ্ত করা হয় সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?
A. দ্বাদশ B. চর্তুদশ C. পঞ্চদশ D. ত্রয়োদশ **C**

15. বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংবিধানে কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
A. চতুর্থ তফসিল B. পঞ্চম তফসিল C. ষষ্ঠ তফসিল D. সপ্তম তফসিলে **B**

PRIME TEST

01. 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ অনুচ্ছেদ ৩৮ Ⓑ অনুচ্ছেদ ৫০ Ⓒ অনুচ্ছেদ ৪১ Ⓓ অনুচ্ছেদ ১০০

02. নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তিনি মামলা করতে পারেন?
Ⓐ ৪৪ Ⓑ ৪৭ Ⓒ ১০২ Ⓓ ১০৩

03. বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক কে?
Ⓐ জাতীয় সংসদ Ⓑ শাসন বিভাগ Ⓒ সুপ্রিম কোর্ট Ⓓ আইন মন্ত্রণালয়

04. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি বর্ণিত আছে?
Ⓐ ১৭ Ⓑ ১৫ Ⓒ ১৬ Ⓓ ১৮

05. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য কোন অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে?
Ⓐ অনুচ্ছেদ-২০ Ⓑ অনুচ্ছেদ-২১ Ⓒ অনুচ্ছেদ-২২ Ⓓ অনুচ্ছেদ-২৩

06. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে কত অনুচ্ছেদে?
Ⓐ অনুচ্ছেদ-৮ Ⓑ অনুচ্ছেদ-৯ Ⓒ অনুচ্ছেদ-১০ Ⓓ অনুচ্ছেদ-১১

07. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদের উল্লেখ আছে?
Ⓐ ৯ম ভাগ Ⓑ ৭ম ভাগ Ⓒ ৮ম ভাগ Ⓓ ১০ম ভাগ

08. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে?
Ⓐ ২৯ (২) Ⓑ ২৮ (২) Ⓒ ৩৯ (২) Ⓓ ৩৯ (১)

09. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বার্ষিক অর্থনৈতিক বিবৃতির কথা উল্লেখ আছে?
Ⓐ ৮১ Ⓑ ৮৫ Ⓒ ৮৭ Ⓓ ৮৮

10. বাংলাদেশে ভোটার হওয়ার নিম্ন বয়স কত?
Ⓐ ১৮ Ⓑ ২০ Ⓒ ১৯ Ⓓ ২১

Answer Sheet

01.	C	02.	C	03.	C	04.	A	05.	B
06.	A	07	C	08.	B	09.	C	10.	A

CamScanner

অধ্যায় ০৮

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলী

সাধারণ জ্ঞান

■ বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি।



(প্রথম জাতীয় পতাকা)

- ডিজাইনার: শিব নারায়ণ দাস।
- ডিজাইন করেন: ০৬ জুন ১৯৭১
- প্রেক্ষাপট: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হল বর্তমানের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১১৬ নম্বর রুমে বসে রাত ১১ টার পর বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার ডিজাইন করা হয়। এই পতাকায় সবুজ জমিন এবং রক্তবর্ণের বৃত্তের মাঝে সোনালি রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল। তিনি মারা যান ১৯ এপ্রিল ২০১৪।



(বর্তমান জাতীয় পতাকা)

- ডিজাইনার: পটুয়া কামরুল হাসান।
- পতাকা গৃহীত হয়: ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২।
- প্রেক্ষাপট: মূলত মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকাকে সর্বসাধারণের জন্য সহজ করতে জাতীয় পতাকার মাঝখান থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়া হয় এবং এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত নির্ধারণ করা হয় ১০ : ৬ বা ৫ : ৩। প্রথম ২রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনের লনতলায় তৎকালীন ডাকসু ভিপি আ.স.ম আব্দুর রব এই পতাকা উত্তোলন করেন। এই জন্যই ২রা মার্চকে জাতীয় পতাকা দিবস বলা হয়। ৩রা মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রথম জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ২৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে (ধানমন্ডির নিজ বাসভবন)।
- বাংলাদেশের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ (কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে)

■ জাতীয় সংগীত।

- রচয়িতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- পটভূমি: বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫।
- প্রেক্ষাপট: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালের জাতীয় সংগীত রচনা করলেও এর সুর নেওয়া হয় বাউল শিল্পী গগন হরকরার "আমি কোথায় পাবো তারে" গান থেকে। ১৯০৫ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় আমাদের জাতীয় সংগীত। এটি রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান কাব্যগ্রন্থের স্বরবিতান কবিতার অংশ। এই কবিতার মোট লাইন ২৫টি হলেও জাতীয় সংগীত হিসেবে নেওয়া হয় প্রথম ১০ চরণকে। যেকোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের ১০ চরণ গাওয়া হয় এবং যন্ত্র সংগীতে ৪ চরণ বাজানো হয়।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক সৈয়দ আলী আহসান।
- জাতীয় সংগীত সরকারিভাবে গৃহীত হয় ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে যে বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে বাংলার প্রকৃতি।

■ রণ সংগীত।

- রচয়িতা: কাজী নজরুল ইসলাম।
- পটভূমি: তরুণ সমাজকে উদ্দীপ্ত করতে।
- প্রেক্ষাপট: ১৯২৮ সালে শিখা পত্রিকায় সর্বপ্রথম "চল চল চল" সংগীতটি প্রকাশিত হয়। যা কাজী নজরুল ইসলামের সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনাপতি এমএজি ওসমানী এই সংগীতটিকে তৎকালীন সেনাবাহিনীর মার্চ সংগীত হিসেবে অনুমোদন দেন। ১৯৭২ সালে এই সংগীতটি রণ সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
- উৎসব অনুষ্ঠানে রণ সংগীতের বাজানো হয়- প্রথম ২১ চরণ।
- প্রথম যে শিরোনামে রণ সংগীত প্রকাশিত হয়- নতুনের গান।

■ জাতীয় প্রতীক।



- ডিজাইনার: পটুয়া কামরুল হাসান
- তথ্য: জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করার অনুমতি পান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় প্রতীকে রয়েছে একটি শাপলা, দুইটি ধানের শীষ, তিনটি পাটপাতা, চারটি তারকা ও পাঁচটি ঢেউ। শাপলা এবং ঢেউ নির্দেশ করে বাংলাদেশের নৈসর্গকে। ধান এবং পাট নির্দেশ করে বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। চারটি তারকা নির্দেশ করে সংবিধানের মূলনীতি এবং রাষ্ট্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

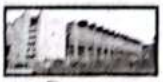
■ রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম



- ডিজাইনার: নিত্যানন্দ সাহা (এনএন সাহা)
- তথ্য: রাষ্ট্র লোগো বা রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম সরকারি যেকোনো দাপ্তরিক কাজ এবং নথিপত্রে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রীয় লোগো ব্যবহার করতে পারেন।

■ জাতীয় বিষয়।

জাতীয় ভাষা	বাংলা
জাতীয় রাষ্ট্রধর্ম	ইসলাম
জাতীয় সংগীত	আমার সোনার বাংলা
জাতীয় পাখি	দোয়েল
জাতীয় ফুল	শাপলা
জাতীয় পশু	রয়েল বেঙ্গল টাইগার
জাতীয় বন	সুন্দরবন
জাতীয় বৃক্ষ	আমগাছ
জাতীয় সংবাদ সংস্থা	বাসস (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা)
জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় মাছ	ইলিশ
জাতীয় মসজিদ	বায়তুল মোকাররম
জাতীয় বিমানবন্দর	হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
জাতীয় কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
জাতীয় খেলা	কাবাডি
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সম্মিলিত প্রয়াস
জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ (১৯৮০ সালে ঘোষণা)
জাতীয় উৎসব	বাংলা নববর্ষ
জাতীয় জাদুঘর	জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা
জাতীয় খেলার মাঠ	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
জাতীয় উদ্যান	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
জাতীয় মন্দির	ঢাকেশ্বরী মন্দির
জাতীয় চিড়িয়াখানা	ঢাকা চিড়িয়াখানা, মিরপুর
জাতীয় পরিচয়পত্র	কার্যক্রম শুরু ২০০৭ সালে (অপারেশন নবরত্ন)

প্রতীকী চিত্র (জাতীয় বিষয়)	তথ্য
 জাতীয় জাদুঘর	জাতীয় জাদুঘর অবস্থিত - শাহবাগ, ঢাকা। এর স্থপতি মোস্তফা কামাল। জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ মার্চ ১৯১৩ সালে এবং ৭ আগস্ট ১৯১৩ সালে লর্ড কারমাইকেল উদ্বোধন করেন। তবে বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (১৯১০)।
 জাতীয় বিমানবন্দর	বাংলাদেশের জাতীয় বিমানবন্দর হলো- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। স্থপতি- লারেন। ২০০৮ সালে এর বর্তমান নামকরণ করা হয়।
 জাতীয় গ্রন্থাগার	১৯৬৭ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নাম হিসেবে (বুকস্ এন্ড নিউজ পেপারস্ কালেকশন ব্রঞ্চ) নামে জাতীয় গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এটি ঢাকার আগারগাঁও এর শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত।

09. উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের কত চরণ বাজানো হয়?
A. প্রথম চার চরণ B. প্রথম দশ চরণ C. প্রথম ছয় চরণ D. শেষ চার চরণ (A)

10. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতির নাম কী?

11. বাংলাদেশের সংসদ ভবন কত তলা বিশিষ্ট?

12. মসজিদ-নির্মাণ কুড়িয়া চাঁদমারের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?
A. ৪.১ B. ৬.১ C. ৪.১ D. ৩.১ (D)

13. বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হবে?
A. ২০২০ সালে B. ২০২১ সালে C. ২০২২ সালে D. ২০২৩ সালে (B)

14. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বর্তমান ডেপুটি স্পীকার কে?
A. বেগম সাজেদা চৌধুরী B. ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী
C. ফজলে রাব্বি মিয়া D. বেগম রওশন এরশাদ (C)

PRIME TEST

01. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক থাকা 'ভাসমান শাপলা'-এর ডিজাইনার কে?
(A) কামরুল হাসান (B) মোহাম্মদ ইদ্রিস
(C) শামসুল আলম (D) শিবনারায়ণ রায়

02. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত কত?
(A) ১০ : ৮ (B) ১০ : ৬ (C) ১২ : ৬ (D) ১১ : ৬

03. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
(A) জয়নুল আবেদীন (B) কামরুল হাসান
(C) হামিদুর রহমান (D) হাশেম খান

04. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কোন গানের সুরে রচিত?
(A) বাউল (B) ভাওয়াইয়া (C) ভাটিয়ালি (D) সারি

05. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নকশা কে প্রণয়ন করেছেন?
(A) জয়নুল আবেদিন (B) কামরুল হাসান
(C) শাহাবুদ্দিন আহমেদ (D) এস. এম. সুলতান

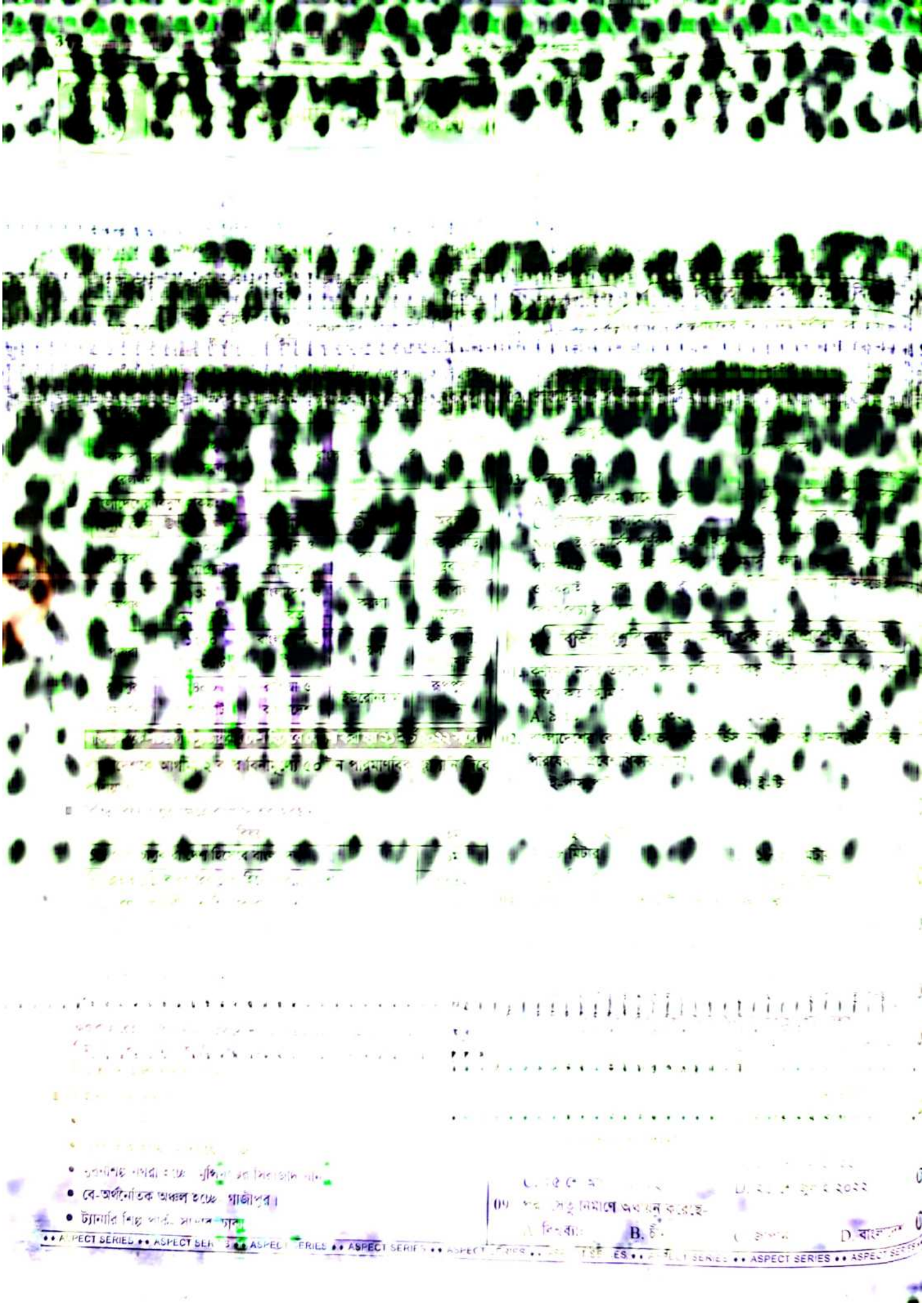
06. জাতীয়তা বলতে বুঝায় মূলত-
(A) চিন্তা-চেতনা (B) মানসিক সত্তা (C) ভৌগলিক এলাকা (D) জনসমষ্টি

07. কোনটি জাতীয় উৎসব?
(A) সার্বজনীন দুর্গোৎসব (B) বাংলা নববর্ষ (C) বিজয় দিবস (D) ঈদ

10. নিম্নের কোন স্থানে স্বাধীন বাংলার পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়?
(A) লন্ডন (B) কলকাতা
(C) টোকিও (D) ওয়াশিংটন

Answer Sheet

01. 02. 03. 05.
06. 09.



CamScanner

10. পৃথিবীর প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ কোনটি?
A. ভিয়েতনাম B. ভুটান C. জাপান D. মালদ্বীপ **B**

11. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কোন তারিখে উৎক্ষেপণ করা হয়?
A. ১১ মে ২০১৮ B. ২৬ মার্চ ২০১৮
C. ১১ এপ্রিল ২০১৮ D. ১১ মার্চ ২০১৮ **A**

12. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১' উৎক্ষেপণ করা হয় কত তারিখে?
A. ১১ মে ২০১৮ B. ১২ মে ২০১৮
C. ১৩ মে ২০১৮ D. ১৪ মে ২০১৮ **A**

13. বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে?
A. ৫৫ B. ৫৭ C. ৬৫ D. ৬২ **B**

14. বাংলাদেশের সাহসেরিন দুটির নাম কী?
A. নবযাত্রা ও জয়যাত্রা B. স্বাধীনতা ও বিজয়
C. মুক্তি ও সংগ্রাম D. গৌরব ও আশা **A**

15. নির্মীয়মান পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?
A. ৫ কি.মি. B. ৬ কি.মি.
C. ৬.১৫ কি.মি. D. ৫.১৫ কি.মি **C**

PRIME TEST

01. বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পাইপলাইন —— থেকে —— পর্যন্ত বহমান।
Ⓐ কলকাতা, বেনাপোল Ⓑ শিলিগুড়ি, পার্বতীপুর
Ⓒ জলপাইগুড়ি, সৈয়দপুর Ⓓ কোচবিহার, পাটগ্রাম

02. বঙ্গবন্ধু টানেলের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কোন দেশের?
Ⓐ জাপান Ⓑ কোরিয়া
Ⓒ চীন Ⓓ রাশিয়া

03. বঙ্গবন্ধু টানেল কোন দুটি এলাকাকে সংযুক্ত করেছে?
Ⓐ পতেঙ্গা ও আনোয়ারা Ⓑ পতেঙ্গা ও বটতলি
Ⓒ আনোয়ারা ও বটতলি Ⓓ পতেঙ্গা ও চট্টগ্রাম

04. স্মার্ট বাংলাদেশের প্রথম স্তম্ভ-
Ⓐ স্মার্ট সমাজ Ⓑ স্মার্ট অর্থনীতি
Ⓒ স্মার্ট গভর্নেন্স Ⓓ স্মার্ট নাগরিক

05. মেট্রোরেল উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কত টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট ছাপিয়েছে?
Ⓐ ৫০ টাকা Ⓑ ২০ টাকা
Ⓒ ১০ টাকা Ⓓ ১০০ টাকা

06. দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ চাঁদপুর Ⓑ কক্সবাজার
Ⓒ ফেনী Ⓓ বাগেরহাট

07. পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয় কবে?
Ⓐ ২৫ শে মে ২০২২ Ⓑ ২৫ শে জুন ২০২২
Ⓒ ২৫ শে আগস্ট ২০২২ Ⓓ ২৫ শে জুলাই ২০২২

08. পদ্মা বহুমুখী সেতুতে কত তারিখ থেকে গণপরিবহন চলাচল শুরু হয়?
Ⓐ ২৬ জুন ২০২২ Ⓑ ২৫ জুন ২০২২
Ⓒ ২৭ জুন ২০২২ Ⓓ ২৮ জুন ২০২২

09. পদ্মা বহুমুখী সেতুর প্রস্থ কত মিটার?
Ⓐ ১৮.১০ Ⓑ ১৯.১০
Ⓒ ২০.১০ Ⓓ ২১.১০

10. পদ্মাসেতু নির্মাণে একমাত্র বাংলাদেশী নারী প্রকৌশলী–
Ⓐ সুফিয়া আহমেদ Ⓑ নুসরাত জাহান
Ⓒ ফাতিমা বেগম Ⓓ ইশরাত জাহান

Answer Sheet

01.	B	02.	C	03.	A	04.	D	05.	A
06.	C	07	B	08.	A	09.	A	10.	D

অধ্যায় ০৮ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমীক্ষা — সাধারণ জ্ঞান

■ জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪
- বাজেটের প্রেক্ষাপট- উন্নয়নের অভিযাত্রার দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রাযাত্রা।
- বাজেট- ৫২ তম (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫৩ তম)।
- বাজেট ঘোষণা- ১ জুন, ২০২৩ (বাজেট পাস- ২৬ জুন, ২০২৩)।
- বাজেট কার্যকর- ১ জুলাই, ২০২৩ থেকে।
- ঘোষক- অর্থমন্ত্রী আ. হ. ম মুস্তফা কামাল; অর্থমন্ত্রী হিসেবে এটি তার ৫ম বাজেট (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের টানা ১৫তম এবং মোট ২৫ তম বাজেট।
- সর্বাধিক বাজেট পেশকারী অর্থমন্ত্রী-এম সাইফুর রহমান (১২ বার) ও আবুল মাল আব্দুল মুহিত (১২ বার)।
- এ বছরের মোট বাজেট- ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP)- ২,৬৩,০০০ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৩৪.৫%)।
- জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধি- ৭.৫% : মুদ্রাস্ফীতি- ৬.০%।
- সর্বোচ্চ বরাদ্দ- জনপ্রশাসন (১,৬৭,৮৮০ কোটি টাকা)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত- শিক্ষা ও প্রযুক্তি।
- সাধারণ মানুষের করমুক্ত আয়সীমা- ৩,৫০,০০০ হাজার টাকা।
- নারী ও ৬৫ উর্ধ্ব করদাতার করমুক্ত আয়সীমা – ৪ লক্ষ। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা – ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়সীমা – ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়সীমা – ৫ লক্ষ।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩টি সমীক্ষা

■ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩
- জনসংখ্যা: ১৬৯.৮৩ মিলিয়ন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.৩%।
- পুরুষ ও মহিলার অনুপাত: ৯৮.১: ১০০।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১৫৩।
- স্থূল জন্মহার: ১৮.৮ ; স্থূল মৃত্যুহার: ৫.৭।
- প্রজনন হার-২.০৫
- প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল: ৭২.৩।
- সাক্ষরতার হার: ৭৬.৪; দারিদ্র্যের হার : ১৮.৭।
- জিডিপি: ৪৪,৩৯,২৭৩ কোটি।
- মোট ব্যাংক: ৬১টি।
- মূল্যস্ফীতি: ৯.২৪।
- সর্বাধিক রেমিটান্স আসে: যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- বাংলাদেশ বেশি রপ্তানি করে-যুক্তরাষ্ট্রে।
- বাংলাদেশ বেশি আমদানি করে-চীন থেকে।
- সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ করে-সৌদি আরব
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে- চীন থেকে।
- স্থলবন্দর: ২৪টি।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন: ১৪২৪৬ মেগাওয়াট।
- জিডিপিতে সর্বাধিক অবদান: সেবা খাত (৫৩.০৭%)।
- সুপেয় পানি পান করে-৯৮.২% শতাংশ।
- ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত-১ ঃ ১৭২৪।
- মোট তফসিলভুক্ত ব্যাংক-৬১টি। (বৈদেশিক ব্যাংক-৯টি)

■ ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২:
- সর্বশেষ জনশুমারি হয়- ১৫-২১ জুন ২০২২ (১ম ডিজিটাল শুমারি)
- মোট জনসংখ্যা- ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব- ১,১১৯ (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.২২%।
- সাক্ষরতার হার- ৭৪.৬৬ (পুরুষ- ৭৬.৫৬, নারী- ৭২.৮২)।
- ধরন- GIS পদ্ধতিতে দেশের প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা।

- প্রথমবার গণনায় যুক্ত করা- প্রবাসীদের।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক- ঢাকা বিভাগে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন- বরিশাল বিভাগে।
- সাক্ষরতার হার সর্বাধিক- ঢাকা বিভাগে (৭৮.০৯%) এবং
- সবচেয়ে কম- ময়মনসিংহ বিভাগে (৬৭.০৯%)।
- সাক্ষরতার হার সর্বাধিক- পিরোজপুর জেলা (৮৫.৪১%)।
- সাক্ষরতার হার সর্বনিম্ন জেলা- জামালপুর (৬১.৫৩%)।
- পুরুষ ও নারীর অনুপাত- ৯৮ : ১০০।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা- ঢাকা (১,৪৭,৩৪,০২৫ জন)।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা- বান্দরবন (৪,৮১,১০৯ জন)।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম সিটি-কর্পোরেশন-ঢাকা উত্তর (৫৯,৭৯,৫৩৭ জন)।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম সিটি-কর্পোরেশন- বরিশাল (৪,১৯,৩৫১ জন)।
- জনশুমারি অনুযায়ী দেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা- ৫০টি।
- জনশুমারি অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি- চাকমা।
- জনশুমারি অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাসে শীর্ষ বিভাগ- চট্টগ্রাম।
- জনশুমারি অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাসে সর্বনিম্ন বিভাগ- বরিশাল।

■ **দেশের সর্বশেষ ষষ্ঠ কৃষিশুমারি-২০১৯**

- ষষ্ঠ কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়-২০১৯ সালে (৯-২০ জুন)
- এই পর্যন্ত মোট কৃষিশুমারি হয়েছে-৬টি।
- স্বাধীন দেশে মোট কৃষিশুমারি হয়-৫টি।
- এই শুমারির প্রাথমিক বিষয় ছিল-১৪টি।
- কৃষিশুমারির নির্দেশনা প্রদান করে-FAO
- তত্ত্বাবধায়ক- পরিসংখ্যান ব্যুরো।
- প্রতিপাদ্য: কৃষিশুমারি সফল করি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি।
- দেশের নমুনা আকারে কৃষিশুমারি হয়েছিল-১৯৬০ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম কৃষিশুমারি হয়-১৯৭৭ সালে।
- প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃষিশুমারি হয়-২০০৮ সালে।
- দেশের ৬টি কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬, ২০০৮ এবং ২০১৯ সাল।

বাংলাদেশের অর্থনীতি

অ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। আধুনিক অর্থনীতির জনক পল এ স্যামুয়েলসন।

■ **অর্থনীতির বিভিন্ন মতবাদ:**

ক্লাসিক্যাল মতবাদ: অর্থনীতির ক্লাসিক্যাল মতবাদের প্রবক্তা অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'Wealth of Nations'। এ মতবাদের অনুসারীগণ ছিলেন: ডেভিড রিকার্ডো,জন স্টুয়ার্ট মিল, জে.বি.সি ওয়াকার প্রমুখ।

■ **অর্থনীতি সংক্রান্ত আরো কিছু মতবাদ:**

- "অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান"- অ্যাডাম স্মিথ।
- অর্থনীতিতে 'অদৃশ্য হাত' ধারণাটি ব্যবহার করেন- অ্যাডাম স্মিথ।
- অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' বলেছেন- এল রবিন্স।
- 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' ধারণার প্রবক্তা- অধ্যাপক নার্কস।
- অর্থনীতিতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক ধারণাটি ব্যবহার করেন- রাগনার ফ্রিশ।
- মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা- ড. মুহাম্মদ ইউনূস (বাংলাদেশ)

■ **বাঙালি অর্থনীতিবিদ:**

ড. মুহাম্মদ ইউনূস	• গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা – ড. মুহাম্মদ ইউনূস। • এশিয়ার সপ্তম, বাংলাদেশের প্রথম এবং তৃতীয় বাঙালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন– ড. মুহাম্মদ ইউনূস (গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে) • ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার লাভ করেন– ২০০৬ সালে, শান্তিতে। • ড. ইউনূসের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ– 'দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে' এবং 'Banker to the poor'.
অমর্ত্য সেন	• অমর্ত্য সেন জন্মগ্রহণ করেন – ৩ নভেম্বর ১৯৩৩; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। • অর্থনীতির মাদার তেরেসা (The mother Teresa of Economics) হিসেবে খ্যাত– অমর্ত্য সেন। • এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন –অমর্ত্য সেন • অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ– 'Poverty and famine, The Idea of Justice, Indentity and violence the illusion of desting.

■ **বাংলাদেশের অর্থনীতি:**

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সংস্থা হলো একনেক (ECNEC)।

■ **অর্থ মন্ত্রণালয়:**

- প্রতিষ্ঠা: ১৯৭১ সাল।
- মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী- ক্যাপ্টেন মনসুর আলী।
- ১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী- তাজউদ্দিন আহমদ।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগ আছে-৪টি। যথা: অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (IRD), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (BFID)

■ **অর্থ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থা:**

Investment Corporation of Bangladesh (ICB)	• পরিচয়: বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ ব্যাংক • গঠিত: ১ অক্টোবর, ১৯৭৬ সালে।
The Security Printing Corporation Bangladesh Limited (SPCBL)	• পরিচয়: বাংলাদেশের ব্যাংক নোট ও সরকারি ডাকটিকিটের প্রধান ছাপাখানা। • গঠিত: ১৯৮৮ সাল। • অবস্থান: গাজীপুর।

■ **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ National Board of Revenue (NBR)**

- পরিচয়: কর প্রশাসনের শীর্ষ সংস্থা। বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান
- গঠিত: ১৯৭২ সালে।
- পদাধিকার বলে NBR এর চেয়ারম্যান হন- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন সম্পদ বিভাগের (IRD) সচিব।
- স্লোগান- উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব।
- অনলাইন ভ্যাট হেল্প লাইন: ১৬৫৫৫

প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax)	পরোক্ষ কর (Indirect Tax)
কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত কর সরকার প্রত্যক্ষভাবে আদায় করলে এবং করদাতা ঐ করের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম না হলে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে।	করদাতা নিজে প্রত্যক্ষভাবে বা সরকারি কর প্রদান না করে অন্য কোনো মাধ্যমে সরকারকে কর প্রদান করলে তাকে পরোক্ষ কর বলে।
উদাহরণ: আয়কর, ভূমিকর, মুনাফা কর, ব্যয় কর ইত্যাদি।	উদাহরণ: মূসক, আমদানি শুল্ক, বিক্রয় কর, পণ্যকর ইত্যাদি।

আয়কর	কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর ধার্যকৃত কর।
আয়কর রিটার্ন	করদাতা যাবতীয় উৎস আয় ও করের পরিমাণ উল্লেখ করে আয়কর বিভাগে যে বিবরণী দাখিল করে । আয়কর রিটার্ন প্রথমবারের মত দাখিলকারীকে কর রেয়াত সুবিধা দেয়া হয় ২০০০ টাকা।
টিন (TIN)	Taxpayer's Indentification Number (করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর)। TIN ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়-১৯৯৩ সালে। মোট টিনধারী-৭৫ লাখ ১০ হাজার (এপ্রিল, ২০২২)
কর রেয়াত (Tax Rebate)	সরকার করদাতাদের বিনিয়োগ ও দানে উৎসাহিত করার জন্য করের উপর ছাড় দিলে তাকে কর রেয়াত বলে।

CamScanner

কর অবকাশ (Tax Holiday)	কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আয়কর হতে অব্যাহতি দেয়াকে কর অবকাশ বলে।

- ১০ ডিজিটের টিন (TIN) কে হালনাগাদ করে ১২ ডিজিটের ইলেকট্রনিক টিনটাইপ (e-TIN) পদ্ধতি চালু- ২০১৩ সালে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক e-Payment ব্যবস্থা চালু হয়-২০১২ সালে।
- আয়কর মেলার প্রচলন-২০১০ সাল থেকে।

কর দিবস:	আয়কর দিবস:	ভ্যাট বা মূসক দিবস:
৩০ অক্টোবর	৩০ নভেম্বর	১০ ডিসেম্বর

- আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস: ২৬ জানুয়ারি।

ECNEC:

পূর্ণরূপ	Executive Committee of National Economic Council (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি-একনেক)
প্রতিষ্ঠা সাল	১৯৮২
সভাপতি	প্রধানমন্ত্রী (বিকল্প সভাপতি অর্থমন্ত্রী)
নিয়মিত বৈঠক	মঙ্গলবার (আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা ভবনে)
সহযোগী সংস্থা	পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে

- সর্বিকভাবে জিডিপির খাত রয়েছে- ১৯টি।
- জাতীয় আয় গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
- বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল ব্যাংকিং চালু করে- নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি।
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত- কৃষি।
- বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ধরনের- মিশ্র অর্থনীতি।
- মিশ্র অর্থনীতি হলো - রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিমালিকানা খাতের পাশাপাশি অবস্থান।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে কম দারিদ্র্য সীমার নিচে লোক বসবাস করে- কুষ্টিয়া জেলায়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য সীমার নিচে লোক বসবাস করে- কুড়িগ্রাম জেলায়।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে- সিলেট বিভাগ।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে- রংপুর বিভাগ।
- VAT-এর পূর্ণরূপ- Value Added Tax বা মূল্য সংযোজন কর।
- VAT চালু হয়- ১ জুলাই, ১৯৯১ সালে।
- VAT যে ধরনের কর- পরোক্ষ কর।
- বিশ্বে প্রথম ভ্যাট চালু হয়- ফ্রান্স।
- বাংলাদেশে যে ধরনের অর্থনীতি প্রচলিত আছে- মুক্তবাজার অর্থনীতি।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে GSP (Generalized System of Preferences) সুবিধা দেয়- ১৯৭৬ সাল থেকে এবং স্থগিত করে - ২৭ জুন, ২০১৩ সালে।
- বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে।
- নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে বাংলাদেশের উন্নয়নে একমাত্র উপায়- অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা।
- বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত- বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।
- বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা করে- ১ জুলাই ২০১৫।
- যে দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- ইসরায়েল (কোনো সম্পর্ক নেই)।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনীতিক সম্পর্ক নেই- তাইওয়ানের।
- প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ- চাণক্য বা কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র'।
- পরার্থপরতার অর্থনীতির লেখক- ড. আকবর আলী খান।
- 'আজব ও জবর আজব অর্থনীতি' গ্রন্থের লেখক- আকবর আলী খান।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ফোরাম (BDF):

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক। এর পূর্বনাম বাংলাদেশ এইড ক্লাব গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সদস্য সংখ্যা ২০। ৪টি দাতা সংস্থা (বিশ্বব্যাংক-ADB-IMFও জাইকা) ও ১৬টি দেশ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের নামকরণ করা হয়	২০০২ সালে
বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যে শীর্ষে	আইডিএ
বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যে শীর্ষ দেশ	জাপান
বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্রধান সমন্বয়কারী	বিশ্বব্যাংক
BDF এর পূর্ণরূপ	Bangladesh Development Forum

যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (Joint Economic Commission):

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও জটিল অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর সুবিধাজনক নিষ্পত্তির জন্য কাজ করে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন।

- যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হয় – ১৯৮২।
- বাংলাদেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন আছে – ১৭টি দেশে ও ১টি সংস্থার সাথে।

জাতীয় আয়: জাতীয় আয় হলো দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের আয়ের সমষ্টি। জাতীয় আয়কে নানাভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা-

- **মোট জাতীয় উৎপাদন [Gross National Product (GNP)]:** কোনো দেশে এক বছরে যে পরিমাণ পণ্য দ্রব্য ও সেবা কর্ম উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যের পরিমাণকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে। GNP তে রেমিটেন্স যোগ করতে হবে।
- **নিট জাতীয় উৎপাদন [Net National Product (NNP)]:** একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা এক বছরে উৎপাদিত ভোগ উপযোগী পণ্য ও সেবার আর্থিকমূল্য থেকে যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি বা অপচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) বলে।
- **মোট দেশজ উৎপাদন [Gross Domestic Product (GDP)]:** কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে দেশের সমস্ত জনগোষ্ঠী তথা দেশি ও বিদেশি নাগরিকগণ যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা (GDP) বলে। GDP পরিমাপের সময় রেমিটেন্স বাদ দিতে হবে। GDP পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে ১৫ খাতে বিভক্ত করা হয়েছে।

অর্থনীতি সংক্রান্ত শব্দ ও তার পূর্ণরূপ:

GDP	Gross Domestic Product
NDP	Net Domestic Product
GNP	Gross National Product
VAT	Value Added Tax
TIN	Taxpayers Indentification Number
PRSP	Poverty Reduction Strategy Papers
NNI	Net National Income
NNP	Net National Product
GNI	Gross National Income
GSB	Geological Survey of Bangladesh
BERC	Bangladesh Energy Regulatory Commission
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
LC	Letter of Credit
EPB	Export Promotion Bureau
ZPG	Zero Population Growth
NBR	National Board of Revenue
OTC	Over the Counter Market
SME	Small and medium-sized Enterprises

GNH	Gross National Happiness.
EGPP	Employment Generation Program for the Poorest
ATM	Automated Teller Machine
BTC	Bangladesh Tarif Commission
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
GR	Gratutious Relief
OMS	Open Market Sale
TR	Test Relief
PPP	Public-Privet Partnership
FDI	Foreign Direct Investment
SDR	Special Drawing Rights
L.G	Letter of Guarrantee
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
LCG	Local Consultant Group
BO	Beneficiary Owners Account
NNI	Net National Income
KPI	Key Performance Indicator

বৈদেশিক লেনদেন

বিভিন্ন অনুদান, ঋণ, দ্বিপাক্ষিক সাহায্য, খাদ্য, পণ্য এমনকি কারিগরি সাহায্যও বৈদেশিক সাহায্যের অন্তর্গত। বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশেই বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF) এর সমন্বয়কারী- বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশে বিনিয়োগ বোর্ড গঠিত হয়-১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি (এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আয়ত্তাধীন)।
- বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে- তৈরি পোশাক থেকে।
- বাংলাদেশ টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে- চীন থেকে।
- বাংলাদেশ পণ্যের হিসেবে সবথেকে বেশি আমদানি করে- ভারত থেকে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে - যুক্তরাষ্ট্র হতে।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে- চীন।
- যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি পোশাক ক্রয় করে- বাংলাদেশ থেকে।

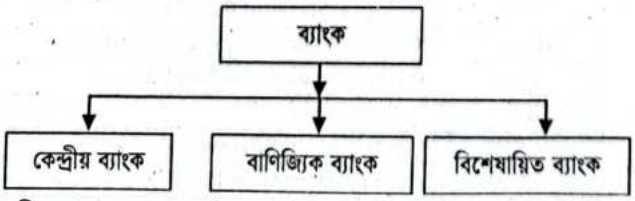
■ **রেমিটেন্স:** প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি করে মধ্যপ্রাচ্যে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে (তথ্যসূত্রে: বাংলাদেশ রিপোর্ট-২০২৪-২৫)।

রেমিটেন্স প্রাপ্তি/ প্রবাসী আয়সূচক	
১ম- ভারত	২য়- চীন
৩য়- মেক্সিকো	বাংলাদেশ ৭ম

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বিমা

উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় মুঘল আমলে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (১৯৩৫)।

- বিশ্বের সর্বপ্রথম ব্যাংকিং প্রথা শুরু হয়-ইতালিতে।
- বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যাংক- শাঙ্গী ব্যাংক (চীন)।
- বিশ্বের বৃহত্তম কেন্দ্রীয় ব্যাংক- ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।



■ **কেন্দ্রীয় ব্যাংক:** দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে ব্যাংক ব্যবস্থা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। বাংলাদেশ ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

■ **বাণিজ্যিক ব্যাংক:** যে ব্যাংকে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে থাকে এবং যারা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

■ **বিশেষায়িত ব্যাংক:** নির্দিষ্ট কোনও গোষ্ঠী বা খাতের উন্নয়নের জন্য যেসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে। যেমন- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক।

তফসিলী ব্যাংক

■ তফসিলী ব্যাংক চার ধরনের-

সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬টি
সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক	৩টি
স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৪টি
বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক	১টি
অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী ৬২টি তফসিলী ব্যাংক আছে।	

এই তথ্যগুলো পরিবর্তনশীল

■ **বাংলাদেশ ব্যাংক:** বাংলাদেশ ব্যাংক এর পূর্ব নাম- স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রতিষ্ঠিত হয়। সদরদপ্তর ঢাকার মতিঝিলে। এছাড়া কার্যালয়সহ বাংলাদেশে ব্যাংকের মোট ১০টি শাখা রয়েছে। যথা- ঢাকা, মতিঝিল ও খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানকে বলা হয়- গভর্নর।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থপতি- শফিউল কাদের।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর- এ. এন. এম হামিদুল্লাহ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর- আহসান এইচ মনসুর (১৩তম)।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের মেয়াদকাল- ৪ বছর।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য- ৯ জন (গভর্নর, ৭ জন পরিচালক ও সচিব)।

■ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা	বিশেষ তথ্য
সোনালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক।
অগ্রণী ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলাদেশে প্রথম সরকারি ব্যাংক হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে
রূপালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাভুক্ত ব্যাংক
জনতা ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলাদেশে প্রথম রেভিন্যাশ কর্ড চালু হয়।
বেসিক ব্যাংক লি.	১৯৮৮	বেসরকারি খাতে পর্যাপ্ত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অর্থায়ন করে
Bangladesh Development Bank Ltd (BDBL)	২০০৯	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একীভূত হয়ে গঠিত

■ জেনে রাখা ভালো

- গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা- ড.মুহাম্মাদ ইউনূস।
- গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১ অক্টোবর ১৯৮৩।
- বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি ব্যাংক- আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং চালু করে- ডাচ্-বাংলা ব্যাংক।
- ATM এর পূর্ণরূপ- Automated Teller Machine.
- বিভাগ বহির্ভূত যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা রয়েছে- বগুড়া।

মুদ্রা ব্যবস্থা

■ **মুদ্রা:** বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন,মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসাবে কাজ করে।

- উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু হয়-১৮৫৭ (লর্ড ক্যানিং কর্তৃক)।
- বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রা চালু হয়-৪ মার্চ ১৯৭২।
- ১ টাকায় নোটের নকশা করে- কে. জি (কাজী গোলাম মোস্তফা)।

- সরকারি নোটে স্বাক্ষর থাকে- অর্থসচিবের।
- ব্যাংক নোটে স্বাক্ষর থাকে- গভর্নরের
- বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বাজারে ছাড়া হয়-১ ও ১০০ টাকা নোট (৪ মার্চ ১৯৭২)।
- বাংলাদেশের সরকারি নোট-১, ২ ও ৫ টাকা (এগুলো ব্যাংক নোট নয়)।
- *Note : এগুলোতে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।*
- বাংলাদেশে একমাত্র নোট ছাপানোর সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস- গাজীপুরের পুলহাটালী (প্রতিষ্ঠা ১৯৮৮ সাল)।
- টাকা ছাপানোর বিশেষ কাগজ আনা হয় – সুইজারল্যান্ড থেকে।
- ৫ টাকার নোটে ছবি আছে- কুসুম্বা মসজিদ (নওগাঁ)।
- ৫০ টাকার নোটে ছবি আছে – বাঘা মসজিদ (রাজশাহী)।
- নতুন চালুকৃত নোট- ২০০ টাকা।

মুদ্রাস্ফীতি : মুদ্রাস্ফীতি বলতে বোঝায় অর্থের যোগান উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর তুলনায় অধিক।

মুদ্রা সংকোচন : দ্রব্য সামগ্রীর যোগানের তুলনায় আর্থিক আয় ব্যয় প্রবাহের অবনতি।

বিমা	
বাংলাদেশ বিমা ব্যবস্থার পথিকৃত	খুদা বক্স
দেশের প্রথম বেসরকারি জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি. ১৯৮৫
প্রথম বেসরকারি সাধারণ বিমা প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পনি লি. ১৯৮৫
বাংলাদেশে চালু একমাত্র বিদেশি বিমা	মেটলাইফ আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি
IDRA-এর পূর্ণরূপ	Insurance Development Regulatory Authority

বীমা দিবস

- বিমা দিবস: ১ মার্চ (২০২০ সালে প্রথমবারের মত পালিত হয়)

বিঃ দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ০১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করেছিলেন।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্ব বাংলাদেশের অবস্থান কত? [NU- Business: 2014-15]
A. ৫ম B. ৬ষ্ঠ C. ৭ম D. ৮ম **D**

02. বাংলাদেশ বিশ্বে কততম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ? [NU- Business: 2014-15]
A. ১ম B. ২য় C. ৩য় D. ৫ম
Note: পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান 'দ্বিতীয়' (২০২৪) এবং শীর্ষস্থানে রয়েছে 'চীন'।

03. রেমিট্যান্স আয়ের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? [NU- Business: 2014-15]
A. ৭ম B. পঞ্চম C. চতুর্থ D. ষষ্ঠ **A**

04. বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় হচ্ছে- [NU- Business: 2013-14]
A. ৯৫০ মার্কিন ডলার B. ৮৫০ মার্কিন ডলার
C. ১০৪৪ মার্কিন ডলার D. ৭৯০ মার্কিন ডলার
Note: বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২৭৮৪ মার্কিন ডলার (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)। [পরিবর্তনশীল তথ্য]

05. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক আমদানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি? [NU- Business: 2013-14]
A. জাপান B. ইতালি C. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র D. জার্মানি **C**

06. 'মূসক' কি? [NU- Business: 2011-12]
A. মূল্য সংযোজন কর B. মূল সদস্যের কর
C. মূল সংযোজিত কর D. মূল্যবান সংযোজিত কর **A**

07. বাংলাদেশে নোট ছাপানোর সিকিউরিটি প্রেসটি কোথায় অবস্থিত? [NU- Business: 2011-12]
A. নারায়ণগঞ্জ B. গাজীপুর C. ঢাকা D. চট্টগ্রাম **B**

08. স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক কবে আত্মপ্রকাশ করে? [NU- Business: 2010-11]
A. ২ অক্টোবর ১৯৮৩ B. ৩ অক্টোবর ১৯৮৩
C. ১ অক্টোবর ১৯৮৪ D. ৩ অক্টোবর ১৯৮৪ **A**

09. স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক কবে আত্মপ্রকাশ করে? [NU- Business: 2009-10]
A. ১ অক্টোবর, ১৯৮৩ B. ৪ অক্টোবর, ১৯৮৩
C. ৩ অক্টোবর, ১৯৮৩ D. ৫ অক্টোবর, ১৯৮৩ **A**

10. বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জের সংখ্যা কত? [NU- Business: 2007-08]
A. একটি B. দুইটি C. পাঁচটি D. সাতটি **B**

11. মূল্য সংযোজন কর বলতে কি বুঝায়? [NU- Business: 2007-08]
A. প্রত্যক্ষ কর B. পরোক্ষ কর
C. আনুপাতিক কর D. ক্রমবর্ধনশীল কর **B**

12. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সর্বপ্রথম নাম কি ছিল? [NU- Business: 2007-08]
A. East Pakistan Stock Exchange Ltd
B. Pakistan Stock Exchange
C. Dacca Stock Exchange Ltd
D. East Pakistan Stock Exchange Association Ltd **D**

13. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালনা সদস্য সংখ্যা কত? [NU- Business: 2007-08]
A. ৩ B. ৪ C. ৫ D. ৬ **C**

14. ব্যাংক তহবিলের প্রধান উৎস- [NU- Business: 2006-07]
A. সুদ B. কমিশন C. ব্যাংক চার্জ D. আমানত **D**

15. বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকে হার কত? [NU- Business: 2006-07]
A. ৫% B. ৭% C. ৯% D. ১২%
Note: বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংক হার ১০ শতাংশ (ডিসেম্বর, ২০২৪)।

16. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়- [NU- Business: 2006-07]
A. কর বৃদ্ধি B. ঋনের প্রসার
C. ব্যাংক হার বৃদ্ধি D. অধিক মুদ্রা সরবরাহ **A**

17. কোন সংস্থা নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে? [NU- Business: 2006-07]
A. স্টক এক্সচেঞ্জ B. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
C. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন D. বাণিজ্যিক ব্যাংক **B**

18. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে কতজন সদস্য আছেন? [NU- Business: 2006-07]
A. ১৭ জন B. ১১ জন C. ৯ জন D. ৬ জন
Note: বর্তমানে (২০২৪) একজন গভর্নর ও ৮ জন পরিচালক, অর্থাৎ ৯ জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর- আহসান এইচ মনসুর (১৩তম)।

19. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত- [NU- Business: 2006-07]
A. পাট B. চিংড়ি C. পোশাক D. সফটওয়্যার **C**

20. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়? [NU- Business: 2006-07]
A. আমানত গ্রহণ B. ঋণদান
C. ঋণ নিয়ন্ত্রণ D. বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসংস্থান **C**

21. বিশ্বের প্রথম ব্যাংকের নাম ছিল- [NU- Business: 2006-07]
A. শাল্পী ব্যাংক B. ব্যাংক অব ভেনিস
C. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড D. রেইখ ব্যাংক **A**

22. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানা ধরন কিরূপ? [NU- Business: 2005-06]
A. সরকারি B. আধা-সরকারি C. বেসরকারি D. স্বায়ত্তশাসিত **D**

23. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক নয়? [NU- Business: 2005-06]
A. স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান B. স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
C. ব্যাংক অব জাপান D. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড **B**

24. বাংলাদেশের ইন্স্যুরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠিত- [NU- Business: 2004-05]
A. ১৯৭২ B. ১৯৭৩ C. ১৯৭৪ D. ১৯৮১ **B**

25. বর্তমানে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে- [NU- Business: 2004-05]
A. সোনালী ব্যাংক B. অগ্রণী ব্যাংক C. রূপালী ব্যাংক D. জনতা ব্যাংক
Note: বর্তমানে সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক সরকারিভাবে পরিচালনা করা হয়।

26. বাংলাদেশে বর্তমান মাথাপিছু আয়- [NU- Business: 2004-05]
A. ২২০ ডলার B. ৩২০ ডলার
C. ৩৩৪ ডলার D. ৪৪৪ ডলার
Note: বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ২৭৮৪ মার্কিন ডলার।

27. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের তুলনামূলক সুবিধা হচ্ছে- [NU- Business: 2004-05]
A. সস্তা মূলধন B. সস্তা শ্রমিক
C. উন্নত যন্ত্রপাতি D. সস্তা জমি **B**

28. কোন পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে? [NU- Business: 2004-05]
A. পাট ও পাটজাত দ্রব্য B. হিমায়িত খাদ্য
C. ঔষধ D. তৈরি পোশাক **D**

29. নিম্নের কোনটি ব্যাংক নয়? [NU- Business: 2004-05]
A. BKB B. BSRS
C. BSB D. RAKUB **B**

30. বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাংকের হার হচ্ছে- [NU- Business: 2004-05]
A. ৫% B. ৭% C. ৮% D. ১০% **D**
Note: ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংক হার ১০ শতাংশ।

31. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক- [NU- Business: 2004-05]
A. সোনালী ব্যাংক B. অগ্রণী ব্যাংক
C. জনতা ব্যাংক D. রূপালী ব্যাংক **A**

32. সম্প্রতি আল বারাকা ব্যাংকের রূপান্তরিত নাম- [NU- Business: 2003-04]
A. প্রিমিয়াম ব্যাংক B. ওরিয়েন্টাল ব্যাংক
C. যমুনা ব্যাংক D. খ্রিষ্ট ব্যাংক **B**

33. বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জ কয়টি? [NU- Business: 2003-04]
A. ১টি B. ২টি C. ৩টি D. ৪টি **B**

34. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়? [NU- Business: 2003-04]
A. আমানত গ্রহণ B. খোলাবাজার কার্যক্রম
C. অর্থবাজারে শৃঙ্খলা রক্ষা করা D. ঋণ নিয়ন্ত্রণ **A**

35. বাংলাদেশে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কোনটি? [NU- Business: 2003-04]
A. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ
B. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
C. রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ
D. কোনোটিইনয় **B**

36. বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় হচ্ছে- [NU- Business: 2003-04]
A. আনুমানিক ৩০০ মার্কিন ডলার B. আনুমানিক ৩৪০ মার্কিন ডলার
C. আনুমানিক ৩৯০ মার্কিন ডলার D. আনুমানিক ৪১০ মার্কিন ডলার
নোট: বাংলাদেশের বর্তমানে মাথাপিছু আয় ২৭৮৪ মার্কিন ডলার।

37. নিচের কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক? [NU- Business: 2003-04]
A. সোনালি ব্যাংক B. সিটি ব্যাংক
C. অগ্রণী ব্যাংক D. শিল্প ব্যাংক **D**

38. বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রধানত কোন ধরনের ঋণদান করে? [NU- Business: 2003-04]
A. স্বল্পমেয়াদি B. দীর্ঘমেয়াদি
C. স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি D. মধ্যম মেয়াদি **A**

39. বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে শেয়ারবাজারে সর্বাধিক মূল্যবৃদ্ধি ও দরপতন ঘটে কত সালে? [NU- Business: 2002-03]
A. ১৯৮৩ B. ১৯৯১
C. ১৯৯৬ D. ১৯৯৯ **C**

40. বাংলাদেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল কয়টি? [NU- Business: 2002-03]
A. ৫টি B. ৩টি
C. ৪টি D. ৬টি **D**

41. বাজার বলতে বুঝায়- [NU- Business: 2002-03]
A. একটি ভৌগোলিক স্থান B. বর্তমান ক্রেতার সমষ্টি
C. সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টি D. B ও C **D**

42. বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় প্রায়- [NU- Business: 2001-02]
A. ৩৫০ মার্কিন ডলার B. ৩৫০ মার্কিন ডলার
C. ৩৯০ মার্কিন ডলার D. ৪৫০ মার্কিন ডলার
Note: বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২৭৮৪ মার্কিন ডলার।

43. বাংলাদেশের কোম্পানিসমূহ কোন সনের কোম্পানি আইন দ্বারা পরিচালিত? [NU- Business: 2001-02]
A. ১৯১৩ B. ১৯৩৬
C. ১৯৫৬ D. ১৯৯৪ **C**

44. 'কোনো ব্যক্তির উপর 'ফি' ধার্য করা হলে তা অন্যের উপর চাপানো যায়, কিন্তু 'কর' ধার্য করা হলে তা অন্যের উপর চাপানো যায় না'-উক্তিটি- [NU- Business: 2001-02]
A. সত্য B. আংশিক সত্য
C. মিথ্যা D. কোনোটিই নয় **A**

45. বাংলাদেশের জিডিপি-তে কৃষির অংশ হচ্ছে প্রায়- [NU- Business: 2001-02]
A. ২৫% B. ৩০%
C. ৩২% D. ৩৮% **A**
Note: বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ১১.০২%।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো স্থলবন্দর কোনটি?
A. হিলি B. সোনা মসজিদ
C. আখাউড়া D. বেনাপোল **D**

02. সুদের হার নির্ধারণ করে কোন প্রতিষ্ঠান?
A. অর্থ মন্ত্রনালয় B. বাংলাদেশ ব্যাংক
C. সোনালী ব্যাংক D. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় **B**

03. বাংলাদেশে প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে?
A. বাংলাদেশ ব্যাংক B. জনতা ব্যাংক
C. অগ্রণী ব্যাংক D. ইসলামী ব্যাংক **D**

04. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কয় স্তরের?
A. দুই B. তিন
C. চার D. কোনটিই নয় **D**

05. বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কবে প্রথম চালু হয়?
A. ১ জুলাই, ১৯৯৪ B. ১ জুলাই, ১৯৯৩
C. ১ জুলাই, ১৯৯৭ D. ১ জুলাই, ১৯৯১ **D**

06. বিশ্বব্যাংক কবে বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে?
A. ২০১৪ B. ২০১৫
C. ২০১৬ D. ২০১৭ **D**

07. ১৫-২১ জুন ২০২২ কততম জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়েছে?
A. ৪র্থ B. ৫ম
C. ৬ষ্ঠ D. ৭ম **C**

08. 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯' অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু কত?
A. ৭২ বছর B. ৭১ বছর
C. ৭৩ বছর D. ৭৪ বছর **A**

09. ২০১৯ সালে কোন শহরকে 'OIC City of Tourism' হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
A. টোকিও B. ঢাকা
C. দিল্লি D. প্যারিস **B**

10. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি কবে অনুষ্ঠিত হয়?
A. ১৯৭২ সালে B. ১৯৭৩ সালে
C. ১৯৭৪ সালে D. ১৯৭৫ সালে **C**

[illegible] ১- এর প্রাইজ পৌষণে কোথায় স্থাপন করা হয়েছে?
A [illegible] B চাকা ও গাজীপুর
C [illegible] D গাজীপুর ও কেরানীগঞ্জ ✓

২০২২ সাল (M) এর তথ্য উপাত্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বিশ্ব ক্রমধারা?
A ৪৪ তম B ৪০ তম
C ৪১ তম D ৪২ তম ✓

কবির অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ (এসইজেড) অনুমোদিত দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উদ্যোগী "বাংলাদেশ বহুমুখি বহুপরিকল্পনা" কত বছরের জন্যে প্রণয়ন করা হয়েছে?
A ১০০ বছর B ৫০ বছর
C ২০ বছর D ৭০ বছর ✓

ইউনেস্কোভিত্তি মূল্যবানসম্পদ সূচকে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান.
A ১৩০ তম B ১৩৬ তম
C ১৩৯ তম D ১৪১ তম ✓

বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
A আয়কর B মূল্য সংযোজন কর
C শুল্ক কর D আমদানী কর ✓

PRIME TEST

৫. বাংলাদেশ সরকার কোন উৎস থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে?
A শুল্ক রাজস্ব B মূল্য সংযোজন কর
C আয়কর D আমদানি শুল্ক

৬. বাংলাদেশের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ কবে শেষ হবে?
A ২০৩২ B ২০৩৫
C ২০৪১ D ২০৪৫

৭. বাংলাদেশের মোট কয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?
A ৫টি B ৭টি
C ৮টি D ৯টি

৮. বাংলাদেশে প্রথম ইসলামিক চালু করে?
A বাংলাদেশ ব্যাংক B জনতা ব্যাংক
C আই ব্যাংক D ইসলামী ব্যাংক

৯. মূল্য হার নির্ধারণ করে কোন প্রতিষ্ঠান?
A অর্থ মন্ত্রণালয় B বাংলাদেশ ব্যাংক
C সোনালী ব্যাংক D পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১০. মুদ্রাস্ফীতি বলতে বোঝায়-
A দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি B মুদ্রার মূল্য স্থির
C মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি D দ্রব্যমূল্য অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি

১১. নিম্নের কোনটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক?
A সোনালী ব্যাংক B সিটি ব্যাংক
C বাংলাদেশ ব্যাংক D আরব বাংলাদেশ ব্যাংক

১২. প্রথম কবে বাংলাদেশি টাকা প্রবর্তন হয়?
A ১ এপ্রিল ১৯৭২ B ৪ মার্চ ১৯৭২
C ১ জানুয়ারি ১৯৭২ D ৪ ডিসেম্বর ১৯৭২

১৩. একনেক (ECNEC)-এর প্রধান কে?
A প্রধানমন্ত্রী B অর্থমন্ত্রী
C রাষ্ট্রপতি D পরিকল্পনামন্ত্রী

১৪. বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সর্বোচ্চ আয় করে?
A আয়কর B ভূমিকর
C আমদানি-রপ্তানি শুল্ক D মূল্য সংযোজন কর

Answer Sheet

01.	B	02.	C	03.	C	04.	B	05.	B
06.	A	07	C	08.	B	09.	A	10.	D

অধ্যায় ০৯ বাংলাদেশের সম্পদ — সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশের পরিবেশ:
- পবা (POBA)- পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন।
- POBA এর পূর্ণরূপ- Poribesh Bachao Andolon।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ- ৪ ধরনের (পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটি দূষণ ও শব্দদূষণ)।
- কোয়াটে কুয়াশার বিশেষ উপাদান- সালফার ডাই অক্সাইড।
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ৩ আগস্ট ১৯৮৯ সালে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের ইংরেজি নাম- Department of Environment.
- বাপা প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে- ২০০০ সালে।
- বাপার পূর্ণরূপ হলো- বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন।
- বাংলাদেশে বনভূমি রয়েছে- ১৭.৫%।
- গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে কি অসুবিধা হয় - বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মোট আয়তনের কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন- ২৫%।
- বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত গঠন করা হয় - ১৬অক্টোবর ২০০১ সালে।
- বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় - ১ মার্চ ২০০২ সালে।
- প্রথম জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয় - ১৯৯২ সালে।
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বনভূমি রয়েছে – ৭টি জেলায়।

বাংলাদেশের মাটি:
- পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার হচ্ছে মাটি।
- সাধারণত আদর্শ মাটিতে ৫% জৈব পদার্থ থাকে।
- বাংলাদেশের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়নে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত -১৯৮৩ সালে।
- মাটির প্রধান উপাদান- ৪টি (খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি, বায়ু)
- কৃষি কাজে সবচেয়ে উপযোগী মাটি - পাললিক মাটি।
- কোষ মাটি পাওয়া যায় - চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে।
- পীট মাটি পাওয়া যায় - ফরিদপুরে।
- পচা মাটির দ্বারা উৎপন্ন হয় - মিথেন গ্যাস।
- হিউমাস বৃদ্ধি করে - মিথেন গ্যাস।
- লাল মাটিতে থাকে - লৌহ, চুনাপাথর ও কাকর।

কৃষিজ সম্পদ:
- বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম– Ministry of Agriculture.
- বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ– ০.২৫ একর/০.১৫ একর।
- বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান– ১১.৫০ [সূত্র: অর্থবছর– ২০২১-২২]।
- কৃষি কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মাটি– দো-আঁশ মাটি।
- চাষাবাদের সুবিধার্থে শস্যকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়– খরিপ শস্য ও রবি শস্য।
- খরিপ শস্য বলতে বোঝায়– গ্রীষ্মকালীন শস্যকে (চৈত্র-ভদ্র মৌসুম)।
- রবি শস্য বলতে বোঝায়– শীতকালীন শস্যকে (কার্তিক-ফাল্গুন মৌসুম)।
- কৃষি দিবস– ১লা অগ্রহায়ণ (ইংরেজি তারিখ ১৫ নভেম্বর)।
- ফসল তোলার ঋতু ৩টি – ভাদোই, হৈমন্তিক ও রবি।
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন হয় – ৫ এপ্রিল ১৯৭৩।
- জাতীয় কৃষি পুরস্কারের বর্তমান নাম– বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার।
- আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BINA) প্রতিষ্ঠিত হয়–১৯৭২ সালে।
- দেশের প্রথম কৃষি জাদুঘর অবস্থিত–কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ময়মনসিংহ)।
- সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (SAIC) অবস্থিত – ফার্মগেট, ঢাকা।
- দেশের বৃহত্তম কৃষি খামার- ঝিনাইদহের মহেশপুর (১৯৬২)।
- শস্যভান্ডার হিসাবে পরিচিত জেলা – বরিশাল।
- স্বর্ণা সারের আবিষ্কারক – বিজ্ঞানী ড. আব্দুল খালেক।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অবস্থিত – রাজশাহী।
- বাংলাদেশে ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – ঈশ্বরদী, পাবনা।
- ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় – ঈশ্বরদীতে(১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত)।

- BARI এর পূর্ণরূপ : Bangladesh Agriculture Research Institute; প্রতিষ্ঠা কৃষিতে গবেষণা প্রদান অন্তর্ভুক্ত।
- BRRI এর পূর্ণরূপ : Bangladesh Rice Research Institute; প্রতিষ্ঠা কৃষিতে গবেষণা ধানের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত।
- BADC এর পূর্ণরূপ : Bangladesh Agriculture Development Corporation; প্রতিষ্ঠা কৃষিতে গবেষণা। বাংলা সকল অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান।
- BARC বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
- BINA এর পূর্ণরূপ : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture; প্রতিষ্ঠা কৃষিতে গবেষণা পারমাণবিক।

খ খাদ্য:

- বাংলাদেশের কৃষির প্রধান খাদ্য।
- পানিতে ২ ভাগ চাল ৩ ভাগ অন্তর্ভুক্ত করে।
- ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম বেশ।
- বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রধান।
- উপাদান বেশ। প্রধান অন্তর্ভুক্ত।
- পানি ভাতের ভাত প্রধান।
- ধান বাংলাদেশের উপাদান।
- বাংলাদেশের ব্যবহৃত ধান ৪ প্রকার।
- বাংলাদেশের ব্যবহৃত ধান ভাত।
- ধানের ভাতের ধান ভাতের।
- বাংলাদেশের ব্যবহৃত ধান ধান।
- ধান ভাতের ধান ভাতের।
- ধানের ভাতের ধান ভাতের।
- ধানের ভাতের ধান ভাতের।
- ধানের

তুলা ও রেশম:
- তুলা উন্নয়ন বোর্ড- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- রেশম পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী - Bombyx mori.
- রেশম পোকা বা মথ খেয়ে বেঁচে থাকে - তুঁত গাছের পাতা।
- সর্বপ্রথম কোন দেশে রেশম উদ্ভাবিত হয়- চীনে।
- সবচেয়ে বেশি রেশম উৎপাদিত হয় কোন জেলায় - রাজশাহী।
- রেশম বোর্ড অবস্থিত কোথায় - রাজশাহী জেলায়।
- রূপালি ও ডেলফোর্স -উন্নতমানের তুলা।
- সবচেয়ে বেশি তুলা উৎপাদিত হয় কোথায় -ঝিনাইদহ জেলায় (অনেক সময় ঝিনাইদহ না থাকলে যশোর উত্তর করতে হবে)।
- সবচেয়ে বেশি রেশম গুটি চাষ হয়- চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
- তুলা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন।
- রেশম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- ইন্দোনেশিয়া।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে – তুলা।

তামাক ও রাবার:
- সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয়- কুষ্টিয়া জেলায় (শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র)।
- সুমাত্রা ও ম্যানিলা হলো - উন্নত জাতের তামাক।
- দেশে প্রথম রাবার বাগান স্থাপিত হয় কোথায় - কক্সবাজারের রামুতে (১৯৫১) [প্রথম চাষ ১৯৬১ সালে]
- বর্তমানে দেশে রাবার বাগানের সংখ্যা-১৮টি।
- রাবার উৎপাদনে শীর্ষ জেলা- কক্সবাজার।
- রাবার উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- থাইল্যান্ড।
- রাবার চাষ হয়– বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
- রাবার জোন হিসেবে খ্যাত– বান্দরবান জেলার বাইশারী।

আঁখ:
- ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত- ঈশ্বরদী, পাবনায়।
- ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কবে প্রতিষ্ঠিত হয় -১৯৫১ সালে।
- আঁখের জন্য ক্ষতিকর পোকা হলো - মাজরা পোকা।
- আঁখ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা- পাবনা (শীর্ষ দেশ- ব্রাজিল)।

আম:
- আম গাছ হলো জাতীয় বৃক্ষ।
- সবচেয়ে বেশি আম উৎপাদিত হয় - রাজশাহী।
- নদী ছাড়া মহানন্দা হলো - আমের নাম।
- আম গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১৯৮৫)।
- আমকে সর্বপ্রথম বর্হিবিশ্বে পরিচিত করেন- চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ।
- উন্নত জাতের আমগুলো হচ্ছে - বারি আম-১ মহানন্দা, মল্লিকা,রতনা-১০,সিন্ধু, ইলামতি, হিমসাগর, হাড়িভাঙ্গা ।
- GI অন্তর্ভুক্ত আম – ক্ষিরসাপাতি।
- যাদুভোগ- নতুন জাতের আম।
- নতুন উদ্ভাবিত ১২ মাসি আমের জাত– গৌড়মতি (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

মৎস্য সম্পদ:
- ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ১ম (ভারত ২য় ও মায়ানমার ৩য়)
- বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় বিশ্বের মোট ইলিশের- ৮৫% (সূত্র: FAO); ৮৬% (সূত্র: World Fish)
- বিশ্বে ইলিশ উৎপাদিত হয়- ১১টি দেশে।
- ইলিশ মাছের জিনোম আবিষ্কার করেন - অধ্যাপক শামসুল আলম
- বর্তমানে বাংলাদেশে ইলিশ অভয়াশ্রমের সংখ্যা– ৬টি।
- মাছ ২ প্রকার - সাধু পানির মাছ ও মিঠা পানির মাছ।
- জিআই (Geographical Identification) পণ্য হিসেবে ইলিশ যে দেশের সম্পদ- বাংলাদেশ।
- যে দৈর্ঘ্যের নিচে ইলিশ মাছের জাটকা ধরা নিষেধ- ১০ ইঞ্চি বা ২৩ ± সেন্টিমিটার।
- বাংলাদেশে মিঠা পানির সবচেয়ে বৃহত্তম উৎস - চলনবিল।
- বাংলাদেশে লোনা পানির সবচেয়ে বৃহত্তম উৎস - বঙ্গোপসাগর।
- ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। ইলিশের জীবনরহস্য উন্মোচনে নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক হাসিনা খান (ঢাবি) ও অধ্যাপক শামসুল আলম (বাকৃবি)। দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান ১২.২২%।
- সামুদ্রিক মাছ শিকার এর জন্য বিখ্যাত - সোনাদিয়া দ্বীপ,কক্সবাজার।
- মাছ ও শুটকির জন্য বিখ্যাত - দুবলার চর।
- বাংলাদেশের একমাত্র মৎস প্রজনন ক্ষেত্র - হালদা নদী।
- দেশের প্রথম মৎস অভয়াশ্রম/অভয়াস্থল (sancturay) - হাইল হাওড়, মৌলভীবাজার।
- White Gold বা সাদা সোনা হিসাবে পরিচিত- চিংড়ি সম্পদ (বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ৪র্থ)।
- চিংড়ি চাষের জন্য বাংলাদেশের কুয়েত সিটি বলা হয় - খুলনা অঞ্চলকে।
- চিংড়ি দুই প্রকার - বাগদা চিংড়ি (লোনা পানিতে চাষ হয়), গলদা চিংড়ি (সাধু পানিতে চাষ হয়)।
- Thurst Sector বলা হয় - হিমায়িত খাদ্যকে।
- মুখে ডিম নিয়ে বাচ্চা ফোটায় - তেলাপিয়া মাছ।
- পিরানহা - একপ্রকার রাক্ষুসে মাছ।
- অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ: ২য়।
- সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনে: ১১তম।

পানি সম্পদ:
- পানি গঠিত হয় - হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এর সমন্বয়ে।
- পানির রাসায়নিক সংকেত - H_2O
- পানির আরেকটি রূপভেদ - H_2O_2 (হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড)
- ভারী পানির সংকেত - D_2O (ডিউটেরিয়াম অক্সাইড)
- পানির PH বলতে বোঝায় - পানির ক্ষারত্ব।
- বৃষ্টির পানিতে যে ভিটামন থাকে -ভিটামিন বি।
- মহাকর্ষীয় জল বলা হয় - মাটির নিচের পানিকে।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৯ সালে।
- আর্সেনিক হচ্ছে পানির ভূগর্ভস্থ একটি - রোগ।
- বাংলাদেশের প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে – বারোঘরিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১৯৯৩ সালে)
- দেশের প্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট– গোপালগঞ্জ।
- বাংলাদেশেপ্রাপ্ত আর্সেনিকের মাত্রা – ১.০১ মিলিগ্রাম/লিটার
- বাংলাদেশের আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা– ০.০৫মিলিগ্রাম/লিটার
- WHO এর মতে গ্রহণযোগ্য মাত্রা – ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার।
- বাংলাদেশে মোট আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা- ৬১টি।
- আর্সেনিক মুক্ত জেলা - ৩টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি)এ
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া যায় –চাঁদপুর।
- আর্সেনিক দূরীকরণে সনোফিল্টার এর উদ্ভাবক - প্রফেসর আবুল হুসসাম।
- আর্সেনিক দূরীকরণে আর্থোফিল্টার এর উদ্ভাবক -অধ্যাপক দুলালী চৌধুরী।
- বাংলাদেশের মোট পানি শোধনাগার–৪টি।
- বাংলাদেশে প্রথম পানি শোধানাগার - চাঁদনিঘাট, ঢাকা।
- বাংলাদেশে বৃহত্তম পানি শোধানাগার - সায়েদাবাদ, পদ্মা মুন্সিগঞ্জ (২০০২)।
- ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি হয় – ১৯৯৬ সালের ১২ডিসেম্বর।
- গঙ্গা চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়- নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজের মুঘল ডাইনিং হলে।
- পানি চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পাবে - ৩৫,০০০ হাজার কিউসেক পানি।
- এই চুক্তি কার্যকর হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে।

সেচ প্রকল্প/বাঁধ:
- দেশের প্রথম সেচ প্রকল্প–গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্প(১৯৫৪ সাল)।
- গঙ্গা- কপোতাক্ষ আওতাধীন অঞ্চল - কুষ্টিয়া,যশোর, খুলনা।
- DND প্রকল্প – ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ঢাকা প্রকল্প।
- টিপাইমুখ বাঁধ অবস্থিত ভারতের – মনিপুর রাজ্যে।
- এটি বাংলাদেশে সীমান্ত হতে ১০০ কি.মি দূরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের বড় সেচ প্রকল্প – তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (নির্মাণ শুরু ১৯৫৯-৬০)।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল - রংপুর ও দিনাজপুর।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পকে উত্তরাঞ্চলের লাইফ লাইন বলা হয়।

- পশ্চিমাঞ্চলের বাইন গাছ - গরাই নদী।
- পশ্চিম বাইনীর নদী বলা হয় - বিল হরকাইয়াকে।

■ প্রাণিজ সম্পদ:

- পৃথিবী পৃষ্ঠের জাত ট্রায়াসে উপমহাদেশের প্রথম স্তন্যপায়ী কৃত্রিম পাওয়া যায়। তার নাম মিনপো।
- বাংলাদেশে গো-প্রজাতির রয়েছে - ৩১প্রজাত।
- বাংলাদেশে একটি জীবন্ত জীবাশ্ম হলো - রাজ কাঁকড়া।
- মুক্ত বেকন - এটি কাদা জাতের একটি হাঁস। এই হাঁসের মাংস বিশ্ববাজারে কুরিয়ার প্রেড নামে পরিচিত।
- যমুনাপাড়ী - ছাগলের অপর নাম।
- রোমহর্ষ - সবচেয়ে বেশি ডিমপাড়া মুরগি।
- বনকই - এক ধরনের বিড়াল।
- ট্রিজিয়াম - সবচেয়ে বেশি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর জাত।
- মুরগির রোগ - রাণীক্ষেত, বসন্ত,কলেরা।
- হাঁসের রোগ - রোপা, ডাক প্লেগ।
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট- সাভার, ঢাকা।
- পৃথিবী পশু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ১২ তম।
- গরু পালনে বাংলাদেশ- ১২ তম।
- ছাগলের দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ২য়।
- ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ৪র্থ।

■ বাংলাদেশের বনজ সম্পদ:

- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়- Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEF।
- ২০১৮ সালে ২০ জুন 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়' এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়- 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়' করা হয়।
- একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সে দেশের আয়তনের ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
- বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গ কি.মি.।
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত নাম- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশে বর্তমান মোট বনভূমির পরিমাণ- ১৭.০৮%
- বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি – সুন্দরবন (পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন)।
- সুন্দরবনের অপর নাম – বাদাবন/গরান বন।
- ভাওয়াল বনাঞ্চল অবস্থিত – গাজীপুর।
- মধুপুর বনাঞ্চল অবস্থিত- টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ।
- মধুপুর ও ভাওয়াল বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ- শাল।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই- ২৯টি জেলায়।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি- ৩৬টি।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনি প্রকল্প আছে- ১০ জেলায়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি- চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%)।
- সবচেয়ে কম রাজশাহী বিভাগে (২%)।
- বনভূমির পরিমাণের ভিত্তিতে বড়ো জেলা- বাগেরহাট।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম/উচ্চতম বৃক্ষের নাম- বৈলাম (উচ্চতা প্রায় ২৪০ ফিট)
- সূর্যকন্যা বলা হয়- তুলা গাছকে।
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক গাছ- ইউক্লিপটাস।
- বাক্স ও দিয়াসলায় প্রস্তুত করা হয়- শিমুল,কদম ও গেওয়া কাঠ থেকে।
- পেন্সিল তৈরি করা হয়- ধুন্দল কাঠ থেকে।
- যে গাছের ছালে রং প্রস্তুত করা হয়- গরান।
- নেপিয়ার, পারাগিনি- এক ধরনের ঘাস।
- বন গবেষণা ইনস্টিটিউট- চট্টগ্রাম।
- জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান শুরু হয়- ১৯৭২ সালে।
- বৃক্ষরোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম- প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার।
- বাংলাদেশ পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত- ৩টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট)।

■ বাংলাদেশের বনভূমি:

- উল্লেখযোগ্য ম্যানগ্রোভ বন কয়টি- ২টি (সুন্দরবন ও সাতক্ষীরা বন)
- জলাভূমির বনভূমিকে বলে- সোয়াম্প (Swamp) যেমন- হাওর বাওড়

■ সুন্দরবন:

- সুন্দরবনের আয়তনের কারণ- সুন্দরী বৃক্ষের প্রাচুর্য।
- সুন্দরবনকে বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়। (পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় আমাজনকে)
- সুন্দরী বৃক্ষকে বলা হয়- সুন্দির ট্রি।
- সুন্দরবনের অপর নাম- বাদাবন (বাদাবন অর্থ জলাভূমির বন)
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ- সুন্দরবন বা ব্রোয়ার ভাটির বন।
- সুন্দরবনের মোট আয়তন- ১০ হাজার বর্গ কি.মি. (প্রায় ৩৯০০ বর্গ মাইল)
- বাংলাদেশের অংশে সুন্দরবনের আয়তন- ৬,০২৪ বর্গ কি.মি (প্রায় ২৩০০ বর্গ মাইল)
- সুন্দরবনের বৃক্ষ গণনার পদ্ধতির নাম- কারমেরা ট্রানসিং। (পূর্বের পদ্ধতির নাম গণমাত্রক, পরবর্তক হলো পায়ের ছাপ দেখে গণনার পদ্ধতি)
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে- UNESCO
- সুন্দরবনকে World Heritage ঘোষণা করা হয়- ডিসেম্বর ১৯৯৭ সাল।
- প্রাকৃতিক বন আন্দোলনের তালিকায় সুন্দরবন- ১৪তম।
- বিশ্ব ঐতিহ্যে সুন্দরবনের স্থান – ৭৯৯তম।
- সুন্দরবনে অবস্থিত পয়েন্ট- ৩টি (হিরণ পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট, জামতলা পয়েন্ট)।
- এলিফ্যান্ট পয়েন্ট অবস্থিত – কক্সবাজার।
- সুন্দরবন দিবস- ১৪ই ফেব্রুয়ারি।
- সুন্দরবনে মধু সংগ্রহকারীদের বলে- মৌয়ালী এবং কাঠ ও পশু সংগ্রহকারীদের বলে- বাওয়ালী।
- বাংলাপিডিয়া অনুসারে সুন্দরবন অবস্থিত- ৩টি জেলায় (সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা)।
- সুন্দরবনকে স্পর্শকারী বাংলাদেশের ৫টি জেলা- (সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পটুয়াখালী)।

■ প্রাকৃতিক গ্যাস:

- বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন (CH_4, ৪০-৯০%)।
- গ্যাস অনুসন্ধান শুরু হয় - ১৯১০ সাল সিলেটের হবিগঞ্জে (দেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র)
- প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার হয় – ১৯৫৫ সালে।
- তবে সরকারিভাবে উত্তোলন হয় ১৯৫৭ সালে এবং সংযোগ দেয়া হয় ১৯৬১ সালে।
- বর্তমানে গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা – ২৯টি (সর্বশেষ ইলিশা-১, জেলা)।
- তবে গ্যাস ব্লকের সংখ্যা- ২৩টি।
- মজুতের দিক থেকে বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয়- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে।
- বাংলাদেশের গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম – হরিপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র সিলেট।
- ট্যাংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত- সুনামগঞ্জ (এই ক্ষেত্রটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ১৪ জানুয়ারি, ২৪ জুন ২০০৫ সালে)।
- সমুদ্র উপকূলীয় (অফসোর) গ্যাসক্ষেত্র- ২টি (১ম-সাঙ্গু ও ২য়-কুতুবদিয়া)।
- গ্যাস প্রধানত ব্যবহৃত হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- CNG এর পূর্ণরূপ-Compressed Natural Gas.

■ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র:

- বাংলাদেশে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে ৩টি- চট্টগ্রাম জেলায়, কক্সবাজারে কুতুবদিয়ায়, ফেনীর সোনাগাজী।
- দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প- ফেনীর সোনাগাজী।

■ BAPEX:

- রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান - বাপেক্স (BAPEX)
- BAPEX এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited.
- বাপেক্স প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৯ সালে।

- বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণে ভূমি হারানোদের পুনর্বাসন প্রকল্পের নাম- বাগেরহাটের রামপালে।
- রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়- বাগেরহাটের রামপালে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়- বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে
- এটি নির্মাণ করছে- ভারতের বেঙ্গল ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়- পাবনা জেলার রূপপুরে।
- এটি নির্মিত হচ্ছে- বাংলাদেশ ও রাশিয়ার যৌথ সহযোগিতায়
- বিদ্যুৎকেন্দ্রটির মেয়াদকাল- ৬০ বছর।
- কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে- রাশিয়ার 'অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট'।
- বাংলাদেশ বিশ্বের ৩১তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ।

অন্যান্য খনিজ সম্পদ:

- বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে – ঝিনাইদহ, নেত্রকোণা ও বান্দরবান।
- বাংলাদেশে গন্ধক এর সন্ধান পাওয়া গেছে – [illegible]
- [illegible] পাওয়া যায় [illegible]
- [illegible] পাওয়া গেছে
- [illegible] পাওয়া গেছে – শাহজিবাজার ও চৌদ্দবাজার
- তামার সন্ধান পাওয়া গেছে – রংপুরের কাঁকনীপুর, পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায়।
- দেশে প্রথম চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৫৮ সালে সেন্দুয়াতে।
- এছাড়াও চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া যায়- টাকেরঘাট, জাফলং, হরিণমারা ও সাতকুনিয়ায়।

বিদ্যুৎ ও শক্তি সম্পদ:

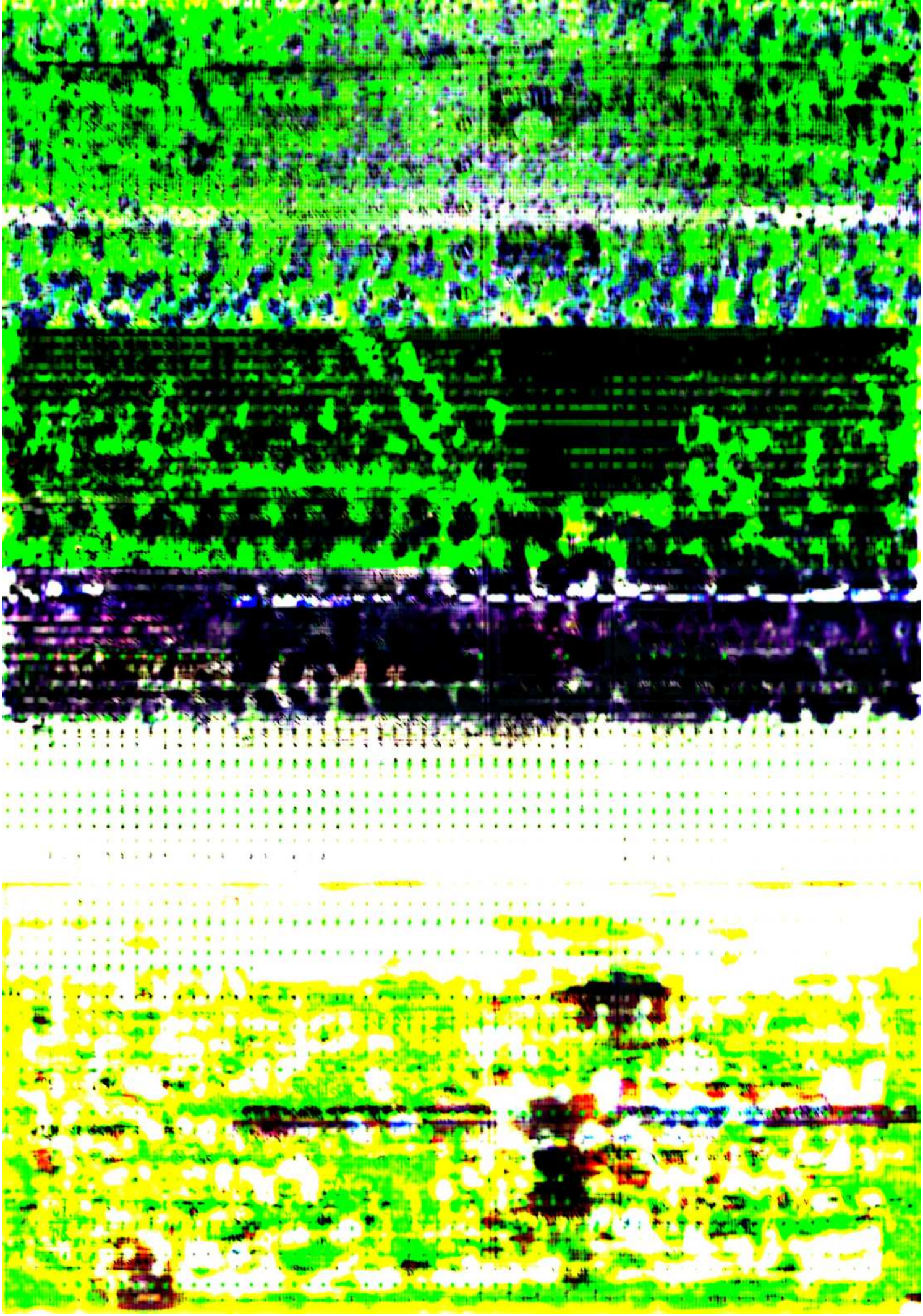
- বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তির [illegible] গ্যাসের ৩০%। এছাড়া খনিজ [illegible] পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।
- বাংলাদেশ কত সালের মধ্যে দেশের মানুষের কাছে শতভাগ বিদ্যুৎ [illegible] লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে- ২০২১ সাল
- বাংলাদেশকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে ঘোষনা করা হয়- ২১ মার্চ, ২০২২।
- বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম- কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- কাপ্তাই (১৯৬২)।
- কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- কর্ণফুলি নদীতে।
- কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ক্ষমতা- ২৩০ মেগাওয়াট।
- কাপ্তাই হ্রদ অবস্থিত - রাঙ্গামাটিতে
- বাংলাদেশে তৃপকীয় কেন্দ্র - ১০ টি
- দেশের বৃহত্তম তৃপকীয় কেন্দ্র - ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
- দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - সিলেটের হরিপুর।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র - খুলনার রহমতউল্লাহ।
- বাংলাদেশের প্রথম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নন্দপুরে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
- সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম- বিজয়ের আলো।
- [illegible] সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন করে হয়- আহসান মঞ্জিল (১৯০১ সালে)।
- [illegible] বিদ্যুৎ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে
- [illegible] সর্ববৃহৎ পানি কেন্দ্র- আতাউর রহমানবাড়িয়া
- [illegible] বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র- [illegible]
- [illegible] বৃহত্তম বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র- খুলনা
- [illegible] বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র – শরণখোলা
- [illegible] বিদ্যুৎকেন্দ্র
- [illegible] নির্মিত দেশের ১ম [illegible] বিদ্যুৎ কেন্দ্র- বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি
- [illegible] জেলার বাঁশখালীতে (২০০৬ সালে)
- [illegible] বিদ্যুৎকেন্দ্র- শাহ আমানত বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- [illegible] পাহাড়তলীর বাঁশবাড়িয়ায়
- [illegible] উদ্যোগে [illegible] চীন ও জার্মানি
- [illegible] করছে- জার্মানির সিমেন্স কোম্পানি

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

1. [illegible] অবস্থিত। [NU- Business: 2012-13]
   A. [illegible] B. [illegible] C. [illegible] D. [illegible]
2. [illegible] উৎপন্ন হয়- [NU- Business: 2011-12]
   A. রংপুর B. বগুড়া C. ঢাকা D. রাজশাহী **D**
3. বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত- [NU- Business: 2008-09]
   A. পোশাক রপ্তানি B. প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ
   C. পর্যটন D. বৈদেশিক ঋণ **A**
4. বাংলাদেশে গার্মেন্স শিল্পের তুলনামূলক সুবিধা হলো- [NU- Business: 2005-06]
   A. সস্তা জমি B. সস্তা শ্রম C. সস্তা মূলধন D. বাজার সুবিধা **B**
5. বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের তুলনামূলক সুবিধা হচ্ছে- [NU- Business: 2003-04]
   A. সস্তা জ্বালানি B. সস্তা শ্রমিক C. সস্তা মূলধন D. সস্তা যন্ত্রপাতি **B**
6. বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? [NU- Business: 2002-03]
   A. ঢাকা B. চট্টগ্রাম
   C. শ্রীমঙ্গল D. সিলেট **C**
7. বাংলাদেশে চা রপ্তানি ক্রমান্বয়ে হ্রাসের কারণ কি? [NU- Business: 2002-03]
   A. চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি B. আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের মূল্য হ্রাস
   C. বাংলাদেশের চায়ের গুণগত মান হ্রাস D. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি **A**
8. বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি কোন জেলায় অবস্থিত? [NU- Business: 2001-02]
   A. ব্রাহ্মণবাড়িয়া B. রংপুর
   C. [illegible] D. পাবনা **C**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিশ্লেষণ

1. বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?
   A. হাতিয়া প্রণালী B. জালালাবাদ C. সাঙ্গু ভ্যালি D. সাতবাড়িয়া **C**
2. দিনাজপুর জেলায় বড় পুকুরিয়া [illegible] খনির [illegible] কাজ চলছে।
   A. [illegible] B. [illegible] C. [illegible] D. কাদামাটি **B**
3. [illegible] প্রথম গ্যাস উত্তোলন [illegible]
   A. [illegible] সালে B. ১৯৫৯ সালে C. ১৯৬৭ সালে D. ১৯৭২ সালে **B**



CamScanner


মহাস্থান বিহার

- অবস্থান: কুমিল্লার কোটবাড়িতে।
- প্রাচীন নাম: রোহিতগিরি।
- ইতিহাস: অষ্টম শতাব্দীতে দেব রাজাদের রাজধানী ছিল।
- ঐতিহাসিক নিদর্শন: বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, শালবাহ পাহাড়, ছোট বিহার, আনন্দ বিহার।


ষাটগম্বুজ মসজিদ

- অবস্থান: বাগেরহাট।
- গম্বুজ সংখ্যা: ষাটগম্বুজ নামে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে (মতান্তরে ৭৮টি)।
- নির্মাতা: হযরত খান জাহান আলী।


মহাস্থানগড়

- অবস্থান: বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে।
- প্রাচীন নাম: পুন্ড্রনগর বা পুন্ড্রবর্ধন।
- ঐতিহাসিক নিদর্শন: বেহুলার বাসরঘর, বৈরাগীর ভিটা, পীরালীর ঘাট, খলিফা মাজার।
- বেহুলার বাসরঘরের নির্মাতা: সম্রাট অশোক।


পাহাড়পুর

- পূর্বনাম: সোমপুর বিহার।
- অবস্থান: নওগাঁ জেলায়।
- নির্মাণকাল: ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মপালের আমলে নির্মিত।
- কুঠির সংখ্যা: এখানে ১৮৮টি কুঠি আছে।
- নির্মাতা: ধর্মপাল
- নিদর্শন: পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতা


পুন্ড্রনগর

- আবিষ্কৃত হয়: ১৮৩৮ সালে ক্রনিকল বেকানন হ্যামিল্টনের তত্ত্বাবধানে।
- মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে শনাক্ত করেন- ১৯৩৯ সালে আতাউল্লাহর অনিমান।
- উল্লেখযোগ্য স্থান: গোকুল মেধ, বিহার বাগ, মঙ্গলকোট দুর্গ, মানমন্দির টিবি, কালীদহ সাগর, পরশুরামের প্রাসাদ।


উয়ারী সাম্রাজ্য

- অবস্থান: নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ নামক স্থানে।
- পূর্বনাম: গভর্নর হাউজ (১৯৫৭-১৯৭১ সাল)
- নামকরণ: ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু সিদ্ধিরগঞ্জ রাজবাড়িকে উয়ারী সাম্রাজ্য নামকরণ করেন।


বুড়িগঙ্গা ব্রিজ

- অবস্থান: ঢাকার সোয়ারীঘাট (বর্তমান - আগারগাঁও)
- নির্মাণকাল: ১৯৯৫
- বুড়িগঙ্গা ব্রিজের প্রথম ব্রিজের শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা অবস্থিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে।


জাতীয় জাদুঘর

- প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯১৩
- পূর্বনাম: ঢাকা জাদুঘর
- বর্তমান নাম: জাতীয় জাদুঘর
- অবস্থান: শাহবাগ, ঢাকা।


বাহাদুর শাহ পার্ক

- অবস্থান: ঢাকার সদরঘাট এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে পাশে।
- ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ১৮৫৭ সালের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহে জড়িত হাজার অভিযোগে এখানে বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসি দেওয়া হয়।


কুয়াকাটা

- অবস্থান: পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানায়।
- দৈর্ঘ্য: ১৮ কি.মি.
- বৈশিষ্ট্য: বিশাল সমুদ্র সৈকত এবং একই স্থানে হতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করা যায়।


সেন্ট মার্টিন দ্বীপ

- অবস্থান: সাতক্ষীরা জেলার হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়।
- আবিষ্কার: ১৯৭১ সালে।
- আয়তন ছিল: ৮ বর্গমাইল।
- মালিকানা ও দখল: এ দ্বীপের প্রকৃত মালিক বাংলাদেশ হলেও ১৯৮১ সাল থেকে ভারতের সোনাখালিনী অঞ্চলভাবে দ্বীপটি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। বর্তমানে দ্বীপটি পানির নিচে তলিয়ে গেছে।

প্রাচীন বিখ্যাত কয়েকটি মসজিদ

নাম	প্রতিষ্ঠাতা	অবস্থান	তথ্য
আদিনা জামে মসজিদ	বাংলার স্বাধীন সুলতান সিকান্দার শাহ	হাজীপুর	এটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় নির্মিত হয়
কুসুম্বা মসজিদ	মধ্য যুগের শাসক সিকান্দার খান গাজীর পুত্রের আমলে সুলায়মান নামক একজন ব্যক্তি।	নওগাঁ	• এই মসজিদটি আফগান শাসনামলে নির্মিত হয় • ১ গম্বুজ বিশিষ্ট সবচেয়ে বড় মসজিদ।
বাঘা মসজিদ	সুলতান নুসরাত শাহ	রাজশাহী	রাজশাহীর বাঘার এই মসজিদটি অবস্থিত।
তারা মসজিদ	মীর্জা গোলাম পীর	ঢাকা	পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত।
খান মসজিদ	খান খান	ঢাকা	• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল এলাকায় অবস্থিত। • ইশা খান এর পুত্র ছিলেন- খান খান।
সাত গম্বুজ মসজিদ	সুবেদার শায়েস্তা খান	ঢাকা	• ঢাকার লোহারপুল এলাকায় অবস্থিত • এতে গম্বুজ সংখ্যা ৩টি
ষাট গম্বুজ মসজিদ	হযরত খান জাহান আলী	বাগেরহাট	• ষাট গম্বুজের গম্বুজ সংখ্যা ৮১ টি • বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করেন UNESCO- ১৯৮৩ সালে
ছোট সোনা মসজিদ	সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে ওয়ালী মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেন।	শিবালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	-
বিনত বিবির মসজিদ	খুদাদাত খাতুন বিনত বিবি	নারিন্দা, ঢাকা	• এটি ঢাকার প্রাচীনতম মসজিদ। • ১৪৮৭ সালে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে মাহমুদাবাদের কন্যা খুদাদাত খাতুন বিনত বিবি এটি নির্মাণ করেন।
ইসলাম খান মসজিদ	ঢাকার মুঘল সুবেদার ইসলাম খান	ইসলামপুর, ঢাকা	এটি মুঘল আমলে নির্মিত ঢাকা শহরের সবচেয়ে প্রাচীনতম মসজিদ। আনুমানিক ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার মুঘল সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক এটি নির্মিত হয়।
চকবাজার শাহী মসজিদ	মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁন ১৬৭৬ সালে এটি নির্মাণ করেন	চকবাজার, ঢাকা	মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁন ১৬৭৬ সালে এটি নির্মাণ করেন।
বাকবাহার শাহী মসজিদ	মুঘল আমলে ১৭০৩-১৭০৬ সালে কবরস্থ শিয়ায় পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদটি নির্মিত হয়	বাকবাহার, ঢাকা	-
বায়তুল মোকাররম মসজিদ	আব্দুল মোকেম খাঁরিয়ানী	পল্টন, ঢাকা	বাংলাদেশের জাতীয় ও বৃহত্তম মসজিদ। ১৯৫৫ সালে নির্মিত মসজিদটির স্থপতি ছিলেন আব্দুল মোকেম খাঁরিয়ানী।

ঢাকার প্রথম মসজিদ – বিনত বিবির মসজিদ।
কুসুম্বা মসজিদের ছবি আছে- পাঁচ টাকার নোটে।
বাঘা মসজিদের ছবি আছে- পঞ্চাশ টাকার নোটে।

■ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মসজিদ:

মসজিদ	অবস্থান	নির্মাণকাল
বার দুয়ারী মসজিদ	শেরপুর	-
লালদিঘি মসজিদ	বদরগঞ্জ, রংপুর	-
দারাসবাড়ি মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৪৭৯ খ্রি.
খনিয়াদিঘি/রাবিবি/চামচিকা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৪৮০ খ্রি.
আশরাফপুর মসজিদ	শিবপুর, নরসিংদী	১৫২৪ খ্রি.
গোয়ালদীর গায়েবী মসজিদ	সোনারগাঁও	১৫১৯ খ্রি.
খাজা শাহবাজ মসজিদ	শাহবাগ, ঢাকা	১৬৭৯ খ্রি.
করতল খান মসজিদ	বেগম বাজার, ঢাকা	১৭০১-০৪ খ্রি.
খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদ	পুরান ঢাকার আতিশিখানা	১৭০৬ খ্রি.
ওয়ালী খানের মসজিদ	চকবাজার, চট্টগ্রাম	১৭১৩-১৬
বজরা শাহী মসজিদ	সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী	১৭৪১-৪২ খ্রি.
নয়াবাদ মসজিদ	দিনাজপুর	১৭৯৩ খ্রি.
হিন্দা কসবা শাহী জামে মসজিদ	ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট	১৩৬৫ খ্রি.

■ প্রাচীন কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির:

নাম	প্রতিষ্ঠাতা	অবস্থান	তথ্য
ঢাকেশ্বরী মন্দির	রাজা বল্লাল সেন	ঢাকা	মন্দিরের নামানুসারেই ঢাকা নামকরণ করা হয়েছে।
আদিনাথ মন্দির	মোহাম্মদ শিকদার	কক্সবাজার	• কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপে অবস্থিত। • এটি হিন্দুদের তীর্থ স্থান হিসেবে পরিচিত।
কান্তজিউ মন্দির	মহারাজা প্রাণনাথ রায়	দিনাজপুর	অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।
গঙ্গাসাগর দিঘি/ বরদেশ্বরী কালীমন্দির	মান সিংহ	রাজারবাগ, ঢাকা	সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মান সিংহ ষোড়শ শতকে দিঘিটি খনন করেন। দিঘির পাশেই রয়েছে বরদেশ্বরী কালীমন্দির।
গুরুদুয়ারা নানকশাহী		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এটি একটি শিখ উপাসনালয়।

■ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মন্দির:

মন্দিরের নাম	অবস্থান
সোনারং জোড়া মঠ	টুঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ
বার শিবালয়	বেল আমলা, জয়পুরহাট
জয়কালী মন্দির	ঠাঁটারি বাজার, ঢাকা
স্বামীবাগ মন্দির	ঢাকা
রাজ কংস নারায়ণ মন্দির	রাজশাহী
জগন্নাথ মন্দির	পাবনা
বিশ্বনাথ মন্দির	ময়মনসিংহ
বড় কালিবাড়ি মন্দির	ময়মনসিংহ
রঘুনাথ মন্দির	নওগাঁ
পুঠিয়া মন্দির	রাজশাহী

■ বৌদ্ধ বিহার:

- সোমপুর বিহার অবস্থিত- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে (বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন)।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার- শালবন বিহার।
- শালবন বিহার অবস্থিত- কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মাঝে।
- শালবন বিহারের স্রষ্টা- রাজাধিরাজ ভবদেব।
- আনন্দ বিহার অবস্থিত- শালবন বিহারের ২ মাইল উত্তরে।
- জগদ্দল বিহার অবস্থিত- নওগাঁ জেলার ধামইরহাটে।
- মহামুনি বিহার অবস্থিত- চট্টগ্রামের রাউজানে।
- সীতাকোট বিহার অবস্থিত- দিনাজপুর জেলায় (এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার)।
- রাজবন বিহার অবস্থিত- রাঙ্গামাটি জেলায়, কাপ্তাই হ্রদের তীরে।
- ভোজ বিহার অবস্থিত- কুমিল্লা জেলা।
- ভাসু বিহার অবস্থিত- বগুড়ার মহাস্থানগড়ে।

■ জাদুঘর:

- বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর- বরেন্দ্র জাদুঘর, রাজশাহী (১৯১০)। উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎকুমার রায়,অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও রামপ্রসাদ চন্দ্র।
  Note : এটি উদ্বোধন করেন কার মাইকেল।
- ঢাকার জাদুঘর উদ্বোধন হয় - ১৯১৩ সালে।
- ঢাকার জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর ছিলেন- নলিনীকান্ত ভট্টাশালী।
- জাতীয় জাদুঘরের নকশা তৈরি করেন- সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- ঢাকার জাদুঘরকে জাতীয় জাদুঘরের মর্যাদা দেওয়া হয় -১৯৮৩ সালে।

জাদুঘরের নাম	অবস্থান
ঢাকা জাদুঘর অবস্থিত	মিরপুর
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	ঢাকার আগারগাঁও।
ওসমানি স্মৃতি জাদুঘর	সিলেটে
বাংলাদেশের একমাত্র নৃ-তাত্ত্বিক জাদুঘর	আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে)
লালন জাদুঘর অবস্থিত	কুষ্টিয়া
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	আগারগাঁও ঢাকা, (১৯৯৬ সালে ২২ মার্চ ঢাকা সেগুনবাগিচায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬ এপ্রিল, ২০১৫ সালে জাদুঘরটি আগারগাঁওয়ের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়)।
বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর	সোনারগাঁও
পাথরের জাদুঘর রকস মিউজিয়াম অবস্থিত	পঞ্চগড়
শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাদুঘর	ধানমন্ডি ৩২ নং রোড
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা	ময়মনসিংহ
সামরিক জাদুঘর অবস্থিত	বিজয় সরণী, তেজগাঁও ঢাকা

■ **বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র:** বাংলাদেশের বিখ্যাত ভাস্কর্যশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- সৈয়দ মাইনুল হোসেন, নিতুন কুণ্ডু, হামিদুজ্জামান খান, আজিজুল জলিল পাশা, নভেরা আহমেদ, মৃণাল হক, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, আবদুর রাজ্জাক, শামীম সিকদার।

- 'সম্মিলিত প্রয়াস' নামে পরিচিত- সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ। জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা- ৪৬.৫ মিটার [বাংলাপিডিয়ার তথ্য মতে ৪৫.৭২ মি ১৫০ ফুট]।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের সাতটি কোণ যথাক্রমে - ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭১ সালকে নির্দেশ করে।
- 'মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই' ভাস্কর্য অবস্থিত – বিজয় সরণী, ঢাকা।
- মাতৃভাষার স্মরণে ভাস্কর্য মোদের গরব অবস্থিত- বাংলা একাডেমি।
- রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অবস্থিত ভাস্কর্যের নাম- রক্ত সোপান।
- মৃত্যুঞ্জয়ী ভাস্কর্যটি অবস্থিত- বিজয়স্মরণী, ঢাকা।

■ স্থাপত্য/ভাস্কর্য:

স্থপতি/ভাস্কর্য	ভাস্কর্য	অবস্থান
শামীম শিকদার	বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
	বিজয় উল্লাস	আনোয়ার পাশা ভবন, ঢাবি
	স্বামী বিবেকানন্দ	জগন্নাথ হল, ঢাবি
	স্বাধীনতা সংগ্রাম	ফুলার রোড, ঢাবি
	স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি চত্বর, ঢাবি
নিতুন কুণ্ডু	কদম ফোয়ারা	জাতীয় ঈদগাহের সামনে ঢাকা.
	সার্ক ফোয়ারা	সোনারগাঁ হোটেল, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
	সাম্পান	শাহ আমানত বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম
	সাবাশ বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্থপতি/ভাস্কর্য	ভাস্কর্য	অবস্থান
হামিদুজ্জামান খান	ক্যাকটাস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য	রোকেয়া হল, ঢাবি
	রুই কাতলা	ফার্মগেট, ঢাকা
	শান্তির পায়রা	টিএসসি, ঢাকা
	শহিদ মিনার সংলগ্ন আবাসিক এলাকা ভাস্কর্য	শহিদ মিনার সংলগ্ন আবাসিক ভবনের সামনে
	*সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
	স্বাধীনতা	কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা
	*স্মৃতির মিনার	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুল ইসলাম পাশা	*দোয়েল চত্বর	তিন নেতার মাজার এলাকা, ঢাবি
	*শাপলা চত্বর	মতিঝিল, ঢাকা
মোস্তাফা নূরুল কুদ্দুস হিলি	বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা
	*রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ	রাজারবাগ, ঢাকা
মৃণাল হক	অর্ঘ্য	সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ঢাকা
	অতলান্তিকে বসতি (ডলফিন)	নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, ঢাকা
	ঈগল পাখি	পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও
	কোতোয়াল	মিন্টোরোড, ঢাকা
	*গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
	চির দুর্জয়	রাজারবাগ, ঢাকা
	জ্যাংক ইয়ার্ড ফ্যামিলি (অ্যান্টিক গাড়ি)	তেজগাঁও, ঢাকা
	দুর্জয়	রাজারবাগ, ঢাকা
	প্রতিরোধ	মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ
	প্রত্যাশা	ফুলবাড়িয়া , ঢাকা
	*বলাকা (চারটি বক)	মতিঝিল বিমান অফিস, ঢাকা
	বিডিআর ভাস্কর্য	ঝিগাতলা, ঢাকা
	বর্ষা রানী	সাতরাস্তার মোড়, তেজগাও
	বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
	রত্নদ্বীপ	তেজগাঁও, ঢাকা
	রাজসিক বিহার	ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা
মোস্তফা মনোয়ার	*মিশুক	শহিদ জিয়া শিশু পার্ক, শাহবাগ
নভেরা আহমেদ	কৃষক পরিবার	জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গন, ঢাকা
	নারী, শিশু ও পুরুষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	*মা ও শিশু	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আব্দুর রাজ্জাক	*জাগ্রত চৌরঙ্গী (মুক্তিযুদ্ধের ১ম ভাস্কর্য)	জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর
	বিজয় সরণি ফোয়ারা	ফার্মগেট (তেজগাঁও এলাকা)
সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ	*অপরাজেয় বাংলা	ঢাবি কলাভবন
হামিদুর রহমান	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন
সৈয়দ মইনুল হোসেন	*জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার, ঢাকা
মো: মাইনুল	*চেতনা ৭১	কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন
লুই আই কান	*জাতীয় সংসদ ভবন	শেরে বাংলানগর, ঢাকা

স্থপতি/ভাস্কর্য	ভাস্কর্য	অবস্থান
লারোস	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা
বব বুই	কমলাপুর রেলস্টেশন	কমলাপুর, ঢাকা
আব্দুল হুসেইন থারিয়ানি	বায়তুল মোকাররম	গুলিস্তান, ঢাকা
মাসুদ আহমেদ	*তিন নেতার মাজার	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণে
অখিল পাল	*মোদের গরব	বাংলা একাডেমি
মর্তুজা বশীর	স্মারক ভাস্কর্য	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
তানভীর কবির	*মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের	মেহেরপুর
বিশ্বনন্দিত চার নেতা	*শিখা চিরন্তন	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

■ গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা:

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র	• বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮২ সালে। • প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ। • শ্লোগান-আলোকিত মানুষ চাই।
উদীচী	• পরিচয়-সাংস্কৃতিক সংগঠন। • প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৬৮ সালে। • প্রতিষ্ঠাকাল-কথাশিল্পী সত্যেন সেন।
এশিয়াটিক সোসাইটি	• বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষটির নাম-বাংলাপিডিয়া • স্যার উইলিয়াম জোন্স ছিলেন–সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন কনিষ্ঠ বিচারক • পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়–৩ জানুয়ারি, ১৯৫২ • পাকিস্তানে এশিয়াটিক সোসাইটি নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নামকরণ করা হয়-১৯৭২ সালে। • এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রধান – রাষ্ট্রপতি। • বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হয়– এশিয়াটিক সোসাইটি হতে।
বাংলা একাডেমি	• বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সালে। • বাংলা একাডেমিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়– The Bangla Academy Act-1957 আইনের মাধ্যমে। • ভাষা আন্দোলনের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়– বাংলা একাডেমি। • বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ। • বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন– ড. মাযহারুল ইসলাম। • বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক– ড. এনামুল হক। • বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা– বাংলা একাডেমি পত্রিকা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৫৭)। • নজরুল চত্বর ও নজরুল মঞ্চ অবস্থিত– বাংলা একাডেমিতে। • বাংলা একাডেমি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে– ২০১২ সালে। • বাংলা একাডেমির মূল ভবনটির পূর্ব নাম- বর্ধমান হাউস • ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য- মোদের গরব (বাংলা একাডেমির সামনে)। • মোদের গরব ভাস্কর্যের স্থপতি- অখিল পাল। • রবীন্দ্র ও রোকেয়া চত্বর, নজরুল চত্বর ও নজরুল মঞ্চ অবস্থিত- বাংলা একাডেমিতে।
শিল্পকলা একাডেমি	• বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৪ সালে। • বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি- সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। • বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অবস্থিত- সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	• বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৭৬ সালে। • বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা – রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। • শিশু একাডেমি প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির নাম – শিশু। • শিশু একাডেমির জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করে– ১৯৭৮ সাল থেকে। • বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অবস্থান– দোয়েল চত্বর সংলগ্ন। • শিশু একাডেমির প্রাঙ্গনে অবস্থিত ভাস্কর্যের নাম- দুরন্ত।
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র	• প্রতিষ্ঠাতা- অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ • প্রতিষ্ঠা সাল- ১৯৮২ • স্লোগান- আলোকিত মানুষ চাই। • আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয় – আব্দুল্লাহ আবু সাঈদকে।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	• আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অবস্থান- সেগুনবাগিচা, ঢাকা। • আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়– ১৫ মার্চ ২০০১। • আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিলেন– জাতিসংঘের সপ্তম মহাসচিব কফি আনান। • আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করা হয়– ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০। • বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়- ২০০০ সালে।
বাংলাদেশের কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র	• দেশের প্রথম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৮ সালে (টঙ্গী)। • দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত–পুলেরহাট, যশোর। • বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়স সীমা– ৭-১৬ বছর। • বাংলাদেশে কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র – ৩টি (২টি কিশোর, ১টি কিশোরী)। • জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত– কোনাবাড়ী, গাজীপুর।
বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC)	• BPATC এর পূর্ণরূপ– Bangladesh Public Administration Traning Center. • BPATC প্রতিষ্ঠিত হয়– ২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে। • BPATC অবস্থিত–ঢাকা সাভারে।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? [NU- Business: 2013-14]
A. শাহবাগ B. সোনারগাঁও C. কুষ্টিয়া D. শিলাইদহ **B**

02. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত? [NU- Business: 2012-13]
A. দিনাজপুর B. রংপুর C. বগুড়া D. কুমিল্লা **C**

03. আলোকিত মানুষ তৈরির কর্মসূচি কোন সংগঠনের? [NU- Business: 2007-08]
A. ব্র্যাক B. এশিয়াটিক সোসাইটি
C. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র D. গ্রামীণ ব্যাংক **C**

04. দুর্নীতি দমন করতে আমাদের দেশে গঠন করছে কোন সংস্থা? [NU- Business: 2007-08]
A. ব্যুরো অব অ্যান্টি করাপশন B. অ্যান্টি করাপশন কমিশন
C. ন্যাশনাল ব্যুরো অফ রেভিনিউ D. ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ **A**

05. ব্র্যাক একটি- [NU- Business: 2002-03]
A. বিদেশি এনজিও B. দেশি এনজিও
C. আন্তর্জাতিক এনজিও D. প্রাদেশিক এনজিও **B**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. 'মুর‍্যাল'-এর অর্থ-
A. কোলাজ B. দেয়ালচিত্র C. পাতায় আঁকা চিত্র D. নকশা **B**

02. রাজু ভাস্কর্য-র স্থপতি কে?
A. শামীম সিকদার B. শ্যামল চৌধুরী C. রাশা D. হামিদুর রহমান **B**

03. 'উয়ারি বটেশ্বর' কী?
A. প্রাচীন মন্দির B. প্রাচীন জনপদ C. প্রাচীন গ্রন্থ D. প্রাচীন বৃক্ষ **B**

04. মহাস্থানগড়ে কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে?
A. মৌর্য B. কুষাণ C. লাহোর D. চট্টগ্রাম

05. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত?
A. বগুড়া B. কুমিল্লা C. রাজশাহী D. যশোর

06. বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রথম নারী বিচারপতির নাম কী?
A. জিনাতআরা B. নাজমুন আরা সুলতানা
C. শামসুর নাহার D. হোসেন আরা

07. বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র কোনটি?
A. ময়নামতি B. পাহাড়পুর C. মহাস্থানগড় D. সোনারগাঁও

08. ঢাকায় অবস্থিত 'লালবাগ কেল্লা' নির্মাণ শুরু করেছিলেন কে?
A. আযম শাহ B. শাহ সুজা C. টিপু সুলতান D. ইসলাম খান

09. ঐতিহাসিক 'রোজ গার্ডেন' ঢাকার কোথায় অবস্থিত?
A. সোনারগাঁও B. পলাশি C. লালবাগ D. টিকাটুলি

10. বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
A. ময়নামতি B. সোনারগাঁও C. ঢাকা D. পাহাড়পুর

11. সাদৃশ্য বিবেচনা করে সঠিক উত্তরটি বাছায় কর।
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা:-----::সাবাস বাংলাদেশ: নিতুন কুণ্ডু।
A. অলেক রায় B. সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
C. নভেরা আহমেদ D. শামীম সিকদার

12. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি লুই আই কানের জন্ম কোন দেশে?
A. বুলগেরিয়া B. সার্বিয়া C. এস্তোনিয়া D. লিথুনিয়া

13. শওকত ওসমান দীর্ঘদিন কোন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন?
A. সরকারি চাকরি B. শিক্ষকতা C. আইন D. সাংবাদিকতা

14. বিশ্বের প্রথম জাদুঘর কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
A. এথেন্স B. মেসিডোনিয়ায় C. আলেকজান্দ্রিয়ায় D. বুন্দেলখন্ডে

15. লালবাগ কেল্লা কে নির্মাণ করেন?
A. সম্রাট জাহাঙ্গীর B. সম্রাট আকবর
C. সম্রাট শাহজাহান D. সম্রাট আজম শাহ

PRIME TEST

01. প্রাচীন ওয়ারি বটেশ্বর সভ্যতা কোন জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে?
Ⓐ সিলেট Ⓑ বগুড়া Ⓒ নরসিংদী Ⓓ গোপালগঞ্জ

02. বাংলাদেশের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি পোড়ামাটির শিল্পকর্মের জন্য বিখ্যাত?
Ⓐ মহাস্থানগড় Ⓑ ময়নামতি Ⓒ চন্দ্রকেতুগড় Ⓓ পাহাড়পুর

03. ঢাকার লালবাগ কেল্লা নির্মাণের কৃতিত্ব কোন রাজবংশকে দেওয়া হয়?
Ⓐ মুঘল রাজবংশ Ⓑ গুপ্ত রাজবংশ Ⓒ পাল রাজবংশ Ⓓ ব্রিটিশ রাজ

04. বাংলাদেশের প্রথম পতাকা ভাস্কর্য 'পতাকা ৭১' কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ মুন্সিগঞ্জ Ⓑ গাজীপুর Ⓒ বরিশাল Ⓓ রাজশাহী

05. রাজু ভাস্কর্য-র স্থপতি কে?
Ⓐ শামীম সিকদার Ⓑ শ্যামল চৌধুরী Ⓒ রাশা Ⓓ হামিদুর রহমান

06. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
Ⓐ ১৯৫৬ Ⓑ ১৯৭৬ Ⓒ ১৯৭২ Ⓓ ১৯৭৪

07. কোন ভাস্কর্যটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত?
Ⓐ সাবাস বাংলা Ⓑ সোপার্জিত স্বাধীনতা
Ⓒ অপরাজেয় বাংলা Ⓓ সংশপ্তক

08. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ নওগাঁ Ⓑ বিক্রমপুর Ⓒ কুমিল্লা Ⓓ বগুড়া

09. জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
Ⓐ হামিদুর রহমান Ⓑ নভেরা আহমেদ
Ⓒ সৈয়দ মাইনুল হোসেন Ⓓ সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ

10. ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা কত?
Ⓐ ৬০টি Ⓑ ৬৫টি Ⓒ ৭০টি Ⓓ ৭৭টি

Answer Sheet

01.	C	02.	A	03.	A	04.	A	05.	B
06.	B	07	D	08.	C	09.	C	10.	D

অধ্যায় ৯১

বাংলাদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

সাধারণ জ্ঞান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় –১৯২১ সাল ১জুলাই।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশন– নাথান কমিশন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর–রাষ্ট্রপতি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর–স্যার পিজে হার্টস (ফিলিপ জোসেফ হার্টস)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর–স্যার এ. এফ রহমান (উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম ভিসি)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী – লীলা নাগ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষকের নাম- করুণাকণা গুপ্তা (ইতিহাস বিভাগ)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন- ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।
- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় ভিসি – সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩।
- প্রথম মহিলা ডীন ছিলেন- বেগম আজিজুন্নেসা।
- ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯২৪ সালে।
- প্রথম ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভকারীর নাম- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- প্রথম ডক্টর অব লজ ডিগ্রি লাভ করেন- লর্ড ডানডাস।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়- ১ জুলাই (প্রতিষ্ঠার তারিখ)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন- বিনয় ঘোষ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়- ৬১ বছর পর (শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন)। সেই সময় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর দাবিতে ঢাকায় এক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন তিনি, যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত উপমহাদেশের নোবেল বিজয়ী- ৩ জন (১) সি.ভি.রমন (২) আব্দুস সালাম, (৩) অমর্ত্য সেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলামকে যে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন- ডক্টর অব লিটারেচার- ডিলিট (১৯৭৪ সাল)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে যে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন– ডক্টর অব লিটারেচার (১৯৩৬)।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন–আইন বিভাগের।
- ভাষা আন্দোনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন– ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।
- স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালীন ভিসি ছিলেন–বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত মনোগ্রামের স্লোগান–শিক্ষাই আলো।
- সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন– ইতিহাস বিভাগের।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেন – নবাব সলিমুল্লাহ।
- প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ভিসি ছিলেন – বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

ঢাবির প্রতিষ্ঠাকালীন তথ্য

- অনুষদ ছিল - ৩ টি (কলা, বিজ্ঞান ও আইন)।
- বিভাগ ছিল - ১২ টি।
- শিক্ষক ছিলেন - ৬০ জন।
- ছাত্র-ছাত্রী ছিল - ৮৭৭ জন।
- ছাত্রী ছিল - ১ জন (লীলা নাগ)।
- হল ছিল - ৩ টি (শহীদুল্লাহ হল, সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হল)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা ২টি কমিশন

১. নাথান কমিশন- ১৯১২ (প্রধান- ব্যারিস্টার রবার্ট নাথান)
২. স্যাডলার কমিশন- ১৯১৭ (প্রধান- ড. মাইকেল ই স্যাডলার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য

- সম্প্রতি ২৯ অক্টোবর ২০২৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে "ডক্টর অব লজ" ডিগ্রি প্রদান করে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩ তম সমাবর্তনে প্রধান বক্তা ছিলেন- নোবেল বিজয়ী ফরাসি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. জিন তিরোল।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চ্যান্সেলর- মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন (রাষ্ট্রপতি)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি- ড. নিয়াজ আহমেদ খান (৩০তম)।
- ঢাবির শেখ মুজিব ইনস্টিটিউটের নতুন পরিচালক- ড. আবুল বারকাত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর চেয়ার রয়েছে ইতিহাস বিভাগে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু চেয়ারের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম।

■ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা:

দেশের ৫টি শিক্ষা কমিশন

কমিশন	প্রধান	গঠন
কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন	ড. কুদরাত এ খুদা	২৬ জুলাই ১৯৭২
মজিদ খান শিক্ষা কমিশন	ড. মজিদ খান	১৯৮৩
মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন	ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ	১৯৮৭
শামসুল হক শিক্ষা কমিশন	ড. এম শামসুল হক	১৯৯৭
মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন	ড. মনিরুজ্জামান মিঞা	১৫ জানুয়ারি ২০০৩

বিভিন্ন একাডেমি ও ইনস্টিটিউট

একাডেমি/ইনস্টিটিউট	অবস্থান
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি	জলদিয়া, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি	ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম (প্রথমে ছিল কুমিল্লায়)
বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমি	যশোর (প্রথমে ছিল ঢাকা)
বাংলাদেশ মেরিটাইম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট টেকনোলজি অব মেরিন টেকনোলজি	বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি	সারদা, রাজশাহী
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি একাডেমি	শফিপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	বোর্ড বাজার, গাজীপুর

■ শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষানীতি:

- শিক্ষা বলতে বুঝায়- দক্ষতা অর্জন।
- শিক্ষার মূল লক্ষ্য- মূল্যবোধ জাগানো ও ব্যক্তির গুণাবলির যথার্থ বিকাশ।
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে- শিক্ষা ব্যবস্থার উপর।
- উন্নত প্রথায় শিক্ষা দেওয়া বলতে বুঝায়- শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য।
- শিক্ষকের নজর দেওয়া উচিত- অনুসন্ধিৎসু মনের উন্নয়ন ঘটানো।
- শিক্ষক সবচেয়ে বেশি শিখতে পারেন যার কাছ থেকে- বই।
- প্রাথমিক শিক্ষায় স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মূল দায়িত্ব- উপজেলা রিসোর্স সেন্টার।
- পত্রিকা পড়ে, রেডিও শুনে, টেলিভিশন দেখে শেখা, যে ধরনের শিক্ষা- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।
- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ- পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলন।
- যে সূচকটি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের পরিমাপক- ছেলে ও মেয়ে শিশুর অনুপাত।
- বাংলাদেশে শিক্ষার স্তর- ৪টি।
- 'কিন্ডারগার্টেন' পদ্ধতির প্রবর্তক- ফ্রোয়েবল।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়- ১৯৯০ সালে (চালু হয়- ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে)।

- বর্তমানে বাংলাদেশে যে শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক- পঞ্চম শ্রেণি।
- দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক বাধ্যতামূলক করেছে- ৬০ ভাগ।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- নমনীয়তা।
- 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি' চালু হয়- ১৯৯৩ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা 'মাগুরা'-র সাক্ষরতা আন্দোলনের নাম- বিকশিত।
- শিশুর ভাষা শিক্ষায় প্রথম মাধ্যম- মা।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) অবস্থিত- ময়মনসিংহ।
- ডিপিএড উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের যে প্রতিষ্ঠান সনদ প্রদান করে- নেপ।
- যে প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে- এনসিটিবি (NCTB)।
- বাংলাদেশে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়- ১৫টি।
- বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ আছে- ১২টি।
- বাংলাদেশের বর্তমানে গার্লস ক্যাডেট কলেজ- ৩টি (ময়মনসিংহ, ফেনী, জয়পুরহাট)।
- বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অবস্থিত- পতেঙ্গা।
- বর্তমানে দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা- ৫৫টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা- ১১৩টি।
- বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়- ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে- ৭টি।
- দেশের একমাত্র কৃষি জাদুঘর অবস্থিত- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- গাজীপুরে।
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান- UGC (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন)।
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে।
- ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (IUT) অবস্থিত- গাজীপুর।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৬ সালে।
- 'শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়' অবস্থিত- নেত্রকোণা।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশনের নাম- নাথান কমিশন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য- রাষ্ট্রপতি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য- পি জে হার্টগ।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন- আর সি মজুমদার।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডিন- বেগম আজিজুন্নেছা।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডি. লিট উপাধি দেয়- ১৯৩৬ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলামকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়- ১৯৭৪ সালে।
- ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম- কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে- কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
- 'এমেরিটাস প্রফেসর' এর মেয়াদ- আজীবন।
- 'ভারতেশ্বরী হোমস' এর প্রতিষ্ঠাতা রণদা প্রসাদ সাহা।
- বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়- ২০১০ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন- কুদরাত এ খুদা কমিশন।
- বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- 'একমুখী শিক্ষাক্রম' এর সুপারিশ করেছে- কুদরাত এ খুদা কমিশন।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ প্রবর্তন করা হয় - ২০১১ সালে।

■ **জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়:** ১৯৯২ সালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সারাদেশের অধিভুক্ত কলেজ ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করে। বর্তমানে এটি অধীনে প্রায় ২২৫৭টি কলেজ রয়েছে।

নীতিবাক্য: সকল জ্ঞানীর উপরে আছেন এক মহাজ্ঞানী

বর্তমান উপাচার্য: এ এস এম আমানুল্লাহ।

দেশের ৩টি শিক্ষানীতি কমিটি

নাম	প্রধান	গঠনকাল
জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ	কাজী জহির আহমেদ ও আবদুল মান্নান	৫ই আগস্ট ১৯৭৪
শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি	মুহাম্মদ আবদুল বারী	২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৫
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	৩য় এপ্রিল ১৯৭৯

■ **স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:**

- Covid-19 হলো - RNA ভাইরাস।
- দেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়- ৮ মার্চ ২০২০।
- বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণীত হয়েছে- ২০১১ সালে।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে।
- বারডেম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা- ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম।
- দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহতদের চিকিৎসার্থে মহাসড়কের পার্শ্বে নির্মিত চিকিৎসা কেন্দ্র - ট্রমা সেন্টার।
- বাংলাদেশে ট্রমা সেন্টার রয়েছে- ৫টি।
- জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে মোট প্রতিরক্ষক টিকা দেয় হয়- ৭টি।
- 'সূর্যের হাসি' - মা ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রতীক।
- বাংলাদেশে ১০০০ জন শিশুর জন্য কতজন মা প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করে- ১.৬
- বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর যে কারণটি বেশি- Severe bleeding (PPH)।
- মাতৃমৃত্যু কমানোর সফল মডেল হলো- কাপসিয়া মডেল।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন ছুটি- ৬ মাস।
- বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়- ৫টি।
- ঢাকা মেডিকেল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৬ সালে।
- দেশে সরকারি মানসিক হাসপাতাল আছে- ১টি।
- রংধনু- স্বাস্থ্যসেবার প্রতীক।
- সবুজছাতা- স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার প্রতীক।
- 'জীবনতরী' - দেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল।
- 'খাবার স্যালাইন ও 'বেবি জিঙ্ক' ট্যাবলেটের অধিকারক- আইসিডিডিআর,বি (icddr,b)
- বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে- কইলেরিয়া ও পোলিও রোগ
- পানিতে সহনীয় মাত্রায় আর্সেনিকের পরিমাণ- ০.০১ মিগ্রা/লি.।
- বাংলাদেশের পানিতে গ্রহণযোগ্য আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা- ০.০৫ পিপিএম
- দেশের প্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট অবস্থিত- টুঙ্গিপাড়া।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বাংলাদেশের 'হেলদি সিটি' ঘোষণা করে চট্টগ্রামকে।

- জীবনতরী- বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল (১৯৯৯)।
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হয়েছে- ২০১১ সালে
- WHO বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষনা করে- ২৭ মার্চ, ২০১৪।

■ **বাংলাদেশের অর্থনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:**

- বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়- ১৯৯১ সালে।
- জিডিপির বৃহৎ খাত- ৩টি (কৃষি, শিল্প, সেবা)।
- জিডিপিতে যে খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি- সেবাখাত (৫১.৪৮%)।
- জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির হার বেশি- শিল্পখাতে (৯.৮৬%)।
- সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান- কৃষিখাতে (৪৫.৩৩%)।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান- পরিকল্পনা কমিশন (১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে- পরিকল্পনা কমিশন।
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান- প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত মোট কতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছে- ৮টি।
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর মেয়াদ ছিল- (১৯৭৩-১৯৭৮)।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ- জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫।

- প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ- ২০১০ থেকে ২০২১ সাল।
- দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর সময়কাল- ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল।
- বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে- ২০৪১ সালে।
- বাংলাদেশে ডেল্টা প্ল্যান কত বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে- ১০০ বছর।
- বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্নমাধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে- ১ জুলাই ২০১৫।
- দেশের মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়- মাথাপিছু আয়।
- মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ- নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ।
- বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়- ২৭৮৪ মার্কিন ডলার।
- দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার- ১৮.৭%।
- চরম দারিদ্র্যের হার ৫.৬%
- দারিদ্র্য বিমোচনে যে কর্মসূচিটি এখন পর্যন্ত সফল হিসেবে বিবেচিত হয়- ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।
- PRSP হচ্ছে- দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কৌশলপত্র।
- PRSP এর পূর্ণাঙ্গ রূপ- Poverty Reduction Strategy Papers.
- দারিদ্র্য বিমোচনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি- VGF (Vulnerable Group Feeding), VGD (Vulnerable Group Development), পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS), শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (UCD)।
- উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা দেখা দিত- ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাসে।
- বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয়- ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম হলো- বাংলাদেশের সার্বিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণকারী সংস্থা।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের (BDF) প্রতিষ্ঠাকালীন নাম- বাংলাদেশ এইড গ্রুপ (BAG)।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী সংস্থা- বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য অর্জন করে- জাপান থেকে।
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদানকারী গোষ্ঠী বা সংস্থা- IDA।
- সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য IDA সারাবিশ্বে পরিচিত- Soft Loan Window নামে।
- পরোক্ষ কর হলো- মূল্য সংযোজন কর (VAT)।
- National Board of Revenue বা NBR প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- VAT বা মূসক চালু হয়- ১ জুলাই, ১৯৯১ (দিবস- ১০ ডিসেম্বর)।
- জাতীয় আয়কর দিবস- ৩০ নভেম্বর।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চালু হয়- ১৯৭২ সালে।

পিআরএসপিসমূহ:

কৌশলপত্র	মেয়াদকাল
PRSP-I	২০০৫-২০০৮
PRSP-II	২০১০-২০১২

বাংলাদেশের ৮টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ:

পরিকল্পনাসমূহ	সাল
প্রথম	১৯৭৩-৭৮
দ্বিতীয়	১৯৮০-৮৫
তৃতীয়	১৯৮৫-৯০
চতুর্থ	১৯৯০-৯৫
পঞ্চম	১৯৯৭-২০০২
ষষ্ঠ	২০১১-২০১৫
সপ্তম	২০১৬-২০২০
অষ্টম	২০২০-২০২৫

রিয়েল টেস্ট বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন? [NU- Business: 2013-14]
A. ড. কুদরত-ই-খুদা B. অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
C. অধ্যাপক এম.শামসুল হক D. মিঃ নুরুল ইসলাম নাহিদ **B**

কোনটি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য? [NU- Business: 2012-13]
A. মাংস B. ভাত
C. সবজি D. ফল **A**

03. ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন? [NU- Business: 2009-10]
A. লর্ড ক্লাইভ B. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
C. লর্ড মিন্টো D. লর্ড মাউন্টব্যাটেন **D**

04. কোনটি খাদ্য সংরক্ষক? [NU- Business: 2008-09]
A. ভিনেগার B. চিনি C. লবণ D. সবকটি **A**

05. কোনটি শিশুর আচরণগত সমস্যা? [NU- Business: 2008-09]
A. আঙুল চোষা B. দেরিতে হাঁটা C. চুপ করে থাকা D. অতিরিক্ত ঘুমানো **A**

06. কাপড়ের রং ধরে রাখতে সাহায্য করে- [NU- Business: 2008-09]
A. ব্লিচিং B. মরড্যান্ট C. অম্ল D. ক্ষার **A**

07. নবজাতক বলা হয় কোন বয়স পর্যন্ত? [NU- Business: 2007-08]
A. জন্মের প্রথম দু'সপ্তাহ B. এক সপ্তাহ
C. ১৩ দিন D. ১৮ দিন
Note: সাধারণত শিশুর জন্মের প্রথম দিন থেকে ২৮ তম দিন পর্যন্ত সময়কালের শিশুকে বলা হয় নবজাতক।

08. সম্প্রতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কোন রোগের কারণে পোল্ট্রি শিল্প চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়? [NU- Business: 2003-04]
A. সার্স B. রানীক্ষেত C. বসন্ত D. বার্ড ফ্লু **D**

09. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে? [NU- Business: 2001-02]
A. ১৯৯৩ B. ১৯৭৮ C. ১৯৯১ D. ১৯৯২ **D**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতবর্ষের প্রথম গবেষণা-প্রকাশনা মেলা অনুষ্ঠিত হয় ——— সালে।
A. ২০২২ B. ২০২১ C. ২০২০ D. ২০১৯ **A**

02. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন তিনটি অনুষদ হলো-
A. কলা, বিজ্ঞান, আইন B. কলা, বাণিজ্য ও জীববিজ্ঞান
C. কলা, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান D. কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য **A**

03. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল–
A. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত B. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
C. আবুল হাশিম D. নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী **D**

04. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা কে ছিলেন?
A. অধ্যাপক রেহমান B. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
C. অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম D. অধ্যাপক অনুপম সেন **B**

05. 'Education' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত?
A. গ্রিক B. ল্যাটিন C. হিব্রু D. জার্মান **B**

06. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যের শিল্পী কে?
A. হামিদুজ্জামান B. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ
C. মৃণাল হক D. নিতুন কুন্ডু **B**

07. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য কে ছিলেন?
A. স্যার এ. এফ. রহমান B. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার **A**
C. ড. মাহমুদ হাসান D. বিচারপতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম

08. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কালো দিবস" কোনটি?
A. ১৫ ই আগষ্ট B. ২১ শে আগষ্ট
C. ২৩ শে আগষ্ট D. ৭ ই আগষ্ট **C**

09. কোন ইংরেজ ভাইসরয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন?
A. লর্ড মিন্টো B. লর্ড কার্জন
C. লর্ড চেমসফোর্ড D. লর্ড হার্ডিঞ্জ **D**

10. ১৯৭৪ সালে কোন ব্যক্তিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' ডিগ্রি দেয়া হয়?
A. স্যার যদুনাথ সরকার B. শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়
C. কবি কাজী নজরুল ইসলাম D. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন **C**

11. ইউজিসির বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
A. অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ B. অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
C. অধ্যাপক আব্দুল মান্নান D. অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী **A**

12. শিক্ষাগত অর্জনের জন্য কে 'নন্দনমুখর' উপাধি পান?
A. এম. এস. শ্রীনিবাস | B. টি. এস. মদন
C. এম. এইচ. মরগান | D. আন্দ্রে বেতেল — **A**

13. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন?
A. ড. আবুল আজিজ খান | B. ড. এ আর মল্লিক
C. অধ্যাপক আবুল ফজল | D. ড. আবুল করিম — **D**

14. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন সালে স্থাপিত হয়?
A. ১৯৫৬ | B. ১৯৪০
C. ১৯৫২ | D. ১৯২১ — **D**

15. 'সুরক্ষা' অ্যাপটি কি বিষয়ক?
A. নিরাপত্তা বিষয়ক | B. টিকা বিষয়ক
C. বিনোদন বিষয়ক | D. আয়কর বিষয়ক — **D**

PRIME TEST

01. একনেক (ECNEC)-এর প্রধান কে?
(A) প্রধানমন্ত্রী | (B) অর্থমন্ত্রী
(C) বাণিজ্যমন্ত্রী | (D) পরিকল্পনামন্ত্রী

02. বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সর্বোচ্চ আয় করে?
(A) আয়কর | (B) শুল্পকর
(C) আমদানি-রপ্তানি শুল্ক | (D) মূল্য সংযোজন কর

03. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল–
(A) ১৯৭২-১৯৭৭ | (B) ১৯৭৪-১৯৭৯
(C) ১৯৭৩-১৯৭৮ | (D) ১৯৭৫-১৯৭৯

04. বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট (VAT) চালু হয়-
(A) ১৯৯১ | (B) ১৯৭৩
(C) ১৯৮৬ | (D) ১৯৯৬

05. বাংলাদেশের জাতীয় আয় গণনায় দেশের অর্থনীতিকে ক'টি খাতে ভাগ করা হয়?
(A) ১২ | (B) ১৩
(C) ১৪ | (D) ১৫

06. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে?
(A) চীন | (B) ভারত
(C) যুক্তরাজ্য | (D) থাইল্যান্ড

07. পরিকল্পনা কমিশনের গৃহিত পদক্ষেপ অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন মেয়াদ পর্যন্ত হবে?
(A) ২০১৫-২০১৯ | (B) ২০১৬-২০২০
(C) ২০১৭-২০২১ | (D) ২০১৮-২০২২

08. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কত সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন–
(A) ২০১০ | (B) ২০১১
(C) ২০০৯ | (D) ২০১২

09. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন?
(A) অ্যাডেন হার্টজ | (B) পি. জে. হার্টজ
(C) ল্যাথান হার্টগ | (D) পি. জে. থমসন

10. ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে কোন উপাচার্য পদত্যাগ করেছিলেন?
(A) স্যার এ.এফ. রহমান | (B) রমেশচন্দ্র মজুমদার
(C) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন | (D) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

Answer Sheet

01.	A	02.	D	03.	C	04.	A	05.	D
06.	A	07	B	08.	C	09.	B	10.	D

অধ্যায় ০২ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা:

- মিশরের নগর সভ্যতার সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ আজকের ইরাক অঞ্চলের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উর্বর উপত্যকায় কয়েকটি নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই কয়েকটি সভ্যতাকে একত্রে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বলা হয়।
- বর্তমানের ইরাক, ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক ও কুয়েত রাষ্ট্রগুলো এই সভ্যতার ছিল। তবে অধিকাংশই ইরাকে অবস্থিত।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা-মেসোপটেমিয়া সভ্যতা।
- 'মেসোপটেমিয়া' কথাটির অর্থ-দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে ওঠে- ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস (ফোরাত ও নদীর তীরে।
- ইরাক দেশের পূর্বনাম – মেসোপটেমিয়া।
- সেচ নির্ভর প্রাচীন সভ্যতা বলা হয়- মেসোপটেমিয়া সভ্যতাকে।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পর্যায় ছিল- ৪টি। সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, ক্যালডীয় সভ্যতা।

সুমেরীয় সভ্যতা

সুমেরীয় সভ্যতা:

- মেসোপটেমিয়ায় গড়ে ওঠা সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা। প্রথম মহাকাব্য গিলগামেশ (কিউনিফর্ম লিপিতে লিখিত) রচনা করেন (গিলগামেশ ছিলেন উরুক নগরের শাসক)। সুমেরীয়দের আদিবাস ছিল পাহাড়ী অঞ্চলে। সুমেরীদের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি।
- সুমেরীয় গিলগামেশ ছিল– উরুক নগরের শাসক।
- পাঠোদ্ধারকৃত পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন লিপি– কিউনিফর্ম।
- সভ্যতায় সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল-লিখন পদ্ধতি (কিউনিফর্ম)। কিউনিফর্ম হলো অক্ষর ভিত্তিক বর্ণলিপি।
- কিউনিফর্ম ছিল - (V) আকৃতির অক্ষর।
- সুমেরীয় রাজার পদবি ছিল- লুগাস।
- সুমেরীয়দের প্রধান ধর্ম মন্দিরের নাম- জিগুরাত।
- পাটিগণিতের গুণ পদ্ধতি আবিষ্কার করে- সুমেরীয়রা।
- জলঘড়ি ও চন্দ্রপঞ্জিকার আবিষ্কার করে - সুমেরীয়রা।
- সুমেরীয় দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহর– টেম্পল টাউন।
- সভ্যতায় সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড়ো অবদান- চাকা আবিষ্কার।
- সুমেরীয় শাসক উরনামু যিনি প্রথম ইতিহাসে লিখিত আইনের প্রচলন করে যা **Code of ur Nammu** নামে পরিচিত।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা:

- অ্যামেরাইট জাতি আনুমানিক ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ সভ্যতা গড়ে তোলে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন বিখ্যাত অ্যামেরাইট নেতা হাম্মুরাবি।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি- হাম্মুরাবি।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়-হাম্মুরাবির শাসনামলকে।
- সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান ছিল- আইন প্রণয়নে।
- ব্যাবিলনীয়দের আইন যে নামে পরিচিত ছিল- হাম্মুরাবির আইন।
- সর্বপ্রথম পঞ্জিকা প্রচলন হয়- ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়।
- পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইনের প্রচলন হয়- ব্যাবিলনে।
- ব্যাবিলনীদের প্রধান দেবতার নাম ছিল– মারডুক (প্রধান দেবী– ইশতার)
- পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া যায়– ব্যাবিলনের উত্তরে গাথুর ধ্বংসাবশেষে।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয় হাম্মুরাবির শাসন আমলকে। ব্যাবিলনীয় সম্রাট হাম্মুরাবি বিশ্ববিখ্যাত হাম্মুরাবি আইন তৈরি করেছিলেন। ১২টি পাথর টুকরোতে খোদায় করা ২৮২টি আইনের এ সংকলন পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত আইন। এটি 'কোড অব হাম্মুরাবি' নামে পরিচিত।

- প্রাচীন মিশরীয়রা ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। চিত্রলিপি ছিল এক একটি ভাবপ্রকাশ প্রতীক। যাকে হায়ারোগ্লিফিক বলা হয়েছে। যার অর্থ পবিত্র লিপি। মৃতদেহ সৌন্দর্য করার জন্য শিল্পীরা বিশেষ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করত।
- ওসিরিস হলো- নীল নদের দেবতার নাম। তাকে (ওসিরিস) পশু-পুনর্জন্মের বিধাতা হিসেবে মিশরীয়রা মনে করতেন।
- পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন জীবিত বৃক্ষ- পিরামিড।
- মিশরের সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় পিরামিড হচ্ছে- পিরামিড যা কায়রো শহরের পিরামিড।
- মিশরীয়দের সবচেয়ে বড় গৌরব- স্ফিংক্স তৈরিতে।
- ১৯২২ সালে হাওয়ার্ড কার্টার- তুতেনখামেনের সমাধী আবিষ্কার করেন।
- মিশরের প্রাচীন রাজাদের বলা হতো ফারাও। মিশরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাসী ছিল। তাই মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয় পিরামিড। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হল ফারাও খুফুর পিরামিড। ১৫ একর জায়গা জুড়ে নির্মিত এই পিরামিড এর উচ্চতা ছিল সাড়ে চারশত ফুট। পিরামিডগুলোর গায়ে সিংহ আকৃতির মূর্তি থাকে যাকে স্ফিংক্স বলে।

■ গ্রিক সভ্যতা:

- গ্রিসের বিখ্যাত দার্শনিক- সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল।
- প্লেটোর গুরু শিক্ষক ছিলেন-সক্রেটিস।
- গ্রিসদের অবদান ছিল- সভ্যতার কেন্দ্র।
- প্রথম নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে- গ্রিক সভ্যতায়।
- সভ্যতা ক্ষেত্রে গ্রিসদের অবদান ছিল- জ্যামিতি (উপপাদ্য, পদার্থ ও চিকিৎসা)।
- পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অংকন করে- গ্রিক বিজ্ঞানীরা।
- গ্রিক সভ্যতার অন্যতম অবদান- গণতন্ত্র।
- প্রথম নগর রাষ্ট্র ছিল- গ্রিসের স্পার্টা।
- হেলেনীয় সভ্যতার নাম- গ্রিক।
- সামরিক রাষ্ট্র স্পার্টা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র- এথেন্স
- গ্রীকদের সবচেয়ে বড় অবদান- নগর গঠন
- গ্রীকদের ১২টি দেব-দেবী ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দেব-দেবী- জিউস (Zeus), হেরা (Hera), এথেনা (Athna), এরিস (Ares), অ্যাপোলো (Apollo), ডিমিটার (Demeter), হারমেস (Hermes), নিকে (Nike), আফ্রোডিটি (Aphrodite), এরোস (Eros), আরটেমিস (Artemis)।
- সক্রেটিসকে সর্বজ্ঞানীদের গুরু বলা হয়। সক্রেটিসের ছাত্র প্লেটো।
- সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তি- প্রকৃত জ্ঞান নিজেকে জানার মধ্যে, অন্যকিছু জানার মধ্যে নয়। নিজেকে জানো; বিশ্বকে জানার শুরু।
- প্লেটো ৩৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দর্শনের স্কুল Academia প্রতিষ্ঠা করেন। আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণাটি- প্লেটোর। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Republic'.
- প্লেটো সক্রেটিস এর শিক্ষার বক্তব্যগুলো নিয়ে "ডায়লগস অব সক্রেটিস" নামে আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।
- প্লেটোর বিখ্যাত উক্তি-
- Virtue is Knowledge and Education is the main thing to acquire virtue.
- শাসক যদি শাসকের ন্যায় আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি দুর্নীতি পরায়ণ হয় তাহলে আইন নিরর্থক।
- প্লেটোর ছাত্র- এরিস্টটল। এরিস্টটলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম- লাইসিয়াম।
- গ্রিসের মহাকবি হোমারের মহাকাব্য- ইলিয়ড ও ওডিসি।
- হোমারকে বলা হয়- অন্ধ কবি।
- গ্রিসের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটকার ছিলেন- এস্কাইলাস। তার বিখ্যাত বিখ্যাত নাটক- প্রমিথিউস বাউন্ড।
- গ্রিক ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়।
- থুকিডাইডিসকে বলা হয় বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক।
- খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে গ্রিসে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

■ রোমান সভ্যতা:

- রোমান সাম্রাজ্য ব্রিটেন থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
- রোমানরা ২১০ খ্রিস্টাব্দে ইতালির টাইবার নদীর তীরে আরব নামে একটি শহর গড়ে তোলে যা পরবর্তীতে আরবীয় নামে পরিচিত। ইতিহাসে যা রোম হিসেবে পরিচিত হয়ে সমধিক খ্যাতি লাভ করে। পৃথিবীতে আরবীয়রা প্রথম সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। পৃথিবীর আরবীয়রা প্রথম সংখ্যার প্রচলন করে এবং যুক্তিবাদের ব্যবহার করে।
- রোমান স্থাপত্যের উদাহরণ- কলোসিয়াম, কনস্টানটাইন, অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি।
- রোমান সভ্যতার রাজধানী ছিল- সিজার।
- রোমে প্রচুর ২৮০ মাইল ড্রেন তৈরি করেন- আরবীয়রা।
- রোমান পরিচালন ব্যবস্থা ও মুদ্রাব্যবস্থা চালু করেন- আরবীয়রা।
- দুই রোম সেনেট মুক্ত ব্যবস্থা করে- আরবীয়রা।
- রোমে পানির ব্যবস্থা করে- আরবীয়রা।
- রোমে পুনরায় নাম ছিল- শাকার। আরবীয় মুসলি নিজেকে সূর্যদেবতা বলে এই প্রতিনিধি হিসেবে মনে করতেন।
- রোমান সভ্যতা কাল হয় খ্রিস্টপূর্ব ৯২২ অব্দে।
- রোমান সৈন্যরা প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতিক সাফল্যের শীর্ষে ছিল- রোমান সভ্যতা
- রোমানরা তাদের সাম্রাজ্য ইতালিকে সেতু (১২) অভিমান চালিয়ে যোগাযোগ এই প্রাচীন সভ্যতা আরবীয়রা নিদর্শন রেখে গিয়েছে।

■ ক্রীটান সভ্যতা:

- ক্রীট দ্বীপের নোসস শহরে বার্ষিক শহরে আদিতম সভ্যতা গড়ে তোলে যা ইতিহাসে মিনোয় বার্ষিকীয় সভ্যতা নামেও পরিচিত।
- আবিষ্কার মাধ্যমের বিভিন্ন প্রমাণ দেখতে পাবে। তাদের প্রথম দেবতা ছিল বুলটি।
- ক্রীটীয় সভ্যতার অপর নাম- নতুন বার্ষিকীয় সভ্যতা।
- সভ্যতা আবিষ্কারিতদের অবদান ছিল- বার্ষিকদের শূন্য (বুলড) উদ্যান (The Palatine Garden of Babylon) তৈরি।
- বার্ষিকদের শূন্য উদ্যান তৈরি করেন- রাজা নেবুচাদনেজার।
- ৩ দিন সপ্তাহ গণনা শুরু করেন- আরবীয়রা।
- ক্রীটীয় সভ্যতার পতন ঘটে- পারস্যের আক্রমণের ফলে।

■ মিশরীয় সভ্যতা:

- মিশরীয় নদী সভ্যতা গড়ে ওঠে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে নীল নদের অববাহিকায়।
- মিশরে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলা হয় ৫০০০-৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সময়কে। মিশর গড়ে ওঠে ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রকে বলা হতো 'নোম'। নীল নদকে কেন্দ্র করে এ সভ্যতা গড়ে ওঠে বলে গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে বলেছেন নীল নদের দান।
- মিশরীয় সভ্যতার প্রধান অবদান- কৃষি ক্ষেত্রে (নীল নদে বাঁধ দিয়ে মিশরীয়রা প্রথম কৃষি কাজ শুরু করে)।
- সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান ছিল- পিরামিড, লিখন পদ্ধতি, জ্যোতির্বিদ্যা।
- মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম - হায়ারোগ্লিফিক।
- প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো-ফারাও।
- মৃতদেহ মৃতদেহের পচনের হাত থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয়রা তৈরি করত- মমি পিরামিড।
- মিশরের নীল নদের নাম বহে অতিরিক্ত করেছেন- হেরোডোটাস।
- ইতিহাস শুরু নির্মাতা বলা হয়ে - মিশরীয়দেরকে।
- ৩৬৫ দিনের বছর গণনা শুরু করে- মিশরীয়রা।
- ১২ মাসে বছর ও ৩০ দিনে মাস এ গণনারীতির আবিষ্কার- মিশরীয়দের।
- পাপিরাস একটি নলখাগড়া যা লেখনীর কাজে ব্যবহৃত হত।
- মিশরীয়দের মূর্ত দেবতার নাম ছিল- এটেন।
- ইখনাটন- সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঈশ্বরের ধারণা দেন।

■ **সিন্ধু সভ্যতা:**
- তাম্রযুগের এ সভ্যতা সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো (এর অর্থ হলো মৃতের টিবি) ও হরপ্পাতে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০-২৭৫০ অব্দের মধ্যে। ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা হলো- সিন্ধু সভ্যতা।
- এটি ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা। সভ্যতার ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা পরিকল্পিত নগরীর ধারণা দিয়েছে। এ সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবন। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়।
- সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তোলে- দ্রাবিড় জাতি।
- সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়- পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা।
- যে নৃ-তাত্ত্বিক সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের পথ দেখান-আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮৭২-৭৫ সালে)
- সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়-১৯২১ সালে।
- আবিষ্কারক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় (১৯২২ সালে), জন মার্শাল ও দয়ারাম সাহনি।
- যে সভ্যতা প্রথম বাটখারা ব্যবহার শুরু করে- সিন্ধু সভ্যতা।
- তারা স্কেল ব্যবহার করত দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য।
- সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত।
- হরপ্পা ও মহেঞ্জদারোতে হাড় ও পাথরের তৈরি সীল-মোহর পাওয়া গেছে।
- সিন্ধু সভ্যতার মাটির পাত্রের সাথে মেসোপটেমিয়ার মাটির পাত্রের মিল রয়েছে।

■ **হিব্রু সভ্যতা:**
- প্যালেস্টাইনের জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে হিব্রু সভ্যতা। হিব্রু কোনো জাতির নাম নয়, এটি একটি সেমেটিক ভাষা। বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা হিব্রুদের বংশধর।
- হিব্রু সভ্যতা যে নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে- জেরুজালেম।
- হিব্রু জাতি বর্তমানে যে দেশে বসবাস করে- ইসরাইল।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা- হিব্রু।
- হিব্রুদের সবচেয়ে বড় অবদান- ধর্মের ক্ষেত্রে।
- হিব্রু শব্দের অর্থ হলো- নিচু বংশের লোক বা যাযাবর।
- হিব্রুরাই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে একেশ্বরবাদের কথা প্রচার করে।

■ **পারস্য সভ্যতা:**
- আজকের ইরানে পারস্য সভ্যতা গড়ে উঠে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-৬০০ অব্দে। পারসীয়ানরা মনে করত তাদের পূর্বপুরুষ ছিল একিমেনিস। তাই একে একিমেনিট সম্রাজ্য বলা হতো। পার্সেপোলিস ছিল অ্যাকামেনিডে রাজধানী।
- পারস্যের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল শাসক ছিলেন- দারিয়ুস ও কাইরাস।
- পারসিক দিনপঞ্জি তৈরি করেন- দারিয়ুস।
- সভ্যতায় পারস্যদের অবদান ছিল- ধর্ম সংস্কার ও প্রশাসন ব্যবস্থায়, এদের ধর্মের নাম ছিল জরথ্রুস্টবাদ।
- পারস্যের ধর্ম গ্রন্থের নাম ছিল- আবেস্তা।
- জরথ্রুস্ট ছিলেন- প্রাচীন ইরানের ধর্ম গুরু।
- পারস্যের সভ্যতার অধিবাসীরা সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল।
- দক্ষ প্রসাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন ধারণা নিয়ে আনা পারসীয়দের অবদান ছিল।
- মৃতের সৎকারের জন্য- চিল ঘর।
- আলেকজান্ডার ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সমগ্র পারস্য সম্রাজ্যকে দখল করে।

■ **ফিনিশীয় সভ্যতা:**
- ফিনিশীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান- বর্ণমালা উদ্ভাবন বা লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার।
- ফিনিশীয়রা ব্যঞ্জনবর্ণ উদ্ভাবন করে- ২২টি। (আধুনিক বর্ণমালার সূচনা হয় তাদের উদ্ভাবিত বর্ণমালা থেকে।
- ইউরোপীয়রা কাগজ, কলম, কালির ব্যবহার শিখে- ফিনিশীয়দের কাছ থেকে।
- ফিনিশীয়রা নিপুণভাবে কাপড় তৈরি, রং করা, মাটির পাত্র তৈরি করত।
- ফিনিশীয়দের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

■ **হিট্টাইট সভ্যতা:**
- লৌহ ব্যবহার প্রথম শুরু করে যে সভ্যতার মানুষেরা- হিট্টাইট।
- হিট্টাইট সভ্যতায় এশিয়ার মাইনরে লৌহ যুগ সূচনা হয়- ১২০০ খ্রিস্টপূর্ব
- হিট্টাইটদের ধর্মে প্রভাব স্পষ্ট ছিল- হুরিয়ানদের।
- আগুনের আবিষ্কার প্রাচীন পাথরের যুগে।
- তামা ও ধাতুর ব্যবহার হয়- ব্রোঞ্জ যুগে।
- ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে হিট্টাইট সভ্যতা ধ্বংস হয়।

■ **রোমান সভ্যতা:**
- রোম নগরীর নামকরণ করা হয় ল্যাটিন রাজা রোমিউলাসের নামানুসারে। রোমান সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা নয়। জুলিয়াস সিজার ছিলেন রোমের সম্রাট (তার বিখ্যাত উক্তি- এলাম, দেখলাম, জয় করলাম)।
- রোমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল- আইনের ক্ষেত্রে।
- রোমের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল- দাস শ্রমের ওপর।
- রোমান সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শন- কলোসিয়াম (নাট্যশালা)।

■ **ইনকা সভ্যতা:**
- দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীনতম সভ্যতা হলো ইনকা সভ্যতা। মানকো কেপ ছিলেন এই সভ্যতার স্থপতি (ব্যাপ্তিকাল ১৪৩৮-১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ)। যদিও ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল পেরুতে। তবে ইনকা সভ্যতার মানুষ বসবাস শুরু করেছিল চিলিতে।
- ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে।
- ইনকা সভ্যতার স্থপতি-মানকো কোপেন।
- সর্বপ্রথম পানির সাহায্যে সেচ পদ্ধতি আবিষ্কার করে- ইনকারা।
- আজও ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়- মাচুপিচুতে।
- ১৫৩২ সালে নাবিক ফ্রান্সিসকো পিজারোর হাতে ইনকা সভ্যতার পতন ঘটে।

■ **চৈনিক সভ্যতা:**
- চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে। তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা বেড়ে উঠতে থাকে। দক্ষিণ চীনে, হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে।
- চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- চীন দেশে ; চীনের রাজাকে বলা হয়- সন অব গড
- ঘুড়ির জন্ম হয়- প্রাচীন চীনে।
- চীনের প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন- কনফুসিয়াস।
- পৃথিবীতে মনুষ্য নির্মিত সর্ববৃহৎ স্থাপনা হলো- চীনের গ্রেট ওয়াল বা মহাপ্রাচীর।
- আর্ট অফ ওয়ার/রণকৌশল যুদ্ধবিদ্যার বই রচনা করেন- সানু জু।
- চীনাদের রচিত প্রাচীন পাটিগণিত গ্রন্থ- চিউ চ্যাং সুয়ান শু।
- আধুনিক আমলাতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এই সভ্যতার বিশেষ অবদান।
- চীনের প্রাচীনতম দার্শনিক লাওৎসে এর মতবাদের নাম- তাওবাদ।

■ **মায়া সভ্যতা:**
- মায়া সভ্যতার সূত্রপাত হয়- খ্রি.পূর্ব ১০০০ অব্দে।
- মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়েতেমালা, বেলিস, হন্ডুরাস এবং এলসালভাদরের পশ্চিম অঞ্চলে।
- মায়াদের প্রথম লিখিত লিপি হলো- হায়ারোগ্লিফিক।
- মায়ান ক্যালেন্ডারের নাম - হাব।
- মায়ানরা মাস গণনা করে-২০ দিনে, বছর গণনা করে - ১৮ মাসে।

■ **ইজিয়ান সভ্যতা:**
- ইজিয়ান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দে ইজিয়ান সাগরের তীরবর্তী পূর্ব বলকান অঞ্চল নিয়ে।
- ইজিয়ান সভ্যতার তথ্য পাওয়া যায়- গ্রিক কবি হোমারের "ইলিয়ড" ও "ওডিসি" মহাকাব্য থেকে।
- ইজিয়ান সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত শহর হলো- ট্রয়, মেডলস, রোডস, নসস, সাইসেনিয়া, টেরিমস প্রভৃতি।
- প্রাক--ক্লাসিক্যাল গ্রিক সভ্যতাকে বলা হয়- 'ট্রজিয়ান' সভ্যতা।

হেলেনিস্টিক সভ্যতা:
- হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়।
- হেলেনিস্টিক সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করেন- ম্যাসিডোন অধিপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।
- হেলেনিস্টিক সভ্যতা যে যে অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল- মিসর, এশিয়া মাইনর, গ্রিস ও ম্যাসিডোনসহ আলেকজান্দ্রিয়ার সমগ্র অঞ্চল।
- হেলেনিস্টিক সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে- খ্রিস্টপূর্ব ৩১ অব্দে।

ইসলামি সভ্যতা:
- ইসলামি সভ্যতার আবির্ভাব ঘটে- পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতেই।
- আরব জাতির মূল আবাস ছিল- দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন অঞ্চলে।
- আরব জাতির নামকরণ হয়- কাহতানের সূত্র ইয়ারেবের নামানুসারে।
- আরব শব্দের উৎপত্তি হয়- আরাবাত থেকে।
- গিনেজ বুকের রেকর্ড অনুসারে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়- আল কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয় (মরক্কো)।
- আল কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা- মহিয়সী নারী ফাতিমা আল ফিহরি (৮৫৯ সালে)।

অ্যাজটেক সভ্যতা:
- অ্যাজটেক সভ্যতার সময়কাল- ১৩০০ থেকে ১৫২১ খ্রিস্টাব্দ।
- অ্যাজটেক সভ্যতার উৎপত্তি হয়- মেক্সিকো ও গুয়েতেমালায়।
- এই সভ্যতা ছিল- কৃষি প্রধান ও ধর্ম নিরপেক্ষ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতা কোন দুটি নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছিল?
A. টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস B. নীল ও সিন্ধু
C. হলুদ এবং ইয়াংজি D. গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র **A**

02. সিন্ধু সভ্যতা কোন আধুনিক দেশে বিকাশ লাভ করেছিল?
A. ভারত ও পাকিস্তান B. মিশর ও সুদান
C. চীন ও মঙ্গোলিয় D. মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা **A**

03. রোসেটা পাথরে কোন অক্ষরলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি?
A. গ্রিক B. ডেমোটিক
C. হায়ারোগ্লিফিক D. রোমান **C**

04. কোন প্রাচীন সভ্যতা প্রথম পরিচিত লেখার পদ্ধতি তৈরির কৃতিত্ব দেয়?
A. সুমেরীয় B. মিশরীয়
C. গ্রীক D. রোমানরা **A**

05. বাইজেন্টাইন সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শন নয় কোনটি?
A. সান ভিতালে B. হাজিয়া সোফিয়া
C. সেন্ট সার্বিনন D. দি কোরা **C**

06. মেক্সিকোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি প্রাচীন সভ্যতার নাম -
A. আকসুম B. আজটেক
C. ভাইকিং D. মেসোপটেমীয় **B**

07. অ্যাবাকাস দিয়ে কি করা হয়?
A. পানিতিক হিসাব B. রোগ নির্ণয়
C. দূর মাপা D. ওজন মাপা **A**

08. অন্তস্থ এবং ইলোরা কী?
A. গিরিখাদ B. গিরিশৃঙ্গ
C. গিরিমাটিকা D. শিলাকাটা **D**

09. মেসোপটেমীয় সভ্যতাভুক্ত জাতি-
A. সুমেরীয়, ফিনিশীয়, ব্যাবিলনীয় B. মেসোপটেমীয়, সুমেরীয়, ক্যালডীয়
C. আক্কাদীয়, আরামীয়া, ব্যাবিলনীয় D. সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এশেরীয় **D**

10. সাত দিনে ১ সপ্তাহ প্রচলন করে কোন জাতি?
A. সুমেরীয় B. ব্যাবিলনীয়
C. অ্যাসিরীয় D. ক্যালডীয় **D**

11. রোমান সভ্যতার অবদান-
A. আইন প্রণয়ন B. ধাতব মুদ্রার আবিষ্কার
C. লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার D. বর্ণমালার আবিষ্কার **A**

12. কোন মানব সভ্যতা প্রাচীনতম?
A. মেসোপটেমিয়া B. মিসরীয় সভ্যতা
C. সিন্ধু সভ্যতা D. চৈনিক সভ্যতা **A**

13. কিউনিফর্ম কী?
A. লেখনী B. বর্ণমালা
C. ভাষা D. চিত্ররীতি **A**

14. হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো কোন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন?
A. গ্রিক সভ্যতা B. সিন্ধু সভ্যতা
C. মিশরীয় সভ্যতা D. মেসোপটেমিয়া সভ্যতা **B**

15. মায়া সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয়-
A. উত্তর আমেরিকায় B. দক্ষিণ আমেরিকায়
C. মধ্য আমেরিকায় D. মধ্য আফ্রিকায় **C**

PRIME TEST

01. মায়া সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয়-
Ⓐ উত্তর আমেরিকায় Ⓑ দক্ষিণ আমেরিকায়
Ⓒ মধ্য আমেরিকায় Ⓓ মধ্য আফ্রিকায়

02. 'শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন হয় তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন না হয় তাহলে আইন অকার্যকর'– এটি কে বলেছেন?
Ⓐ সক্রেটিস Ⓑ প্লেটো
Ⓒ অ্যারিস্টটল Ⓓ বেনথাম

03. ইরাকের প্রাচীন নাম?
Ⓐ পারস্য Ⓑ মেসোপটেমিয়া
Ⓒ বাগদাদ Ⓓ ফরমোজা

04. বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?
Ⓐ গ্রিসে Ⓑ মেসোপটেমিয়ায়
Ⓒ রোমে Ⓓ ভারতে

05. গ্রিসের পূর্বনাম কী ছিল?
Ⓐ থালাস Ⓑ মেসিডোনিয়া
Ⓒ হেলাস Ⓓ থামাস

06. **Machu Picchu is a symbol of which civilization?**
Ⓐ Maya Ⓑ Inca
Ⓒ Persian Ⓓ Hedra

07. মিশরীয় সভ্যতা কোন নদীর তীরে অবস্থিত ছিল?
Ⓐ গঙ্গা Ⓑ নীল নদ
Ⓒ হোয়াংহো Ⓓ রাইন

08. নতুন সপ্তাশ্চর্য 'মচুপিচু' কোন সভ্যতার নিদর্শন?
Ⓐ ইনকা Ⓑ আজটেক
Ⓒ মায়া Ⓓ ব্যাবিলন

09. বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পিরামিড কোন দেশে রয়েছে?
Ⓐ মেক্সিকো Ⓑ সুদান
Ⓒ মিশর Ⓓ ইরান

10. আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি কোনটি?
Ⓐ স্বর্ণ Ⓑ ব্রোঞ্জ
Ⓒ তাম্র Ⓓ লৌহ

Answer Sheet

01.	C	02.	B	03.	B	04.	B	05.	C
06.	B	07	B	08.	A	09.	B	10.	D

অধ্যায় ১৩ বিশ্বের আলোচিত দেশসমূহ

সাধারণ জ্ঞান

রাশিয়া

- রাশিয়ার সরকারি নাম- রুশ ফেডারেশন, রাজধানী- মস্কো।
- আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ- রাশিয়া।
- ক্রেমলিন হলো- রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি রাষ্ট্র গঠিত হয়- ১৯৯১ সালে।
- সাড়া জাগানো রুশ বিপ্লবের মেয়াদকাল ছিল- ১০ দিন।
- রেড স্কয়ার ও স্যাভিয়ার টাওয়ার অবস্থিত- মস্কো (রাশিয়া)।
- টুটোস্কি ছিলেন- রাশিয়ার রাজনীতিবিদ।
- 'গ্লাসনস্ত' ও পেরেস্ত্রইকা' নীতির প্রবক্তা- মিখাইল গর্বাচেভ।
- 'গ্লাসনস্ত' ও পেরেস্ত্রইকা' শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে- খোলামেলা আলোচনা ও সংস্কার বা উন্নয়নমূলক আলোচনা।
- রাশিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থার নাম- ইন্টারফ্যাক্স।
- Father of All Bombs তৈরি করেছে- রাশিয়া (Mother of All Bombs তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র)।
- অখণ্ড ইউরোপনীতির প্রবক্তা- মিখাইল গর্বাচেভ।
- রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করেন- স্ট্যালিন।
- রাশিয়াতে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে জার শাসনতন্ত্রের অবসান হয়- ১৯১৭ সালে।
- সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়- ১৯৯২ সালে (USSR)।
- সাদা রাশিয়া বলা হয়- বেলারুশকে।
- রাশিয়াতে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৮০ সালে।
- রাশিয়াতে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়- ২০১৮ সালে।
- রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য শহর- মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ, কাজান, সামারা, কালিনিনগ্রাদ, ইয়েকাতেরিনবুর্গ।
- রাশিয়া বিভক্ত- ৮টি ফেডারেল ডিস্ট্রিক্টে।
- বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী- রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন।
- বিশ্বের প্রথম নারী মহাকাশচারী- রাশিযার ভালেন্তিনা তেরেসকোভা (সম্প্রতি চীন লিউ ইয়াংকে নামক এক নারী নভোচারীকে মহাকাশে পাঠায়)।
- পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।
- রুশ বিপ্লবের অপরনাম- অক্টোবর বিপ্লব।
- New Economic Policy (NEP) এর প্রবর্তক- ভ্লাদিমির লেনিন।
- The State and Revolution গ্রন্থের লেখক- ভ্লাদিমির লেনিন।
- রাশিয়া বর্তমানে যুদ্ধরত রয়েছে- ইউক্রেনের সাথে।
- লিয়ন ট্রটস্কি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়- মেক্সিকোতে।
- রাশিয়ার বিপ্লবী বাহিনীকে বলা হয়- রেড গার্ডস (নিয়মিত বাহিনীকে বলা হয়- ইম্পেরিয়াল রাশিয়ান আর্মি।)।
- রাশিয়ার শেক্সপিয়র বলা হয়- আলেকজান্ডার পুশকিন কে।
- রুশ সাহিত্যিক ফিওদর দস্তয়োভস্কির বিখ্যাত ৪টি উপন্যাস- ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট, দ্য ইডিয়ট, দ্য ডেমনস, দ্র ব্রাদার্স কারামাজভ।
- লিও তলস্তয় এর বিখ্যাত উপন্যাস- ওয়ার এন্ড পিস, আন্না কারেনিনা।
- রুশ সাহিত্যিক আন্তন চেখভ ছিলেন- পেশায় একজন চিকিৎসক।
- আধুনিক রুশ কবিতার জনক বলা হয়- আলেকজান্ডার পুশকিন কে।
- সাইবেরিয়ান অঞ্চল হলো- রাশিয়া ও কাজাখস্তানের অংশ (উত্তর এশিয়া)।
- শীতকালে বাংলাদেশে অধিকাংশ পাখি আসে- সাইবেরিয়ান অঞ্চল থেকে।
- এখনো রাশিয়ার যে নেতার মরদেহ সংরক্ষিত রয়েছে- ভ্লাদিমির লেনিন।

যুক্তরাজ্য

- যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম- ঋষি সুনাক (ভারতীয় বংশোদ্ভূত)।
- যুক্তরাজ্য বলতে মূলত বুঝায়- ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস্ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডসহ আরো কিছু দ্বীপপুঞ্জকে।
- আধুনিক গণতন্ত্রের সুতিকাগার বলা হয়- যুক্তরাজ্যকে।
- ইউনিয়ন জ্যাক বলা হয়- যুক্তরাজ্যের পতাকাকে।
- জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের প্রথম মহিলা বিচারক- রোজালিন হিগিন্স (যুক্তরাজ্য)।
- ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল বলা হয়- ম্যাগনাকার্টা (১২১৫)।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে- যুক্তরাজ্যে।
- Achill Island অবস্থিত- আয়ারল্যান্ডে।
- ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব- ভিক্টোরিয়া ক্রস।
- ইংল্যান্ডের মুদ্রার নাম- পাউন্ড ; রাজধানী- লন্ডন।
- যুক্তরাজ্য Brexit বাস্তবায়ন করে- ৩১ জানুয়ারি ২০২০। এর মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে চূড়ান্তভাবে সরে যায় যুক্তরাজ্য।
- কমনওয়েলথের কোন দেশটি যুক্তরাজ্যের রাজা ও রানিকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকার করেন- কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া।
- লন্ডনে BBC-এর প্রধান কার্যালয়ের নাম- ব্রডকাস্টিং হাউস।
- 'City of Literature' বলা হয়- এডিনবার্গ শহরকে (স্কটল্যান্ড)।
- ওয়াটার লু জয়ী ইংরেজি সেনাপতি- ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- হাউস অব কমন্সের সদস্য সংখ্যা- ৬৫০ জন (পূর্বে ছিল ৬৪৬)।
- হাউস অব লর্ডসের সদস্য সংখ্যা- ৮০০ জন (এরা কেউই নির্বাচিত নন। তাদের বেশির ভাগ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাজার অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বাকিরা রাজপরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রে এ কক্ষের আজীবন সদস্য)।
- ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভবনের নাম- ওয়েস্টমিনিস্টার প্যালেস।
- প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন এবং কার্যালয়ের নাম- ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট।
- ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রীর কার্যালয়- ১১নং ডাউনিং স্ট্রিট।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন যেসকল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী- টিউলিপ সিদ্দিক, রুশনারা আলী, রূপ হক, আফসানা বেগম।
- যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম- মার্গারেট থ্যাচার (লৌহ মানবী)।
- ভূমধ্যসাগরের 'জিব্রাল্টার' নিয়ে বিরোধ হচ্ছে- যুক্তরাজ্য ও স্পেনের মধ্যে।
- ব্রিটেনের মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯১৮ সালে
- রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ যে প্রাসাদে মারা যান- বালমোরাল ক্যাসেল (মৃত্যু : ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২)। বর্তমান রাজা হলো তার সন্তান তৃতীয় চার্লস।
- "হার রয়্যাল হাইনেস" হলো- প্রিন্সেস ডায়নার রাজকীয় উপাধি।
- ইংল্যান্ডের যে রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়- প্রথম চার্লস।
- সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র "দ্যা আয়রন লেডি" এর পরিচালক- ফিলিডা লয়েড।
- বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সংস্কৃতির দেশ- ব্রিটেন।
- ১৮শ শতকের শেষে এবং ১৯শ শতকের শুরুতে ব্রিটেনে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়- শিল্প বিপ্লব।
- যুক্তরাজ্যের জাতীয় কবির নাম- উইলিয়াম শেক্সপিয়র।
- যুক্তরাজ্যের ৪ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- উইলিয়াম গ্লাডস্টোন।
- যুক্তরাজ্যের বিপ্লবী কবি- লর্ড বায়রন (জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান)।

যুক্তরাষ্ট্র

- যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক- জর্জ ওয়াশিংটন।
- যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে- ৪ জুলাই ১৭৭৬।
- যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে- ১৭৮৩ সালে (প্রথম ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে)
- 'নাসা'র সদর দপ্তরের নামকরণ করা হয় যে নারী ইঞ্জিনিয়ারের নামে- মেরি, ডব্লিউ জ্যাকসন।
- 'নাসা'র সদর দপ্তর অবস্থিত- ওয়াশিংটন ডিসিতে।
- 'নাসা' যে দেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র- যুক্তরাষ্ট্র।
- যে মহাদেশে লাং ফিশ (Lungfish) পাওয়া যায়- উত্তর আমেরিকা।
- যুক্তরাষ্ট্রের যে স্টেটটি রাশিয়ার নিকট থেকে ক্রয় করা হয়েছিল- আলাস্কা।
- ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বর্তমানে পরিচিত- গ্রাউন্ড জিরো নামে।
- 'Wall Street' অবস্থিত- নিউইয়র্কে।

- যুক্তরাষ্ট্রের মতটি অঙ্গরাজ্যে ব্রিটিশ বণিকরা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল- ১৩টি।
- যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথা বিলুপ্তকারী ও ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্র

- বিশ্বের প্রথম ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- চীনে।
- বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র- চীন (প্রথম- যুক্তরাষ্ট্র)।
- আধুনিক চীনের জনক- সান ইয়াৎ সেন।
- চীনের মোট প্রদেশ সংখ্যা- ২৯টি
- চীন 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI) প্রকল্পের কাজ শুরু করে- ২০১৩ সালে।
- চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন- সান ইয়াৎ সেন।
- গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা ও আধুনিক চীনের জনক- মাও সে তুং।
- চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় যে বিপ্লবের মাধ্যমে- জিনহাই বিপ্লব।
- New Development Bank (NDB) এর সদর দপ্তর- সাংহাই, চীন।
- উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় চীনের যে প্রদেশে বাস করে- জিনজিয়াং।
- চীনের অধিকাংশ মানুষ যে সম্প্রদায়ের- হান।
- হংকং চীনের সাথে একত্রিত হয়- ১ জুলাই ১৯৯৭ সালে।
- হংকং যুক্তরাজ্যের অধীনে ছিল- ১৫৬ বছর।
- চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্টের মেয়াদ কাল- আমৃত্যু।
- মাঞ্চুরিয়া চীনের কাছে হস্তান্তর করে- রাশিয়া (১৯০২ সালে)।
- চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন- ফালুন গং।
- চীন বিশ্বের জনসংখ্যায়- দ্বিতীয় (প্রথম- ভারত)।
- চীনের রাজধানী- বেইজিং (বৃহত্তম শহর- সাংহাই)।
- চীনের পতাকার রং- লাল (৫টি তারকা রয়েছে)।
- মে ফোর্থ আন্দোলন সংঘটিত হয়- চীনের ছাত্রদের দ্বারা।
- আধুনিক চৈনিক সাহিত্যের জনক- চৌ ওরেন।

ভারত

- ভারত স্বাধীনতা লাভ করে- ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে।
- 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।
- নালন্দা মহাবিহার- প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয়।
- নিকোবর দ্বীপ' এর মালিকানা কোন দেশের- ভারত।
- "টাইগার হিল" কোথায় অবস্থিত- দার্জিলিং এ।
- বোফোর্স অস্ত্র কেলেঙ্কারির সাথে জড়িয়ে আছে- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর নাম।
- রবিশংকর একজন বিখ্যাত- সেতারবাদক।
- ভারতের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের।
- ভারতের মোট রাজ্যের সংখ্যা- ২৮টি।
- ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- ৮টি।
- ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি- ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।
- ভারতের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি- ড. জাকির হোসেন।
- ভারতের প্রথম আদিবাসী ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি- দ্রৌপদী মুর্মু (সাঁওতাল সম্প্রদায়ের)।
- 'কটন রুট' ধারণার উদ্ভাবক- ভারত।
- আগ্রার তাজমহল অবস্থিত- যমুনা নদীর তীরে।
- বিশ্বের যে দেশে সর্বাধিক দরিদ্র মানুষের বসবাস- ভারত।
- 'কুতুব মিনার' অবস্থিত- ভারত।
- ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- স্বাধীনতাকালীন ভারতবর্ষে ভাইসরয় ছিলেন- লর্ড মাউন্টব্যাটন।
- ভারতে ক্যাবিনেট মিশন এসেছিল- ১৯৪৬ সালে।
- 'সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বা সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- নয়াদিল্লি,ভারত।
- ভারতের প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি- প্রতিভা পাতিল।
- দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি- ব্যারেন (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত)।
- ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হায়দ্রাবাদ দখল করে- ১৯৪৮ সালে।
- কাশ্মীরের সর্বশেষ রাজা ছিলেন- হরি সিং।
- ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলো হলো- অরুণাচল, মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মনিপুর (টেকনিক- অমিত্র আমের নাম)।
- দমদম বিমানবন্দর অবস্থিত- ভারতের পশ্চিমবঙ্গে (এটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নামে পরিচিত)।
- ভারতের নতুন সংসদভবনের স্থপতি- বিমল প্যাটেল।
- ভারতের প্রথম নারী বিচারপতি- ফাতিমা বিবি।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চালুকৃত ট্রেনের নাম- সমঝোতা এক্সপ্রেস।
- ঐতিহাসিক 'নাথুলা পাস' সীমান্ত রয়েছে- ভারত ও চীনের মধ্যে।
- ভারতের লোকসভার প্রথম নারী স্পিকার- মীরা কুমার।
- ভারতের বিদেশ মন্ত্রী বলতে বুঝায়- পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে।
- ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রপতি- জাকির হোসেন ও ফখরুদ্দিন আহমেদ।
- উইংস অব ফায়ার গ্রন্থের লেখক- এ পি জে আবদুল কালাম।
- বিখ্যাত "আনন্দ ভবন" এর অবস্থান- ভারতের এলাহাবাদে।
- পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৈত্রিক নিবাস- যশোর (বাংলাদেশ)।
- অনন্তবার্গ শহরটি অবস্থিত- কাশ্মীরে।
- মাদার তেরেসা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৮৯ সালে।
- দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী- অরবিন্দ কেজরিওয়াল।
- ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি- প্রণব মুখার্জি।

পাকিস্তান

- পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে।
- পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক- ড. আবদুল কাদির খান।
- আফ্রিদি হলো- পাকিস্তানের একটি উপজাতি।
- সোয়াত ও ওয়াজিরিস্তান উপত্যকা অবস্থিত- পাকিস্তানে।
- 'পাকিস্তান' শব্দটি সর্বপ্রথম তৈরি করেন- চৌধুরী রহমত আলী।
- 'অ্যাবোটাবাদ' যে দেশে অবস্থিত- পাকিস্তানে।
- পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয়েছিল- ১৯৫৮ সালে।
- পাকিস্তানের সফল পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়- ১৯৯৮ সালে।
- পাকিস্তানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল- সোয়াত উপত্যকা, তক্ষশীলা, সিন্ধু, বালুচিস্তান, পেশোয়ার, খাইবার পাখতুনখোয়া।
- 'ডটার অব পাকিস্তান' নামে পরিচিত- মালালা ইউসুফজাই।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- বেনজির ভুট্টো।
- Daughter of the East নামে পরিচিত- বেনজির ভুট্টো।
- চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর পরিচিত- CPEC নামে।
- কারাকোরম সড়ক অবস্থিত- চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে।
- বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- গডউইন অস্টিন (K2); পাকিস্তান।
- রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ পাকিস্তানকে অভিহিত করেন- প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে।
- ব্লাসফেমি আইন প্রচলিত আছে- পাকিস্তানে।
- মালালা ইউসুফজাই এর গ্রন্থের নাম- I am Malala।

উত্তর কোরিয়া

- উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত হয়- ১৯৪৫ সালে।
- অষ্টম দেশ হিসেবে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়- অক্টোবর ২০০৬।
- জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়- ১৯০৫ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু করে- ২৫ জুন ১৯৫০।
- উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট- কিম ইল সাং।
- 'পানমুনজাম' গ্রামটি অবস্থিত- উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝখানে।
- সানশাইন পলিসি হলো- উ. কোরিয়ার ও দ. কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ কূটনীতি।
- পৃথিবীর গুপ্ত দেশ- উত্তর কোরিয়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা

- উত্তমাশা অন্তরীপ বা 'কেপ অব গুড হোপ' অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন- ১৯৯৩ সালে।
- দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট- ডি ক্লার্ক।

CamScanner

- বিশ্বের বৃহত্তম খর্বদেহী অবস্থিত- জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা।
- দুধ উৎপাদিত হয় করে- দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- Apartheid বর্ণবাদ নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়- ৩০ জুন ১৯৯১।
- রাজধানী প্রেটোরিয়া করা হয়- ১৯৬২ সালের ৫ আগস্ট (জোহানেসবার্গ থেকে)।
- হুবরন হারবার শহর (হাউইক শহরের কাছে)।
- নেলসন মুক্তি পান- ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (প্রায় ২৭ বছর পর)
- নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস- ১৮ জুলাই (তার জন্মদিন)।
- নেলসন ম্যান্ডেলাকে বন্দি রাখা হয়- রোবেন দ্বীপে।
- অফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষ অর্থনীতির দেশ- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- রাজধানী- ৩টি (প্রিটোরিয়া (প্রশাসনিক), কেপটাউন (আইনসভা), ব্লুমফনটেন (বিচার বিভাগীয়)।
- The 4466d Campaign ছিল- এইডস বিরোধী প্রচারণা (4466d হলো নেলসন ম্যান্ডেলা বন্দি থাকা অবস্থায় ম্যান্ডেলার কয়েদি নম্বর)।
- দক্ষিণ আফ্রিকার যে পত্রিকার সাথে মহাত্মা গান্ধী সম্পৃক্ত ছিলেন- ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন।
- দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রার নাম- র‍্যান্ড।
- বর্ণবাদ আন্দোলনের অহিংসবাদি নেতা- নেলসন ম্যান্ডেলা।
- দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক দল- African National Congress (প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালে)।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরক খনি- কিম্বার্লি।
- নেলসন ম্যান্ডেলার ডাক নাম- মাদিবা।
- ম্যান্ডেলার বিখ্যাত গ্রন্থ- 'A Long Walk to Freedom' ও 'Conversation with myself'।
- ম্যান্ডেলার বিখ্যাত ভাষণ- I am prepared to Die।

জাপান

- কুরিল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে- জাপান ও রাশিয়া।
- জাপানের আইনসভার নাম- ডায়েট।
- জাপানে হিরোশিমায় নিক্ষেপকৃত বোমার নাম- লিটল বয়।
- জাপানে নাগাসাকিতে নিক্ষেপকৃত বোমার নাম- ফ্যাট ম্যান।
- জাপানের মুদ্রার নাম- ইয়েন।
- কুরিল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধ রয়েছে- জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে।
- 'ওকনার স্টোন অব পিস' অবস্থিত- ওকিনাওয়া (জাপান)।
- জাপানের কয়েকটি প্রসিদ্ধ দ্বীপ- হনসু, হোক্কাইডো, কিউসু, শিকোকু ও ওকিনাওয়া।
- সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে বিরোধ রয়েছে- চীন, জাপান ও তাইওয়ানের মধ্যে।
- 'জাইবা' যে দেশের অর্থনৈতিক সংস্থা- জাপান।

মিশর

- আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা- সুলতান মুহাম্মদ আলী।
- 'আলেকজান্দ্রিয়া' ও 'পোর্ট সৈয়দ' বন্দর অবস্থিত- মিশর।
- ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ- মিশর।
- মিশরে প্রথম পিরামিড নির্মিত হয়- খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে (পিরামিডের দেশ, মিশর)।
- সুয়েজ খাল যে দেশে অবস্থিত- মিশর।
- মিশর ও সিরিয়া একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক গঠন করেছিল- ১৯৫৮ সালে।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট- মুহাম্মদ নাগীব (১৮ জুন ১৯৫৩-১৪ নভেম্বর ১৯৫৪)।
- সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে- ২৬ জুলাই ১৯৫৬।
- মুসলিম ব্রাদারহুড যে দেশের রাজনৈতিক দল- মিশর।
- 'আল-আজহার স্কয়ার', 'রাবা আল আদাবিয়া ও তাহরির স্কয়ার' অবস্থিত- মিশরে।

লিবিয়া

- আফ্রিকার লৌহ মানব বলা হতো- মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে।
- বিশ্বের বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ জলধারা রয়েছে- লিবিয়ায়।
- 'গ্রিন স্কোয়ার' বা 'শহীদ স্কোয়ার' অবস্থিত- ত্রিপলি (লিবিয়া)তে।
- লিবিয়ায় ন্যাটো বাহিনী পরিচালিত 'অপরাশেন ওডিসি ডন' এর সময়কাল- ১৯ মার্চ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১১।
- গ্রেট সোস্যালিস্ট পপুলার লিবিয়ান জামাহিরিয়াহ বা 'জনগণের রাষ্ট্র' নামকরণ করা হয়েছিল- ২ মার্চ ১৯৭৭।

দক্ষিণ সুদান

- বিশ্বের নবীনতম রাষ্ট্র- দক্ষিণ সুদান।
- ভৌগোলিক উপনাম- পূর্ব আফ্রিকার কটির ঝুড়ি।
- স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেন- জন গারাং মাবিওর।
- রাজধানী 'জুবা' অবস্থিত- হোয়াইট নীল নদের তীরে।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট- জন গারাং মাবিওর।

অস্ট্রেলিয়া

- 'অস্ট্রেলিয়া' শব্দের অর্থ- এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল।
- ওশেনিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ দেশ- অস্ট্রেলিয়া।
- Ayers Rock অবস্থিত- অস্ট্রেলিয়ায়।
- বিশ্বের যে দেশ তাদের জাতীয় সংগীতে পরিবর্তন এনেছে- অস্ট্রেলিয়া।
- সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ পরিচিত যে নামে- ওশেনিয়া।
- দীর্ঘতম নদী- মারে ডার্লিং (অস্ট্রেলিয়া; দৈর্ঘ্য ৩,৪৯০ কি.মি.)।
- অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উষ্ণতম মাস- জানুয়ারি।
- কুইন্সল্যান্ড যে দেশের অংশ- অস্ট্রেলিয়ার।
- ওশেনিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ হ্রদ- গ্রেট ভিক্টোরিয়া (অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত)।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রবাল প্রাচীর- গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ।
- গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অবস্থিত- অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে।
- 'ভিক্টোরিয়া ডেজার্ট' অবস্থিত- অস্ট্রেলিয়ার।

নিউজিল্যান্ড

- মাওরি যে দেশের অংশ- নিউজিল্যান্ড।
- নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পাখি- কিউই।
- নিউজিল্যান্ডের নামকরণ করা হয়- নেদারল্যান্ডসের 'জিল্যান্ড' প্রদেশের নামানুসারে।
- পৃথিবীর যে দেশ সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকার দেয়- নিউজিল্যান্ড (১৮৯৩ সালে)।
- নিউজিল্যান্ডের জাতীয় খেলার নাম- রাগবী।
- কিউই বলা হয়- নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের।
- যে দেশকে দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন বলা হয়- নিউজিল্যান্ড।

ভুটান

- গর্জনশীল ড্রাগনের রাজ্য (Roaring Dragon) নামে পরিচিত ভুটান।
- প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ২০০৮ সালের ২৪ মে।
- ভুটানের সরকার পদ্ধতি- সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।
- রাষ্ট্রীয় ভাষা- জোঙখা। অধিকাংশ লোক- বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী
- মুদ্রার নাম- ঙলট্রাম (আধুনিক ভুটানের জনক ঙলট্রাম)।
- সমুদ্রবন্দর বিহীন রাষ্ট্র হলো- ভুটান।
- বিশ্বের প্রথম ধূমপান মুক্ত দেশ- ভুটান।
- ভুটানের জাতীয় খেলা- আর্চারি।
- জাতীয় ফুল- নীল পপি
- দেশটিতে GNP (Gross National Product) এর পরিবর্তে GNH (Gross National Happiness) ব্যবহার করা হয়।
- সম্প্রতি ভুটান কার্বন নেগেটিভ স্ট্যাটাস অর্জন করেছে।
- ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- লোটে শেরিং (বাংলাদেশের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন)।

শ্রীলঙ্কা

- শ্রীলঙ্কার পূর্ব নাম- সিলন (Ceylon)।
- সাংবিধানিকভাবে শ্রীলঙ্কা বৌদ্ধ রাষ্ট্র। দেশটি ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সিলন নামে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- সিলনের নাম শ্রীলঙ্কা করেন- শ্রীমাভো বন্দের নায়েকে ১৯৭২ সালে।
- শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজধানীর নাম- অনুরাধাপুর।
- শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম- 'টেম্পল ট্রি'।
- মুসলিম অধ্যুষিত মান্নার দ্বীপ অবস্থিত- শ্রীলঙ্কায়।

- হযরত আদম (আ.) সাথে জড়িত পর্বত এডামস্ পিক অবস্থিত- শ্রীলংকায়।
- শ্রীলঙ্কার চরমপন্থী তামিলদের গেরিলা সংগঠনের নাম- LTTE।
- LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eleam) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালে।
- ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা সমুদ্রবন্দরটি চীনের নিকট লীজ দেওয়া হয়- ৯৯ বছরের জন্য।
- শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া ঘোষিত হয়- ২০২২ সালে (অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠেছে)।

আফগানিস্তান

- রাষ্ট্রীয় নাম- ইসলামিক এমিরেটস অব আফগানিস্তান।
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম স্বাধীন দেশ – আফগানিস্তান।
- স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯ আগস্ট ১৯১৯।
- Global Terrorism Index 2023 অনুযায়ী বিশ্বে সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্র- আফগানিস্তান।
- কান্দাহার যে দেশের শহর- আফগানিস্তানের।
- আফগানিস্তানের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে- ১৯৭৩ সালে।
- আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশ- কাবুল (রাজধানী, হেরাত, হেলমান্দ, কুন্দুজ, বালখ ও মাজার-ই শরীফ)।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ বুদ্ধমূর্তিটি ছিল- আফগানিস্তানে।
- আফগানিস্তানে তালেবান সরকার যে বিরাট খাল খনন করেছে- Qosh Tepa
- আফগানিস্তান স্বাধীনাতা লাভ করে- ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- আফগানিস্তানের সীমানা রয়েছে- ৬টি দেশের সাথে (পাকিস্তান, ইরান, তুর্কেমিনিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, চীন)।
- সমুদ্রবন্দর বিহীন রাষ্ট্র হলো– আফগানিস্তান।
- আফগানিস্তানের ভাষা - পশতু।
- আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের নাম- লয়াজিরগা।
- জনক বা জাতির পিতা- মোহাম্মদ জহির শাহ (২০০১ সালে উপাধি দেয়া হয়)।
- শেষ বাদশাহ- মোহাম্মদ জহির শাহ (৮ নভেম্বর ১৯৩৩-১৭ জুলাই ১৯৭৩)।
- আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র বিলোপ হয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৩ সালে।
- জহির শাহকে বিতাড়িত করে ক্ষমতায় আসেন -দাউদ খান।
- বহুল আলোচিত মুসাকালা শহরটি- আফগানিস্তানে।
- কান্দাহার ও হিন্দুকুশ অবস্থিত- আফগানিস্তানে।
- আফগানিস্তানে তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৪ সালে।
- তালেবান সরকারের পতন- ২০০১ সালে (পুনরায় ক্ষমতায় আসে- ২০২১)।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৌদ্ধ মূর্তিটি ছিল- আফগানিস্তানে।
- কোনো সমুদ্রসীমা নেই- আফগানিস্তানে।
- অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম ও অপারেশন নোবেল ঈগল– আফানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত সামরিক অভিযান।

নেপাল

- নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব। ২০০৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর নেপালের পার্লামেন্টের রাজতন্ত্রের জন্য আইন পাশ হয়। ২০০৮ সালের ২৮ মে আইনটি কার্যকর হলে ২৪০ বছরের পুরোনো (১৭৬৮-২০০৮) রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং নেপাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
- সীমান্তবর্তী দেশ- চীন ও ভারত।
- বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপাল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়- ১৮ মে ২০০৬।
- হিমালয়ের কন্যা বা দান বলা হয়- নেপালকে।
- নেপালের সৈন্যদের বলা হয়- গুর্খা।
- প্রজাতান্ত্রিক নেপালের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দাহাল প্রচন্দ।
- নেপালে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়- ২১ জুলাই ২০০৮।
- ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর- নেপালে।
- নেপালের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী।
- নেপালের প্রথম প্রেসিডেন্ট- ডা. রামবরণ যাদব।

মালদ্বীপ

- আয়তন ও জনসংখ্যায় এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ- মালদ্বীপ।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষার হার ও মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি- মালদ্বীপের।
- মালদ্বীপ রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছে- ১০৯০টি প্রবাল দ্বীপ নিয়ে।
- বিশ্বের সবচেয়ে নিচু দেশ- মালদ্বীপ।
- মালদ্বীপের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম- ইব্রাহীম নাসির।
- সার্কভুক্ত যে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় নেই- মালদ্বীপ।
- সার্কভুক্ত যে দেশে সেনাবাহিনী নেই- মালদ্বীপ।
- মালদ্বীপে প্রথমবার বহুদলীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়- ২০০৮ সালে।
- মালদ্বীপের তথা এশিয়ার দীর্ঘকালীন প্রেসিডেন্ট- মামুন আব্দুল গাইউম।
- বিশ্বের প্রথম পানির নিচে মন্ত্রিসভার বৈঠক করে- মালদ্বীপ (১৭ অক্টোবর ২০০৯ সালে)।
- মালদ্বীপ অবস্থিত– ভারত মহাসাগরে।
- মালদ্বীপ বাংলাদেশে দূতাবাস চালু করে ২০০৮ সালে।

মায়ানমার

- মিয়ানমার ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮। ১৯৮৯ সালে দেশটির নাম বার্মা থেকে পরিবর্তন করে মিয়ানমার করা হয়। মিয়ানমারে ১৯৬২ সাল থেকে সামরিক শাসন চালু আছে। সামরিক জান্তারা 'State Peace and Development Council' (SPDF) নামে পরিচিত।
- মিয়ানমারের নাম 'বার্মা' থেকে পরিবর্তন করে 'মিয়ানমার' করা হয় – ১৯৮৯ সালে।
- প্রাচীন নাম- ব্রাহ্মদেশ।
- রাজধানীর নাম- নাইপিদো।
- মিয়ানমারের প্রধান ধর্ম- বৌদ্ধ।
- গণতন্ত্রের মানসকন্যা বা গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী হিসেবে খ্যাত- অং সান সুচি।
- মিয়ানমার মুসলিম শরণার্থী অধিবাসীদের বলা হয়- রোহিঙ্গা।
- মিয়ানমার সীমান্ত বাহিনীর নাম– নাসাকা।
- মিয়ানমারের বিপ্লবী সংগঠনের নাম– গর্ডস আর্মি।
- বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকা– মংডু।
- ২০০৮ সালের নতুন সংবিধান অনুযায়ী মিয়ানমারের পার্লামেন্ট এর নাম পিদাংসু হুতুতাও যা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। মিয়ানমারের মোট সংসদীয় আসন ৬৬৪টি। নিম্ন কক্ষের আসন ৪৪০টি এবং উচ্চ কক্ষে ২২৪টি। মিয়ানমারের আইন সভায় সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ২৫ শতাংশ আসন।
- রোহিঙ্গা জাতিতে মুসলিম। এই জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের অধিবাসী। তারা ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব হারায়। ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সেনা কর্তৃক ব্যাপকভাবে নির্যাতিত হয়ে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। বাংলা ভাষাভাষী এই জাতিগোষ্ঠীর সংকট নিরসনে জাতিসংঘ, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানকে প্রধান করে আনান কমিশন গঠন করে।

থাইল্যান্ড

- থাইল্যান্ড কখনও কারো উপনিবেশ ছিল না। থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ মুক্তভূমি। থাইল্যান্ডের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- পূর্বনাম- শ্যাম দেশ (Sayam), থাই ভাষায় 'শ্যাম' শব্দের অর্থ স্বাধীন।
- 'থাইল্যান্ড' শব্দের অর্থ- স্বাধীন ভূমি বা মুক্তভূমি (Land of Free)।
- 'শ্বেত হাতির দেশ' হিসেবে খ্যাত- থাইল্যান্ড।
- প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- ইংলাক সিনাওয়াত্রা।
- প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী- থাকসিন সিনাওয়াত্রা।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশের ভোট প্রদান বাধ্যতামূলক- থাইল্যান্ড।
- থাইল্যান্ডের বর্তমান রাজা- মাহাভাজিরালংকর্ণ (২০১৬-বর্তমান)।
- থাইল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা।

ইন্দোনেশিয়া

- জনসংখ্যার মুসলিম দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং একটি বিপ্লবের মাধ্যমে নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- ইন্দোনেশিয়া হলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপ রাষ্ট্র।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ সুকর্ণ।
- বৃহৎ মহানদী অবস্থিত- ইন্দোনেশিয়ায়।
- বৃহৎ মহানদীর উৎসমানক বলা হয়- জেনারেল সুহার্তোকে।
- ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী দ্বীপ- আচেহ প্রদেশ ও ইরিয়ান জায়া।
- আচেহ প্রদেশের মহিলা বাহিনীর নাম- ফি আচেহ মুভমেন্ট।
- এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ- বোর্নিও, ইন্দোনেশিয়া।
- বৃহত্তম মহানদী অবস্থিত- ইন্দোনেশিয়ায়।
- ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের জনক- আহমেদ সুকর্ণ।
- ইন্দোনেশিয়ার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট- মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী।
- ইন্দোনেশিয়ার বিমান সংস্থার নাম- গারুদা।
- আচেহ ইন্দোনেশিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের নাম- ইন্দোনেশিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলরাজ্য।
- ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী ইন্দোনেশিয়ার জাতির জনক আহমেদ সুকর্ণ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পার্টির ক্ষমতায় ছিলেন।
- ইন্দোনেশিয়ার ১৩০০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত। উল্লেখযোগ্য দ্বীপগুলোর মধ্যে রয়েছে- সুমাত্রা, জাভা, বালি, কালিমান্তান, সুলাওয়েসি, ইরিয়ান জায়া।

তাইওয়ান

- তাইওয়ান চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে ফরমোজা প্রণালি দ্বারা বিভক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চীনারা তাইওয়ানে বসতি স্থাপন করে। ১৮৯৫ সালে তাইওয়ান জাপানের অধীনে চলে যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় চীনের অধীনে ফিরে আসে।
- তাইওয়ান চীনের নিকট স্বাধীনতা হারায়- ১৯৭১ সালে (স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৯ সালে)।
- তাইওয়ান পূর্বে পরিচিত ছিল- ফরমোজা নামে।
- জাতিসংঘের তাইওয়ানের একটি দেশ হলো- তাইওয়ান।
- চীনের পূর্ণ নাম People's Republic of China.
- বাংলাদেশের সাথে তাইওয়ানের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই, বাণিজ্যিক আছে।

সৌদি আরব

- মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনা এ দেশে অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ অঞ্চল নিয়ে সৌদি আরব গঠিত। বাদশা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ ১৯৩২ সালে নিজেকে সৌদি আরবের বাদশাহ ঘোষণা করে এবং সৌদি রাজতন্ত্রের সূচনা করে।
- সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় নাম- কিংডম অফ সৌদি আরাবিয়া।
- মধ্যপ্রাচ্যের বড়ো দেশ- সৌদি আরব (রাজধানী- রিয়াদ)।
- কোনো লিখিত সংবিধান ও পার্লামেন্ট নেই- সৌদি আরবে।
- জাতীয় পতাকা কখনও অর্ধনমিত হয় না- সৌদি আরবে (কালেমা তাইয়্যেবা খচিত থাকে)।
- লিখিত কোনো সংবিধান নেই, শরিয়া আইন মোতাবেক দেশ পরিচালিত হয়- সৌদি আরবে।
- মদিনার পূর্ব নাম- ইয়াসরিব
- 'আনসার' হিসেবে পরিচিত ছিলেন -মদিনা শহরের অধিবাসীগণ।
- সৌদি আরবের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- ভ্যাটিক্যান সিটির।
- সৌদি আরবে কোনো আইনসভা বা পার্লামেন্ট নেই। তবে কনসালটেটিভ কাউন্সিল আছে; যার নাম মজলিস আশ-শূরা। বাদশাহ এর সদস্যদেরকে নিয়োগ করে থাকেন।
- সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত মুসলিমদের পবিত্র মসজিদ- কাবা শরীফ।
- এখানে মুসলিমদের বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তা হলো হজ।
- বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়- কাবা শরীফকে।

ফিলিস্তিন

- ভূ-মধ্য সাগরের তীরে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনের পূর্বের রাজধানী জেরুজালেম (পবিত্র), এর রামাল্লা থেকে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফিলিস্তিনের মাটিতে ১৯৮৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সাংবিধানিক বা রাষ্ট্রীয় নাম- State of Palestine.
- রাজধানী- জেরুজালেম।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর- জেরিকো।
- ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (PLO) গঠিত হয়- ২৮ মে ১৯৬৪।
- পিএলও'র সদর দপ্তর- ওরিয়েন্টাল হাউজ, রামাল্লা, ফিলিস্তিন।
- ইয়াসির আরাফাত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- ১৯৯৪ সালে।
- জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে- ২৯ নভেম্বর ২০১২।
- খোদার ভূমি (Land of the Lord) বলা হয়- ফিলিস্তিনকে।
- পবিত্র ভূমি বলা হয়- ফিলিস্তিনকে।
- Wailing Wall অবস্থিত- ফিলিস্তিনে।
- হামাস সংগঠনটি- ফিলিস্তিনের।
- ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট – মাহমুদ আব্বাস।
- ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী– মোস্তফা মোহাম্মদ।
- গুরুত্বপূর্ণ শহর- রামাল্লা, গাজা, জেরুজালেম, বেথেলহেম, নাবলুস
- আরবি শব্দ ইন্তিফাদার ইংরেজি অর্থ হলো- Uprising (জাগরণ) বা Resistance (প্রতিরোধ) বা Rebelion (অভ্যুত্থান)।
- মূলত ইন্তিফাদা হলো- ইসরাইল বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের বিভিন্ন সংগ্রাম।
- জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য খ্রিস্টানরা যে যুদ্ধ করে- ক্রুসেড।
- ইসরাইলিরা আল-আকসা দখল করে- ১৯৬৭ সালে।

ইসরায়েল

- ইহুদি আন্দোলনের প্রবক্তা হাঙ্গেরির ড. থিউডোর হার্জল ১৮৯৬ সালে তার Der Judenstate/ The Jews' State গ্রন্থে প্রথম ইহুদি রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী (প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) আর্থার জেমস বেলফোরের লিখিত একটি ঘোষণাপত্র "বেলফোর ঘোষণা"। ২ নভেম্বর ১৯১৭ সালে ঘোষণা করা হয়। এতে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৮ সালের ১৪ মে।
- রাজধানী- জেরুজালেম; ভাষা- হিব্রু ও আরবি।
- আইনসভা- নেসেট (Knesset); সদস্য ১২০।
- ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী– বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।
- ইসরাইলের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী– গোল্ডা মেয়ার।
- আরব বিশ্বের যে দুটি দেশের সাথে ইসরাইলের শান্তি চুক্তি রয়েছে- মিসর ও জর্ডন।
- আরব-ইসরাইলের মধ্যে প্রথম শান্তি চুক্তির নাম- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (১৯৭৮)।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির উদ্যোক্তা বা মধ্যস্থতাকারী- জিমি কার্টার (সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট)।
- এটি হলো আরব-ইসরাইলের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম শান্তি চুক্তি। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সালে। ক্যাম্প ডেভিড যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড রাজ্যের একটি অবকাশ কেন্দ্রের নাম। চুক্তিতে মিশরের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। ইসরাইলের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী মোনাচেম বেগিন।
- বিশ্বের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র- ইসরাইল।
- সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নাম- আমান, গঠন ১৯৫০ সালে।
- গোয়েন্দা সংস্থার নাম- মোসাদ (Mossad), গঠন ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯।
- জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান- Wailing wall.
- জেরুজালেম বর্তমানে অধীন রয়েছে- ইসরাইলের।
- ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রথম মুসলিম দেশ তুরস্ক (১৯৪৯ সালে) এবং প্রথম আরব দেশ মিসর (১৯৭৯ সালে)। সর্বশেষ ৩য় ও ৪র্থ মুসলিম দেশ হিসেবে আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়।

- আরব বিশ্বের ক্যান্সার বলা হয়- ইসরাইলকে।
- ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত গোলান মালভূমি যে দেশের- সিরিয়া (ইসরাইলের দখলকৃত গোলান মালভূমির বর্তমান নাম ট্রাম্প উপত্যকা বা ট্রাম্প সিটি) (১৯৬৭)।
- **ইসরাইলের সীমান্ত দেশ রয়েছে- ৫টি** (মিশর, ফিলিস্তিন, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া)।

ইরাক

- টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় অবস্থিত রাজধানী বাগদাদ নগরীকে সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হিসেবে বলা হতো মেসোপটেমিয়া। মুসলমানদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান কারবালা ইরাকে অবস্থিত। ইরাকের বিখ্যাত শহর বসরা ও ফালুজা। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মিলন স্থল- বসরা।
- চেঙ্গিসখান বাগদাদ নগরী আক্রমণ করেন- দ্বাদশ শতাব্দীতে।
- ইরাক কুয়েত দখল করে নিয়েছিল- ২ আগস্ট ১৯৯০।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে- ২০ মার্চ ২০০৩।
- ইরাক যুদ্ধের সময়কাল- ২০ মার্চ ২০০৩-১৮ ডিসেম্বর ২০১১।
- প্রথম বাদশাহ- প্রথম ফয়সাল (২৩ আগস্ট ১৯২১-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)।
- রিপাবলিকান গার্ড- ইরাকের সুসজ্জিত বাহিনী।
- স্কার্ড ক্ষেপণাস্ত্রটি- ইরাকের।
- ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হাতে বাগদাদের পতন ঘটে- ২০০৩ সালে।
- ১৯৯১ সালে বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলা- অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম।
- ১৯৯৮ সালে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সামরিক অভিযান- অপারেশন ডেজার্ট ফক্স।
- 'No-fly-zone' মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশে অবস্থিত- ইরাকে।
- ISIS সন্ত্রাসী সংগঠনটি- ইরাকের।
- ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক প্রান্তর। এখানে দামেস্কের অধিপতি এজিদের সেনাবাহিনীর সাথে ধর্মযুদ্ধে হযরত মুহম্মদ (সা.) এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) মর্মান্তিকভাবে শাহাদাতবরণ করেন।
- আবু গারিব হলো- ইরাকের বাগদাদে অবস্থিত একটি বিখ্যাত কারাগার।
- ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ২০০৩ সালে ইরাক দখল হলে এই কারাগারে ইরাকি মুসলিম বন্দীদের আটক করে রাখা হয় এবং অত্যন্ত পাশবিক নির্যাতন করা হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ শহর ও নগরী- বাগদাদ, মসুল, তিকরিত, বসরা, ফালুজা।

ইরান

- ইরানের প্রাচীন নাম পার্সিয়া বা পারস্য। ১৯৩৫ সালে পারস্যের নাম পরিবর্তন করে ইরান করা হয়। ১৯২৫ সালে রেজা শাহ্ পাহলভী ইরানের ক্ষমতা দখল করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিপ্লবী নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করেন। ইরান মধ্যপ্রাচ্যের দেশ হলেও আরব দেশ নয়।
- ইরানের রাজধানী শহর- তেহরান।
- ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়- ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল।
- ইরানের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে- ধর্মীয় নেতার।
- ইরানের আইনসভার নাম- মজলিশ।
- ইসলামি বিপ্লবের অগ্রনায়ক - আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি (ইরানের প্রথম ধর্মীয় নেতা)।
- ইরান ও আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বন্দ্ব- আবু মুসা দ্বীপ নিয়ে।
- ইরানের সংগঠন- ফ্রিডম মুভমেন্ট।
- ইরানের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র- বুশেহর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট।
- ইরানের প্রধান পারমাণবিক স্থাপনা অবস্থিত- ইস্পাহানে।
- পৃথিবীর বৃহত্তম তেল শোধনাগার অবস্থিত- ইরানে।
- ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ- আবু মুসা।
- ইরাক ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ হয়-শাত-ইল-আরবকে কেন্দ্র করে।
- যে দেশের জাতীয় পতাকা কালেমা খচিত- ইরান-সৌদি আরব।
- লুত মরুভূমি অবস্থিত- ইরানে।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট- মাসুদ পেজেশকিয়ান।
- ধর্মীয় নেতা- সাঈদ আলী হোসাইনী খোমিনী
- JCPOA চুক্তি- অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ১৪ জুলাই, ২০১৫ সালে ইরান এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন) জার্মানি ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর মধ্যে 'Joint Comprehensive Plan of Action' (JCPOA) নামক পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি ইরান চুক্তি বা ইরান পারমাণবিক চুক্তি নামে পরিচিত।
- ফেরদৌসী হলেন- পারস্যের (বর্তমান ইরান) একজন বিখ্যাত কবি। তিনি বিখ্যাত মহাকাব্য "শাহনামা" রচনা করেন। শাহনামা মহাকাব্যটির বিষয়বস্তু হল- ইরানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।
- ইরানের বিখ্যাত কিছু শহর- তেহরান, বন্দর আব্বাস, বুশেহর, খুররম, রম, কারমান, ইস্পাহান, কাশান, ইয়াজদ, মিরাজ।

সিরিয়া

- সভ্যতার সূতিকাগার বলা হয়- সিরিয়াকে।
- সিরিয়া ও লেবানন উপনিবেশ ছিল- ফ্রান্সের।
- সিরিয়া ও লেবানন বাদে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশগুলো ছিল- ব্রিটিশ উপনিবেশ।
- সিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়- আলাওয়াইট।
- বিশ্বের প্রথম বর্ণমালা পাওয়া যায়- সিরিয়ার উগারিটে।
- বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন শহর- দামাস্কাস, সিরিয়া।
- তালগাছের শহর বলা হয়- সিরিয়ার পালমিরাকে।
- বিখ্যাত আলেপ্পো শহর অবস্থিত- সিরিয়ায়।
- গোলান মালভূমি অবস্থিত- সিরিয়ায়।
- ইসরাইল ও সিরিয়ার মধ্যে বিতর্কিত ভূমি হলো- গোলান মালভূমি।
- গোলান মালভূমি ইসরাইল দখল করে নেয়- ১৯৬৭ সালে।
- ইসরাইল গোলান মালভূমিকে তাদের অংশ ঘোষণা করে- ১৯৮১ সালে।
- গোলান মালভূমির পরিবর্তিত নাম- ট্রাম্প মালভূমি।
- সিরিয়ার উল্লেখযোগ্য শহর- বসরা, আলেপ্পো, রাক্কা, দামেস্কো, ইদলিব, হামা।

তুরস্ক

- এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় মহাদেশে বিস্তৃত বলে তুরস্ককে ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়। পশ্চিম এশিয়ার এ আধুনিক রাষ্ট্রের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুল ইউরোপ ও এশিয়া দুই মহাদেশে পড়েছে। তুরস্ককে এশিয়া ও ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে মর্মর সাগর, বসফরাস প্রণালি, দার্দেনেলিস প্রণালি।
- আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (গ্রে উলফ নামে পরিচিত)।
- অটোমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা- প্রথম ওসমান।
- অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান- প্রথম ওসমান।
- অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান- ষষ্ঠ মুহাম্মদ।
- অটোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল- ১২৯৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত।
- আয়া সোফিয়া স্থাপন করা হয় মূলত অর্থোডক্স গির্জা হিসেবে ৫৩৭ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জাস্টিনিয়ান। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এটিকে জাদুঘরে রূপান্তর করেন। ১০ জুলাই ২০২০ সালে বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইয়েপ এরদোয়ান এটিকে পুনরায় মসজিদ হিসেবে ঘোষণা করেন।

গ্রিস

- উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ছিলেন – সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল।
- গ্রিসের একজন অন্ধ কবি ছিলেন – মহাকবি হোমার (তার বিখ্যাত দুটি মহাকাব্য – ইলিয়েড এবং ওডেসি)।
- দর্শন চর্চা সর্বপ্রথম শুরু হয় – প্রাচীন গ্রিসে।
- বাংলাদেশে একমাত্র গ্রিক সমাধি রয়েছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি চত্বরে।
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার/আতুরঘর বলা হয় – এথেন্স (গ্রিস)।
- পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন – গ্রিকরা।
- গ্রিসের সামরিক নগররাষ্ট্র– স্পার্টা।

- গ্রিসের গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র– এথেন্স।
- গ্রিসের গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র– এথেন্স।
- জলপাই গাছের দেশ বলা হয় – গ্রিসকে।
- অলিম্পিকের দেশ হিসেবে খ্যাত দেশ – গ্রিস।

স্পেন

- স্পেনের কাতালোনিয়া অংশটি স্বাধীন হওয়ার জন্য আন্দোলন করছে।
- কাতালোনিয়ার রাজধানীর নাম বার্সেলোনা। কাতালোনিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ২০১৭ সালে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে কার্লোস পুজেমন।
- 'Light House of the Europe' বলা হয়- স্পেনকে।
- ইউরোপের উচ্চতম শহর– মাদ্রিদ
- ইসলামের বাতিঘর বলা হতো– স্পেনের কর্ডোভা নগরীকে।
- স্পেনের জাতীয় ফুলের নাম– রেড কারনেশন।
- স্পেনে বর্তমান রাজতন্ত্র চালু হয়- ২২ নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে।
- মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন আল হামরা প্রাসাদ অবস্থিত- স্পেনের গ্রানাডাতে।
- আরবরা স্পেনকে অভিহিত করে- আইবেরীয় উপদ্বীপ নামে।
- Lihgt House of Europe নামে- মাদ্রিদ (স্পেন)।
- মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে- খলিফা ওয়ালিদ এর শাসনামলে।
- জাবাল আল্ তারিক নামে পরিচিত প্রণালি- জিব্রাল্টার প্রণালি।
- স্পেনের স্বাধীনতাকামী প্রদেশ– কাতালোনিয়া।
- স্পেনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী- পাবলো পিকাসো।
- পাবলো পিকাসোর বিখ্যাত চিত্রকর্ম- কিউরিজম।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের উপর নির্মিত 'গুয়ের্নিকা' তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম।

কাজাখস্তান

- মধ্য এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রজাতন্ত্র– কাজাখস্তান (আয়তনে সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র)।
- কাজাখস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে (১৯২২-১৯৯১ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল)।
- বর্তমান রাজধানী– নূর সুলতান (পূর্বে ছিল আস্তানা)।
- রাজধানী নূর সুলতানকে বলা হয়– Father of Apple Tree
- কাজাখস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- কাজাখস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদ– ৭ বছর। পূর্বে ছিল ৫ বছর। প্রেসিডেন্ট এক মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।

কিরগিজস্তান

- কিরগিজস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ৩১ আগস্ট ১৯৯১ সালে।
- মধ্য এশিয়ার সুইজারল্যান্ড খ্যাত রাষ্ট্র– কিরগিজস্তান।
- কিরগিজস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হলো– মুসলমান।

উজবেকিস্তান

- উজবেকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে।
- উজবেকিস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- City of Fountains বলা হয়– উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দকে।

তুর্কমেনিস্তান

- তুর্কমেনিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ১৯৯১ সালে।
- তুর্কমেনিস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- River of Life বলা হয় – কারাকোরাম খালকে (তুর্কমেনিস্তান)।

তাজিকিস্তান

- তাজিকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে।
- তাজিকিস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- এটি স্থল বেষ্টিত মুসলিম রাষ্ট্র। সরকারি ভাষা ফারসি।

আজারবাইজান

- আজারবাইজান স্বাধীনতা লাভ করে– ১৯৯১ সালে।
- আজারবাইজানের শাসন ব্যবস্থা– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- মধ্য এশিয়ার শিয়া অধ্যুষিত মুসলিম দেশ– আজারবাইজান।
- নাগার্নো-কারাবাখ বিরোধপূর্ণ অঞ্চলটি– আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার।
- Land of Flames বলা হয়– আজারবাইজানকে।

ফিলিপাইন

- সাংবিধানিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খ্রিস্টান রাষ্ট্র– ফিলিপাইন।
- স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ফিলিপাইন ছিল– যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে।
- ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপ– মিন্দানাও (বর্তমানে স্বায়ত্তশাসিত)।
- ফিলিপাইন দেশটি- ৭ ,১০৭টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত।
- ফিলিপাইনে স্পেনের ঔপনিবেশিক সরকার গঠন করে- ১৫৭১ সালে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দখল করে- স্পেনীয়-মার্কিন যুদ্ধে।
- ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা করে- চীনা বংশোদ্ভূত ফিলিপিনো নেতা এমিলিও আগিনালদো (১২ জুন ১৮৯৮)
- ফিলিপাইন-আমেরিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ২ জুন ১৮৯৯ সালে।
- স্বাধীনতার পূর্বে ফিলিপাইন স্বায়ত্তশাসন লাভ করে- ২৫ মার্চ ১৯৩৪।
- প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- কোরাজান একুইনো।
- ফিলিপাইন দেশটির নাম রাখা হয়- স্পেনের দ্বিতীয় রাজা ফিলিপের নামে।
- ফিলিপাইন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫।
- উল্লেখযোগ্য দ্বীপসমূহ- মিন্দানাও, ভিসায়াস, লুজোন, কিবু, কুলিন, পালাওয়ান টিকাও ইত্যাদি।
- আবু সায়াফস্ব ফিলিপাইনের একটি- মুসলিম গেরিলা সংগঠন।
- মুসলিম সংগঠন মোরো ইসলামি লিবারেশন ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- স্বাধীন ফিলিপাইনের প্রথম প্রেসিডেন্ট- ম্যানুয়েল রোক্সাস।
- প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম- মালাকানান প্রাসাদ।

মঙ্গোলিয়া

- দূর প্রাচ্যের বাফার স্টেট/ সংঘর্ষরোধক/ যাযাবর রাষ্ট্র– মঙ্গোলিয়া।
- মঙ্গোলিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর– উলানবাটোর।
- এশিয়ার বৃহত্তম গোবি মরুভূমি অবস্থিত– মঙ্গোলিয়ায় (Water less place)।
- চেঙ্গিস খান নামটি জড়িত মঙ্গোলিয়ার সাথে।

লেবানন

- লেবানন স্বাধীনতা লাভ করেছে– ফ্রান্সের কাছ থেকে (১৯৪৩ সালে)।
- পশ্চিম এশিয়ার এ রাষ্ট্রটির সীমানা– ইসরাইলের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত।
- লেবানন রাষ্ট্রটিতে খ্রিস্টান, সুন্নি মুসলমান, শিয়া মুসলমানরা একত্রে বসবাস করে।
- ত্রয়ী চুক্তি অনুযায়ী লেবাননের রাষ্ট্রপতি হবেন- ম্যারোনিয় খ্রিস্টান, প্রধানমন্ত্রী হবেন সুন্নি মুসলমান এবং স্পিকার হবেন শিয়া মুসলমান।
- লেবানন ও ইসরাইলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ নদী- ওয়াজানি।
- মধ্যপ্রাচ্যের লেবানন ও সিরিয়া ছিল- ফ্রান্সের উপনিবেশ।
- সিরিয়া ও লেবানন এর মুদ্রার নাম- পাউন্ড।

সংযুক্ত আরব আমিরাত

- ৭টি স্ব-শাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত– সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- অঞ্চলগুলো হলো– আবুধাবি, দুবাই, শারজা, আজমান, ফুজায়রা, রাশ-আল-খাইমা ও উম-আল-কুয়াইম।
- সাত শেখ শাসিত রাজ্যের দেশ– সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- বিশ্বের একমাত্র সাত তারা হোটেলের নাম- বুর্জ আল আরব।
- কৃত্রিম দ্বীপ পাম জুমেরিয়া অবস্থিত- দুবাই।
- সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনক- শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট- মাকতুম বিন রশিদ আল মাকতুম।

সুইজারল্যান্ড

- সুইজারল্যান্ডের জেনেভা নগরী বিখ্যাত- ঘড়ি শিল্পের জন্য
- সুইজারল্যান্ডের রাজধানী- ২টি (প্রশাসনিক রাজধানী- বার্ন এবং বিচার বিভাগ ও রাজধানী- লাওসান)
- সম্মেলনের শহর- জেনেভা
- সর্বপ্রথম সরাসরি গণতন্ত্র চালু করে- সুইজারল্যান্ড
- নিরপেক্ষ দেশ ও ইউরোপের খেলার মাঠ বলা হয়- সুইজারল্যান্ডকে।
- সুইজারল্যান্ডের যে ব্যাংকটি সারা বিশ্বে পরিচিত- সুইস ব্যাংক।

গাম্বিয়া

- গাম্বিয়া পশ্চিম আফ্রিকার দেশ, গাম্বিয়ার পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং তিনদিকে সেনেগাল।
- গাম্বিয়ার রাজধানী- বাঞ্জুল ; মুদ্রা- ডালাসি।
- গাম্বিয়ার আলোচিত সামরিক নেতা- ইয়াহিয়া জাম্মেহ।
- মায়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে- গাম্বিয়া।
- গাম্বিয়া একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রধান কৃষি পণ্য চিনাবাদাম।

ভিয়েতনাম

- ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কাল- ১ নভেম্বর ১৯৫৫ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম- স্টেট ব্যাংক অব ভিয়েতনাম।
- ভিয়েতনামের জাতিগোষ্ঠী- ৫৩টি।
- ভিয়েতনামের রাজধানীর নাম- হ্যানয়।
- ভিয়েতনামের প্রদেশ- ৬৩টি।
- ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- হো চি মিন।
- প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে।
- ভিয়েতনামে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন শুরু করে- ১৮৫৮ সালে।
- ফরাসিরা ভিয়েতনামকে ভাগ করে- ৩টি অঞ্চলে (টঙ্কিন, আন্নাম, কোচিন চায়না)।

আর্জেন্টিনা

- আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স যে নদীর তীরে অবস্থিত- লা প্লাটা ।
- দক্ষিণ আমেরিকার সর্বনিম্ন (বিন্দু) স্থানের নাম- ডালডেস পেনিন (আর্জেন্টিনা)।
- মার্ক্সবাদী, বিপ্লবী, চিকিৎসক ও গেরিলা নেতা চে- গুয়েভারা জন্মগ্রহণ করেন- ১৯২৮ সালে আর্জেন্টিনায়।
- চে-গুয়েভারা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম- Guerrilla Warfare।
- ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার বিরোধপূর্ণ দ্বীপ- ফকল্যান্ড দ্বীপ (ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ হয় ১৯৮২ সালে, আর্জেন্টিনার পরাজয় হয়)।
- ফকল্যান্ড দ্বীপের অপর নাম হলো- 'মালভিনাস'।
- আর্জেন্টিনা তথা বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- ইসাবেলা ডি পেরন।

ব্রাজিল

- আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ- ব্রাজিল (আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বে- পঞ্চম)। ব্রাজিলের প্রদেশ সংখ্যা ২৬টি এবং ১টি স্বাধীন জেলা।
- দক্ষিণ আমেরিকার কয়টি দেশের সাথে ব্রাজিলের সীমান্ত সংযোগ নাই- ২টি দেশের (চিলি ও ইকুয়েডর)।
- দক্ষিণ আমেরিকার জনবহুল নগরী – সাওপাওলো ।
- দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র যে দেশের ভাষা পর্তুগিজ- ব্রাজিল।
- ব্রাজিল আগে যে দেশের উপনিবেশ ছিল- পর্তুগাল (১৮২২)।
- ব্রাজিলের বিখ্যাত নৃত্য হলো- সাম্বা নৃত্য।
- পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক কফি উৎপাদিত হয়- ব্রাজিলে।
- ব্রাজিলের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত- গুয়ারিয়া জলপ্রপাত।
- কফি উৎপাদনে অন্যতম দেশ – ব্রাজিল

মালয়েশিয়া

- মালয়েশিয়ার জাতীয় ভাষা- মালয়।
- প্রধান শহর- কুয়ালালামপুর, কুচিং, কোটা কিনাবালু, পিনাং, কেলাং, শাহ আলম, কুয়ানটান।
- মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার জনক- টেংকু আবদুল রহমান।
- প্রধান প্রধান বন্দর- কোটা কিনাবালু , ক্লা, তানজুং ব্রাংসেট, কুয়ানতান ইত্যাদি
- মালয়েশিয়ার প্রথম রাজা ও প্রধানমন্ত্রী- টেংকু আবদুল রহমান।
- মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী- মাহাথির মোহাম্মদ।
- মালয়েশিয়ায় রাজা নির্বাচিত হন- রাজ্যের সুলতানদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে।
- মালয়েশিয়ার বিমান সংস্থার নাম- মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স।
- মালয়েশিয়ার ৭ম উপ-প্রধানমন্ত্রী- আনোয়ার ইব্রাহীম।
- আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি বলা হয়- মাহাথির মোহাম্মদকে (২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন)।
- মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানীর নাম- পুত্রজায়া।
- সিঙ্গাপুর মালয় ফেডারেশনে যোগ দেয়- ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

ফিনল্যান্ড

- ফিনল্যান্ড দেশটি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট নাম- সুমেয়।
- ফিনল্যান্ডের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৯ মার্চ ১৮০৯ সালে।
- রাজধানীর নাম- হেলসিংকি (পূর্বনাম- তার্তু)।
- ফিনল্যান্ডের উপনাম- হাজার হ্রদের দেশ।
- প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- তারজা হ্যালোনেন।
- প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- আন্নেলি টুয়োলিক্কি জাতেনমিয়াকি।
- ফিনল্যান্ড ন্যাটোতে যোগ দেয়- ৪ এপ্রিল ২০২৩ (সর্বশেষ ও ৩১তম দেশ)।
- ২০২৪ সালের ন্যাটো সম্মেলনে চূড়ান্তভাবে যোগদান করবে- ফিনল্যান্ড।

ইউক্রেন

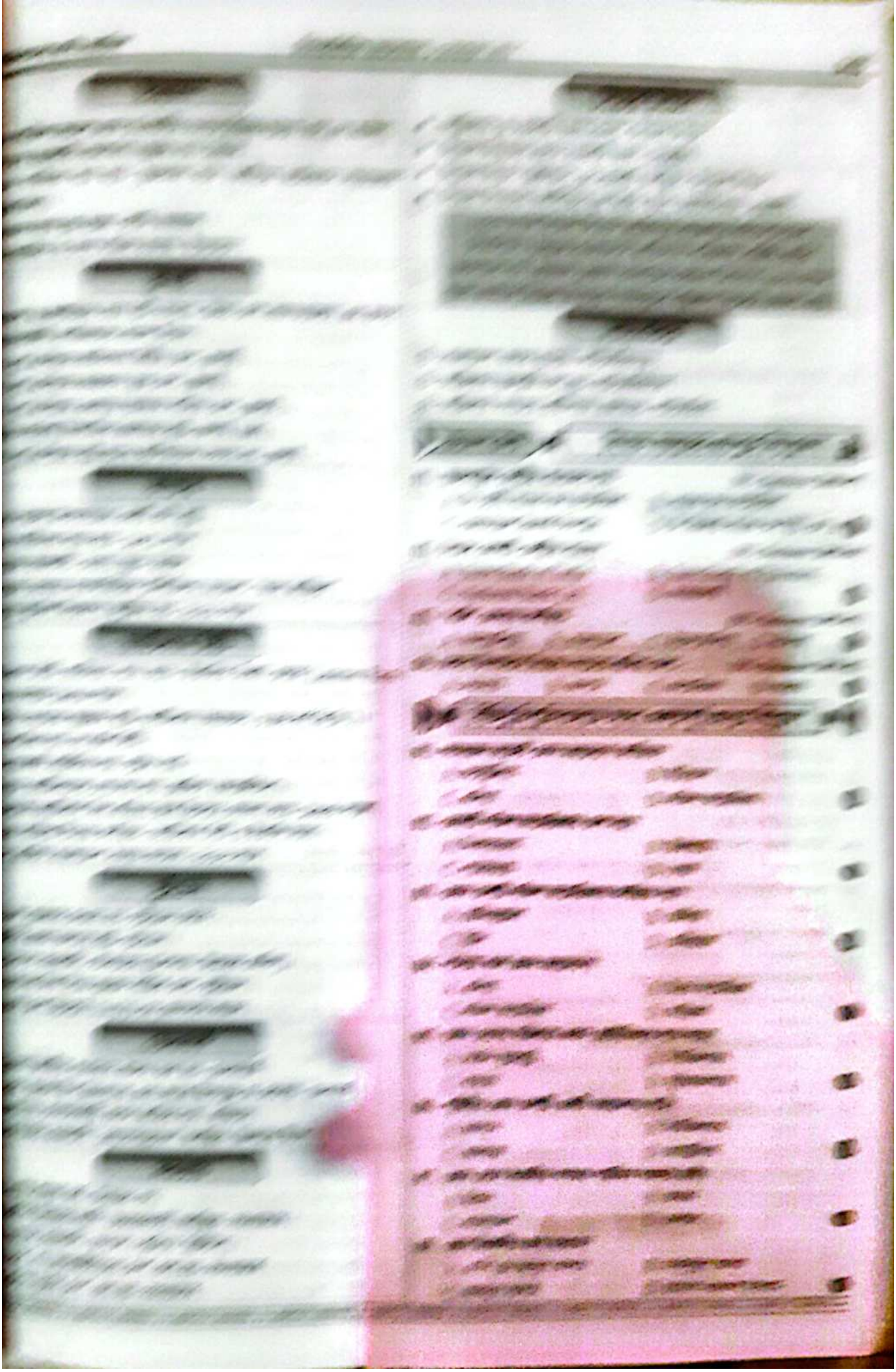
- ইউক্রেনের সাথে সীমান্ত রয়েছে- ৭টি দেশের।
- আয়তনে পৃথিবীর ৪৫তম দেশ- ইউক্রেন।
- ইউরোপের রুটির ঝুড়ি বলা হয়- ইউক্রেনকে।
- ইউক্রেনের রাজধানী- কিয়েভ; মুদ্রা- হ্রিভনিয়া।
- ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে প্রথম বেরিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে- ইউক্রেন।
- ইউক্রেনের কমলা বিপ্লব সংঘটিত হয়- ২০০৪ সালে।
- বিশ্বের ২০ শতাংশ টাইটানিয়াম মজুদ রয়েছে- ইউক্রেনে।
- ইউক্রেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- ইউলিয়া তামাশেঙ্কো।

উরুগুয়ে

- উরুগুয়ে স্বাধীনতা লাভ করে- ২৫ আগস্ট ১৮২৫; ব্রাজিল এর কাছ থেকে।
- উরুগুয়ের রাজধানীর নাম- মন্টিভিডিও।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- উরুগুয়ে (১৯৩০ সালে)।
- প্রথম বিশ্বকাপে জয়লাভ করে- উরুগুয়ে।
- ২০৩০ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে- ৩টি মহাদেশের ছয়টি দেশে (উরুগুয়ে প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা, স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো)। তবে মূল আয়োজক দেশ স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো।

সিঙ্গাপুর

- এশিয়ার নগর রাষ্ট্র বলা হয়- সিঙ্গাপুরকে।
- মুসলিম রাষ্ট্র না হলেও পতাকায় ৪ তারা রয়েছে- সিঙ্গাপুরের।
- আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক- লি কুয়ান ইউ (প্রথম প্রেসিডেন্ট)।
- লি কুয়ান ইউ এর আত্মজীবনী- From Third World to First.



CamScanner

09. পৃথিবীর কোন শহরকে স্বর্ণনগরী বলা হয়?
A. ইস্তাম্বুল B. জোহানেসবার্গ
C. কায়রো D. জেনিস **B**

10. 'দ্য গল' কোন দেশের প্রাচীন নাম?
A. ফ্রান্স B. জাপান
C. ইংল্যান্ড D. স্পেন **A**

11. 'আস্তানা' কোন দেশের রাজধানীর নাম?
A. উজবেকিস্তান B. কাজাখাস্তান
C. তুর্কেমিনিস্তান D. আজারবাইজান **D**

12. কোন দেশ আমেরিকাকে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' উপহার দিয়েছিলো?
A. কানাডা B. ফ্রান্স
C. ব্রাজিল D. ইংল্যান্ড **B**

13. তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
A. কাবেরী B. গোদাবরী
C. ভাগিরথী D. যমুনা **D**

14. ওয়াটার লু-র যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছিলেন?
A. সম্রাট আকবর B. ডিউক অব ওয়েলিংটন
C. নেপোলিয়ন D. সুলতান সোলায়মান **B**

15. কোণার্ক সূর্য মন্দির কোথায় অবস্থিত?
A. ওড়িশা B. সিকিম
C. আসাম D. রাজস্থান **A**

16. 'সিভর' নামকরণ করে কোন দেশ?
A. শ্রীলঙ্কা B. পাকিস্তান
C. মিয়ানমার D. বাংলাদেশ **A**

PRIME TEST

01. ভ্যালেন্সিয়া শহরটি কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ইংল্যান্ড Ⓑ স্পেন Ⓒ কানাডা Ⓓ ইতালি

02. জেনিস শহরটি-
Ⓐ ব্রাজিলে Ⓑ ফ্রান্সে Ⓒ ইতালিতে Ⓓ মালিতে

03. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত-
Ⓐ ৫১ টি রাজ্য নিয়ে Ⓑ ৫০ টি রাজ্য নিয়ে
Ⓒ ৪৯ টি রাজ্য নিয়ে Ⓓ ৪৮ টি রাজ্য নিয়ে

04. সিউল কোন দেশের রাজধানী?
Ⓐ জাপান Ⓑ উত্তর কোরিয়া Ⓒ দক্ষিণ কোরিয়া Ⓓ চীন

05. প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করে-
Ⓐ চীন Ⓑ ভারত Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ নেপাল

06. কোন দেশে সমুদ্রবন্দর নেই?
Ⓐ লেবানন Ⓑ আলজেরিয়া Ⓒ মিশর Ⓓ আফগানিস্তান

07. প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন কে?
Ⓐ ভাস্কো দা গামা Ⓑ ভাস্কোনুঞ্চ দ্য বালবোয়া
Ⓒ কলম্বাস Ⓓ টলেমি

08. এশিয়া মহাদেশের আয়তন ইউরোপের কতগুণ?
Ⓐ চার গুণ Ⓑ সাড়ে চার গুণ
Ⓒ দেড় গুণ Ⓓ ছয় গুণ

09. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ কোনটি?
Ⓐ এশিয়া Ⓑ আফ্রিকা
Ⓒ ইউরোপ Ⓓ উত্তর আমেরিকা

10. এভারেস্ট পিক কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ইরান Ⓑ শ্রীলঙ্কা Ⓒ মিশর Ⓓ ভারত

Answer Sheet

01.	B	02.	C	03.	B	04.	C	05.	A
06.	D	07	B	08.	B	09.	A	10.	B

অধ্যায় ১৪ আলোচিত যুদ্ধ, গেরিলা, গোয়েন্দা ও সামরিক সংগঠন

■ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ:
- যুদ্ধের সূত্রপাত- রাশিয়া ইউক্রেনের লোনেস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করলে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।
- যুদ্ধের অন্যতম কারণ- ইউক্রেন ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে চায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদারি করে।
- ইউক্রেনের লোনেস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল দুটিকে রাশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- রাশিয়া ইউক্রেনে সর্বাত্মক হামলা শুরু করে- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- লোনেস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল দুটিকে দ্বিতীয় রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- সিরিয়া।
- ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের এক বছর পূর্তি হয়- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।
- ন্যাটোতে যোগদানের জন্য রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়- ফিনল্যান্ড।
- গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়াতে যোগ দিয়েছে ইউক্রেনের- পূর্বের লোনেস্ক ও লুহানস্ক এবং দক্ষিণের জাপোরিঝিয়া ও খেরসন অঞ্চল। এর পূর্বে ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দ্বীপটি গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়াতে যোগ দেয়। অভিযোগ রয়েছে রাশিয়া এটি দখল করে নেয়।
- যুদ্ধকবলিত ইউক্রেনের ৬টি শহর- ডনবাস, মারিউপোল, খারকিভ, কিয়, কেহরসোনিল, ওডেসা।
- যুদ্ধের সময় আটকে পড়া ও আক্রান্ত হওয়া জাহাজ- এমভি বাংলার সমৃদ্ধি।
- জাহাজে রকেট হামলা হয়- ২ মার্চ, ২০২২ (জাহাজে ২৯ জন নাবিক ছিলেন)।
- জাহাজটি তুরস্ক থেকে ইউক্রেনে অলিভিয়া বন্দরে যাত্রা বিরতিতে ছিল (মূল গন্তব্য- ইতালি)।
- হামলায় নিহত বাংলাদেশি নাবিক- থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হাসিবুর রহমান।
- বাকি ২৮ নাবিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়- ৯ মার্চ, ২০২২।
- রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্কিত সৌধটি- সেভাস্তোপোল।
- ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ন্যাটোর অবস্থান- ইউক্রেনের পক্ষে।
- সিরিয়া ও বেলারুশ সরাসরি অবস্থান নিয়েছে- রাশিয়ার পক্ষে।
- রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহ হয়- নর্ড স্ট্রিম-১ এবং নর্ড স্ট্রিম-২ পাইপ লাইনের মাধ্যমে।

■ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ:
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ খ্যাত- The Great War.
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ২৮ জুলাই ১৯১৪ (শেষ- ১১ নভেম্বর ১৯১৮)।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ- জার্মানদের উগ্র জাতীয়তাবাদ নীতি।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি হলো- ব্রিটেন, ফ্রান্স, সার্বিয়া, বেলজিয়াম, রাশিয়া।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি- জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের প্রধান- নিকোলাস (রাশিয়ার ২য় জার), লয়েড জর্জ (ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী), উড্রো উইলসন (যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট)।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনীর প্রধান- জেনারেল ফচ।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয়- ৬ এপ্রিল ১৯১৭ (জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে)।
- যুদ্ধের সময় ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ভিত্তোরি অর্লান্ডো।
- যুদ্ধের সময় জার্মানির চ্যান্সেলর ছিল- অটোভন বিসমার্ক।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে গঠিত সংঘ এর নাম- লীগ অব নেশন।
- যুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে- ১১ নভেম্বর ১৯১৮।
- বিশ্বযুদ্ধের বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১১ নভেম্বর ১৯১৮ (প্যারিসে)।
- যে চুক্তির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি হয়- ভার্সাই চুক্তি, ফ্রান্স (২৮ জুন ১৯১৯)।
- বিশ্বযুদ্ধের বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- জার্মানি ও মিত্রশক্তি।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিরতি চুক্তির নাম- প্যারিস শান্তি চুক্তি।

- অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড মিত্রপক্ষ বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে- ১৯১৪ সালে।
- অস্ট্রেলিয়া সাবেক জার্মান কলোনিগুলো দখল করে- ১৯১৯ সালে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বেলফোর ঘোষণা ১৯১৭ এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল- ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হওয়া তিনটি চুক্তি:

(i) ১৯১৯ সালের দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি (ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে)।
(ii) ১৯২০ সালের সেভার্স চুক্তি (ফ্রান্সের প্যারিসের সেভার্স শহরে)।
(iii) ১৯২৩ সালের লুজান চুক্তি (সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ:

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে- জার্মানির এডলফ হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ- জার্মানির নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়- অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি- ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ।
- অক্ষশক্তি হিসেবে অংশগ্রহণকারী দেশ- জাপান, জার্মানি, ইতালি।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয়- রাশিয়াকে।
- জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে- ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
- ইতালি অক্ষশক্তিতে যুক্ত হয়- ১১ জুন ১৯৪০ সালে।
- হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে- ২২ জুন ১৯৪১ সালে।
- জাপান পার্ল হারবারে অবস্থিত মার্কিন নৌ-ঘাটি আক্রমণ করে- ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যোগ দেয়- ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১।
- জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে- ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে।
- রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের তেহরান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- ২৮ নভেম্বর, ১৯৪৩ সালে।
- ডি-ডে হলো- ৬ জুন, ১৯৪৪।
- V. E. (Victory in Europe) Day হলো- ৮ মে ১৯৪৫।
- V. J. (Victory over Japan) Day হলো- ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫।
- রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের ইয়াল্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- ৪ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর নিকট জার্মানি আত্মসমর্পণ করে- ৭ মে ১৯৪৫।
- জাপান আত্মসমর্পণ করে- ১৪ আগস্ট ১৯৪৫।
- আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে- ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ (জাপান কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে)।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাফার স্টেট ছিল- বেলজিয়াম।
- জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলার নির্দেশ দেয়- মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ অধিনায়ক ছিল- ফিল্ড মার্শাল রোমেল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মরুভূমিতে যুদ্ধ করে "ডেজার্ট র‍্যাট" উপাধি পায়- জেনারেল মন্টোগোমারি (ব্রিটেন)।
- ডেসার্ট ফক্স বিগ থ্রি নামে পরিচিত- ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, যোসে স্ট্যালিন ও উইন্সটন চার্চিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কোরিয়া ছিল- জাপানের অধীনে।
- যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী জাপানকে পরাজিত করে- ১৯৪২ সালে (নতুন গায়নায় প্রবাল দ্বীপে)।
- বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে হলোকাস্ট এর সাথে জড়িত হয়- জার্মানি।
- যুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা লিটল বয় ফেলা হয়- ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে।
- পারমাণবিক বোমা লিটল বয় এর তেজস্ক্রিয় পরমাণু- ইউরেনিয়াম-২৩৫।
- লিটল বয় বোমার দৈর্ঘ্য- ৯.৮৪ ফুট (পরিধি ২৮ ইঞ্চি)।
- লিটল বয় নিক্ষেপকারী বিমানের পাইলটের নাম- কর্নেল পল ওয়ারফিল্ড টিবেটস।
- লিটল বয় নিক্ষেপ করা বিমানের নাম- বি-২৯ সুপারফোর্টেস।
- বি-২৯ সুপারফোর্টেস বিমানটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়- টিবেটস এর মায়ের নামে 'এনোলা গে (ENOLA GAY)'।
- বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের জাপানের নাগাসাকিতে 'ফ্যাট ম্যান' নামক পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়- ৯ আগস্ট ১৯৪৫ সালে।
- পারমাণবিক বোমা ফ্যাট ম্যান এর তেজস্ক্রিয় পরমাণু- ইউরেনিয়াম-২৩৯।
- ফ্যাট ম্যান বোমার দৈর্ঘ্য- ১০.৯ ফুট (পরিধি ৫ ফুট)।
- ফ্যাট ম্যান নিক্ষেপকারী বিমানের পাইলটের নাম- মেজর চার্লস ডব্লিউ সুইনি।
- ফ্যাট ম্যান নিক্ষেপ বিমানের নাম- বি-২৯ সুপারফোর্টেস; অন্য নাম বক্সকার (Bockscar)।
- জার্মান নাৎসি বাহিনীর নেতাদের বিচার কার্যক্রমকে বলা হয়- ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল।

■ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিনটি অপারেশন:**

(i) ১৯৪১ সালের অপারেশন বারবারোসা (সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের বা অক্ষশক্তির আক্রমণ)
(ii) ১৯৪১ সালের অপারেশন ঈগল (এডলফ হিটলারের ইংল্যান্ডের উপর বিমান হামলা)।
(iii) ১৯৪৪ সালের অপারেশন ওভারলর্ড (জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর অপারেশন)।

■ **ওয়াটার লু যুদ্ধ:**

- ওয়াটারলু যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৮ জুন ১৮১৫ সালে।
- ওয়াটারলু যুদ্ধে জয়ী হন- ডিউক অব ওয়েলিংটন (ব্রিটেন)।
- বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটারলু অবস্থিত- বেলজিয়ামে।
- ওয়াটারলু যুদ্ধের সেনাপতি- ব্রিটেনের প্রধান সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন ও ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।
- ওয়াটার লু যুদ্ধে পরাজিত হয়- নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

■ **কলিঙ্গ যুদ্ধ:**

- সম্রাট অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন- ২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
- এ যুদ্ধের দুই পক্ষ হলো- মৌর্য সাম্রাজ্যের অশোক ও শক্তিশালী কলিঙ্গ রাজ্য।
- এ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সম্রাট অশোক যুদ্ধ ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন- কলিঙ্গ যুদ্ধ।

■ **ট্রাফালগারের যুদ্ধ:**

- ট্রাফালগার যুদ্ধের সময়কাল- ২১ অক্টোবর, ১৮০৫
- ট্রাফালগার যুদ্ধের স্থান- কেপ ট্রাফালগার, স্পেন
- ট্রাফালগার যুদ্ধের বিজয়ী দেশ- ব্রিটেন।
- যুদ্ধের বিপক্ষশক্তি- ফ্রান্স ও ব্রিটেন।
- ট্রাফালগারের যুদ্ধ জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে একটি চত্বরের নামকরণ করা হয় 'ট্রাফালগার স্কয়ার'। ট্রাফালগার স্কয়ারের পাশেই রয়েছে প্রসিদ্ধ পলমল সড়ক।

■ **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ:**

- আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়- ১৮৬১ সালে।
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হয়- ১৮৬৫ সালে।
- গৃহযুদ্ধকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- আব্রাহাম লিঙ্কন।

■ **ফকল্যান্ড যুদ্ধ:**

- ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময়কাল- ২ এপ্রিল ১৯৮২-১৪ জুন ১৯৮২
- ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্থান- ফকল্যান্ড দ্বীপ, দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর।
- ফকল্যান্ড যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ- ২ এপ্রিল ১৯৮২ আর্জেন্টিনা ব্রিটেনের কাছ থেকে ফকল্যান্ড দ্বীপটি দখল করে নেয়। ১৪ জুন, ১৯৮২ ব্রিটেনের নিকট আর্জেন্টিনার আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ফকল্যান্ড যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
- যুদ্ধের বিজয়ী- ব্রিটেন
- যুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি- আর্জেন্টিনা

■ উপসাগরীয় যুদ্ধ:
- প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ হয়- ১৯৯০ সালে।
- প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের মাধ্যমে কুয়েত কে দখল করে নেয়- ইরাক।
- বাংলাদেশ সমর্থন দেয়- কুয়েত কে।
- কুয়েত যুদ্ধ করার অভিযানের নাম ছিল- Desert Storm.
- দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয়- ২০০৩ সালে।
- দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকে হামলা চালায়- ইঙ্গ-মার্কিন জোট।
- ইরাকে আক্রমনের সাংকেতিক নাম ছিল- অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম।

■ ভিয়েতনাম যুদ্ধ:
- ভিয়েতনাম যুদ্ধের অপর নাম- দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধ।
- যুদ্ধের সময়কাল- (১৯৫৫-১৯৭৫) সাল।
- যুদ্ধের পক্ষ- যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম।
- যুদ্ধের ফলাফল- যুক্তরাষ্ট্র জয়লাভ করতে পারেনি।
- দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয়- ১৯৭৫ সালে।
- ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হয়- ১৯৭৬ সালে।

■ ইরান-ইরাক যুদ্ধ:
- যুদ্ধের সময়কাল- ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ থেকে ২০ আগস্ট ১৯৮৮
- যুদ্ধের উদ্দেশ্য- শাত-উল-আরবের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইরাক ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ ইরান আক্রমণ করে।
- যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতা করে- জাতিসংঘ।

■ পাক-ভারত যুদ্ধ:
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মোট যুদ্ধ সংগঠিত হয় ৪টি (১৯৪৭-১৯৯৯)
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হয় ১৯৪৭ সালে। যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া রেজুলেশন নম্বর: ৪৭ এর আওতায় Line of Control বা নিয়ন্ত্রণ রেখা কার্যকর হয়।
- ভারত পাকিস্তানের সাথে দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৬৫ সালে (১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সমাপ্তি হয় তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে)। ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তি হয়।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তৃতীয় যুদ্ধটি হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে।
- পাক-ভারত চতুর্থ যুদ্ধটি হয় ১৯৯৯ সালে কারগিলকে কেন্দ্র করে।

■ বক্সারের যুদ্ধ:
- বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ২২ অক্টোবর ১৭৬৪ সালে।
- বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন- মেজর হেক্টর মুনরোর।

■ পলাশী যুদ্ধ:
- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন।
- পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে সহায়তাকারী ফরাসি সেনাপতির নাম- সিন ফ্রে।
- পলাশী যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন- লর্ড ক্লাইভ।
- এই যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয় এবং বাংলা ২০০ বছরের জন্য ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

■ আরব বসন্ত বিপ্লব:
- আরব বসন্তের সূচনা হয়- তিউনেশিয়া (২০১০ সালে)।
- এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে- মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকায়।
- আরব বসন্তের ফলে মিশর, ইয়েমেন, তিউনেশিয়া, লিবিয়াসহ কতগুলো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পতন ঘটে।
- এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল- মোহাম্মদ বুয়াজিজি নামক তরুণের নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে।

■ ফরাসি বিপ্লব:
- সূচনা- ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দূর্গ আক্রমণের মাধ্যমে।
- মেয়াদ- ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত (১০ বছর)।
- পরিচিতি- ধনীদের বিপ্লব/বুর্জোয়াদের বিপ্লব (Elite Revolution)।
- স্লোগান- স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব (Liberty, Equality and Fraternity)।
- প্রবক্তা- ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জাক রুশো।
- বিপ্লবকালীন রাজা- ষোড়শ লুই।
- বাস্তিল দিবস- ১৪ জুলাই।
- চতুর্দশ লুই বলেন- আমিই রাষ্ট্র।
- অন্যতম নেতা- রোবসপীয়র, দান্তে।
- অনুপ্রেরণা দাতা- রুশো, ভলতেয়ার।
- ফরাসি বিপ্লবের পিতা- নেপোলিয়ন।
- বাস্তিল দূর্গ মূলত একটি- কারাগার (বর্তমান একটি জাদুঘর)।
- আইফেল টাওয়ার- ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে নির্মাণ করা হয়।
- ফ্রান্সে একদল দার্শনিক ও চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটে- আঠারো শতকে।
- রুশো বিশ্বাস করতেন- জনসাধারণই সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
- সামাজিক চুক্তি গ্রন্থের শুরুতেই রুশো উল্লেখ করেন- স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু তবুও মানুষ সর্বত্রই শৃঙ্খলিত।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদ হলো- রাষ্ট্রের জন্ম হয় একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে।
- প্রকৃতির রাজ্যের বসবাসকারী মানুষ- 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' এর (General Will) কাছে নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়।
- ব্রিটিশ দার্শনিক ভলতেয়ার বলেন- I Disapprove of What You Say, But I will Defend to the Death Your Right to Say it.
- ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের জর্সাই শহরে Jacobin Club এর যাত্রা শুরু করে যে প্রতিষ্ঠান- রোবসপিয়র। এটি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গঠিত একটি রাজনৈতিক সভা গোষ্ঠী।
- ১৭৯০ সালে উদ্ভূত হয়- Cordelier Club.
- ফ্রান্সের সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) প্রতিষ্ঠিত হয়- রোবসপিয়র, দান্তে ও মারাটের নেতৃত্বে।
- ভিরডিনালের উত্থান ঘটেছিল- ফ্রান্সে।

■ রুশ বিপ্লব:
- বিশ্বের নাড়া জাগানো বিপ্লব বলা হয়- রুশ বিপ্লবকে।
- সময়- ২৫ অক্টোবর ১৯১৭ (জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে)।
- গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী- ৭ নভেম্বর ১৯৯৭।
- বিপ্লবের সময় ছিল- ১০ দিন।
- লেনিন বিপ্লবে যোগ দেন- সুইজারল্যান্ড থেকে এসে।
- বিপ্লবের সাথে জড়িত জাহাজ- ২টি (আরোরা ও ব্যালশিপ পটেমকিন)
- বিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী দল- বলশেভিক (অর্থ- সংখ্যাগরিষ্ঠ)।
- সরকারের পক্ষের দল- মেনশেভিক (অর্থ- সংখ্যা লঘিষ্ঠ)।
- বিপ্লবী বাহিনীর নাম- রেড গার্ডস।
- সরকারের বাহিনীর নাম- ইমপেরিয়াল রাশিয়ান আর্মি।
- বিপ্লবের কেন্দ্র- পেট্রোগ্রাড (বর্তমান নাম- সেন্ট পিটার্সবার্গ)।
- রুশ বিপ্লবের অপর নাম- সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, লেনিনের বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব, ১০ দিনের বিপ্লব।
- বিপ্লবের ফলাফল- জারতন্ত্র/রাজতন্ত্রের পতন হয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূচনা হয়।

■ বিশ্বের সংঘটিত বিভিন্ন বিপ্লবের সাল ও দেশ:

বিপ্লবের নাম	সাল	দেশ
রেনেসাঁ (চতুর্দশ শতক)	১৩৬০	ইতালি
ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব	১৬৮৮	যুক্তরাজ্য
শিল্প বিপ্লব	১৭৬০	যুক্তরাজ্য
শ্রমিক বিপ্লব	১৮৮৬	শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র
চীন বিপ্লব	১৯৪৯	চীন
সাংস্কৃতিক বিপ্লব	১৯৬৬	চীন
কিউবান বিপ্লব	১৯৫৯	কিউবা
রাজতান্ত্রিক বিপ্লব	১৯৭৩	আফগানিস্তান
ইসলামি বিপ্লব	১৯৭৯	ইরান
গণতান্ত্রিক বিপ্লব	১৯৮৯	চীন
রোজ বিপ্লব	২০০৩	জর্জিয়া
অরেঞ্জ বিপ্লব (কমলা বিপ্লব)	২০০৪	ইউক্রেন

বিপ্লবের নাম	সাল	দেশ
টিউলিপ বিপ্লব	২০০৫	কিরগিজস্তান
জুই বিপ্লব/জাবের বসন্ত	২০১০	তিউনিসিয়া

সামরিক সংস্থা

NATO:
- NATO এর - North Atlantic treaty Organization. (সামরিক জোট)।
- প্রতিষ্ঠা- ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ (প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ১২)।
- মাটিতুক মুসলিম দেশ- ২টি (আলবেনিয়া ও তুরস্ক)
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩২।
- NATO এর সদর দপ্তর ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- সর্বশেষ সদস্যদেশ সুইডেন (২০২৪)।

ANZUS:
- ANZUS -এর পূর্ণরূপ - Australia, New Zeland and United States.
- এটি যে ধরনের জোট- সামরিক জোট।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

AUKUS:
- AUKUS -এর পূর্ণরূপ-Australia, the United Kingdom and the United States.
- অস্ট্রেলিয়, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় নিরাপত্তা চুক্তি যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য ঘোষণা করা।
- সংস্থাটি গঠিত হয়- ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে।
- সদস্য দেশ- ৩টি।
- সংস্থার ধরন- সামরিক জোট

বিশ্বের আলোচিত অভিযান/অপারেশন

অপারেশনের নাম	যাদের দ্বারা পরিচালিত	যে স্থানে/ উদ্দেশ্যে পরিচালিত	সময়
অপারেশন সার্চলাইট	পাকবাহিনী	বাংলাদেশে পরিচালিত হত্যা অভিযান	২৫ মার্চ ১৯৭১
অপারেশন ক্লোজডোর	বাংলাদেশ সরকার	মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান	১৯৭১
অপারেশন জ্যাকপট	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান	আগস্ট ১৯৭১
অপারেশন ব্লু স্টার	ইন্দিরা গান্ধী সরকার	শিখদের উপাসনালয় স্বর্ণ মন্দিরে পরিচালিত অভিযান	১৯৮৪
অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম	বহুজাতিক বাহিনী	উপসাগরীয় যুদ্ধে পরিচালিত অভিযান	১৯ জানুয়ারি ১৯৯১
অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল	মার্কিন টাস্কফোর্স	বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ে (১৯৯১) সাহায্য অভিযান	২৯ এপ্রিল ১৯৯১
অপারেশন ডেজার্ট ফক্স	ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী	ইরাকে পরিচালিত সামরিক অভিযান	১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮
অপারেশন এনডুরিং ফ্রিডম	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	আফগানিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান	২০০১ সালে
অপারেশন অ্যানাকোন্ডা	মার্কিন বাহিনী	আফগানিস্তানে তালেবান-আল কায়েদা বিরোধী অভিযান	মার্চ ২০০২
অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম	ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী	ইরাককে স্বাধীন করা	২০ মার্চ ২০০৩
অপারেশন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর	জর্ডানে গৃহযুদ্ধের অভিযান	PLO এর ৩ হাজারের বেশি নেতাকর্মী নিহত হয়।	১৯৭০ সালে

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া ভস্টক ২০১৮ পরিচালনা করে রাশিয়া

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা

দেশ	গোয়েন্দা সংস্থার নাম	পূর্ণনাম	প্রতিষ্ঠাকাল
যুক্তরাষ্ট্র	CIA	Central Intelligence Agency	২৬ জুলাই ১৯৪৭
	FBI)	Federal Bureau of Investigation	১৯০৮
	NSA	National Security Agency	৪ নভেম্বর ১৯৫২
	Fair Fax/ফেয়ার ফ্যাক্স : এটি যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা।		
যুক্তরাজ্য	SIS	Secret Intelligence Service (MI6)	১৯০৯
	SS	Security Service (MI5)	অক্টোবর ১৯০৯
	MI6	Military Intelligence, Section 6	১৯০৯ সালে
	MI5	Military Intelligence, Section 5	-
রাশিয়া	FSB	-	৩ এপ্রিল, ১৯৯৫ সাল
	SVR	Foreign Inteligence Service	
	KGB	-	
ইসরাইল	মোসাদ	ha-Mossad le-Modiin u-le-tafkidim Myukhadim (Mossad)	১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯
	আমান	Agaf ha-Modi in (Aman)	১৯৫০
ভারত	CBI	Central Bureau of Investigation	১ এপ্রিল ১৯৬৩
	RAW	Research and analysis wing	২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
মিশর	মুখবরাত	Al-Mukhabarat al-Ammah Mukhabarat el-Herbeya (Military Intelligence)	১৯৫৪
জাপান	নাইচো	Naicho	
ইরান	IROIM	Islamic Republic of Iran Intelligence Ministry	
	VEVAK	-	-
ইন্দোনেশিয়া	BIN	-	-

বিশ্বের গেরিলা সংগঠন

হামাস	প্যালেস্টাইনের একটি গেরিলা সংগঠন। এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াছিন।
হিজবুল্লাহ	লেবাননের একটি গেরিলা সংগঠন। সংগঠনটির প্রধান শেখ হাসান নাসরুল্লাহ।
উলফা	ভারতের আসামের গেরিলা সংগঠন। উলফার প্রধান পরেশ বড়ুয়া।
এল.টি.টি.ই LTTE	শ্রীলঙ্কায় স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত গেরিলা সংগঠন। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ভিলুপিল্লাই প্রভাকরণ ১৮ মে, ২০০৯ শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন।
তালেবান	প্রতিষ্ঠা ১৯৯৪ সালে। আফগানিস্তানের গেরিলা সংগঠন। তালেবান শব্দের অর্থ- ছাত্র। প্রতিষ্ঠাতা- মোল্লা মোহাম্মাদ উমর। বর্তমান প্রধান- হয়বাতুল্লাহ আখুন্দজাদা। ২০ বছর পর তালেবান কাবুল দখল করে- ১৫ আগস্ট, ২০২১ সালে। দ্বিতীয়বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে- ২০২১-বর্তমান।
আল কায়েদা	ইসলামপন্থী একটি গেরিলা সংগঠন। সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। এই সংগঠনটিকে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার জন্য দায়ী করা হয়।

পি.এল.ও	প্যালেস্টাইনের বিখ্যাত গেরিলা সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল।
ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর	প্যালেস্টাইনের একটি গেরিলা সংগঠন।
ফোর্স-১৭	প্যালেস্টাইনের একটি গেরিলা সংগঠন।
এন.এল.এফ.টি	ভারতের ত্রিপুরার গেরিলা সংগঠন।
লস্কর-ই-তৈয়বা	পাকিস্তানের গেরিলা সংগঠন।
ইউনিটা	আঙ্গোলার গেরিলা সংগঠন।
অমু সাহাক	ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনরত গেরিলা সংগঠন।
সাইনিং পাথ	পেরুর মাওবাদী গেরিলা গ্রুপ।
টুপাক আমারু	পেরুর বামপন্থী গেরিলা সংগঠন।
ফার্ক	কলম্বিয়া মার্কসবাদী গেরিলা সংগঠন।
পড়ক আর্মি	মিয়ানমারের গেরিলা সংগঠন।
কচ্চী	নিকারাগুয়ার বিদ্রোহী সংগঠন।
M-19	কলম্বিয়ার গেরিলা সংগঠন।
নাসাকা	মিয়ানমারের বিদ্রোহী সামরিক বাহিনী।
জাপান	Red Army (রেড আর্মি)
বোকো হারাম	নাইজেরিয়ার একটি জঙ্গি সংগঠন। সংগঠনটি মূলত পশ্চিমা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে।
আল-শাবাব	সোমালিয়ায় ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতিসংঘ সমর্থিত সরকার ও পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করা।
মাওবাদী	নেপালের গেরিলা সংগঠন। মাওবাদী গেরিলাদের প্রধান লক্ষ্য নেপালে সমাজতন্ত্র কায়েম করা।
হুতি	ইয়েমেনের বিদ্রোহী গেরিলা গ্রুপ। এদের অন্য নাম আনসারুল্লাহ।

সীমান্তরক্ষী বাহিনী

দেশ	সীমান্ত বাহিনী
ফিনল্যান্ড	ফিনিশ বর্ডার গার্ড
যুক্তরাষ্ট্র	ইউনাইটেড স্টেট বর্ডার পেট্রোল
জার্মানি	জার্মান ফেডারেল পুলিশ
পাকিস্তান	রেঞ্জার্স
স্পেন	গার্ডিয়া সিভিল
ইরান	বর্ডার গার্ড কমান্ড
মিয়ানমার	বর্ডার গার্ড পুলিশ
রাশিয়ার	বর্ডার গার্ড সার্ভিস অব রাশিয়া
ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ	ফ্রন্টেক্স (FRONTEX)

বিশ্বের আলোচিত সামরিক ঘাঁটি

ঘাঁটি	অবস্থান	মালিকানা	বিবরণ
ইউকোসুকা	প্রশান্ত মহাসাগর	জাপান	১৯৪৫ সাল থেকে মার্কিন ৭ম নৌবহরের কেন্দ্র।
ওকিনাওয়া	প্রশান্ত মহাসাগর	জাপান	১৯৪৩ সাল থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি।
গুয়াম	পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর	যুক্তরাষ্ট্র	মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চল অবস্থিত মার্কিন দ্বীপ।
দিয়াগো গার্সিয়া	ভারত মহাসাগরর	যুক্তরাজ্য	১৯৬৮ সাল থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি।
গুয়ান্তানামো বে	ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলে	কিউবা	১৯০৩ সাল হতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। ক্যাম্প এক্সরে ও ক্যাম্প ডেল্টা নামে কারাগার স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
জিবুতি	লোহিত সাগরে	চীন	আফ্রিকা মহাদেশে চীনের প্রথম সামরিক ঘাঁটি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. 'রেনেসাঁস' শব্দের অর্থ কী?
A. সাংস্কৃতিক বিপ্লব B. পুঁজিবাদী বিপ্লব C. পুনর্জাগরণ D. পুনর্জাগরণ

02. ফরাসী বিপ্লব কতসালে সংগঠিত হয়?
A. ১৭৮৯ B. ১৮৮৯ C. ১৭৯৮ D. ১৯৭১

03. "Pesona non-grata" শব্দসমষ্টি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
A. রাজনীতিবিদ B. কূটনীতিবিদ C. ক্রীড়াবিদ D. অভিনেতা

04. 'ব্ল্যাক ক্যাট' কোন দেশের কমান্ডো বাহিনী?
A. নেপাল B. ভারত C. মিয়ানমার D. ইরান

05. জাপানের হিরোশিমা শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয় কোন দিন?
A. ৬ আগস্ট ১৯৪৫ B. ৯ আগস্ট ১৯৪৫
C. ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ D. ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

06. 'নাৎসিবাদ' এর প্রবর্তক কে?
A. হিটলার B. মুসোলিনী C. নেপোলিয়ান D. জিনসন

07. রুশো কোন বিপ্লবের সঙ্গে সম্পৃক্ত?
A. সাংস্কৃতিক বিপ্লব B. রুশ বিপ্লব C. ফরাসি বিপ্লব D. শিল্প বিপ্লব

08. 'ফ্যাসিবাদ'- এর প্রবর্তক কে?
A. মুসোলিনী B. হিটলার C. গর্বাচেভ D. মাও সেতুং

09. অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?
A. ১৯১৭ B. ১৯১৮ C. ১৯১৬ D. ১৯১৯

10. 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র এক নেতা' - এটা কার নীতি ছিল?
A. স্ট্যালিন B. লেনিন C. হিটলার D. মুসোলিনী

PRIME TEST

01. হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল কবে?
Ⓐ ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট Ⓑ ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট
Ⓒ ১৯৪৬ সালের ৬ আগস্ট Ⓓ ১৯৪৬ সালের ৯ আগস্ট

02. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
Ⓐ সেভার্স চুক্তি Ⓑ লুজেন চুক্তি Ⓒ ভার্সাই চুক্তি Ⓓ প্যারিস চুক্তি

03. জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষেপ করা প্রথম আণবিক বোমার নাম কী?
Ⓐ লিটল বয় Ⓑ ফ্যাট ম্যান Ⓒ ব্যাট ম্যান Ⓓ ফ্লাট বয়

04. দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়-
Ⓐ স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র Ⓑ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র Ⓒ বাফার রাষ্ট্র Ⓓ জিরো সাম রাষ্ট্র

05. ১ম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে-
Ⓐ ১৯১৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর Ⓑ ১৯১৭ সালের ১৪ আগস্ট
Ⓒ ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর Ⓓ ১৯২০ সালের ১৯ জুন

06. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়-
Ⓐ ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ Ⓑ ১ নভেম্বর, ১৯৪০
Ⓒ ১ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ Ⓓ ১ অক্টোবর, ১৯৩৫

07. প্রথম পরমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল-
Ⓐ Germany Ⓑ Japan Ⓒ Italy Ⓓ Austria

08. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কী নামে খ্যাত?
Ⓐ The Great War Ⓑ The Great Piece
Ⓒ The Great One Ⓓ Great Struggle

09. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোটটির নাম ছিল-
Ⓐ কমিন্টার্ন Ⓑ কমিনফর্ম Ⓒ কমেকন Ⓓ কোনোটিই না

10. জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে-
Ⓐ ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ Ⓑ ২৩ জুন ১৯৪২
Ⓒ ৩ ডিসেম্বর ১৯৪২ Ⓓ ২৬ জুলাই ১৯৪৩

Answer Sheet

01.	A	02.	C	03.	A	04.	C	05.	C
06.	A	07	B	08.	A	09.	C	10.	A

জাতিসংঘ (UNO)

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য গঠিত হয় লীগ অব নেশন্স বা League of Nations।
- লীগ অব নেশন্স গঠিত হয় ১৯ জুন ১৯১৯ (ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে)।
- লীগ অব নেশন্স বিলুপ্ত হয় ১৯৪৬ সালে (জাতিসংঘ গঠিত হয়)।
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণা হয় লন্ডনে (১৯৪১)।
- জাতিসংঘ এর নামকরণ করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডি. রুজভেল্ট।
- জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান।
- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা হয় সাধারণ পরিষদে (১৯৪৮ সালে)।
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫।
- জাতিসংঘের বর্তমান অফিসিয়াল ভাষা ৬টি (আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, রুশ ও স্পানিশ)।
- জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা ২টি (ইংরেজি ও ফরাসি)।
- জাতিসংঘ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল।
- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ট্রিগভেলি (নরওয়ে)।
- বিমান দুর্ঘটনায় নিহত মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (সুইডেন, ১৯৬১)।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস- ৮ মার্চ।
- UNO বলতে বোঝায়- United Nations Organization.
- জাতিসংঘের পতাকায় রং আছে- নীল ও সাদা।
- LDC Stands for- Least Developed Country.
- জাতিসংঘে ঘোষিত 'শান্তি দিবস' পালিত হয়- ২১ সেপ্টেম্বর।
- যে আন্তর্জাতিক সংস্থার পতাকায় জলপাই গাছ দেখা যায়- জাতিসংঘ।
- জাতিসংঘের অসদস্য পর্যবেক্ষক দেশ - ২টি (ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন)।
- বিশ্বের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংঘ- জাতিসংঘ।
- জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ- ১৯৩টি ; সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান (২০১১)।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তর- যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে (ইস্ট নদীর তীরে)।
- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৫১টি।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ (২৯ তম অধিবেশনে)।
- প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি- এস. এ করিম।
- প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন- ইসমত জাহান।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি- এম. এ. মুহিত (১৫তম)।
- সিডো কমিটির প্রথম বাংলাদেশি সদস্য ছিলেন- সালমা খান।
- শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন- ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, ২৯তম অধিবেশনে।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মহাসচিব ছিলেন- উথান্ট (মিয়ানমার)।
- জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন হলো- ৬টি (সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত, সচিবালয়)।
- জাতিসংঘের পতাকার ডিজাইনার- ডোনাল্ড ম্যাগলিন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- জাতিসংঘের অধ্যায়- ১৯টি ; অনুচ্ছেদ- ১১১টি।

জাতিসংঘের বর্তমান (৯ম) মহাসচিব
অ্যান্টনিও গুতেরেস (পর্তুগাল)।

৭৯তম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন

- ৭৯তম UNGA-এর সভাপতি ছিলেন- ডেনিস ফ্রান্সিস।
- ডেনিস ফ্রান্সিস- ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো'র নাগরিক।
- অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূস ভাষণ প্রদান করেন- ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।

বিশ্বব্যাংক (WB/IBRD)

- বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালে।
- বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত- ওয়াশিংটন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- অজয়পাল (১৪তম)।
- বিশ্বব্যাংক গ্রুপের যে দেশের জন্য যেই ঋণ (১৯৪৭ সাল, ৩য় বিশ্বের মার্কিন ঋণদান)।
- বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অঙ্গসংস্থা ৫টি। যেমন- IBRD, IDA, IFC, ICSID ও MIGA।
- IBRD এর পূর্ণরূপ- International Bank for Reconstruction and Development।
- IFC এর পূর্ণরূপ- International Finance Corporation
- IDA এর পূর্ণরূপ- International Development Association। এটি Soft Loan-Window নামেও পরিচিত।
- ICSID এর পূর্ণরূপ- International Center for Settlement of Investment Disputes.
- MIGA এর পূর্ণরূপ- Multilateral Investment Guarantee Agency
- বাংলাদেশের ঋণের সমন্বয়ক- বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরামের প্রথম বৈঠক হয়- প্যারিসে।
- প্রধান অর্থনীতিবিদ- উপরমিত গিল (ভারত)।
- বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর জনক- লর্ড কেইনস, হ্যারি ডেক্সটার।
- বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান নির্বাচিত হন- যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন বলা হয়- বিশ্বব্যাংক ও IMF কে।
- World Development Report প্রকাশ করে- বিশ্বব্যাংক (১৯৭৮ থেকে)।
- বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রক- ECOSOC।

UNICEF

- UNICEF-এর পূর্ণরূপ- United Nations International Children's Fund.
- প্রতিষ্ঠিত হয়-১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- UNICEF-এর প্রধানকে বলা হয়- হাইকমিশনার।

ILO

- ILO-এর পূর্ণরূপ- International Labour Organization.
- এটি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১১ এপ্রিল ১৯১৯ (দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে)। ১৯৪৬ সালে ILO জাতিসংঘ অন্তর্ভুক্ত হয়।
- সদস্য সংখ্যা- ১৮৭ টি দেশ।
- বাংলাদেশ ILO সদস্যপদ লাভ করে- ২২ জুন ১৯৭২ সালে।
- জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বর্তমান মহাপরিচালকের নাম- গাই রাইডার, যুক্তরাজ্য (১ অক্টোবর ২০১৯-বর্তমান)
- ILO নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়- ১৯৬৯ সালে।

FAO

- বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা দূর করার জন্য Food and Agricultural Organization (FAO) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর কানাডার কুইবেক শহরে। এ জন্য ১৬ই অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসাবে পালিত হয়।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- রোম, ইতালি।
- FAO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১৯৭ টি দেশ।
- FAO-এর মহাপরিচালক- কিউ দংইউ (চীন)।
- যে সংস্থাটি FAO-এর সদস্য- ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- বাংলাদেশ FAO -এর সদস্যপদ লাভ করে- ১২ নভেম্বর, ১৯৭৩ সাল।

WHO

- WHO-এর পূর্ণরূপ- World Health Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ৭ এপ্রিল ১৯৪৮।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়- ৭ এপ্রিল।
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে- ১০ জুলাই ১৯৪৮।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বর্তমান সদস্য- ১৯৪ টি দেশ, (সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান)।
- বাংলাদেশ WHO- এর সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭২ সালের ১৭ মে।

UNESCO

- পূর্ণরূপ- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- প্রতিষ্ঠা- ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫ (কার্যকর হয় ৪ নভেম্বর ১৯৪৬)।
- সদস্য সংখ্যা- ১৯৫টি দেশ।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- প্যারিস, ফ্রান্স।
- বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ করে- ২৭ অক্টোবর ১৯৭২।
- ইউনেস্কো কর্তৃক পুরস্কার প্রবর্তন করে- ১৯৫২ সালে। (বাংলাদেশ হতে একমাত্র কবি পুরস্কার লাভ করে- আবুবুহ আল মুতি শরফুদ্দিন।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র UNESCO ত্যাগ করেছিল- ১৯৮৫ (পুনরায় যোগদান করে ১ অক্টোবর ২০০৩)

WTO

- বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক জোট- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO- World Trade Organization) প্রতিষ্ঠিত হয়-১ জানুয়ারি ১৯৯৫।
  সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
  বর্তমান সদস্য- ১৬৪, সর্বশেষ- আফগানিস্তান, ২৯ জুলাই ২০১৬।
- পূর্ব নাম- GATT (প্রতিষ্ঠা ১ জানুয়ারি ১৯৪৮)।
- বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ করে- ১ জানুয়ারি ১৯৯৫।
- ব্রেটন উডস সম্মেলন (Bretton Woods conference)
- ১-২২ জুলাই, ১৯৪৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ারের অন্তর্গত ব্রেটন উডস নামক স্থানে IBRD, IMF, ITO (International Trade Organization) গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ১৯৪৭ সালে GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) গঠিত হয়।
- উরুগুয়ে রাউন্ড (১৯৮৬-১৯৯৪) অনুষ্ঠিত।
- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা (২০০১-বর্তমান পর্যন্ত)।

UNU

- UNU-এর পূর্ণরূপ-United Nations University.
- প্রতিষ্ঠা- ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩।
- বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত- টোকিও, জাপান।

IMF

- IMF-এর পূর্ণরূপ- International Monetary Fund.
- IMF পরিচিত- ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট নামে।
- আইএমএফ হলো- জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্বয়ংশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই 'ব্রেটন উডস' চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে।
- IMF-এর প্রথম নারী প্রধান- অর্থনীতিবিদ গীতা গোপিনাথ (ভারত)।
- IMF এর রিজার্ভ সম্পদের আর্থিক এককের নাম হয়- SDR (Special Drawing Right)। এ জন্য এর গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয় ১৯৬৯ সালে।
- বর্তমান সদস্য -১৯০টি দেশ।
- সর্বশেষ সদস্য- এরিত্রিয়া।

IAEA

- IAEA-এর পূর্ণরূপ- International Atomic Energy Agency.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৯ জুলাই ১৯৫৭।
- জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হিল- ১৪ নভেম্বর ১৯৫৭।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
- সদস্য- ১৭৮টি।
- নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে- ২০০৫ সালে।

CTBTO

- CTBTO-এর পূর্ণরূপ- Comprehensive nuclear-Test-Ban Treaty Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬ (সদর দপ্তর- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া)।

UNDP

- UNDP-এর পূর্ণরূপ- United Nations Development Programme.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৫ সালে ২২ নভেম্বর।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- UNDP এর প্রধানকে বলা হয়- প্রশাসক।
- অনুন্নত দেশগুলোর মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

UNIFEM

- UNIFEM-এর পূর্ণরূপ United Nations Development Fund for Women.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালে।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

UNEP

- UNEP-এর পূর্ণরূপ-United Nations Environment Programme.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে, ৫ই জুন।
- সদর দপ্তর- কেনিয়ার নাইরোবিতে।

UNCTAD

- UNCTAD-এর পূর্ণরূপ-United Nations Conference on Trade and Development.
- প্রতি বছর বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন (The World Investment Report) প্রকাশ করে।

WFP

- ক্ষুধা ও খাদ্য নিরাপত্তার সাথে জড়িত বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা হচ্ছে WFP (World Food Programme).
- প্রতিষ্ঠা- ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬১।
- সদর দপ্তর- রোম, ইতালি।
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে- ২০২০ সালে।

UN WOMEN

- বিশ্বব্যাপী নারীদের অবস্থার উন্নয়ন এবং জেন্ডার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে গঠিত জাতিসংঘের নতুন সংস্থার নাম- ইউএন উইমেন (UN WOMEN)।
- অভিন্নিয়ানি সংস্থাটির নাম- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women।
- কার্যক্রম শুরু হয়- ১ জানুয়ারি ২০১১।

ICC

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই (ইতালির রোমে গৃহীত চুক্তির মাধ্যমে)।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়- ১ নভেম্বর ২০০৬।
- ICC-হেগ, নেদারল্যান্ড।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারক সংখ্যা- ১৮ জন (৭ জন নারী, ১১ জন পুরুষ)।
- বিচারকদের মেয়াদকাল- ৯ বছর।
- বর্তমান সদস্য- ১২৩টি।

UNHCR

- UNHCR-এর পূর্ণরূপ হলো- United Nations High Commissioner for Refugees.
- UNHCR-এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর।
- এর সদর দপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- সংস্থাটি ১৯৫৪ ও ১৯৮১ নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

UNFPA

- UNFPA এর পূর্ণরূপ- United Nation Population Fund.
- UNFPA এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৬৯ সালে।
- এর সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

CEDAW

- CEDAW এর পূর্ণরূপ হলো- Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women সিডো হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য নির্মূল সনদ
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে CEDAW গৃহীত হয় ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে।
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ বাংলাদেশ এ দলিলে স্বাক্ষর করে- ১৯৮৪ সালে।

UPU

- UPU-এর পূর্ণরূপ হলো- Universal Postal Union.
- সদর দপ্তর অবস্থিত - বার্ন, সুইজারল্যান্ড।
- প্রতিষ্ঠা- ৯ অক্টোবর, ১৮৭৪ সালে।

ITU

- ITU-এর পূর্ণরূপ হলো- International Telecommunication Union.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৭ মে, ১৮৬৫।
- ITU-এর সদর দপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

IFAD

- IFAD-এর পূর্ণরূপ হলো- International Fund for Agricultural Development.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে।
- IFAD -এর সদর দপ্তর অবস্থিত- ইতালির রোমে।

UNIDO

- UNIDO-এর পূর্ণরূপ হলো- United Nations Industrial Development Organization.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৭ নভেম্বর, ১৯৬৬ সালে।
- এর সদর দপ্তর অবস্থিত- অস্ট্রিয়া, ভিয়েনা।

OIC

- ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জয়ী হয়ে বিস্তীর্ণ আরব ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসলাম ধর্মের অন্যতম পবিত্র একটি স্থান জেরুজালেমের 'বায়তুল মোকাদ্দাস' মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৬৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইসলামি সম্মেলন সংস্থা গঠিত হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) নিযুক্ত হন।
- OIC-এর প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ণরূপ- Organization of the Islamic Conference (ইসলামি সম্মেলন সংস্থা)।
- গঠিত হয়- ২১ অক্টোবর ১৯৬৯ (মরক্কোর রাজধানী রাবাতে)।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- জেদ্দা, সৌদি আরব।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ৫৭ (প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ২৫)।
- OIC-এর দাপ্তরিক ভাষার সংখ্যা- ৩টি (আরবি, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ)।
- সর্বশেষ সদস্য- আইভরি কোস্ট।
- বর্তমান মহাসচিব- হুসেইন ইব্রাহিম তাহা (আফ্রিকার দেশ- শাঁদ/চাঁদ)।
- মুসলমান প্রধান না হয়েও ওআইসির সদস্য দেশ- ৮টি (উগান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, মোজাম্বিক, গায়ানা, সুরিনাম, গ্যাবন ও আইভরিকোস্ট)।

NAM

- স্নায়ুযুদ্ধের সময় বিশ্বের দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী দেশগুলোকে নিজেদের পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু অনেক দেশই উভয় দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে একটি নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মিশরের জামাল আবদেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, ভারতের জওহরলাল নেহেরু, যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো এবং ঘানার কাওয়ামী নক্রুমা। ১৯৬১ সালে যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত একটি শীর্ষ সংগঠনের মধ্য দিয়ে NAM জন্ম হয়। NAM এর প্রথম চেয়ারম্যান যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো।
- NAM-এর পূর্ণরূপ- Non Aligened Movement।
- যে সম্মেলনের মাধ্যমে NAM গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- ১৯৫৫ সালের ১৮-২৪ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং শহরে প্রথম আফ্রো-এশিয়া সম্মেলন এবং বান্দুং সম্মেলনের মাধ্যমে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়- ১৯৬১ সালে, বেলগ্রেড সম্মেলনে (যুগোস্লাভিয়া)।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১২০টি।
- ন্যামের সদর দপ্তর – নেই।
- সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র- আজারবাইজান ও ফিজি (২৫ মে ২০১১)।
- বর্তমান চেয়ারম্যান- ইলহাম আলিয়েভ, আজারবাইজান।
- ন্যামের বার্তা সংস্থার নাম- NAM News Network (NNN)।

Arab League

- গঠিত হয়- ২২ মার্চ ১৯৪৫।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য রাষ্ট্র- ৬টি।
- ইরাক, সিরিয়া, মিশর, লেবানন, জর্ডান ও সৌদিআরব।
- বর্তমানে আরব লীগের সদস্য দেশ- ২২টি।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- কায়রো, মিশর।
- আরব লীগ বহির্ভূত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ- ইরান। (ইরানের ভাষা ফারসি হওয়ায় ইরান আরব লীগের সদস্য নয়।)
- বর্তমান মহাসচিব- আহমেদ আবুল গেইত, মিশর (৮ম)।

Commonwealth

- সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন এবং আশ্রিত দেশসমূহ নিয়ে গঠিত সংগঠন- কমনওয়েলথ।
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল- ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস।
- বর্তমান প্রধান- রাজা তৃতীয় চার্লস।
- বর্তমান সদস্য- ৫৬। (এশিয়ার ৮টি, ইউরোপের ৩টি, আফ্রিকার ২১টি, উত্তর আমেরিকার ১২টি, দক্ষিণ আমেরিকার ১টি এবং ওশেনিয়ার ১১টি)।
- সর্বশেষ সদস্য দেশ- গ্যাবন ও টোগো।
- সচিবালয়- মার্লবারো হাউজ, লন্ডন, ইংল্যান্ড।
- কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম দেশ- কানাডা।
- কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম দেশ- নাউরু (ওসেনিয়া)।
- বর্তমানে সদস্যপদ স্থগিত রয়েছে এমন দেশ- ফিজি।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হয়- ১৮ এপ্রিল ১৯৭২।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর -৩২ তম সদস্য।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় কমনওয়েলথ ত্যাগ করেছিল- পাকিস্তান (১৯৭২ সালে; পুনরায় যোগদান ১৯৮৯ সালে)।
- মালদ্বীপ ত্যাগ করে- ২০১৬ সালে, ফিরে আসে- ২০২০ সালে।
- গাম্বিয়া ত্যাগ করে- ২০১৩, ফিরে আসে- ২০১৮ সালে।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য- মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য হয়নি- বাহরাইন, ইরাক, মিশর, জর্ডান, কুয়েত, মিয়ানমার, কাতার, সুদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন।

African Union (AU)

- প্রতিষ্ঠা কাল- ২৫ মে, ১৯৬৩।
- আফ্রিকান ইউনিয়ন হলো- একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

- আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়- ৯ জুলাই, ২০০২ সালে।
- AU-এর পূর্ণরূপ- African Union।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- আদিস আবাবা, ইথিওপিয়া।
- বর্তমান সদস্য দেশ- ৫৫টি (সর্বশেষ মরক্কো)।

European Union (EU)

- ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডের মাসট্রিচট ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- যা মাসট্রিচট চুক্তি (Maastricht Treaty) নামে পরিচিত। ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর চুক্তিটি কার্যকর হয়। এই চুক্তির ফলে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' এবং ইউরোপের একক মুদ্রা 'ইউরো' চালু হয়।
- পূর্বনাম- ইউরোপিয়ান ইকোনোমিক কমিউনিটি (European Economic Community-EEC)।
- ইউরোপিয়ান ইকোনোমিক কমিউনিটি প্রতিষ্ঠিত হয় -১ জানুয়ারি ১৯৫৮ (১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ স্বাক্ষরিত রোম চুক্তির মাধ্যমে)।
- EU নামকরণ করা হয়- ১ নভেম্বর ১৯৯৩ (চুক্তিটি কার্যকর হয়)।
- সদস্য সংখ্যা- ২৭ (ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২০ সালে যুক্তরাজ্য বের হয়ে এসেছে। ফলে বর্তমান সদস্য-২৭ পূর্বে ছিল ২৮)।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)।

GCC

- GCC -এর পূর্ণরূপ হলো- Gulf Co-Operation Council।
- GCC -এর প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৫ মে, ১৯৮১ সালে।
- GCC -এর সদর দপ্তর অবস্থিত- সৌদি আরবের রিয়াদে।
- GCC -এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল- ৬টি যথা- সৌদিআরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

NATO

- NATO এর - North Atlantic treaty Organization. (সামরিক জোট)।
- প্রতিষ্ঠা- ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ (প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ১২)।
- ন্যাটোভুক্ত মুসলিম দেশ- ২টি (আলবেনিয়া ও তুরস্ক)
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩১।
- NATO- এর সদর দপ্তর ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- সর্বশেষ সদস্যদেশ ফিনল্যান্ড (২০২৩)।

ANZUS

- ANZUS -এর পূর্ণরূপ - Australia, New Zeland and United States.
- এটি যে ধরনের জোট- সামরিক জোট।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

AUKUS

- AUKUS -এর পূর্ণরূপ-Australia, the United Kingdom and the United States.
- অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় নিরাপত্তা চুক্তি যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য ঘোষণা করা।

গঠন	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১
সদস্য	৩ টি দেশ
ধরণ	সামরিক জোট

Rotary International

- রোটারি ইন্টারন্যাশনাল হলো- মানবকল্যাণমুখী সমাজ উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠাতা- মার্কিন আইনজীবী পল পি হ্যারিস (১৯০৫ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি)।
- সদর দপ্তর- ইভাস্টোন, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র।

Oxfam International

- যে দেশভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য সংস্থা- ব্রিটেন।
- প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৯৪২ সালে।
- সদর দপ্তর- নাইরোবি, কেনিয়া।

WOSM

- বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের নাম- World Organization of the Scout Movement (WOSM)।
- প্রতিষ্ঠা- ১৯২২ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা- রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল।
- সদর দপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

Orbis International

- অরবিস হলো- একটি ইন্টারন্যাশনাল উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল।
- প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৯৮২ সালে (সদর দপ্তর নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)।
- যে দেশভিত্তিক সংস্থা- যুক্তরাষ্ট্র।

BRICS

- BRICS এর উদ্যোক্ত দেশ- চীন।
- BRICS প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০৯ সালে।
- BRICS এর ধারণা দেয়- Jim O Neil।
- ব্রিকস (BRICS) হলো- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
- BRICS- এর সদর দপ্তর নেই (চীনের সাংহাইয়ের NDB'র সদরদপ্তর অফিস ব্যবহার করে)।
- ১৪ তম সম্মেলন- ২০২২ (চীনে)।
- ১৫ তম সম্মেলন- ২০২৩ (দক্ষিণ আফ্রিকায়)।

ICRC

- রেডক্রস বিশ্বের দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। মুসলিম বিশ্বে রেডক্রসের পরিবর্তিত নাম 'রেডক্রিসেন্ট'। International Committee of the Red Cross (ICRC)।
- প্রতিষ্ঠা কাল – ১৮৬৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি।
- প্রতিষ্ঠাতা – হেনরি ডুনান্ট (শান্তিতে সর্বপ্রথম নোবেল বিজয়ী)।
- সদর দপ্তর – জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- রেডক্রস: খ্রিস্টান বিশ্বের জন্য (সাদা পটভূমির উপর লাল ক্রস)।
- রেডক্রিসেন্ট- মুসলিম বিশ্বের জন্য (সাদা পটভূমির উপর লাল অর্ধাকৃতি চাঁদ)।
- রেডক্রিস্টাল- ইহুদি বিশ্বের জন্য (লাল পটভূমির উপর সাদা চতুর্ভুজ [২০০৫ থেকে])
- রেডক্রস এবং IFRC এর সাথে যৌথভাবে ১৯১৯ সালে শান্তিতে নোবেল পায়। এছাড়া ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ সালেও শান্তিতে নোবেল পায়।

Transparency International

- TI-এর পূর্ণরূপ- Transparency International.
- সদর দপ্তর- বার্লিন, জার্মানি।
- TI হলো- দুর্নীতিবিরোধী একটি বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠাতা- পিটার ইজেন।
- TIB-এর পূর্ণরূপ- Transparency International Bangladesh.
- বাংলাদেশে (TIB) কার্যক্রম শুরু করে- ১৯৯৬ সালে।

Amnesty International

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৮ মে ১৯৬১।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- প্রতিষ্ঠাতা- ব্রিটিশ আইনজ্ঞ পিটার বেনেনসন।
- বর্তমান মহাসচিব- ড. অ্যাগনেস কাল্লামার্ড (ফ্রান্স)।
- শান্তিতে নোবেল পায়- ১৯৭৭ সালে।
- প্রথম নারী, প্রথম এশীয়, প্রথম বাংলাদেশি ও প্রথম মুসলিম মহাসচিব আইরিন খান।

Human Rights Watch

- যে দেশভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা- যুক্তরাষ্ট্র।
- সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৮ সালে।

G-7

- G-7 (Group of 7) হলো- বিশ্বের শিল্পোন্নত ৭টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের জোট।
- প্রতিষ্ঠা- ২৫ মার্চ, ১৯৭৩।

- G-7-এর একমাত্র এশীয় সদস্য- জাপান।
- G-7-এর কোন সদরদপ্তর নেই।

D-8

- গঠিত হয়- ১৫ জুন ১৯৯৭।
- সদস্য দেশ- ৮টি। তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়া।
- সদর দপ্তর- ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- সর্বশেষ ১০ম ডি-৮ সম্মেলন হয়- ৮ এপিল ২০২১ ঢাকা, বাংলাদেশ।

CIRDAP

- CIRDAP-এর পূর্ণরূপ- Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.
- গঠিত হয়- ৬ জুলাই ১৯৭৯ ; সদস্য সংখ্যা- ১৫টি।
- সদর দপ্তর- ঢাকা (সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে চামেলী হাউসে)।

G-77

- G-77 এর পূর্ণরূপ- Group of 77।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৫ জুন ১৯৬৪।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১৩৪ (সর্বশেষ সদস্য জিম্বাবুয়ে)।
- G-77 এর সদর দপ্তর নেই।

APEC

- APEC-এর পূর্ণরূপ- Asia-Pacific Economic Co-operation.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ৬ নভেম্বর ১৯৮৯।
- সদর দপ্তর- সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর।
- APEC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ২১টি (প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য-১৩টি)।

OPEC

- OPEC-এর পূর্ণরূপ- The Organization of the Petroleum Exporting Countries.
- গঠিত হয়- ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ- ৫টি (ইরান, ইরাক, কুয়েত, ভেনিজুয়েলা ও সৌদি আরব)।
- সদর দপ্তর- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া (প্রথম সদর দপ্তর ছিল- জেনেভা)।
- একমাত্র অ-আরব এশীয় মুসলিম দেশ- ইরান।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১৩টি (তেল সমৃদ্ধ দেশের প্রতিষ্ঠান হল ওপেক)।
- সদস্য দেশগুলো হলো- আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, নিরিক্ষীয় গিনি, গ্যাবন, ইরান, ভেনিজুয়েলা, কুয়েত, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

SAARC

- SAARC এর পূর্ণরূপ- South Asian Association for Regional Co-operation।
- আনুষ্ঠানিক গঠিত হয়- ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ (ঢাকা)।
- সচিবালয় অবস্থিত- কাঠমান্ডু, নেপাল।
- রূপকার ছিলেন- বাংলাদেশের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- প্রথম মহাসচিব ছিলেন- আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।
- বর্তমান মহাসচিব- এসালা ওয়েরাকুন (১৪তম) শ্রীলংকা।
- সর্বশেষ বা অষ্টম সদস্য দেশ- আফগানিস্তান (৩ এপ্রিল ২০০৭)।

সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ	
সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত	নয়াদিল্লি, ভারত
সার্ক আবহাওয়া ও কৃষি কেন্দ্র	ঢাকা, বাংলাদেশ
সার্ক তথ্য কেন্দ্র	নেপাল
সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	ভারত
সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কলম্বো, শ্রীলংকা

- সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন- ড. মনমোহন সিং (ভারত)।

ASEAN

- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়- ৮ আগস্ট ১৯৬৭।
- সদর দপ্তর- জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।
- ASEAN রিজিওন্যাল ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৪ সালে (সদস্য-২৭)।
- বর্তমান মহাসচিব- লি লং মিন, ভিয়েতনাম (১ জানুয়ারি ২০১৩-বর্তমান)।
- বতর্মান সদস্য সংখ্যা- ১০টি। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া।
- এশিয়ায় আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য- ASEAN জোটকে সমর্থন করা।

RCEP

- এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৫টি দেশকে নিয়ে গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য ব্লক RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)।
- কার্যকর- ১ জানুয়ারি, ২০২২।
- সদস্য- ১৫টি রাষ্ট্র (আসিয়ানে ১০ + অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন)।
- সদর দপ্তর- হ্যানয়, ভিয়েতনাম।

BIMSTEC

- বর্তমান পূর্ণরূপ- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical And Economic Co-Operation.
- বিমসটেক হলো- একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠন।
- সদর দপ্তর- ঢাকা, বাংলাদেশ।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৪টি।
- বর্তমান সদস্য- ৭টি (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান)।
- মহাসচিব- তেনজিং লেকফেল (নেপাল)।

BENELUX

- BENELUX এর পূর্ণরূপ- Belgium, Netherlands and Luxembourg.
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৮ সালে।
- বেনেলাক্স এর সদর দপ্তর অবিস্থিত - ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।

CIS

- CIS এর পূর্ণরূপ- Commonwealth of Independent States.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ৮ ডিসেম্বর ১৯৯১।
- সদর দপ্তর- মিনস্ক, বেলারুশ।
- পূর্ণ সদস্য- ৯টি।
- সহযোগী সদস্য- ১টি (তুর্কমেনিস্তান)
- পূর্বে সদস্য ছিল বর্তমানে নেই- জর্জিয়া।
- পূর্বে সদস্য ছিল না বর্তমানে সদস্য- আর্মেনিয়া।

AIIB

- AIIB হলো- বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র বিকল্প হিসেবে গঠিত একটি ব্যাংক।
- AIIB আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে-১৬ জুনয়ারি, ২০১৬ সালে।
- AIIB এর বর্তমান সদর দপ্তর অবস্থিত- চীনের বেইজিংয়ে।

NDB

- NDB হলো- BRICS জোট কর্তৃক গঠিত একটি ব্যাংকের নাম।
- NDB এর সদস্য দেশ - ৫টি। যথা-ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দ. আফ্রিকা।
- NDB এর সদর দপ্তর অবস্থিত-চীনের সাংহাই।

IDB

- IDB এর পূর্ণরূপ- Islamic Development Bank
- IDB আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৭৩ সালের ২০ অক্টোবর।
- IDB এর বর্তমান সদস্য- ৫৭ টি।
- IDB এর সদর দপ্তর- জেদ্দা, সৌদি আরব।
- IDB এর বর্তমান সভাপতি- বন্দর আল আজাদ (১অক্টোবর, ২০১৬-বর্তমান)।

ADB

- ADB এর পূর্ণরূপ- Asian Development Bank।
- ADB প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সালে।
- ADB এর সদর দপ্তর অবস্থিত- ম্যানিলা, ফিলিপাইন।
- ADB এর বর্তমান সদস্য- ৬৮ টি দেশ।
- বাংলাদেশ এডিবি'র সদস্য পদ লাভ করে- ১৯৭৩ সালে।
- ADB এর বর্তমান (১০ম) প্রেসিডেন্ট হলেন- মাসাতসুগু আসাফা (জাপান)।

ICC

- ICC- International Cricket Council.
- বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থার নাম- ICC.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৫ জুন, ১৯০৯ (ইংল্যান্ডের লর্ডসে)।
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম- Imperial Cricket Conference.
- ICC এর সদরদপ্তর- দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া।
- ICC এর পূর্ণ সদস্য দেশ- ১২টি (সর্বশেষ- আফগানিস্তান; ২০১৭ সালে)।
- বাংলাদেশ ICC এর- ১০তম পূর্ণ সদস্য।

FIFA

- আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা- FIFA.
- পূর্ণরূপ- Federation of International Football Association.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২১ মে ১৯০৪ সালে (ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে)।
- সদরদপ্তর- জুরিখ, সুইজারল্যান্ড।
- নীতিবাক্য- For the good of the game.
- ফিফার সভাপতির মেয়াদকাল- ৪ বছর।
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।

IOM

- পরিচয়- জাতিসংঘের অভিবাসী বিষয়ক সংস্থা।
- পূর্ণরূপ- International Organization for Migration.
- সদরদপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড (১৯৫১)।
- ভাষা- ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ।

ICAO

- পরিচয়- আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা।
- পূর্ণরূপ- International Civil Aviation Organization.
- সদরদপ্তর- মন্ট্রিল, কানাডা।
- প্রতিষ্ঠা সাল- ১৯৪৭ সালে।

IMO

- পরিচয়- আন্তর্জাতিক সমুদ্র গবেষণা সংস্থা।
- সদরদপ্তর- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- প্রতিষ্ঠা- ১৭ মার্চ, ১৯৪৮।
- IMO এর পূর্ণরূপ- International Maritime Organization.

BRAC

- BRAC এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Rural Advancement Committee.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭২ সাল (বিশ্বের সর্ববৃহৎ NGO)।
- প্রতিষ্ঠাতা- স্যার ফজলে হাসান আবেদ (নাইট উপাধি পান- ২০১০ সালে)।

ECNEC

- ECNEC এর পূর্ণরূপ- Executive Committee of the National Economic Council (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি)।
- ECNEC প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮২।
- ENCEC এর সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী (বিকল্প সভাপতি- অর্থমন্ত্রী)।
- বৈঠক হয়- আগারগাঁওয়ের পরিকল্পনা কমিশন ভবনে (মঙ্গলবার)।
- উন্নয়নশীল প্রকল্প অনুমোদিত হয়- একনেকে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকল্প পাস হয়- একনেকে।

BASIS

- BASIS এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Association of Software and Information Services.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৭ সালে।
- পরিচয়- বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি সংস্থা যা জাতীয়ভাবে সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

BGMEA

- BGMEA এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.
- BGMEA হলো- পোশাক রপ্তানি খাতের শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

- বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮২ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা- অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ।
- শ্লোগান- আলোকিত মানুষ চাই।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE)

- NAPE এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৮ সালে।
- NAPE এর পূর্ণরূপ- National Academy for Primary Education.
- NAPE এর অবস্থান- ময়মনসিংহ।

NAEM

- NAEM এর পূর্ণরূপ- National Academy for Educational Management.
- এর অবস্থান- ঢাকা।
- NAEM এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭২ সালে।
- উদ্দেশ্য- শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিং এর শীর্ষ প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP)

- অবস্থান- জিরানী, সাভার, ঢাকা।
- BKSP এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৬ সালে।
- প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য- খেলাধুলার মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশকে সম্মানজনক অবস্থায় উন্নীতকরণ।

IEDCR

- IEDCR এর পরিচয়- রোগতত্ত্ব , রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।
- এর পূর্ণরূপ- Institute of Epidemiology Disease Control and Reaserch.
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৬ সালে (ঢাকার মহাখালী)।
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে- ঢাকা ও বেলাবো (নরসিংদী)।
- সংস্থার কাজ- বাংলাদেশের মহামারি ও সংক্রামক ব্যাধি গবেষণা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ।

উদীচী

- পরিচয়- সাংস্কৃতিক সংগঠন।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৮ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকাল- কথাশিল্পী সত্যেন সেন।

icddr, b

- পরিচয়- আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।
- icddr, b- International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh.
- পূর্বনাম- পাকিস্তান কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি।
- প্রতিষ্ঠানের পরিচিত- কলেরা হাসপাতাল নামে।
- প্রতিষ্ঠা সাল- ১৯৬০ সালে (মহাখালী, ঢাকা)।
- icddr, b এর উদ্ভাবন- খাবার স্যালাইন, বেবি জিঙ্ক ট্যাবলেট, বাবল সিপ্যাপ।

NIPORT

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৭ সালে।
- অবস্থান- আজিমপুর (ঢাকা)।
- সংস্থার উদ্দেশ্য- জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান।
- NIPORT এর পূর্ণরূপ- National Institute of Population Research & Training.

CamScanner

এশিয়াটিক সোসাইটি

- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষটির নাম-বাংলাপিডিয়া।
- স্যার উইলিয়াম জোন্স ছিলেন- সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন কনিষ্ঠ বিচারক
- পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়- ৩ জানুয়ারি ১৯৫২
- পাকিস্তানে এশিয়াটিক সোসাইটি নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নামকরণ করা হয়-১৯৭২ সালে।
- এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রধান – রাষ্ট্রপতি।
- বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হয়- এশিয়াটিক সোসাইটি হতে।

বাংলা একাডেমি

- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সালে।
- বাংলা একাডেমিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়- The Bangla Academy Act-1957 আইনের মাধ্যমে।
- ভাষা আন্দোলনের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়- বাংলা একাডেমি।
- বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।
- বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন- ড. মাযহারুল ইসলাম।
- বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক- ড. এনামুল হক।
- বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা- বাংলা একাডেমি পত্রিকা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৫৭)।
- নজরুল চত্বর ও নজরুল মঞ্চ অবস্থিত- বাংলা একাডেমিতে।
- বাংলা একাডেমি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে- ২০১২ সালে।
- বাংলা একাডেমির মূল ভবনটির পূর্ব নাম- বর্ধমান হাউস
- ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য- মোদের গরব (বাংলা একাডেমির সামনে)।
- মোদের গরব ভাস্কার্যের স্থপতি- অখিল পাল।
- রবীন্দ্র ও রোকেয়া চত্বর, নজরুল চত্বর ও নজরুল মঞ্চ অবস্থিত- বাংলা একাডেমিতে।

শিল্পকলা একাডেমি

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি- সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অবস্থিত- সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা – রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- শিশু একাডেমি প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির নাম – শিশু।
- শিশু একাডেমির জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করে- ১৯৭৮ সাল থেকে।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অবস্থান- দোয়েল চত্বর সংলগ্ন।
- শিশু একাডেমির প্রাঙ্গনে অবস্থিত ভাস্কর্যের নাম- দুরন্ত।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালাভ করে- ১৯৭৬ সালের ৪ আগস্ট।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয়- গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অবস্থান- সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়- ১৫ মার্চ ২০০১।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিলেন- জাতিসংঘের সপ্তম মহাসচিব কফি আনান।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করা হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
- বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়- ২০০০ সালে।

বারডেম (BIRDEM)

- বাংলাদেশের প্রধান ডায়াবেটিস চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নাম- বারডেম (BIRDEM).
- বারডেম প্রতিষ্ঠা করেন-জাতীয় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ১৯৮০ সালে।
- বারডেমের অবস্থান- শাহবাগ, ঢাকা।

বাংলাদেশের কিশোর ও কিশোরি উন্নয়ন কেন্দ্র

- দেশের প্রথম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৮ সালে (ঢাকা)।
- দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত-সুন্দরবন, খুলনা।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়স সীমা- ৭-১৬ বছর।
- বাংলাদেশে কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র – ৩টি (২টি কিশোর, ১টি কিশোরি)।
- জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত- কোনাবাড়ী, গাজীপুর।

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC)

- BPATC এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Public Administration Training Center.
- BPATC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮ এপ্রিল ১৯৭৮ সালে।
- BPATC অবস্থিত-ঢাকা সাভার।

আন্তর্জাতিক বিশ্বের সংস্থার সদরদপ্তর

সংগঠনের নাম	সদরদপ্তর
UNDP, UNICEF, জাতিসংঘ	নিউইয়র্ক
WORLD BANK, IBRD, ICSID, IDA, IFC, IMF, MIGA	ওয়াশিংটন ডিসি
ILO, UNHCR, WHO, WTO	জেনেভা
FIFA	জুরিখ
IAEA, OPEC	ভিয়েনা
EUROPOL, ICC, ICJ	হেগ
FAO	রোম
UNESCO	প্যারিস
INTERPOL	লিঁও
BENELUX, EU, NATO	ব্রাসেলস
OIC, IDB	জেদ্দা
GCC	রিয়াদ
ICC	মুম্বাই
D-8	ইস্তাম্বুল
ADB, IRRI	মানিলা
ASEAN	জার্কাতা
G-7, G-77, NAM	সদরদপ্তর নেই

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা সংস্থা বা সংগঠন হলো UNHCR, ICRC, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সোসাইটি, OXFAM।

■ সাম্প্রতিক সম্মেলন-২০২৩ ও ২০২৪

সংস্থা	তম	সাল	দেশ
BRICS	১৫তম	আগস্ট, ২০২৩	দক্ষিণ আফ্রিকা
G-7	৪৯তম	মে, ২০২৩	জাপান
G-20	১৮তম	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	ভারত
NATO	৩৩তম	জুলাই, ২০২৩	লিথুনিয়া
LDC-5	৫ম	মার্চ, ২০২৩	কাতার

২০২৪ সালে কমনওয়েলথ ২৭তম সম্মেলন হবে সামোয়াতে, ন্যাটোর ৩৫তম সম্মেলন হবে যুক্তরাষ্ট্রের এবং G-20 সম্মেলন হবে ব্রাজিলে।

রিয়েল টেস্ট বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. কোন দেশটি BIMSTEC-এর সদস্য নয়? [NU- Business: 2014-15]
A. ভারত B. বাংলাদেশ C. থাইল্যান্ড D. পাকিস্তান **D**

02. সিরডাপ-এর সদর দফতর কোথায় অবস্থিত? [NU- Business: 2014-15]
A. ঢাকা B. ব্যাংকক C. দিল্লি D. কাঠমন্ডু **A**

03. সার্কের সচিবালয় কোথায় অবস্থিত? [NU- Business: 2013-14]
A. কলম্বো B. দিল্লী C. ঢাকা D. কাঠমান্ডু **D**

04. সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- [NU- Business: 2008-09]
A. ঢাকায় B. ইসলামাবাদে C. কাঠমুন্ডুতে D. দিল্লীতে **A**

05. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সদর দফতর কোথায়? [NU- Business: 2007-08]
A. নিউইয়র্ক B. ভিয়েনা C. জুরিখ D. লন্ডন **D**

06. IFC কোনটিকে বুঝায়? [NU- Business: 2007-08]
A. International Food Company
B. Indian Forest Corporation
C. International Finance Corporation
D. Indian Film Corporation **C**

07. বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [NU- Business: 2004-05]
A. নিউইয়র্ক B. জেনেভা C. প্যারিস D. লন্ডন **B**

08. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম- [NU- Business: 2002-03]
A. ব্যাংক অব আমেরিকা B. স্টেট ব্যাংক অব আমেরিকা
C. বিশ্ব ব্যাংক D. ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম **D**

09. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়? [NU- Business: 2002-03]
A. ম্যানিলা B. টোকিও C. ব্যাংকক D. সিঙ্গাপুর **A**

10. বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য নয়? [NU- Business: 2002-03]
A. IMF B. OIC C. NAM D. ASEAN **D**

11. ECC এর পরিবর্তিত নাম কি? [NU- Business: 2002-03]
A. EC B. EE C. CE D. ECE **A**

12. FAO এর সদর দপ্তর কোথায়- [NU- Business: 2002-03]
A. ওয়াশিংটন B. প্যারিস C. লন্ডন D. রোম **D**

13. এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি? [NU- Business: 2001-02]
A. আমুর B. সিন্ধু C. হোয়াংহো D. ইয়াং সিকিয়াং **D**

14. 'ডাচ' কোন দেশের ভাষা? [NU- Business: 2001-02]
A. ডেনমার্ক B. নেদারল্যান্ড C. কাতার D. চীন **B**

15. জাতিসংঘ কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? [NU- Business: 2001-02]
A. ১৯৪২ সালে B. ১৯৪৫ সালে C. ১৯৪৮ সালে D. ১৯৪৯ সালে **B**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বর্তমান জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী প্রেরণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
A. ইথিওপিয়া B. বাংলাদেশ
C. তুরস্ক D. জার্মানি **B**

02. SDGs এর পূর্ণরূপ কী?
A. Sustainable Development Goals
B. Sustainabl Development Groups
C. Social Development Goals
D. Sustainable Development Gains **A**

03. WTO (World Trade Organization) এর দপ্তর কোন শহরে অবস্থিত?
A. প্যারিস B. টোকিও
C. জেনেভা D. নিউইয়র্ক **C**

04. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব কোন মহাদেশের?
A. এশিয়া B. আফ্রিকা
C. ইউরোপ D. উত্তর আমেরিকা **C**

05. UNESCO কোন সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দেয়?
A. ১৯৯৯ সালে B. ১৯৯৮ সালে
C. ১৯৯৭ সালে D. কোনোটই নয় **A**

06. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
A. আবদুল রহমান (কাতার) B. রশিদ আল জয়নী (বাহরাইন)
C. আবদুল্লা শহীদ (মালদ্বীপ) D. মোবারক আলী হাজরাফ (কুয়েত) **C**

07. কফি আনান কোন দেশের নাগরিক?
A. ঘানা B. নাইজেরিয়া
C. নাইজার D. কেনিয়া **A**

08. নিচের কোন দেশটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়?
A. জার্মানী B. চায়না
C. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র D. যুক্তরাজ্য **A**

09. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন বছরের কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয়?
A. আগস্ট B. সেপ্টেম্বর
C. নভেম্বর D. অক্টোবর **B**

10. OIC -র সদর দপ্তর কোথায়?
A. ত্রিপোলি B. কায়রো
C. দামেস্ক D. জেদ্দা **D**

11. ওআইসি (OIC) কত সালে গঠিত হয়?
A. ১৯৬৮ B. ১৯৬৯
C. ১৯৭০ D. ১৯৭১ **B**

12. নিম্নের কোন দেশটি জি-৭ এর সদস্য নয়?
A. কানাডা B. ইতালি
C. জার্মানি D. অস্ট্রেলিয়া **D**

13. BIMSTEC কী ধরনের সংগঠন?
A. অর্থনৈতিক B. রাজনৈতিক
C. বাণিজ্যিক D. সামাজিক **A**

14. আন্তর্জাতিক ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তর কোথায়?
A. প্যারিস B. বেইজিং
C. লন্ডন D. সিউল **D**

15. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার ন্যাশনাল- এর সদর দফতর কোথায়?
A. ব্রাসেল্‌স (বেলজিয়াম) B. বার্লিন (জার্মানি)
C. জেনেভা (সুইজারল্যান্ড) D. লন্ডন (যুক্তরাজ্য) **B**

PRIME TEST

01. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কোন রাষ্ট্রের 'ভেটো' দেওয়ার ক্ষমতা নেই?
Ⓐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ যুক্তরাজ্য
Ⓒ চীন Ⓓ জাপান

02. বাংলাদেশ কোন বাণিজ্যিক চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষর করার জন্য একমত হয়েছিল?
Ⓐ FTA Ⓑ NAFTA
Ⓒ TIFA Ⓓ SAFTA

03. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় কত সালে?
Ⓐ ১৯৮৬ Ⓑ ১৯৭৪ Ⓒ ২০০০ Ⓓ ২০১৯

04. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে-
Ⓐ ১৯৭১ সালে Ⓑ ১৯৭৩ সালে Ⓒ ১৯৭৪ সালে Ⓓ ১৯৭০ সালে

05. সার্কভুক্ত কোন দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে নেই?
Ⓐ মালদ্বীপ Ⓑ ভুটান Ⓒ পাকিস্তান Ⓓ কোনটিই নয়

06. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য রাষ্ট্র?
Ⓐ ১৫৩ Ⓑ ১৩৬ Ⓒ ১৫৭ Ⓓ ১৩২

07. বাংলাদেশ নিম্নলিখিত কোন আঞ্চলিক জোটের সদস্য নয়?
Ⓐ কমনওয়েলথ Ⓑ সার্ক Ⓒ আসিয়ান Ⓓ বিমস্টেক

08. 'বাংলাদেশ স্কয়ার' কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ভারত Ⓑ লাইবেরিয়া Ⓒ ইংল্যান্ড Ⓓ কোনটিই নয়

09. বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য নয়?
Ⓐ ILO Ⓑ OIC Ⓒ OPEC Ⓓ IMF

10. জাতিসংঘ কার্যক্রম শুরু করে-
Ⓐ ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ Ⓑ ২২ অক্টোবর ১৯৪৫
Ⓒ ২৫ অক্টোবর ১৯৪৫ Ⓓ ২৩ অক্টোবর ১৯৪৫

Answer Sheet

01.	D	02.	C	03.	A	04.	C	05.	D
06.	B	07	C	08.	B	09.	C	10.	A

অধ্যায় ১৫

আলোচিত চুক্তিসমূহ

সাধারণ জ্ঞান

ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি

- ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৬৪৮ সালে।
- স্বাক্ষরের স্থান- ওয়েস্টফেলিয়া, জার্মানি।
- স্বাক্ষরিত মোট চুক্তি- ৩টি।
- চুক্তির ফলাফল- ৩০ বছরের যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ইউরোপে ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে ১৬১৮ সাল থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য।

গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি

- গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- নয়াদিল্লি হায়দ্রাবাদ হাউসের মুঘল ডাইনিং হলে।
- গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে।
- চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করে- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া।
- চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করে- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য- পানির ন্যায্য হিস্যা বণ্টন।
- চুক্তিটি করা হয়- ৩০ বছরের জন্য (মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে)।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রি চুক্তি

- বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯ মার্চ, ১৯৭২ সালে।
- মৈত্রি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ১৮ মার্চ, ১৯৯৭ সালে।
- চুক্তিটির মেয়াদ ছিল- ২৫ বছর।
- চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করে- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।
- চুক্তির লক্ষ্য ছিল- পঁচিশ বছর মেয়াদি মৈত্রি শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সালে।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি যে দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়- মিশর ও ইসরায়েল।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির উদ্দেশ্য- মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপন।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্যস্থতাকারী- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্প ডেভিডে।
- ক্যাম্প ডেভিড অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে।
- ক্যাম্প ডেভিড- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অবকাশ যাপন কেন্দ্র।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ফলাফল- সাময়িকভাবে মিশরকে আরব লীগ ও ওআইসি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

আটলান্টিক সনদ

- আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়- ১৪ আগস্ট ১৯৪১।
- আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়- যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের মধ্যে।
- চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর করে- ফ্রাংকলিন ডিলানো রুজভেল্ট।
- ইংল্যান্ডের পক্ষে চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে- উইনস্টন চার্চিল।
- চুক্তিটির মূল লক্ষ্য হলো- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষপটে বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষার জন্য কাজ করা।
- আটলান্টিক চুক্তির সনদ স্বাক্ষর হয়- আটলান্টিক মহাসাগরে।
- আটলান্টিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ব্রিটিশ জাহাজ প্রিন্সেস অব ওয়েলসে।

প্রথম ভার্সাই চুক্তি

- প্রথম ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৭৮০ সালে।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষা করা।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ব্রিটেন ও আমেরিকা।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।
- প্রথম ভার্সাই চুক্তির ফলাফল- আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন।

দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি

- দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯১৯ সালে।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।
- প্রথম ভার্সাই চুক্তির ফলাফল- জার্মানি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি

- ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২৩ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে।
- ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে।
- চুক্তিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে স্বাক্ষর করে- ইয়াসির আরাফাত।
- ইসরাইলের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
- এ চুক্তিতে মধ্যস্থতা করে- সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।
- চুক্তির মূল লক্ষ্য- পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ভূমি হতে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার করা।

পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি

- পিএলও-ইসরায়েল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষর করে- ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন।
- চুক্তিটিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- ইয়াসির আরাফাত।
- ইসরাইলের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- আইজ্যাক রবিন।
- চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন- মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক।
- এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল- গাজা ভূখণ্ড এবং পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরে বিগত ২৭ বছরের ইসরায়েলি দখলের অবসান ঘটানো।

প্যারিস শান্তি চুক্তি

- প্যারিস শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৭৩ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ভিয়েতনাম ও আমেরিকা।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে।
- প্যারিস শান্তি চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ভিয়েতনাম ও আমেরিকার মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান।
- প্যারিস চুক্তির ফলাফল- ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান।

জেনেভা চুক্তি

- জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২০ জুলাই ১৯৫৪ সালে।
- জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ফ্রান্স ও ভিয়েতনাম।
- জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষর হয়- সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ভিয়েতনামকে দুটি অংশে বিভক্ত।
- চুক্তির ফলাফল- উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম দুটি রাষ্ট্রের জন্ম।

আয়ারল্যান্ড শান্তি চুক্তি

- আয়ারল্যান্ডের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৯৮।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- বেলফাস্ট, আয়ারল্যান্ড।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীগণ হলো- ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও আইরিশ প্রধানমন্ত্রী এহেরন।
- চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী হলো- মার্কিন সিনেটর জর্জ মিশেল।

- আয়ারল্যান্ড শান্তি চুক্তির লক্ষ্য- জাতিগত দাঙ্গা নিরসনের জন্য।
- শান্তি চুক্তিটি অবসান করে- ৩০ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের।
- আইরিশ প্রজাতন্ত্র চুক্তির অনুকূলে ভোট দেয়- ৯০%।
- ১৯৯৮ সালে আয়ারল্যান্ড শান্তি চুক্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান- ২ জন (হিউম ও ডেভিড ট্রিমল)।

জেনেভা কনভেনশন

- জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়- ১২ আগস্ট ১৯৪৯।
- জেনেভা কনভেনশনের উদ্দেশ্য- যুদ্ধাহত এবং যুদ্ধবন্দিদের ন্যায়বিচারের জন্য আচরণবিধি তৈরি করা।
- জেনেভা কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী দেশ- ৫৮টি।
- জেনেভা কনভেনশনে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ৪টি।
- জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষর হয়- সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

আফগান শান্তি চুক্তি

- আফগান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৭ মার্চ ১৯৯৩ সাল।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- আফগানিস্তানের ৬টি মুজাহিদ দল।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- আফগানিস্তানের দীর্ঘ ১২ বছরের আত্মঘাতী সংঘর্ষের অবসান ঘটানো।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- পাকিস্তানের ইসলামাবাদে।
- আফগান শান্তি চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি- তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ।
- আফগান শান্তি চুক্তির ফলাফল- বোরহান উদ্দিন রাব্বানী ক্ষমতাসীন হন।

মানবাধিকার চুক্তি

- মানবাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮।
- মানবাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- জাতিসংঘের সদরদপ্তরে।
- মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- জাতিসংঘ।
- মানবাধিকার চুক্তির লক্ষ ও উদ্দেশ্য- মানবজাতির প্রত্যেক মানুষের সহজাত মর্যাদা এবং সমতা ও সমান অধিকার রক্ষা করা।
- চুক্তি জাতিসংঘের যে পরিষদে গৃহীত হয়- সাধারণ পরিষদে।
- মানবাধিকার চুক্তিটি প্রস্তুত করে- নোবেল বিজয়ী ওরেন ক্যাসিন।

ডেটন চুক্তি

- ডেটন চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২১ নভেম্বর ১৯৯৫ সালে।
- ডেটন চুক্তির পক্ষসমূহ- বসনিয়া, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া।
- ডেটন চুক্তির ফলাফল- বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার যুদ্ধ নিরসন হয়।
- ডেটন চুক্তির উদ্যোক্তা- মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।
- ডেটন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটন বিমান ঘাঁটিতে।

হাভানা সনদ

- হাভানা সনদ স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৫৭ সালে।
- হাভানা সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- বিশ্ব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
- হাভানা সনদে স্বাক্ষর করে- ৫৪টি দেশ।
- হাভানা সনদ স্বাক্ষর হয়- কিউবার রাজধানী হাভানায়।

সিমলা চুক্তি

- সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৩ জুলাই ১৯৭২।
- সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে।
- সিমলা চুক্তিতে পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- জুলফিকার আলী ভুট্টো।
- সিমলা চুক্তির স্বাক্ষর হয়- ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলাতে।
- এ চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।
- সিমলা চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ভারত-পাকিস্তানের মাঝে শান্তি স্থাপন।

তাসখন্দ চুক্তি

- তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬।
- তাসখন্দ চুক্তি যে দেশের মধ্যে স্বাক্ষর হয়- ভারত ও পাকিস্তান।
- তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- তাসখন্দ, উজবেকিস্তান।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ও শান্তি স্থাপন।
- এ চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী দেশ- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।
- তাসখন্দ চুক্তির ফলাফল- দুদেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নামিবিয়া চুক্তি

- নামিবিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৮৮ সালে।
- নামিবিয়া চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ব্রাজাভিল, কঙ্গো।
- এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- নামিবিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত করা।
- নামিবিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- এঙ্গোলা, কিউবা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।
- চুক্তির ফলাফল- নামিবিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়।

অস্ত্র হ্রাস চুক্তি

- অস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৯৮০ সালে।
- অস্ত্র হ্রাস চুক্তির উদ্দেশ্য- পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার রোধ নীতিকরণ।
- অস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৫ মার্চ, ১৯৭০ সালে।
- অস্ত্র হ্রাস চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় যে কয়টি জাতির সাথে- ১৩৮টি।

ম্যাসট্রিচট চুক্তি

- ম্যাসট্রিচট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ইউরোপীয় অর্থবাজারকে সর্ববৃহৎ বাজার পরিণত করা এবং একক মুদ্রা ইউরো চালু করা।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশ- ১২টি (ইউরোপীয়)।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তি কবে অনুমোদিত হয়- ২১ মে ১৯৯৩ সালে।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তির ফলাফল- অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু হয়।
- অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু হয়- ১ জানুয়ারি ১৯৯৯।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিচ্ট শহরে।

রুশ-জার্মান চুক্তি

- রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ৭ আগস্ট ১৯৭০ সাল।
- যে যে দেশ রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর করে- রাশিয়া ও জার্মানি।
- রুশ-জার্মান চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- রাশিয়া ও জার্মানি পরস্পরের উপর বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।

যৌথ মহাশূন্য স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি

- যৌথ মহাশূন্য স্টেশন স্থাপন চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২৪ জুন ১৯৯৪ সালে।
- যৌথ মহাশূন্য স্টেশন স্থাপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশ- যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।
- এ চুক্তির উদ্দেশ্য- যৌথভাবে মহাশূন্য স্টেশন স্থাপন করা।

জীবাণুঘটিত অস্ত্র চুক্তি

- জীবাণুঘটিত অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৭২ সালে।
- জীবাণুঘটিত অস্ত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশসমূহ- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও অন্যান্য।
- জীবাণুঘটিত অস্ত্র চুক্তির লক্ষ ও উদ্দেশ্য- ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিনঘটিত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ।

পরমাণু অস্ত্র বিলোপ চুক্তি

- পরমাণু অস্ত্র বিরোপ চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৫ মার্চ ১৯৯৬ সালে।
- পরমাণু অস্ত্র বিলোপ চুক্তির লক্ষ্য- দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে পরমাণু অস্ত্র মুক্ত রাখা।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশসমূহ- ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন।

NPT চুক্তি

- NPT হলো- পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তি (Neuclear Non-proliferation Treaty)।
- NPT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৬৮ সালে।
- NPT চুক্তি কার্যকর হয়- ১৯৭০ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশ- ১৭০টি।
- এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- পারমাণবিক অস্ত্রের সীমিতকরণ।

CTBT চুক্তি

- CTBT এর পূর্ণরূপ- Cmprehensive Nuclear Test Ban Treaty বা পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে।
- চুক্তিটি চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- নতুন করে আর কেউ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না এবং আগেরগুলো ধ্বংস করে সীমিত করা।
- CTBT চুক্তিটি জাতিসংঘে উত্থাপন করে- অস্ট্রেলিয়া (৫১তম সাধারণ অধিবেশনে)।
- অস্ট্রেলিয়া চুক্তিটি উত্থাপন করে- ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ সালে।
- এখন পর্যন্ত CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- ১৮৫টি দেশ।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সর্বশেষ দেশ- কিউবা (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।
- CTBT চুক্তির বিপক্ষে ভোট দেয়- ভারত, লিবিয়া ও ভুটান।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি- চীন, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬।
- CTBT চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে- ১২৯তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তিতে অনুমোদন করে- ৭ মার্চ ২০০০ সালে।
- CTBT চুক্তিতে অনুমোদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ- ২৮তম।
- CTBT চুক্তিতে অনুমোদনকারী দেশ- ১৭৮টি।
- CTBT চুক্তিতে অনুমোদনকারী সর্বশেষ দেশ- শ্রীলংকা।
- CTBT চুক্তিটি কার্যকর করতে হলে অনুমোদন প্রয়োজন- ১৫৭টি দেশের।

SALT-1 চুক্তি

- SALT-1 চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২৭ মে ১৯৭২ সালে।
- এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- অ্যান্টি ব্যালাস্টিক সিস্টেম সীমিতকরণ।
- SALT-1 চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি

- স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৭ সালে।
- চুক্তির উদ্দেশ্য- বিভিন্ন দেশে পুঁতিয়ে রাখা মাইনগুলো ধ্বংস করে ফেলা।
- স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- কানাডার অটোয়া।
- এখন পর্যন্ত স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে- ১৭০টি দেশ।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি- যুক্তরাষ্ট্র।
- স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তির অপর নাম- অটোয়া চুক্তি।

যুক্তরাষ্ট্র-উত্তর কোরিয়া ঐতিহাসিক চুক্তি

- যুক্তরাষ্ট্র-উত্তর কোরিয়া ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৪ সালে।
- এ চুক্তির উদ্দেশ্য হলো- কোরিয়া উপদ্বীপে উত্তেজনা হ্রাস করা।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তি

- ভারত-সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে।
- ভারত ও সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তির উদ্দেশ্য- ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দু'দেশের মধ্যে মৈত্রি, শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- চুক্তি দুটির ফলাফল- ১৯৭১ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতকে সহযোগিতা দান।
- ভারত-সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- রাশিয়ার মস্কোতে।

ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস চুক্তি

- ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে।
- ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস চুক্তির উদ্দেশ্য- ইউক্রেনের মাটিতে মোতায়েন সকল পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর।
- এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত দেশসমূহ- ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।

স্টার্ট-২ চুক্তি

- স্টার্ট-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৩ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে।
- এই চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাসকরণ।
- স্টার্ট-২ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- স্টার্ট-২ চুক্তিটির স্বাক্ষর হয়- রাশিয়ার মস্কোতে।
- চুক্তিটির ফলাফল- রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র স্ব-স্ব পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করতে একমত হয়।

SALT-2 চুক্তি

- SALT-2 চুক্তি কার্যকর হয়- ১৮ জুন, ১৯৭৯ সালে।
- SALT-2 চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- আক্রমণাত্মক অস্ত্র ২৪০০ এর মধ্যে সীমিত রাখা।
- SALT-2 চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

হটলাইন চুক্তি

- হটলাইন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়- ২০ জুন, ১৯৬৩ সালে।
- হটলাইন এগ্রিমেন্ট চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশের সরকারের মাঝে সরাসরি রেডিও এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা।
- হটলাইন এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষরকারী দেশ- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

জর্ডান-পিএলও অর্থনৈতিক চুক্তি

- জর্ডান-পিএলও অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ৮ জানুয়ারি, ১৯৯৪ সালে।
- জর্ডান-পিএলও চুক্তির উদ্দেশ্য- অধিকৃত তীরে পুনরায় ব্যাংক চালু করা।
- চুক্তিটিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- জর্ডান ও ফিলিস্তিন।

চীন-জাপান পারমাণবিক নিরাপত্তা চুক্তি

- চীন-জাপান পারমাণবিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৬ মে ১৯৯৪ সালে।
- এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- চীন ও জাপান এর মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করা।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- চীন ও জাপান।

কপিরাইট চুক্তি

- কপিরাইট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১১ মার্চ ১৯৯৫ সালে।
- কপিরাইট চুক্তিতে স্বাক্ষরিত দেশের নাম- চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।

মহাশূন্য চুক্তি

- মহাশূন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১০ অক্টোবর ১৯৬৭ সালে।
- মহাশূন্য চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ১০০টি দেশ।
- মহাশূন্য চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্রবহন ও পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ।

বেইজিং-সিউল চুক্তি

- বেইজিং-সিউল চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা।
- বেইজিং-সিউল চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ৩১ অক্টোবর ১৯৯৪ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া।

আলজিয়ার্স চুক্তি

- আলজিয়ার্স চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৯৭৫ সালে।
- চুক্তিটিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ইরাক ও ইরান।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- শাত-ইল-আরবকে কেন্দ্র করে।

ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি চুক্তি

- ইউক্রেন কৃষ্ণ সাগর ব্যবহার করে সারা বিশ্বে শস্য রপ্তানি করে । কিন্তু গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে রাশিয়ার-ইউক্রেন মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। ইউক্রেনের অনেক শস্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সারাবিশ্বে ইউক্রেন থেকে যাওয়া গম রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়।
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২২ জুলাই, ২০২২।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- চুক্তির নাম- ব্ল্যাক সি গেইন ইনিশিয়েটিভ (Black Sea Grain Initative)।
- শস্য চুক্তির মধ্যস্থতা করে- তুরস্ক ও জাতিসংঘ।
- চুক্তি অনুসারে ফসল রপ্তানি শুরু হয়-১ আগস্ট, ২০২২।
- প্রথম চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ১৮ মার্চ, ২০২৩।
- শস্য চুক্তির মেয়াদ চূড়ান্তভাবে শেষ হয়-১৭ জুলাই, ২০২৩।
- ইউক্রেনের যে বন্দর দিয়ে শস্য রপ্তানি করে- ওডেসা।

শেনজেন চুক্তি

- শেনজেন চুক্তি- ইউরোপের দেশগুলোতে জল, স্থল ও আকাশপথে এক ভিসায় কিংবা ভিসা ব্যতিত পরিচয়পত্র দিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ করার একটি চুক্তি।
- শেনজেন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৮৫ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- লুক্সেমবার্গের শেনজেন শহরে।
- ভিসামুক্ত ইউরোপের যাত্রা শুরু হয়- ১৯৯৫ সালে।

মন্ট্রিল প্রটোকল

- মন্ট্রিল প্রটোকল চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৮৭ সালে।
- চুক্তিটি কার্যকর হয়- ১৯৮৯ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- মন্ট্রিল, কানাডা।
- উদ্দেশ্য- ওজনস্তর ক্ষয়কারী বস্তু সামগ্রিক উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করা।
- বাংলাদেশ চুক্তিটিকে সমর্থন করে- ২ আগস্ট ১৯৯০ সালে।
- প্রটোকলটি মোট সংশোধন হয়- ৫ বার।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন- কিগালি সংশোধনী ২০১৬।

বেলফাস্ট চুক্তি

- বেলফাস্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৯৮।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- বেলফাস্ট, উত্তর আয়ারল্যান্ড।
- বেলফাস্ট চুক্তির অপর নাম- গুড ফ্রাইডে চুক্তি।
- স্বাক্ষর করে- ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড।
- চুক্তির ফলাফল- উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি স্থাপিত হয়।

উই রিভার চুক্তি

- উই রিভার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৮ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- উই রিভার, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল

কার্টাগেনা প্রটোকল চুক্তি

- কার্টাগেনা প্রটোকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২০০০ সালে
- চুক্তিটি কার্যকর হয়- ২০০৩ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- মন্ট্রিল কুইবেক, কানাডা।
- কার্টাগেনা প্রটোকল হলো- জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি।

নাগোয়া প্রটোকল চুক্তি

- নাগোয়া প্রটোকল চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২০১০ সালে।
- চুক্তিটি কার্যকর হয়- ২০১৪ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- নাগোয়া, জাপান।
- চুক্তিটির উদ্দেশ্য- বন্য প্রাণী সংরক্ষণ প্রটোকল।

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি

- চারদিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি শুরু হয়- ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ (শুক্রবার)।
- আরো দুই দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাড়ানো হয় (মোট ৬ দিন)।
- যুদ্ধ বিরতিতে মধ্যস্থতা করে- কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র।
- যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়- যুদ্ধের ৪৯তম দিনে।
- যুদ্ধ বিরতির শর্ত- হামাস ইসরাইলের ৫০ নাগরিককে মুক্তি দিবে এবং ইসরাইল ফিলিস্তিনের ১৫০ নাগরিককে মুক্তি দিবে। এই চারদিন গাজায় ত্রাণ সহায়তাসহ মানবিক কার্যক্রমে বাধা দিবে না ইসরাইল।
- প্রথম দিনে হামাস মুক্তি দেয়- ইসরাইলের ১৩ জন নাগরিককে। ইসরাইল মুক্তি দেয়- ফিলিস্তিনের ৩৯ জন নাগরিককে।
- চুক্তির বাইরে হামাস থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের ১০ নাগরিককে মুক্তি দেয়।
- হামাসের হামলায় মারা গেছে প্রায় ১২০০ জন ইসরাইলি এবং ইসরাইলের হামলায় মারা গেছে প্রায় ১৫০০০ জন ফিলিস্তিন নাগরিক।

উল্লেখ্য যে, ইসরাইলে হামাস রকেট হামলা চালায়- ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সালে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইল গাজাতে ব্যাপক হামলা চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ইসরালের সৈন্যবাহিনী গাজাকে চারদিক দিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎতের সংযোগ বন্ধ সহ মানবিক সহায়তার রাস্তাও বন্ধ করে রেখেছে। গাজার একমাত্র সীমান্ত পয়েন্ট (মিশর সীমান্ত) "রাফাহ ক্রসিং" বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক লুজান চুক্তি

- লুজান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই।
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রবাহিনী ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের (তুর্কিয়ে) মধ্যে।
- এই চুক্তির ১০০ বছর পূর্ণ হয়- ২০২৩ সালের ২৪ জুলাই।
- অটোম্যান সাম্রাজ্য বা উসমানীয় সালতানাতের অবসান ঘটে- ১৯২২ সালে।
- লুজান চুক্তির ফলে তুরস্ক তার অনেক জায়গা হারায়।
- সেভার্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২০ সালে

মার্কিন-তালেবান চুক্তি

- চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।
- চুক্তির পক্ষদ্বয়- যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবান।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- দোহা, কাতার।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপন।

সুদানে শান্তি চুক্তি

- সুদানে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২০ অক্টোবর ২০২০।
- চুক্তির পক্ষদ্বয় হলো- সরকার ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী (SRF)।
- চুক্তির স্থান- জুবা, দক্ষিণ সুদান।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- চলমান সংঘাতের অবসান ঘটানো।

ইসরাইল ও আরব আমিরাত চুক্তি

- চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৩ আগস্ট ২০২০ সাল।
- চুক্তিতে পক্ষদ্বয় ছিল- ইসরাইল ও আরব আমিরাত।
- চুক্তি- Abraham Accords Peace Agreement.

EU Green Deal

- চুক্তির লক্ষ্য- ২০৫০ সালের মধ্যে পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়ন অঞ্চলকে কার্বন নিরপেক্ষ করা।
- চুক্তির উদ্দেশ্য- ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা ও বিরুপ জলবায়ু মোকাবিলা।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, স্ট্রাসবার্গ, ফ্রান্স।
- মোট বিনিয়োগের পরিমাণ- ১.১০ লক্ষ কোটি ইউরো।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি- পোল্যান্ড।
- সবুজ বিপ্লবের জনক- নরম্যান বোরলাউগ।

CamScanner

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]

21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]
26. [illegible]
27. [illegible]
28. [illegible]
29. [illegible]
30. [illegible]

PRIME TEST

31. [illegible]
32. [illegible]
33. [illegible]
34. Which of the following treaties was for the purpose of banning nuclear explosions?
35. The Montreal Protocol is a Multilateral environment agreement aimed at restoring-
36. [illegible]
37. [illegible]
38. [illegible]
39. [illegible]

Answer Sheet

31.	C	32.	A	33.	B	34.	B	35.	A
36.	D	37.	B	38.	A	39.	C	40.	B

অধ্যায় ১৭ বিশ্বের ভূ-প্রকৃতি ও অঞ্চল পরিচিতি

সাধারণ জ্ঞান

বিশ্বের কতিপয় অঞ্চল পরিচিতি:

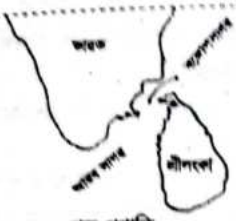
এশিয়ান হাইওয়ে	ESCAP এর ৩২টি দেশকে যুক্ত করতে একটি যোগাযোগ পরিকল্পনা হলো এশিয়ান হাইওয়ে। এ যোগাযোগ পথটি হবে ইন্দোনেশিয়া থেকে তুর্কেমেনিস্তান পর্যন্ত।
সেভেন সিস্টারস	ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টারস বলা হয়। রাজ্যগুলো হলো- আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড ও মনিপুর। **Short Tec:** আমেনাআমিত্রি। আ- আসাম, মি- মিজোরাম, ত্রি-ত্রিপুরা, মে- মেঘালয়, অ-অরুণাচল, না- নাগাল্যান্ড, ম-মনিপুর।
3 Tigers	জাপান, জার্মানি ও ইতালি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষ শক্তির ৩টি দেশকে একত্রে 3 Tigers বলা হয়।
Asian Tiger বা 4 Tigers	এশিয়ার অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ ৪টি দেশকে (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও হংকং) বলা হয় 4 Tigers। **Short Tec:** সিতা দহ সি- সিঙ্গাপুর, তা- তাইওয়ান, দ- দক্ষিণ কোরিয়া, হ-হংকং।
সুপার সেভেন	মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড + ফোর টাইগার (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও হংকং)। **Short Tec:** থামাই সিতা দহ থা- থাইল্যান্ড, মা- মালয়েশিয়া, ই- ইন্দোনেশিয়া সি- সিঙ্গাপুর, তা- তাইওয়ান, দ- দক্ষিণ কোরিয়া, হ- হংকং
ইস্ট এশিয়ান মিরাকল	জাপান + সুপার সেভেন ৭টি দেশ।
গালফ টাপার, আরব গালফ টাইগার	দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত)।
গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল	মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল। অবস্থানগত আকৃতিতে এই ৩টি দেশ ত্রিভুজের মত হওয়ায় একত্রে এদেরকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলা হয়।
গোল্ডেন ক্রিসেন্ট	আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল। এই ৩টি দেশ একত্রে ক্রিসেন্ট বা অর্ধচন্দ্রের ন্যায় হওয়ায় এদেরকে একসাথে গোল্ডেন ক্রিসেন্ট বলা হয়।
গোল্ডেন ওয়েজ	বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্ত যা মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত রুট।
গোল্ডেন ভিলেজ	বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে গাঁজা উৎপাদনের জন্য 'গোল্ডেন ভিলেজ' বলা হয়।
বলকান রাষ্ট্রসমূহ	তুর্কি শব্দ 'বলকান'-এর অর্থ পার্বত্যঞ্চল। ভৌগোলিক পরিভাষায় বলকান হলো উপদ্বীপ। এ অঞ্চলের দেশগুলো হলো: ১। বুলগেরিয়া, ২। রুমানিয়া, ৩। আলবেনিয়া, ৪। গ্রিস, ৫। সার্বিয়া, ৬। হাঙ্গেরি, ৭। মেসিডোনিয়া, ৮। স্লোভেনিয়া, ৯। ক্রোয়েশিয়া, ১০। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ১১। মন্টিনিগ্রো ও ১২। কসোভো।
বাল্টিক রাষ্ট্র	বাল্টিক সাগরের পাশে অবস্থিত এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া, লাটভিয়া এই ৩টি রাষ্ট্রকে একত্রে বাল্টিক রাষ্ট্র বলা হয়। মনে রাখার কৌশল: ALL
আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহ	আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্র ৭টি। ১. সৌদি আরব ২. বাহরাইন ৩. কুয়েত ৪. কাতার ৫. ওমান ৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ৭. ইয়েমেন। আরব উপদ্বীপের সবগুলো রাষ্ট্র ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল।
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ	১। আইসল্যান্ড ২। সুইডেন ৩। নরওয়ে ৪। ডেনমার্ক ও ৫। ফিনল্যান্ড। (সংক্ষেপে-আসুডেফিন) নোট: অক্সফোর্ড ডিকশোনারি অনুসারে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্র তিনটি। তবে এই পাঁচটি রাষ্ট্রকেই নর্ডিক রাষ্ট্র বলা হয়।
ল্যাটিন আমেরিকা	আমেরিকা মহাদেশের রোমান ভাষাভাষী অধ্যুষিত অংশকে ল্যাটিন আমেরিকা বলে। ল্যাটিন ভাষা হতে উদ্ভূত ভাষা স্প্যানিশ, পর্তুগিজ এবং ফ্রেঞ্চ। ল্যাটিন আমেরিকায় ২০টি দেশ রয়েছে।
ইন্দোচীন	কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং লাওস এই তিনটি দেশকে ইন্দোচীন বলে।
ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র	ইতালি ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভিতরে অন্য স্বাধীন দেশ থাকায় এই ২টি দেশকে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র বলা হয়।ইতালির মধ্যে রয়েছে ভ্যাটিকান সিটি এবং দ. আফ্রিকার মধ্যে রয়েছে লেসোথো।
উখিয়া পয়েন্ট	বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের ইয়াবা পয়েন্ট নামে পরিচিত।
বাফার অঞ্চল	সংঘাতময় দুটি বড় এলাকার মধ্যে নিরপেক্ষ এলাকা হলো বাফার অঞ্চল।
No Fly Zone	No Fly Zone ঘোষণার অর্থ হলো নির্দিষ্ট আকাশ সীমার কোন অঞ্চলে কোনো উড়োজাহাজ উড়তে পারবে না। সম্ভাব্য আক্রমণ বা নজরদাড়ি এড়াতে সামরিক বাহিনী এ ঘোষণা করে থাকে।
ফ্রিডম রোড	জাপান ও ভারতের যৌথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।
রিং রোড/লিংক রোড	বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানা। মাদকের জন্য আলোচিত। এটি একটি যোগাযোগ প্রকল্পও।
হৃদভূমি (Heartland)	পূর্ব ইউরোপের ভূ-বেষ্টিত এলাকা। এর প্রবক্তা : ম্যাকাইভার। তিনি বলেন- • যে পূর্ব ইউরোপ শাসন করে সে হৃদভূমি শাসন করে। • যে হৃদভূমি শাসন করে, সে বিশ্বদ্বীপ শাসন করে। • যে বিশ্বদ্বীপ শাসন করে, সে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে।
চন্দ্রবলয় (Rimland)	ইউরোপের সমুদ্র উপকূলীয় দেশ। এর প্রবক্তা- স্পাইকম্যান (আমেরিকা)।
SAGQ	South Asian Growth Quadrangle বা দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের BBIN পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৯৭ সালে ঘোষিত হয়।
নাথুলা পাস	ভারতের সিকিম থেকে চীনের তিব্বতে যাওয়ার পাহাড়ী পথ। প্রায় ৫ কিমি. ০০৬৭
শিলিগুড়ি করিডোর (Chicken's Neck)	ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে দেশের অবশিষ্ট অংশের সংযোগ রক্ষাকারী একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড যার আকৃতি মুরগির ঘাড়ের মতো বলে একে চিকেন'স নেক বলে।

■ **একনজরে উল্লেখযোগ্য প্রণালিসমূহ:**

নাম	পৃথক করেছে	সংযুক্ত করেছে
পক প্রণালি	ভারত-শ্রীলংকা	বঙ্গোপসাগর-আরব সাগর
বেরিং প্রণালি	এশিয়া (রাশিয়া)-উত্তর আমেরিকা (আলাস্কা)	উত্তর সাগর- বেরিং সাগর
তাতার প্রণালি	রাশিয়া-শাখালিন	ওখটস্ক সাগর-জাপান সাগর
ফরমোজা প্রণালি	চীন-তাইওয়ান	পূর্ব চীন সাগর-টংকিং সাগর
মালাক্কা প্রণালি	সুমাত্রা (ইন্দোনেশিয়া)-মালয়েশিয়া	ভারত মহাসাগর-দক্ষিণ চীন সাগর

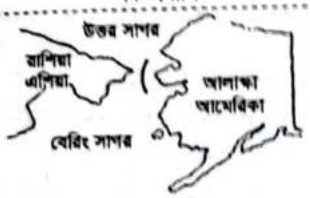
নাম	পৃথক করেছে	সংযুক্ত করেছে
সুন্দা প্রণালি	সুমাত্রা-জাভা	ভারত মহাসাগর-জাভা সাগর
বাব-এল-মানদেব	এশিয়া-আফ্রিকা	এডেন সাগর-লোহিত সাগর
হরমুজ প্রণালি	ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরাত	পারস্য উপসাগর-ওমান উপসাগর
বসফরাস প্রণালি	এশিয়া-ইউরোপ	মর্মর সাগর-কৃষ্ণ সাগর
দার্দানেলিস প্রণালি	এশিয়া-ইউরোপ	এজিয়ান সাগর-মর্মর সাগর
জিব্রাল্টার প্রণালি	আফ্রিকা-ইউরোপ	উত্তর আটলান্টিক-ভূমধ্যসাগর
ফ্লোরিডা প্রণালি	ফ্লোরিডা-কিউবা	মেক্সিকো উপসাগর-আটলান্টিক মহাসাগর
ডোভার প্রণালি	ফ্রান্স-ব্রিটেন	ইংলিশ চ্যানেল-উত্তর সাগর
ইংলিশ চ্যানেল	ব্রিটেন-ফ্রান্স	আটলান্টিক মহাসাগর-উত্তর সাগর

চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য প্রণালিসমূহ



পক প্রণালি

- পৃথক করেছে- ভারত-শ্রীলংকাকে
- সংযুক্ত করেছে- বঙ্গোপসাগর-আরব সাগর



বেরিং প্রণালি

- পৃথক করেছে- এশিয়া-উত্তর আমেরিকা
- সংযুক্ত করেছে- উত্তর সাগর- বেরিং সাগর



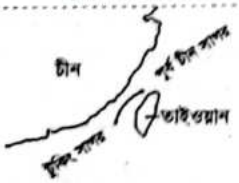
তাতার প্রণালি

- পৃথক করেছে- রাশিয়া-শাখালিন
- সংযুক্ত করেছে- ওখটস্ক সাগর-জাপান সাগর



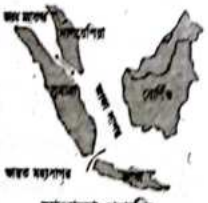
কোরিয়া প্রণালি

- পৃথক করেছে- কোরিয়া-জাপান
- সংযুক্ত করেছে- পূর্ব চীন সাগর-জাপান সাগর



ফরমোজা প্রণালি

- পৃথক করেছে- চীন-তাইওয়ান
- সংযুক্ত করেছে- পূর্ব চীন সাগর-টংকিং সাগর



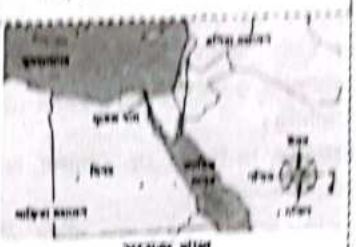
মালাক্কা প্রণালি

- মালাক্কা পৃথক করেছে- সুমাত্রা-মালয়েশিয়া
- মালাক্কা সংযুক্ত করেছে- ভারত মহাসাগর-দক্ষিণ চীন সাগর
- সুন্দা পৃথক করেছে- সুমাত্রা-জাভা
- সুন্দা সংযুক্ত করেছে- ভারত মহাসাগর-জাভা সাগর



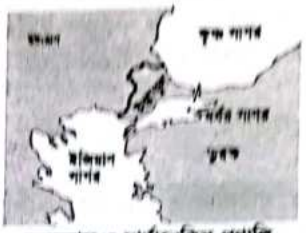
হরমুজ ও বাব-এল-মানদেব প্রণালি

- হরমুজ পৃথক করেছে- ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরাত
- হরমুজ সংযুক্ত করেছে- পারস্য উপসাগর-ওমান সাগর
- বাব-এল-মানদেব পৃথক করেছে- জিবুতি-ইয়েমেন
- বাব-এল-মানদেব সংযুক্ত করেছে- এডেন সাগর-লোহিত সাগর



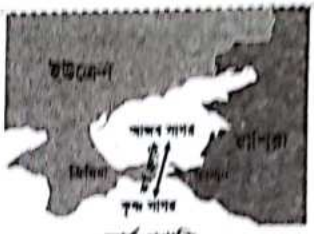
সুয়েজ খাল

- সংযুক্ত করেছে- লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করেছে।
- পৃথক করেছে- এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে।



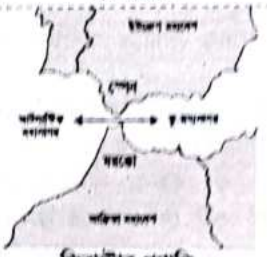
বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালি

- বসফরাস প্রণালি পৃথক করেছে : তুরস্ক-ইস্তাম্বুল (এশিয়া-ইউরোপ)
- বসফরাস প্রণালি সংযুক্ত করেছে : মর্মর সাগর-কৃষ্ণ সাগর
- দার্দানেলিস প্রণালি পৃথক করেছে : তুরস্ক-ইস্তাম্বুল (এশিয়া-ইউরোপ)
- দার্দানেলিস প্রণালি সংযুক্ত করেছে : এজিয়ান সাগর-মর্মর সাগর



কার্চ প্রণালি

- সংযুক্ত: কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগর
- বিযুক্ত: কার্চ উপদ্বীপ (ক্রিমিয়া) ও তামান উপদ্বীপ (রাশিয়া)



জিব্রাল্টার প্রণালি

- পৃথক করেছে : মরক্কো-স্পেন (আফ্রিকা-ইউরোপ)
- সংযুক্ত করেছে : আটলান্টিক মহাসাগর- ভূ-মধ্যসাগর



ফ্লোরিডা প্রণালি

- পৃথক করেছে : ফ্লোরিডা-কিউবা
- সংযুক্ত করেছে : আটলান্টিক মহাসাগর- মেক্সিকো উপসাগর



ডোভার প্রণালি ও ইংলিশ চ্যানেল

- ডোভার প্রণালি পৃথক করেছে- যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স
- ডোভার প্রণালি সংযুক্ত করেছে- উত্তর সাগর-ইংলিশ চ্যানেল
- ইংলিশ চ্যানেল পৃথক করেছে- যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স
- ইংলিশ চ্যানেল সংযুক্ত করেছে- উত্তর সাগর-আটলান্টিক মহাসাগর

■ **বিখ্যাত দ্বীপ, হ্রদ ও জলপ্রপাত:**

- বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম- গ্রিনল্যান্ড।
- গ্রিনল্যান্ড অবস্থিত- আর্কটিক-আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে।
- গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটির মালিক- ডেনমার্ক।
- হনসু দ্বীপ অবস্থিত- জাপান সাগরে।
- আজনের দ্বীপ নামে খ্যাত- আইসল্যান্ড
- মিন্দানাও দ্বীপটি অবস্থিত- ফিলিপাইন।
- আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপরাষ্ট্র- অস্ট্রেলিয়া।
- হোকাইডো দ্বীপটি অবস্থিত- জাপানে।
- 'দিয়েগো গার্সিয়া' দ্বীপ অবস্থিত- ভারত মহাসাগরে।
- শ্রীলংকার মুসলমান অধ্যুষিত একটি দ্বীপ- মান্নার দ্বীপ।
- ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপ- সুমাত্রা, জাভা (মালিকানা ইন্দোনেশিয়া)।
- লানকাং দ্বীপ অবস্থিত- জাভা সাগরে।

> জনসংখ্যা ও আয়তনে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দ্বীপরাষ্ট্র নাউরু।

■ **আলোচিত কিছু উপদ্বীপ:** জলাভূমিবেষ্টিত একটি ভূখণ্ড যা একটি সরু-ভূখণ্ড বা যোজকের মাধ্যমে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে উপদ্বীপ বলে।

সিনাই উপদ্বীপ	এটি মিশরের একটি উপদ্বীপ। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটের সময় ও ১৯৬৭ সালে ৩য় আরব-ইসরায়েলের ছয় দিনের যুদ্ধের সময় ইসরায়েল মিশরের এই উপদ্বীপটি দখল করে নেয়। পরবর্তী ১৯৭৩ সালে চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় মিশর উপদ্বীপটি পুনরুদ্ধার করে।
কোরিয় উপদ্বীপ	এটি জাপান সাগর ও পীত সাগর বেষ্টিত একটি উপদ্বীপ। উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে।
ইতালিয়ান উপদ্বীপ	ভূমধ্যসাগরের একটি উপদ্বীপ। ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি ও সানম্যারিনো এই উপদ্বীপে অবস্থিত।

■ **মালিকানা নিয়ে বিরোধ রয়েছে এমন কয়েকটি দ্বীপ ও অঞ্চল:**

দ্বীপ/অঞ্চল	অবস্থান	দাবিদার পক্ষদ্বয়	দখলে
আবু মুসা দ্বীপ	পারস্য উপসাগর	সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান	ইরানের
কুরিল দ্বীপপুঞ্জ	প্রশান্ত মহাসাগর	রাশিয়া ও জাপান	রাশিয়ার
সাখালিন দ্বীপপুঞ্জ	প্রশান্ত মহাসাগর	রাশিয়া ও জাপান	রাশিয়ার
স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ	দক্ষিণ চীন সাগর	চীন, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন	চীনের
শাত-ইল-আরব জলপথ	পারস্য উপসাগর	ইরান ও ইরাক	ইরানের
ফকল্যান্ড দ্বীপ	দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর	ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনা	ব্রিটেনের
দক্ষিণ তালপট্টি (পূর্ব নাম নিউমুর)	বঙ্গোপসাগর	বাংলাদেশ ও ভারত	ভারতের
গোলান মালভূমি	সিরিয়ায়	সিরিয়া ও ইসরাইল	ইসরাইলের
পেরিজিল বা লায়লা দ্বীপ	ভূ-মধ্য সাগর	স্পেন ও মরক্কো	স্পেনের
সিনাই উপদ্বীপ	ভূ-মধ্য সাগরের পূর্বে	ইসরাইল ও মিশর	মিশরের
জিব্রাল্টার	ভূ-মধ্য সাগর	ব্রিটেন ও স্পেন	ব্রিটেনের
মান্নার দ্বীপ	বঙ্গোপসাগর	ভারত ও শ্রীলঙ্কা	শ্রীলঙ্কা
ক্রিমিয়া উপদ্বীপ	কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে	রাশিয়া ও ইউক্রেন	রাশিয়ার

■ **বিখ্যাত হ্রদ:**

- চারদিক সম্পূর্ণভাবে স্থলবেষ্টিত প্রাকৃতিক পানিরাশিকে বলে- হ্রদ।
- বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদের নাম- কাস্পিয়ান সাগর।
- কাস্পিয়ান সাগর অবস্থিত- ইরান, আজারবাইজান, রাশিয়া, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান।
- বৈকাল হ্রদটি অবস্থিত- রাশিয়ার সাইবেরিয়ায়।
- গ্রেট বিয়ার হ্রদ (Great Bear Lake) অবস্থিত- কানাডায়।
- সুপিরিয়র হ্রদ অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়।
- আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদ-ভিক্টোরিয়া হ্রদ।
- ভিক্টোরিয়া হ্রদ অবস্থিত- তানজানিয়া, কেনিয়া ও উগান্ডার মধ্যবর্তী মালভূমিতে।
- স্বাদু পানির হ্রদের নাম- সুপিরিয়র হ্রদ।
- হাজার হ্রদের দেশ ফিনল্যান্ডের হ্রদের সংখ্যা- প্রায় ৫৫ হাজার।

■ **বিখ্যাত জলপ্রপাত:**

নাম	অবস্থান ও উচ্চতা	Key Words
অ্যাঞ্জেলস	অবস্থান-ভেনিজুয়েলা। উচ্চতা- ৩৯১২ ফুট বা ৯৭৩ মি.	বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত।
ভিক্টোরিয়া	অবস্থান-জিম্বাবুয়ে ও জাম্বিয়া উচ্চতা- ৩৬০ ফুট বা ১০৮ মি.	বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত।
নায়াগ্রা	অবস্থান- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা উচ্চতা- ১৬৭ ফুট বা ৫১ মি.	নায়াগ্রা জলপ্রপাত হলো বিশ্বের দশস্তম জলপ্রপাত। এটি মূলত তিনটি ধারার সমষ্টি যা কানাডার এন্টারিও ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। বিশ্বের পর্যটকদের নিকট একটি আকর্ষণীয় জায়গা হিসেবে নায়াগ্রা খুবই পরিচিত।
গুয়ারিয়া	অবস্থান- ব্রাজিল। উচ্চতা- ১৩০ ফুট।	পানি পতনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত।

এছাড়া অন্যান্য জলপ্রপাত- স্টবাক সুইজ্যারল্যান্ডে অবস্থিত।
লিভিংস্টোন ও বোয়াম- কঙ্গোতে অবস্থিত; বোয়ামের অপর নাম- স্ট্যানলি।

■ **বিখ্যাত সীমারেখা, অক্ষরেখা ও বিবিধ:**

- কোনো স্থানের সূর্য যখন মাথার ওপর থাকে তখন ঐ স্থানের সময় ধরা হয়- দুপুর ১২ টা
- দ্রাঘিমান্তর ১° হলে সময়ের পার্থক্য হয়- ৪ মিনিট।
- কোনো স্থানের সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে যে সময় নির্ণয় করা হয় তাকে বলা হয়- স্থানীয় সময়।
- পৃথিবীর সময়ের সাথে বাংলাদেশের সময়ের পার্থক্য- ৬ ঘন্টা আগে (+ ৬ ঘন্টা)
- নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিকের অংশকে বলে- দক্ষিণ গোলার্ধ।
- পৃথিবীর বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের মান- ৩৬০° ডিগ্রি।
- মকরক্রান্তি বলে- ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে।
- কর্কট ক্রান্তি বলা হয়- ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে
- সুমেরু বৃত্ত-৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ ও কুমেরু বৃত্ত ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ।
- ৬০° থেকে ৯০° অক্ষাংশকে বলে- উচ্চ অক্ষাংশ।
- মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি কোণ পরিমাণ করা হয়- সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের মাধ্যমে।
- প্রতিপাদ স্থান দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য- ১২ ঘন্টা।
- ভূ-পৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর ঠিক বিপরীত বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর-প্রতিপাদ স্থান বলা হয়।
- ঢাকার প্রতিপাদ স্থান অবস্থিত- দক্ষিণ আমেরিকার চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- একটি স্থানের দ্রাঘিমা ৬০° পশ্চিম হলে প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা হবে- ১২০° পূর্ব।
- ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম হলে প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা হবে- ১২০° পূর্ব।
- ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখাটি যে নামে পরিচিত- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা।
- প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ১৮০° মধ্যরেখা বরাবর কল্পিত রেখাটি বলে- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা।
- দিন ও তারিখের পরিবর্তন হয়- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে।
- ১৮০° দ্রাঘিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য- ১২ ঘন্টা।

ডুরান্ড লাইন	বর্তমানে এটি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা।
ম্যাজিনো লাইন	জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক জার্মান-ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা।
ম্যাকমোহন লাইন	স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক চিহ্নিত ভারত ও চীনের মধ্যে সীমানা নির্দেশক লাইন।
র‍্যাডক্লিফ লাইন	১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ কর্তৃক ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা এবং বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে বিভক্তকারী সীমারেখা হল র‍্যাডক্লিফ।
সনোরা লাইন	মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্তকারী সীমারেখা।
লাইন অব কন্ট্রোল	ভারত ও পাকিস্তানের বিভক্তকারী সীমারেখা।
লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল	চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী রেখা।
ব্লু লাইন	লেবানন ও ইসরাইলের সীমান্তবর্তী রেখা।
গ্রিন লাইন	১৯৪৮ সালে সিরিয়া-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীমান্তরেখা।
ডোকলাম সীমান্ত	ভারত, ভুটান ও চীনের মধ্যবর্তী সীমান্ত।
পার্পল লাইন	১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত সীমান্তবর্তী রেখা।
জিগফ্রিড লাইন	জার্মানি কর্তৃক জার্মান-ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা।
ওডেরনিস লাইন	পূর্ব জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে সীমা নির্ধারক।

■ **বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা:**

১৭° উত্তর অক্ষরেখা	সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।
২৪° উত্তর অক্ষরেখা	পাকিস্তানের মতে এই অক্ষরেখাকেই ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা ধরে সমস্যার সমাধান করা উচিত। ভারত এ দাবি প্রত্যাখান করেছে।
৩৮° উত্তর অক্ষরেখা	উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমানা নিরূপণকারী রেখা।
৪৯° উত্তর অক্ষরেখা	যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত রেখা।

■ **দুই মহাদেশের অবস্থান ও বিভিন্ন দেশের বিশেষ তথ্য:**

ভূ-খণ্ড	ভৌগোলিকভাবে অবস্থান	রাজনৈতিক অবস্থান
রাশিয়া	মস্কো ছাড়া প্রায় সবই এশিয়ায়	ইউরোপ
তুরস্ক	ইস্তানবুল ছাড়া বাকি অঞ্চল এশিয়ায়	ইউরোপ
মিশর	সিনাই উপদ্বীপ এশিয়ায়	আফ্রিকা
গ্রিনল্যান্ড	উত্তর আমেরিকায়	ইউরোপ
সাইবেরিয়া	এশিয়ায়	ইউরোপ
সাইপ্রাস	এশিয়ায়	ইউরোপ

■ **বিভিন্ন দেশের বিশেষ তথ্য:**

দেশ	বিভক্ত	বিশেষ তথ্য
কোরিয়া	১৯৪৫	উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া নামে দুটি দেশ হয়।
জার্মানি	১৯৪৯	পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি নামে দুটি দেশ হয়। ১৯৯০ সালে আবার একত্রিত হয়।
ভিয়েতনাম	১৯৫৪	উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামে দুটি দেশ হয়। ১৯৭৬ সালে একত্রিত হয়।
ইয়েমেন	১৯৬৭	উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন নামে দুটি দেশ হয়। ১৯৯০ সালে পুনরায় একত্রিত হয়।
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৯৯১	রাশিয়া, ইউক্রেনসহ ১৫টি স্বাধীন দেশ গঠন।
যুগোস্লোভিয়া	১৯৯১	বলকান অঞ্চলে ৭টি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হয়।
চেকোস্লোভাকিয়া	১৯৯৩	ভেলভেট ডিভোর্সের মাধ্যমে চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া নামে দুটি স্বাধীন দেশ গঠন।
ইরিত্রিয়া	১৯৯৩	ইরিত্রিয়া নামে স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।
সুদান	২০১১	দক্ষিণ সুদান নামে স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।

দেশ-শহর ও নগরীর ভৌগোলিক উপনাম

দেশ

উপনাম	দেশ বা স্থান
সোনালি আঁশের দেশ/নীরব খনির দেশ/ভাটির দেশ	বাংলাদেশ
পঞ্চনদের দেশ	পাঞ্জাব
বজ্রপাতের দেশ	ভুটান
পবিত্র দেশ	ফিলিস্তিন
সূর্যোদয়ের দেশ/ভূমিকম্পের দেশ	জাপান
নিষিদ্ধ দেশ	তিব্বত
শান্ত দেশ/শান্ত সকালের দেশ	কোরিয়া
সাদা হাতির দেশ	থাইল্যান্ড
সোনালি প্যাগোডার দেশ	মিয়ানমার
নিশীথ সূর্যের দেশ/ধীবরের দেশ	নরওয়ে
হাজার হ্রদের দেশ	ফিনল্যান্ড
নীল নদের দান/নীল নদের দেশ/ পিরামিডের দেশ	মিশর
মরুভূমির দেশ	আফ্রিকা
চির সবুজের দেশ	নাটাল
ম্যাপল পাতার দেশ/লিলি ফুলের দেশ	কানাডা
মুক্তার দেশ	কিউবা
ক্যাঙ্গারুর দেশ/ পশমের দেশ	অস্ট্রেলিয়া
প্রাচীরের দেশ	চীন
ল্যান্ড অব মার্বেল/ মার্বেলের দেশ	ইতালি
ব্রহ্মদেশ	মিয়ানমার

শহর

উপনাম	শহর ও নগর
মসজিদের শহর/রিকশার শহর	ঢাকা (বাংলাদেশ)
মন্দিরের শহর	বেনারস (ভারত)
গোলাপি শহর	জয়পুর (ভারত)
সম্মেলনের শহর	জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)
নীরব শহর/সাত পাহাড়ের দেশ	রোম (ইতালি)
চির শান্তির শহর	রোম (ইতালি)
প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার	ওসাকা (জাপান)
নিশ্চুপ সড়ক শহর	ভেনিস (ইতালি)
পোপের শহর	ভ্যাটিকান সিটি
উদ্যানের শহর/বাতাসের শহর	শিকাগো
বাজারের শহর	কায়রো (মিশর)
মটর গাড়ির শহর	ডেট্রয়েট (মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র)

উপনাম	শহর ও নগর
বিগ অ্যাপল	নিউইয়র্ক
স্বর্ণদ্বার শহর	তাসখন্দ (উজবেকিস্তান)
পুষ্পিত শহর	লাসা (তিব্বত)
The City of Flowering trees	হারারে (জিম্বাবুয়ে)
City of Golden Gate	সান ফ্রানসিসকো
City of Love and Light	প্যারিস

নগরী

উপনাম	শহর বা নগর
ট্যাক্সির নগরী	মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো)
ঝাঁপের নগরী	ভেনিস (ইতালি)
স্বর্ণ নগরী	জোহানেসবার্গ (দ. আফ্রিকা)
জাঁকজমকের নগরী	নিউইয়র্ক (যু-ক্তরাষ্ট্র)
চির বসন্তের নগরী	কিটো (ইকুয়েডর)
রাতের নগরী	কায়রো (মিশর)

পৃথিবী সম্পর্কিত কিছু উপনাম

উপনাম	দেশ বা স্থান
পৃথিবীর ছাদ	পামির মালভূমি
পৃথিবীর সুন্দর দ্বীপ	ট্রিস্টিয়ান-ডি-কানা (ফ্রান্স)
পৃথিবীর ব-দ্বীপ	বাংলাদেশ
পৃথিবীর রাজধানী	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
পৃথিবীর কসাইখানা	শিকাগো

অন্যান্য

উপনাম	দেশ ও স্থান
বাজার ভেনিস	বরিশাল (বাংলাদেশ)
ভূ-স্বর্গ	কাশ্মীর (ভারত)
পবিত্র ভূমি	জেরুজালেম
পবিত্র পাহাড়	ফুজিয়ামা (জাপান)
সমুদ্রের বধূ	গ্রেট ব্রিটেন
অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ	আফ্রিকা
বিগ অ্যাপেল	নিউইয়র্ক
বিশ্বের রুটির ঝুড়ি	উত্তর আমেরিকার প্রেইরি
বৃহত্তম চিড়িয়াখানা	আফ্রিকা
সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভান্ডার	ইউক্রেন
পশ্চিমের জিব্রাল্টার	কুইবেক
The Cape of Good Hope	South Africa
Pearl of Africa	Uganda
মুক্তার দ্বীপ	বাহরাইন
আগুনের দ্বীপ	আইসল্যান্ড
পান্নার দ্বীপ	আয়ারল্যান্ড
ইউরোপের রুগ্ন মানুষ	তুরস্ক
ইউরোপের ককপিট/রণক্ষেত্র	বেলজিয়াম
ইউরোপের বুট	ইতালি
ইউরোপের প্রবেশদার	ভিয়েনা
প্রাচ্যের ড্যান্ডি	নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ)
প্রাচ্যের ভেনিস	ব্যাংকক (থাইল্যান্ড)
প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন	জাপান

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. ককেশাস অঞ্চলটি অবস্থিত- [NU- Business: 2008-09]
A. এশিয়া মহাদেশ
B. আফ্রিকা মহাদেশে
C. উত্তর আমেরিকায়
D. ইউরোপে
D

02. ম্যাকমোহন লাইন বর্তমানে যে দুইটি রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করে- [NU- Business: 2008-09]
A. ভারত-পাকিস্তান
B. চীন-ভারত
C. নেপাল-ভারত
D. পাকিস্তান-আফগানিস্তান
B

03. নিম্নের কোন দেশে সমুদ্রবন্দর নাই? [NU- Business: 2007-08]
A. ভিয়েতনাম
B. লেবানন
C. নেপাল
D. মিশর
C

04. 'ওয়াল স্ট্রিট' কোথায় অবস্থিত? [NU- Business: 2007-08]
A. নিউইর্য়ক
B. ওয়াশিংটন
C. লন্ডনে
D. টোকিওতে
A

05. সুয়েজ খাল খননের ফলে এশিয়ার সাথে যাতায়াতে সহজ হয়েছে- [NU- Business: 2004-05]
A. আফ্রিকার
B. অস্ট্রেলিয়ার
C. ইউরোপের
D. আমেরিকার
C

06. আকাবা কোন দেশের সমুদ্র বন্দর? [NU- Business: 2001-02]
A. মায়ানমার
B. জর্ডান
C. ইরাক
D. ইসরাইল
B

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. আফ্রিকাকে স্পেন হতে পৃথক করেছে?
A. জিব্রাল্টার প্রণালী
B. সুন্দা প্রণালী
C. ফ্লোরিডা প্রণালী
D. পক প্রণালী
A

02. যুক্তরাজ্য থেকে ফ্রান্সকে পৃথক করেছে কোন প্রণালি?
A. ডোভার
B. পক
C. বেরিং
D. জিব্রাল্টার
A

03. কোন শহরকে 'Big Apple' বলা হয়?
A. শিকাগো
B. রোম
C. নিউইয়র্ক
D. প্যারিস
C

04. 'বাংলাদেশ স্কয়ার' অবস্থিত-
A. কঙ্গো
B. লাইবেরিয়া
C. হাইতি
D. চাদ
B

05. পৃথিবীর কোন দেশকে বজ্রপাতের দেশ বলা হয়?
A. জাপান
B. ভুটান
C. ভিয়েতনাম
D. ক্যামেরুন
B

06. কোন শহরকে 'সিটি অব কালচার' বলা হয়?
A. বার্লিন
B. ইস্তাম্বুল
C. প্যারিস
D. মস্কো
C

07. ইউরোপের প্রবেশদ্বার কোনটি?
A. ভিয়েনা
B. বুদাপেস্ট
C. রোম
D. লিসবন
A

08. ক্যাঙ্গারুর দেশ কোনটি?
A. জাপান
B. মিশর
C. নিউজিল্যান্ড
D. অস্ট্রেলিয়া
D

09. সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় কোনটি?
A. জাপান
B. দক্ষিণ কোরিয়া
C. চীন
D. থাইল্যান্ড
A

10. নিচের কোন শহরটিকে 'বাতাসের শহর' বলা হয়?
A. শিকাগো
B. নিউইয়র্ক
C. লন্ডন
D. ঢাকা
A

11. জিব্রাল্টার প্রণালী সংযুক্ত করেছে-
A. আটলান্টিক ও ভূ-মধ্যসাগর B. প্রশান্ত ও ভূ-মধ্যসাগর
C. আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর D. ভূ-মধ্যসাগর ও আরব সাগর **A**

12. আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে কোনটি?
A. মিসিসিপি নদী B. পানামা খাল
C. ভলগা নদী D. সুয়েজ খাল **B**

13. সুয়েজ খাল কোন দুটি সাগরকে যুক্ত করেছে?
A. ভূমধ্যসাগর ও আরব সাগর B. ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর
C. লোহিত সাগর ও আরব সাগর D. পারস্য সাগর ও ওমান সাগর **B**

14. কিলিমাঞ্জারো আগ্নেয়গিরি কোথায়?
A. ডালস (আমেরিকা) B. হনশু দ্বীপ (জাপান)
C. তাঞ্জানিয়া (আফ্রিকা) D. সিসেনা (ইতালি) **C**

15. সেভেন সিস্টার্স কী?
A. সাত বোন B. ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্য
C. সাতটি নদী D. সার্কভুক্ত একটি দেশ **B**

PRIME TEST

01. নিম্নের কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ নয়?
Ⓐ নরওয়ে Ⓑ সুইডেন
Ⓒ নেদারল্যান্ডস Ⓓ ডেনমার্ক

02. নিম্নের কোন দেশটিকে টাইগার ইকোনমির দেশ বলা হয়?
Ⓐ চীন Ⓑ বাংলাদেশ
Ⓒ ভারত Ⓓ সিঙ্গাপুর

03. চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের নাম কী?
Ⓐ সেনকাকু Ⓑ স্পার্টলি দ্বীপ
Ⓒ পারসেল দ্বীপপুঞ্জ Ⓓ প্রাটাস দ্বীপ

04. 'Wailing Wall' কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ মিয়ানমার Ⓑ ফিলিস্তিন
Ⓒ মিশর Ⓓ রাশিয়া

05. 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল' কোন এলাকা নিয়ে গঠিত?
Ⓐ আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান Ⓑ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া
Ⓒ কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও লাওস Ⓓ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওস

06. কোনটি ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়?
Ⓐ কেরালা Ⓑ ত্রিপুরা
Ⓒ মণিপুর Ⓓ মিজোরাম

07. নিম্নের কোন দেশ 'এশিয়ান টাইগার নয়'?
Ⓐ হংকং Ⓑ তাইওয়ান
Ⓒ সিঙ্গাপুর Ⓓ ভারত

08. এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াকে পৃথক করেছে-
Ⓐ পার্থ লাইন Ⓑ ডুরান্ড লাইন
Ⓒ ম্যাজিনো লাইন Ⓓ ওয়ালেস লাইন

09. কোন প্রণালী আফ্রিকা মহাদেশকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে?
Ⓐ মালাক্কা Ⓑ জিব্রাল্টার
Ⓒ পক Ⓓ পানামা

10. সুয়েজ খাল কোন দেশের অধীনে?
Ⓐ মিশর Ⓑ জর্ডান
Ⓒ ইয়েমেন Ⓓ সৌদি আরব

Answer Sheet

01.	C	02.	D	03.	A	04.	B	05.	D
06.	A	07	D	08.	D	09.	B	10.	A

অধ্যায় ১৭ শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও গণমাধ্যম

সাধারণ জ্ঞান

■ একনজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- বাংলাদেশের বাউল সম্রাট বলা হয়- লালন ফকিরকে।
- বাংলাদেশের মরমী কবি নামে পরিচিত- হাছন রাজা।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক- নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- মাটির পুরুষ, ভাটির পুরুষ বলা হয়- শাহ আব্দুল করিমকে।
- শাক্ত গীতাবলীর জনক- রাম প্রসাদ সেন।
- গম্ভীরা বাংলাদেশের- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী অঞ্চলের গান।
- রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের গান হলো- ভাওয়াইয়া।
- ঘাটু গান হলো বাংলাদেশের- সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান।
- মেঘুপুত্র কমালা চলচ্চিত্রের পরিচালক- হুমায়ুন আহমেদ।
- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করে- নির্জা গোলাম পীর।
- টেরাকোটার জন্য বিখ্যাত- রাজশাহীর বাগা মসজিদ।
- উয়ারী বটেশ্বর অবস্থিত- নরসিংদীতে।
- তৌকির আহমেদের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র- জয়যাত্রা (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), ফসল (নদীকেন্দ্রিক), ফাগুন হাওয়ায় (ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক) ও অজ্ঞাতনামা (প্রবাসীকেন্দ্রিক)।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার- জহির রায়হান।
- জহির রায়হানের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র- স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট, বার্থ অব এ নেশন, এ স্টেট ইজ বর্ন।
- স্বাধীনতার পর জহির রায়হান নিখোজ হন- ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক- হীরালাল সেন।
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক- আব্দুল জব্বার খান।
- উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকার- কাজী নজরুল ইসলাম।
- উপমহাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র- জামাই ষষ্ঠী।
- বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র- মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)।
- বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র- সঙ্গম (জহির রায়হান)।
- কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালক ছিলেন- ধূপছায়া চলচ্চিত্রের।
- কাজী নজরুল ইসলাম অভিনয় করেন- ধ্রুব চলচ্চিত্রে।
- জহির রায়হানের চলচ্চিত্র- জীবন থেকে নেয়া, কাঁচের দেয়াল, বেহুলা, আনোয়ার।
- তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র- মুক্তির গান, মুক্তির কথা, মাটির ময়না, কাগজের ফুল ইত্যাদি।
- অস্কারে মনোনীত বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র- মাটির ময়না (২০০২)।
- সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র- পাথের পাঁচালি, অশনি সংকেত, হিরেক রাজার দেশে, অপরাজিত, তিন কন্যা, গণশত্রু, চারুলতা ইত্যাদি।
- উপমহাদেশের প্রথম অস্কার পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি- সত্যজিৎ রায় (১৯৯২)
- সত্যিজিৎ রায় অস্কার পুরস্কার পান- পথের পাঁচালি চলচ্চিত্রের জন্য।
- ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র- সুবর্ণ রেখা, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার।
- হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত চলচ্চিত্র- আগুনের পরশমনি, শ্যামল ছায়া, আবার আছে জল ইত্যাদি।
- পদ্মা নদীর মাঝি চলচ্চিত্রের পরিচালক- গৌতম ঘোষ।
- হুমায়ুন আহমেদের যে দুই চলচ্চিত্র অস্কারে মনোনীত হয়- শ্যামল ছায়া, মেঘুপুত্র কমলা।
- তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের লেখক- অদ্বৈত মল্লবর্মন।
- তিতাস নদীর পরিচালক- ঋত্বিক ঘটক।
- বাঘা বাঙালি চলচ্চিত্রের পরিচালক- আনন্দ।
- মাস্টার দা সূর্য সেনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নিয়ে নির্মিত 'চট্টগ্রাম' এর পরিচালক- দেব্রত পাইন।
- ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের কাহিনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'চিত্র নদীর পাড়ে' এর পরিচালক- তানভীর মোকাম্মেল।
- 'মনের মানুষ' চলচ্চিত্র এর পরিচালক- গৌতম ঘোষ (লালন ফকিরের জীবনী নির্ভর)।
- এস এম সুলতানের জীবন কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র- আদম সুরত।

- ফেলুদা চরিত্রের স্রষ্টা- সত্যজিৎ রায়।
- মানুষ মানুষের জন্য.... গানটির গীতিকার ও শিল্পী- ভূপেন হাজারিকা।
- ধন ধান্য পুষ্প ভরা... গানটির গীতিকার ও সুরকার- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
- কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই..... গানটির গীতিকার- গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার।
- কফি হাউস গানটির শিল্পী- মান্না দে (প্রকৃত নাম- প্রবোধচন্দ্র দে)।
- গানটির কফি হাউসটি অবস্থিত- কলকাতায়।
- ও রে নীল দরিয়া ..... গানটির শিল্পী- আবদুল জব্বার (গীতিকার- মুকুল চৌধুরী)।
- আমি বাংলার গান গাই... গীতিকার ও শিল্পী- প্রতুল মুখোপাধ্যায়।
- নোঙর তোলো তোলো... গানটির গীতিকার ও সুরকার- নয়ম গহর ও সমর দাস।
- ইংল্যান্ডের রানি সুরসম্রাট হিসেবে খেতাব দেন- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কে।
- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র শাস্ত্রীয় সংগীতের বাহন- সরোদ।
- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র বিখ্যাত শিষ্য হলো- পণ্ডিত রবি শংকর।
- বারীণ মজুমদার হলেন- প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী।
- দেশের প্রথম সংগীত মহাবিদ্যালয় 'কলেজ অব মিউজিক' স্থাপিত- ঢাকায়।
- কলেজ অব মিউজিক স্থাপন করেন- বারীন মজুমদার
- সর্বপ্রথম ভাওয়াইয়া গান সংগ্রহ করে- স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন।
- পালাগান হলো- কাহিনীমূলক লোকগীতি।
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকসংগীত- সাম্পানের গান।
- ফটিকছরির মাইজভাণ্ডারি গান হলো- পীর আহমদ উল্লাহ আধ্যাতিক ও অলৌকিকতা কেন্দ্রিক।
- শিবের বন্দনাগীতিকে বলা হয়- গম্ভীরা গান (শিবের অপর নাম গম্ভীর অনুসারে)।
- পালা গম্ভীরা হলো- নাট্যমূলক উপস্থাপন।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন- খান আতাউর রহমান।
- গাজী-কালু-চম্পাবতীর কাহিনী নিয়ে আবর্তিত গানকে বলা হয়- গাজীর গান।
- ফরিদপুর অঞ্চলের নৃত্যকে বলা হয়- ধূপ।
- যশোর অঞ্চলের নৃত্যকে বলা হয়- বল।
- তানপুরা হলো- উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি যন্ত্র।
- বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন হলো- নাট্যদলসমূহের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন।
- টাঙ্গাইলের হাস্যরসাত্মক নাট্যাভিনয়রীতি হলো- সঙ্গযাত্রা।
- ১৯৪৩ এ বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চিত্র পঞ্চাশের মন্বন্তর হলো- জয়নুল আবেদিনের অঙ্কন।
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শেষ চিত্রকর্ম- দুই মুখ।
- সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চ অবস্থিত- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠ সংলগ্ন।
- জয়নুল আর্ট গ্যালারি স্থাপিত হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ।
- 'মুক্ত ফৌজ' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।
- 'মুক্ত ফৌজ' সংগঠনটি- শিশুকিশোর ভিত্তিক।
- 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' স্কেচ আকেন- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।
- 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' স্কেচের ভিত্তি- স্বৈরশাসক এরশাদকে কেন্দ্র করে (১৯৮৮)।
- এস. এম সুলতানের ডাক নাম হলো- লাল মিয়া।
- এস. এম সুলতানের বিখ্যাত চিত্রকর্ম- হত্যাযজ্ঞ, জমি কর্ষণ, প্রথম বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি।
- এস. এম সুলতানের প্রতিষ্ঠিত দুটি চিত্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠান- শিশুস্বর্গ ও চারুপাঠ।
- বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রের জনক বলা হয়- সফিউদ্দিন আহমদকে।
- সফিউদ্দিন আহমদের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- জলের নিনাদ, মেলার পথ ইত্যাদি।
- বাংলাদেশের Knight in the order of Fine Arts and Humanities উপাধি পান- চিত্রশিল্পী শাহবুদ্দিন আহমদ।
- Knight in the order of Fine Arts and Humanities উপাধি দেয়- ফ্রান্স সরকার থেকে।
- এপিটাফ সিরিজ একেছেন- মুর্তজা বশীর।
- ট্যাপেস্টি শিল্পী হলেন- রশীদ চৌধুরী।
- নীনা কার্টুন এর স্রষ্টা- মুস্তফা মনোয়ার।
- দ্বিতীয় সাফ গেমসের প্রতীক এর নাম- মিশুক।
- মিশুক প্রতিকটি নির্মাণ করেন- মুস্তফা মনোয়ার।
- মীনা দিবস ঘোষণা করা- ২৪ সেপ্টেম্বরকে।
- টোকাই নামক কার্টুন এর স্রষ্টা- রফিকুন্নবী।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর অবস্থিত- আগারগাঁও।
- বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- বাংলা একাডেমির মূল মিলনায়তনের নাম- আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তন।
- একাডেমি থেকে প্রকাশিত ৬টি পত্রিকা- উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ধানশালিকের দেশ, বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা, বাংলা একাডেমি জার্নাল, বার্তা।
- প্রথম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী হয়- ১৯৭৫ সালে।
- ঢাকা জাদুঘর এর উদ্বোধন হয়- ১৯১৩ সালে।
- ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর ছিলেন- নলনীকান্ত ভট্টশালী।
- জাতীয় জাদুঘর স্থাপনার নকশা করেন- স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- উদীচী হলো- বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন।
- বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের লক্ষ্য- আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।
- বেঙ্গল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে- আবুল খায়ের লিটু (২০০০)।
- ধানমন্ডিতে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠা করে- বেঙ্গল ফাউন্ডেশন।
- উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র হলো- বেঙ্গল গেজেট।
- উপমাহাদেশের প্রথম সাময়িক/মাসিক বাংলা পত্রিকার নাম- দিকদর্শন।
- উপমহাদেশের প্রথম সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার নাম- সমাচার দর্পণ।
- উপমহাদেশের প্রথম দৈনিক বাংলা পত্রিকার নাম- সংবাদ প্রভাকর।
- বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের ১ম পত্রিকা- রংপুর বার্তা (১৮৪৭)।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা- ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
- লাঙ্গল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– কাজী নজরুল ইসলাম।
- দৈনিক নবযুগ এর সম্পাদক ছিলেন- মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম– ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
- মোসলেম ভারত নামক পত্রিকার সম্পাদক- মোজাম্মেল হক।
- বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বাইরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম- দেশবার্তা।
- জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার নাম- মানচিত্র।
- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র- সমাচার দর্পণ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পত্রিকার্টিতে অভিনন্দন বাণী দেন- ধূমকেতু।
- দেশবার্তা নামক বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়- লন্ডন থেকে (সম্পাদক- গাজীউল আমান খান)।
- গ্রামবার্তা পত্রিকাটি ১৮৬৩ সালে অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হয়।
- কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিক হলো- ধূমকেতু, লাঙ্গল, নবযুগ।
- কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- গ্রাম বার্তা।
- চলিত বা কথ্য রীতির প্রথম মুখপত্র- সবুজ পত্র।
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে 'শিখা পত্রিকার' স্লোগান ছিল- জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
- বঙ্গবন্ধু যেসকল পত্রিকায় কাজ করেছেন- দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক ইত্তেফাক, স্বদেশ, নতুন দিন।

কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা
প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী	জরাসন্ধ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ ঠাকুর
কাজী নজরুল ইসলাম	ধূমকেতু
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বনফুল
মীর মশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	হায়াৎ মাহমুদ
মধুসূদন মজুমদার	দৃষ্টিহীন
নীহার রঞ্জন	বানভট্ট
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	যাযাবর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীল লোহিত, নীল উপাধ্যায়, সনাতন পাঠক
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্ত

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত	নীহারিকা দেবী
প্রবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
শেখ আজিজুর রহমান	শওকত ওসমান
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল
রাজশেখর বসু	পরশুরাম
জসীমউদ্‌দীন	তুজম্বর আলী/জমির উদ্দীন মোল্লা
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনিলা দেবী
বিদ্যাপতি	মৈথিলী কোকিল
শামসুর রহমান	মৈনাক, মজলুম আদিব
সৈয়দ মুজতবা আলী	সত্যপীর, মুসাফির, প্রিয়দর্শী
বিমল ঘোষ	মৌমাছি

কবি সাহিত্যিকদের উপাধি

প্রকৃত নাম	উপাধি
ভারতচন্দ্র	রায়গুণাকর
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি/জাতীয় কবি
রামনারায়ণ	তর্করত্ন
ঈশ্বরচন্দ্র	গদ্যের জনক, বিদ্যাসাগর
জীবনানন্দ দাশ	রূপসী বাংলার কবি
কাজেম আল কোরায়শী	কায়কোবাদ
মুকুন্দ দাস	চারণ কবি
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট
গোবিন্দ চন্দ্র দাস	স্বভাব কবি
মুকুন্দরায় চক্রবর্তী	কবি কঙ্কন
মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি/কাব্য কণ্ঠ
বেগম রোকেয়া	মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি
প্রমথ চৌধুরী	চলিত গদ্যের জনক
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের যাদুকর
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	দুঃখবাদী কবি
নজিবর রহমান	সাহিত্যরত্ন
জসীমউদ্‌দীন	পল্লীকবি
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী
বিষ্ণু দে	মার্কসিস্ট কবি
বিদ্যাপতি	কবিকণ্ঠহার
সুফিয়া কামাল	জননী সাহসিকা
বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি
জাহানারা ইমাম	শহীদ জননী
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্নতুর কবি
শামসুর রহমান	বাংলাদেশের প্রধান কবি

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাস

উপন্যাস	উপন্যাসিক
পথের পাঁচালী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শেষের কবিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হাজার চুরাশির মা	মহাশ্বেতা দেবী
দেবদাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মেমসাহেব	নিমাই ভট্টাচার্য
অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী	আহমদ ছফা
চিলেকোঠার সেপাই	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
হাজার বছর ধরে	জহির রায়হান
তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
সূর্য দীঘল বাড়ি	আবু ইসহাক
লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকা

নাম	সম্পাদক	সাল
বেঙ্গল গেজেট	জেমস অগাস্টাস হিকি	১৭৮০
দিকদর্শন (মাসিক)	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮
সমাচার দর্পণ	উইলিয়াম কেরী	১৮১৮
বাঙ্গাল গেজেট (সাপ্তাহিক)	গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য	১৮১৮
সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক)	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৩১
তত্ত্ববোধিনী	অক্ষয় কুমার দত্ত	১৮৪৩
ঢাকা প্রকাশ	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	১৮৬১
গ্রামবার্তা	কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার	১৮৬৩
বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২
সুধাকর (সাপ্তাহিক)	শেখ আবদুর রহিম	১৮৯১
সাধনা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯১
কোহিনুর	মোঃ রওশন আলী	১৮৯৮
সবুজ পত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪
সওগাত	মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন	১৯১৮
মোসলেম ভারত (মাসিক)	মোজাম্মেল হক	১৯২০
ধূমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২২
লাঙ্গল	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২৫
দৈনিক আজাদ	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৯৩৫
দৈনিক নবযুগ	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯৪১
বেগম	নুরজাহান বেগম	১৯৪৯
সমকাল	সিকান্দার আবু জাফর	১৯৫৪

আন্তর্জাতিক শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও গণমাধ্যম

- এশিয়ার সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়- বুসানে (দক্ষিণ কোরিয়া)।
- চলচ্চিত্র তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ- The Birth of sixth Art (রিচিউটু ক্যানোডু)।
- সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন- লুমিয়ার ব্রাদার্স (যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৯৫)।
- জাতির Fourth Estate (চতুর্থ স্তম্ভ) হিসেবে পরিচিতি- গণমাধ্যম (উক্তি করেন- অ্যাডমান্ড বার্ক)।
- বিশ্বে 'মিডিয়া মোঘল' নামে পরিচিত– রূপার্ট মারডক (অস্ট্রেলীয়-আমেরিকান নাগরিক)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম– টাইম ম্যাগাজিন (প্রতিষ্ঠা-১৯২৩)।
- 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা যে শহরে প্রকাশিত হয়– লন্ডন।
- 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়– নিউইয়র্ক, USA।
- 'পিপলস ডেইলি' যে দেশের পত্রিকা– চীন।
- ইন্টারফ্যাক্স যে দেশের সংবাদ সংস্থা– রাশিয়ার।
- 'ফরবেস' যে দেশভিত্তিক বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক সাময়িকী– যুক্তরাষ্ট্র।
- 'আল মানার' টেলিভিশন যে রাজনৈতিক দলের– হিজবুল্লাহ।
- ফ্লিটস্ট্রীট– সংবাদপত্র প্রকাশনা সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত রাস্তা (লন্ডন)।
- জামাল খাসোগী ছিলেন- ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক।
- বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থার নাম- এএফপি (AFP), ফ্রান্স।
- AFP -এর পূর্ণরূপ- Agency France Presse.
- AP- এর পূর্ণরূপ- Associated Press। (নিউইয়র্ক, আমেরিকা)
- আল-জাজিরা যে দেশভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল- কাতারের দোহাভিত্তিক।
- আল-জাজিরা যাত্রা শুরু করে- ১ নভেম্বর ১৯৯৬।

- রয়টার্স যে দেশভিত্তিক সংবাদ সংস্থা- ব্রিটেন, লন্ডন।
- রয়টার্সের প্রতিষ্ঠাতা- পল জুলিয়াস রয়টার্স (১৮৫১ সালে)।
- BBC-এর পূর্ণরূপ- British Broadcasting Corporation (1922)।
- বিবিসি (BBC) যে দেশভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম- ব্রিটেন।
- BBC বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে- ১১ অক্টোবর ১৯৪১।
- ন্যাম (NAM)-এর বার্তা সংস্থার নাম- ন্যাম নিউজ নেটওয়ার্ক (NNN)।
- CNN-এর পূর্ণরূপ- Cable News Network.
- সিএনএন (CNN) যে দেশভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল- যুক্তরাষ্ট্র।
- সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি যে দেশভিত্তিক সংবাদ সংস্থা- চীন।
- সিনহুয়া সংবাদ সংস্থার পূর্বনাম- রেড চায়না নিউজ এজেন্সি।
- দি ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম এর চিত্রশিল্পী- মাইকেল অ্যাঞ্জেলো।
- মোনালিসা চিত্রকর্মটি সংরক্ষিত আছে- ফ্রান্সের লুভ্যর মিউজিয়াম।
- সানফ্লাওয়ার চিত্রকর্ম অঙ্কন করেন- ভিনসেন্ট ভ্যানগগ (নেদারল্যান্ড)।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের উপর নির্মিত চিত্রকর্ম- গোয়ার্নিকা (পাবলো পিকাসো)।
- অলিম্পিক মিউজিয়াম অবস্থিত- সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে।
- মাদাম তুসোর জাদুঘর অবস্থিত- যুক্তরাজ্যের লন্ডনে (মোমের তৈরি মূর্তি)।
- বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরি- লাইব্রেরি অব কংগ্রেস (যুক্তরাষ্ট্র)।
- উপমহাদেশে প্রথম জনসাধারণের জন্য ডাক সার্ভিস চালু হয়- ১৭৭৪ সালে।
- ব্রিটিশ ভারতীয় ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়- ১৮৫৪ সালে।
- উপমহাদেশে প্রথম রেল ডাক চালু হয়- ১৮৫৩ সালে।
- ভারতবর্ষে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ হয়- সিন্ধু প্রদেশে ১৮৫২ সালে স্থানীয়ভাবে এবং সর্বভারতে ১৮৫৪ সালে।
- ডাকটিকিটের জনক- স্যার রোল্যান্ড হিল, ব্রিটেন।
- বিশ্বের যে দেশের ডাকটিকিটে সে দেশের নাম লেখা থাকে না- ইংল্যান্ডের।
- বিশ্ব ডাক সংস্থা 'UPU' -এর পূর্ণরূপ- Universal Postal Union।
- বিশ্বের নতুন সপ্তাশ্চর্য ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন করে- নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন।
- প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে বাংলাদেশের যে যে ঐতিহ্য স্থান পায়- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, সুন্দরবন ও গঙ্গানদী।

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংস্থা

দেশ	সংবাদ সংস্থার নাম	দেশ	সংবাদ সংস্থার নাম
রাশিয়া	তাস	অস্ট্রেলিয়া	ফেয়ারফ্যাক্স মিডিয়া
জাপান	কাইডো নিউজ	দক্ষিণ কোরিয়া	ওনহাপ
ইন্দোনেশিয়া	আনতারা	মিশর	মিডিল ইস্ট নিউজ এজেন্সি (মেনা)
ফিলিস্তিন	ওয়াফা	সিরিয়া	SANA (সানা)

বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা

দেশ	পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস
রাশিয়া	দ্য মস্কো টাইমস
জার্মানি	দ্য মস্কো নিউজ ডেইলি টেলিগ্রাফ
জাপান	আশাহি শিম্বুন দি জাপান টাইমস
যুক্তরাজ্য	ফিন্যান্সিয়াল টাইমস গার্ডিয়ান ডেইলি স্টার ডেইলি মিরর

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি

কবির নাম	ভাষা	দেশ
উইলিয়াম শেক্সপিয়ার	ইংরেজি	ব্রিটেন
হোমার	গ্রিক	গ্রিস
তুলসী দাস	হিন্দি	ভারত
শেখ সাদী	ফারসি	ইরান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা	ভারত
দান্তে	রোমান	ইতালি
ভার্জিল	ল্যাটিন	ইতালি

মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশের ১০০ বছর পূর্তি

- মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়- ১৯২৩ সালে।
- সংগ্রাহক ও সম্পাদক- অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন।
- এই গীতিকাগুলো হলো- একধরনের পালা গান।
- মৈমনসিংহ গীতিকা স্থান পেয়েছে- ১০টি গীতিকা।
- গীতিকা ১০টি হলো- মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান, ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা।
- 'মহুয়া' গীতিকার রচিয়তা- দ্বিজ কানাই।

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি	পরিচিতি: ইতালির একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী এবং ইটালিয়ান পুনর্জাগরণের পথিকৃত।
বিখ্যাত চিত্রকর্ম	
মাইকেল অ্যাঞ্জেলো	পরিচিতি: ইতালির একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, ভাস্কর এবং পুনর্জাগরণের পথিকৃত। চিত্রকর্ম: দি ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম ভাস্কর্য: ডেভিড, পিটা, মোজেস
ভিনসেন্ট ভ্যানগগ	জাতীয়তা: বিখ্যাত ডাচ চিত্রকর। বিখ্যাত চিত্রকর্ম: পটেটো ইটারস, সানফ্লাওয়ার ও বেডরুম ইন আরলেস। ফরাসি চিত্রকর বিখ্যাত চিত্র কর্ম সানরাইজ।
পাবলো পিকাসো	জীবনকাল: ১৮৮১-১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ, স্পেন। পরিচিতি: বিখ্যাত স্প্যানিস চিত্রকর। বিখ্যাত চিত্রকর্ম: গোয়ার্নিকা, The Young Ladies of Avignon. গোয়ার্নিকা – স্পেনের গৃহযুদ্ধের ভিত্তিতে তৈরি।
সালভেদর ডালি	জীবনকাল: ১৯০৪-১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ। জাতীয়তা: বিখ্যাত স্প্যানিশ চিত্রকর। বিখ্যাত চিত্রকর্ম: দি পারসিসটেন্স অব মেমোরি। একজন পরাস্থবাদী চিত্রশিল্পী।
মকবুল ফিদা হোসেন	জীবনকাল: জন্ম: ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে। মৃত্যু: ৯ জুন, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। পরিচিতি: ভারতের 'পাবলো পিকাসো' নামে পরিচিত চিত্রশিল্পী। বিখ্যাত চিত্রকর্ম: পঞ্চইন্দ্রিয়, ব্যাটল অব গঙ্গা এন্ড যমুনা, মহাভারত টুয়েলভ, মাদার ইন্ডিয়া।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. 'রয়টার্স' কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?
A. কানাডা B. সুইডেন C. যুক্তরাজ্য D. যুক্তরাষ্ট্র **C**

02. 'ল্যুভর' যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
A. প্যারিস B. লন্ডন C. নিউইয়র্ক D. টোকিও **A**

03. 'রয়টার্স' কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?
A. জার্মানি B. যুক্তরাষ্ট্র C. কানাডা D. যুক্তরাজ্য **D**

04. বাল্মীকি কোন ভাষার কবি?
A. সংস্কৃত B. উর্দু C. হিন্দি D. বাংলা **A**

05. রামায়ণ রচনা করেন-
A. বাল্মীকি B. কলহণ C. পাণিনি D. অশ্বঘোষ **A**

06. 'কিতাবুল ইবার'- এর লেখক কে?
A. বার্ট্রান্ড রাসেল B. হেগেল C. ইবনে খালদুন D. নীটশে **C**

07. নীল বিদ্রোহের ওপর লিখিত নাটক কোনটি?
A. জমিদার দর্পণ B. নীল দর্পণ
C. সৎ মানুষের খোঁজে D. এই সব দিন রাত্রি **B**

08. 'কমলা রকেট' চলচ্চিত্রটি কার গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়?
A. হুমায়ূন আহমেদ B. মোস্তফা কামাল C. শাহাদুজ্জামান D. আনিসুল হক **C**

09. "Impossible is a word to be found in a fool's dicionary"- এ উক্তিটি কার?
A. Subash Chandra Bose B. Aristotle
C. A.P.J Adul Kalam D. Nepoleon **D**

10. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কত সালে ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহিতার অপরাধে কারাবন্দী করে?
A. ১৯৭৬ B. ১৯৪৫ C. ১৯২৬ D. ১৯২২ **D**

11. The Spirit of Islam বইটির লেখক কে?
A. সৈয়দ আমীর আলী B. সৈয়দ নিসার আলী
C. নবাব আব্দুল লতিফ D. মওলানা আবুল কালাম আজাদ **A**

12. মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন কে?
A. শংকর B. বেদব্যাস C. বাল্মীকি D. পরমেশ্বর দাস **D**

13. সাদৃশ্য বিবেচনা করে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর। মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ কৃষ্ণকুমারী::মুনীর চৌধুরী----
A. রক্তাক্ত প্রান্তর B. পথের পাঁচালী C. নেমেসিস D. সিরাজউদ্দৌলা **A**

PRIME TEST

01. লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির আঁকা 'লাস্ট সাপার' চিত্রকর্মটি ইতালির কোন শহরে রক্ষিত আছে?
Ⓐ রোম Ⓑ ফ্লোরেন্স Ⓒ ভেনিস Ⓓ মিলান

02. ব্যাটল অব গঙ্গা এন্ড যমুনা চিত্রকর্মটি কোন চিত্রকরের?
Ⓐ সালভেদর ডালি Ⓑ ভিনসেন্ট ভ্যানগণ
Ⓒ পাবলো পিকাসো Ⓓ মকবুল ফিদা হোসেন

03. বিশ্বের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি কোনটি?
Ⓐ ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি Ⓑ লেনিন স্টেট লাইব্রেরি
Ⓒ ন্যাশনাল ডীন লাইব্রেরি Ⓓ ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরি অব কংগ্রেস

04. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেয়ালচিত্র হলো-
Ⓐ লাস্ট সাপার Ⓑ মোনালিসা Ⓒ গুয়োর্নিকা Ⓓ রাতের পাহাড়

05. 'সানফ্লাওয়ার' কার বিখ্যাত চিত্রকর্ম?
Ⓐ পাবলো পিকাসো Ⓑ লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি
Ⓒ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো Ⓓ ভিনসেন্ট ভ্যানগগ

06. বিখ্যাত গোয়ার্নিকা চিত্রকর্মের শিল্পী-
Ⓐ লিওনার্দ্যো দ্যা ভিঞ্চি Ⓑ পাবলো পিকাসো
Ⓒ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো Ⓓ সালভেদর ডালি

07. কোন দেশে ল্যুভর মিউজিয়াম অবস্থিত?
Ⓐ যুক্তরাজ্য Ⓑ যুক্তরাষ্ট্র Ⓒ রাশিয়া Ⓓ ফ্রান্স

08. 'দি ম্যাডোনা অ্যান্ড চাইল্ড'-কার চিত্রকর্ম?
Ⓐ লিওনার্দ্যো দ্যা ভিঞ্চি Ⓑ ভ্যানগণ
Ⓒ মাইকেল এঞ্জেলো Ⓓ এস এম সুলতান

09. 'মনপুরা-৭০' কী?
Ⓐ একটি চিত্রকর্ম Ⓑ একটি গ্রাম Ⓒ একটি উপন্যাস Ⓓ একটি বন্দর

10. 'সংগ্রাম' চিত্রকর্মের শিল্পী-
Ⓐ এসএম সুলতান Ⓑ জয়নুল আবেদিন Ⓒ কামরুল হাসান Ⓓ যামিনী রায়

Answer Sheet

01.	D	02.	D	03.	D	04.	A	05.	D
06.	B	07	D	08.	A	09.	A	10.	B

অধ্যায় ১৯ বিখ্যাত গ্রন্থ, উক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

সাধারণ জ্ঞান

এডলফ হিটলার

- এডলফ হিটলার জন্মগ্রহণ করেন- ২০ এপ্রিল ১৮৮৯ সালে; ব্রানাউ, অস্ট্রিয়া।
- তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর হন- ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩৩ সালে।
- হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম ছিল- গেস্টাপো।
- তিনি নিজেকে 'ফ্যুয়েরার' ঘোষণা করেন- ২ আগস্ট, ১৯৩৪ সালে।
- তিনি আত্মহত্যা করেন- ৩০ এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে।
- তিনি যে পার্টির প্রধান ছিলেন- নাৎসি দলের।
- এডলফ হিটলার কর্তৃক যে দেশ আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- পোল্যান্ড; ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে।
- 'যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন' এটি কার উক্তি- হিটলার।
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Mein kampf (My Struggle) এর লেখক- এডলফ হিটলার।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

- নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন- ১৫ আগস্ট, ১৭৬৯ সালে; কর্সিকা দ্বীপের আজাসনো শহরে।
- 'তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে উন্নত জাতি দান করব।' উক্তিটি- নেপোলিয়নের।
- নেপোলিয়ন ১ম ফ্রান্সের ক্ষমতায় আসেন- ১৭৯৯ সালে।
- নেপোলিয়ন যে মেয়াদে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন- ১৮০৪-১৮১৪ সালে।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয়- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।
- নেপোলিয়ন যার নিকট 'ওয়াটার লু' এর যুদ্ধে হেরে যান- ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- নেপোলিয়নকে যে যে দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়- এলবা দ্বীপে (১৮১৪); সেন্ট হেলেনা দ্বীপে (১৮১৫)।
- 'লিটল করপোরাল' যে সম্রাটের উপনাম ছিল- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।
- নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট মৃত্যুবরণ করেন- ১৮২১ সালে; সেন্ট হেলেনা দ্বীপে।

আব্রাহাম লিংকন

- আব্রাহাম লিংকন জন্মগ্রহণ করেন- ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯ সালে; হার্ডিন কাউন্টি, কেন্টুকি।
- 'Democracy is a government of the people, by the people and for the people' উক্তিটি করেন- আব্রাহাম লিংকন।
- আব্রাহাম লিংকন ছিলেন- ১৬তম প্রেসিডেন্ট।
- যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ করেন- আব্রাহাম লিংকন (১৮৬৩ সালে)।
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট- আব্রাহাম লিংকন, গৃহযুদ্ধ হয় (১৮৬১-১৮৬৫)।
- যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ বন্ধ করেন- ১৮৬৫ সালে।
- আব্রাহাম লিংকন মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৬৫ সালে।

উইনস্টন চার্চিল

- উইনস্টন চার্চিল জন্মগ্রহণ করেন- ১৮৭৪ সালে; বে-নাহেইম প্যালিশ, অক্সফোর্ডশাইয়ার।
- রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে- উইনস্টন চার্চিল।
- 'History of the Second World War' গ্রন্থের রচয়িতা- উইনস্টন চার্চিল।
- তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৫৩ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- উইনস্টন চার্চিল।
- উইনস্টন চার্চিল যে দেশের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন- যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫৩ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৫ সালে।

CamScanner

নেলসন ম্যান্ডেলা

- নেলসন ম্যান্ডেলা জন্মগ্রহণ করেন- ১৮ জুলাই, ১৯১৮ সালে; এমভিজো, দক্ষিণ আফ্রিকা।
- নেলসন ম্যান্ডেলাকে গ্রেফতার করা হয়- ১৯৬২ সালে।
- তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন- ১০ মে, ১৯৯৪ সালে।
- নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পান- ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ সালে।
- নেলসন ম্যান্ডেলা কারাবরণ করেন- ২৭ বছর।
- দক্ষিণ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়- ৮ জানুয়ারি, ১৯১২ সালে।
- 'মাদিবা' যে বিখ্যাত ব্যক্তির ডাকনাম- নেলসন ম্যান্ডেলা।
- নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস- ১৮ জুলাই (ম্যান্ডেলার জন্মদিন)।
- বর্ণবৈষম্য আন্দোলনের অভিযোগে তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়- ১৯৬৪ সালে।
- যে দ্বীপে নির্বাসন করা হয়- রোবেন দ্বীপে (দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর)।
- নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেন- তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক।
- রোবেন দ্বীপে বন্দী অবস্থায় নেলসন ম্যান্ডেলার কয়েদি নম্বর ছিল- ৪৬৬৬৪
- বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জন্য ১৯৬৪ সালে গ্রেপ্তার করে রোবেন দ্বীপে আটক করা হয় ম্যান্ডেলাকে। তিনি ছিলেন ৪৬৬ নম্বর নম্বর কয়েদি। রোবেন দ্বীপে কারাদিনের পরিচয় করিয়ে দেয়া হতো নম্বর আর আটক হওয়ার বছরের সংখ্যা। যে সূত্রে, ম্যান্ডেলার সনাক্তকারী নম্বর হয় ৪৬৬৬৪)।
- তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৯৩ সালে।
- তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন- ১০ মে, ১৯৯৪ সালে (অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯৯ সালে)।
- ৪৬৬৬৪ ক্যাম্পেইন- নেলসন ম্যান্ডেলার এইডস বিরোধী প্রচারাভিযানের প্রতীক।
- এইডস বিরোধী ৪৬৬৬৪ ক্যাম্পেইন শুরু করেন- ২০০৩ সালে।
- রাজাদান সফর করেন- ২৫ মার্চ, ১৯৯৭ সালে।
- নেলসন ম্যান্ডেলার রাজনৈতিক দলের নাম- আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি)।
- 'A Long Walk to Freedom' এবং 'Conversations With Myself' গ্রন্থের লেখক- নেলসন ম্যান্ডেলা।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে।

স্টিফেন হকিং

- স্টিফেন হকিং বিশ্বের একজন বিখ্যাত- পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ।
- স্টিফেন হকিং অধ্যাপক ছিলেন- ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের।
- তিনি জন্মগ্রহণ করেন- ৮ জানুয়ারি, ১৯৪২ সালে ব্রিটেনে।
- তিনি যে রোগে আক্রান্ত হয়- মটর নিউরন রোগে।
- 'A Brief History of Time' গ্রন্থটির রচয়িতা- স্টিফেন হকিং।
- মৃত্যুবরণ করেন- ১৪ মার্চ, ২০১৮ সালে; যুক্তরাজ্যে।

ইয়াসির আরাফাত

- ইয়াসির আরাফাত জন্মগ্রহণ করেন- ২৪ আগস্ট ১৯২৯; মিশর, কায়রো।
- ইয়াসির আরাফাত তিউনিসিয়ায় নির্বাসিত জীবন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে গাজা ভূখণ্ডে আসেন- ১ জুলাই, ১৯৯৪ সালে।
- রাষ্ট্রপ্রধান না হয়েও যে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ভোগ করেন- ইয়াসির আরাফাত।
- জাতিসংঘ পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাতকে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন- ১৯৮০ সালে।
- পিএলও গঠন করেন- ১৯৬৪ সালে (১৯৬৯ সালে এর চেয়ারম্যান হন)।
- তাঁর দলের নাম- আল ফাতাহ।
- ডাকনাম- আল আমর।
- ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রথম প্রেসিডেন্ট- ইয়াসির আরাফাত (১৯৯৬ সালে)।
- তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- ১৯৯৪ সালে।
- তিনি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ও পিএলও এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত- ১৯৮৯ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১১ নভেম্বর ২০০৪ সালে (ফ্রান্সের পার্সি সামরিক হাসপাতালে)।
- তাঁকে দাফন করা হয়- রামাল্লায়।

কফি আনান

- কফি আনান জন্মগ্রহণ করে- ৮ এপ্রিল ১৯৩৮ (কুমাসি, ঘানা)।
- কফি আনান ছিলেন জাতিসংঘের- সপ্তম মহাসচিব।
- কফি আনান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন- ২০০৭ সালে।
- কফি আনান বাংলাদেশ সফর করেন- ২০০১ সালে।
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "Interventions: A Life war and peace"।
- নোবেল পুরস্কারের শতবর্ষে কফি আনান ও জাতিসংঘ যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- ২০০১ সালে।
- বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত কমিশন 'আনান কমিশন' বা রাখাইন কমিশনের প্রধান নিযুক্ত হন- ২০১৬ সালে।
- আনান কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে- ২০১৭ সালে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন –১৮২০ সালে (মেদিনীপুর জেলায়)।
- বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন পাসের জন্য ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করেন – ৮ অক্টোবর ১৮৫৫
- বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়- ২৬ জুলাই ১৮৫৬।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন – ১৮৩৯ সালে; মাত্র উনিশ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ হতে।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য- বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, বাসুদেব কৌতুকী, শকুন্তলা, ভ্রান্তবিলাস।

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

- গ্যাব্রিয়েল মার্কেজ একজন স্প্যানিশ ভাষার জাদুবাস্তব সাহিত্যিক।
- তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করে- ১৯৮২ সালে।
- তার বিখ্যাত গ্রন্থ- One Hundred Years of Solitude, Love in the Time of Cholera.

রিচার্ড নিক্সন

- যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওয়াটার গেট কেলেংকারীর সাথে যুক্ত- রিচার্ড নিক্সন।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- ৩৭তম।
- প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন- ৯ আগস্ট ১৯৭৪ সালে।

বিল ক্লিনটন

- বাংলাদেশে আগমনকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট- বিল ক্লিনটন (উইলিয়াম জেফারসন বিল ক্লিনটন)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশে সফরে আসেন- ২০ মার্চ, ২০০০ সালে।
- বিল ক্লিনটন ছিলেন- ৪২তম প্রেসিডেন্ট।
- ডেটন চুক্তির মধ্যস্থতাকারী- বিল ক্লিনটন।
- ডেটন চুক্তির মাধ্যমে যে সংকটের পরিসমাপ্তি ঘটে- বসনিয়া।
- My Life গ্রন্থের লেখক- বিল ক্লিনটন।

মিখাইল গর্বাচেভ

- সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হলেন- মিখাইল গর্বাচেভ।
- 'গ্লাসনস্ত' কথাটির অর্থ- মুক্ত আলোচনা বা খোলামেলা আলোচনা।
- রাশিয়ার যে প্রেসিডেন্ট দেশে অবাধে জমি কেনাবেচার অনুমোদন দিয়ে ফরমান জারি করেছিলেন- গর্বাচেভ।
- 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রোকা' নীতির প্রবর্তক হলেন- মিখাইল গর্বাচেভ।
- অবশ্য ইউরোপ-নীতির প্রবক্তা- মিখাইল গর্বাচেভ।

মোস্তফা কামাল পাশা

- আধুনিক তুর্কিয়ের জনক- মোস্তফা কামাল পাশা (কামাল আতাতুর্ক)।
- মোস্তফা কামাল পাশা জন্মগ্রহণ করেন- ১৯ মে ১৮৮১; সালোনিকি, তুর্কিয়ে।
- কামাল পাশা মারা যান- ১০ নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে।

উড্রো উইলসন

- উড্রো উইলসন বিখ্যাত- ১৪ দফার জন্য।
- উড্রো উইলসন জন্মগ্রহণ করেন- ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৫৬; স্টাউনটন, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- উড্রো উইলসন- যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট (লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা)।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- উড্রো উইলসন শান্তিতে নোবেল পান- ১৯১৯ সালে।
- New Freedom গ্রন্থটির লেখক- উড্রো উইলসন।
- উড্রো উইলসন মারা যান- ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ সালে।

জামাল আবদেল নাসের

- মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন- জামাল আবদেল নাসের।
- তিনি জন্মগ্রহণ করেন- ১৫ জানুয়ারি, ১৯১৮ সালে; আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর।
- তিনি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট।
- মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সালে।

জর্জ ওয়াশিংটন

- জর্জ ওয়াশিংটন জন্মগ্রহণ করেন- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৭৩২ সালে; ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট- জর্জ ওয়াশিংটন (৩০ এপ্রিল ১৭৮৯-৪ মার্চ ১৭৯৭)।
- যুক্তরাষ্ট্রের জনক বলা হয়- জর্জ ওয়াশিংটনকে।
- যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কখনো হোয়াইট হাউজে বসবাস করেননি- জর্জ ওয়াশিংটন।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালে।

অট্টো ভন বিসমার্ক

- বিসমার্ক জন্মগ্রহণ করেন- ১ এপ্রিল ১৮১৫ সালে; পুরুসিয়ায়।
- জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম চ্যান্সেরলর- বিসমার্ক।
- আধুনিক জার্মানির জনক- বিসমার্ক।
- জার্মান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বলা হয়- বিসমার্ক।
- বিসমার্ক মৃত্যুবরণ করেন- ৩০ জুলাই, ১৮৯৮ সালে।

মহাত্মা গান্ধী

- মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পাদনা পত্রিকা- দি ক্রনিকেল।
- ভারতের জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
- ভারতীয় উপমহাদেশে হরতালের প্রবর্তক হলেন- মহাত্মা গান্ধী।
- মহাত্মা গান্ধীকে 'মহাত্মা' উপাধি দেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন- ২ অক্টোবর, ১৮৬৯ সালে; পোরবন্দর, গুজরাট (ভারত)।
- তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- " The Story of My Experiments with Truth"
- অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা- মহাত্মা গান্ধী।
- 'আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস'- ২ অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন)।
- মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক উত্থান ঘটে- দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- তিনি যে পত্রিকায় সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন- ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন (Indian Opinion)
- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নিহত হন- ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে (আততায়ী নাথুরাম গডসে কর্তৃক)।

মুসোলিনি

- মুসোলিনি জন্মগ্রহণ করেন- ২৯ জুলাই, ১৮৮৩ সালে; দভিয়া দি প্রেদাপ্পিয়ো, ইতালি।
- মুসোলিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে।
- ইতালির ফ্যাসিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা- মুসোলিনি।
- ইতালির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- বেনিতো মুসোলিনি।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- মুসোলিনি।
- মুসোলিনি-হিটলার স্বাক্ষরিত চুক্তির নাম- রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তি।

হো চি মিন

- হো চি মিন জন্মগ্রহণ করেন- ১৯ মে, ১৮৯০ সালে; ভিয়েতনাম।
- হো চি মিন মৃত্যুবরণ করেন- ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে।
- 'আঙ্কেল হো' নামে পরিচিত- হো চি মিন।
- ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠাতা- হো চি মিন।
- ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটির পূর্বনাম- সায়গন।

মার্শাল যোসেফ টিটো

- মার্শাল যোসেফ টিটো জন্মগ্রহণ করেন- ৭ মে, ১৮৯২ সালে; ক্রোয়েশিয়া।
- মার্শাল যোসেফ টিটো মৃত্যুবরণ করেন- ৪ মে, ১৯৮০ সালে।
- মার্শাল যোসেফ টিটো- সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট।
- তিনি 'মার্শাল' উপাধি পান- ১৯৫৩ সালে।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা- মার্শাল যোসেফ টিটো।

মাও সেতুং

- মাও সেতুং জন্মগ্রহণ করেন- ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ সালে হুনান, চীন।
- মাও সে তুং মৃত্যুবরণ করেন- ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ সালে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম চেয়ারম্যান- মাও সে তুং।

ড. আহমেদ সুকর্ণ

- ড. আহমেদ সুকর্ণ জন্মগ্রহণ করেন- ৬ জুন, ১৯০১ সালে।
- ড. আহমেদ সুকর্ণ মৃত্যুবরণ করেন- ২১ জুন, ১৯৭০ সালে।
- ইন্দোনেশিয়ার পিতা বলা হয়- আহমেদ সুকর্ণকে।
- ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট- ড. আহমেদ সুকর্ণ।
- প্রথম 'পঞ্চশীলা নীতি' প্রবর্তন করেন- আহমেদ সুকর্ণ।

টেঙ্কু আবদুর রহমান

- টেঙ্কু আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন- ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩ সালে; আলোর সেতার, কেদাহ্।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ সালে।
- মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার জনক, প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ওআইসি'র প্রথম মহাসচিব ছিলেন- টেঙ্কু আবদুর রহমান।

চে গুয়েভারা

- চে গুয়েভারা জন্মগ্রহণ করেন- ১৪ জুন, ১৯২৮ সালে; রোজারিও, আর্জেন্টিনা।
- চে গুয়েভারার দেশ- আর্জেন্টিনা।
- চে গুয়েভারা পেশায় ছিলেন- চিকিৎসক।
- তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম- গেরিলা ওয়ারফেয়ার।
- তিনি নিহত হন- ৯ অক্টোবর, ১৯৬৭ সালে (বলিভিয়ায়)।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন

- ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন জন্মগ্রহণ করেন- ২২ এপ্রিল, ১৮৭০ সালে।
- যার মরদেহ মমি করে রাখা হয়েছে- ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (রাশিয়ার রেড স্কয়ারে)।
- ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন মৃত্যুবরণ করেন- ২১ জানুয়ারি, ১৯২৪ সালে।
- রাশিয়ার বলভেশিক বিপ্লবের নেতা এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের নায়ক- ভ্লাদিমির লেনিন।
- The state and revolution, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর- ভ্লাদিমির লেনিন।
- বিপ্লবী কাজে জড়িত থাকাকালে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ এর ছদ্মনাম ছিল- লেনিন।

জিমি কার্টার

- বসনিয়ায় যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরের মধ্যস্থতাকারী- জিমি কার্টার।
- যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪ বসনিয়ার মুসলিম সরকার ও সার্ববাহিনীর মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- জিমি কার্টার।
- ২০০২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন- জিমি কার্টার।
- তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট- ৩৯তম।

জন এফ কেনেডি

- কিউবার ক্ষেপনাস্ত্র সঙ্কটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- জন এফ কেনেডি।
- কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সৃষ্টি হয়- ১৯৬২ সালে।
- জন এফ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- ৩৫তম।

ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট

- মহামন্দা মোকাবিলার জন্য যে প্রেসিডেন্ট নিউ ডিল ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন- ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (১৯৩৩-১৯৪৫) সালে।
- ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট- ৩২তম।
- জাতিসংঘের প্রস্তাবক ছিলেন- রুজভেল্ট।
- 'Four Freedoms Speech' এর সাথে সম্পৃক্ত- রুজভেল্ট।

ষোড়শ লুই

- ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিরেন- ষোড়শ লুই।
- ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়- ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল পর্যন্ত।
- ষোড়শ লুই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন- ২১ জানুয়ারি, ১৭৯৩ সালে।

যোসেফ স্ট্যালিন

- যোসেফ স্ট্যালিন জন্মগ্রহণ করেন- ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮; গোরি, জর্জিয়া।
- যোসেফ স্ট্যালিন মৃত্যুবরণ করেন- ৫ মার্চ, ১৯৫৩ সালে।
- তিনি 'স্ট্যালিন' নামটি গ্রহণ করেন- ১৯১৩ সালে।
- তার সময়ে সংঘটিত দুর্ভিক্ষটি যে নামে পরিচিত- হোলোডোমোর (১৯৩২-১৯৩৩) সালে।
- 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' নীতির প্রবর্তক- যোসেফ স্ট্যালিন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- যোসেফ স্ট্যালিন।
- 'গ্রেট পারজ' বা 'গ্রেট টেরর'- ১৯৩৬-১৯৩৮ সালে যোসেফ স্ট্যালিন কর্তৃক পরিচালিত দমননীতি।

বেনজির ভুট্টো

- বেনজির ভুট্টো জন্মগ্রহণ করেন- ২১ জুন, ১৯৫৩ সালে; লারকানা, করাচি, পাকিস্তান।
- বেনজির ভুট্টো মৃত্যুবরণ করেন- ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে (আততায়ীর গুলিতে)।
- 'ডটার অব দ্য ইস্ট' যার উপাধি- বেনিজর ভুট্টো।
- তার পিতার নাম- জুলফিকার আলী ভুট্টো।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- বেনজির ভুট্টো।
- তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন- ২ বার; ২ ডিসেম্বর ১৯৮৮ থেকে ৬ আগস্ট ১৯৯০ এবং ১৮ জুলাই ১৯৯৩ থেকে ৫ নভেম্বর ১৯৯৬ সালে।
- তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ- ডটার অব দ্য ইস্ট; ডটার অব ডেস্টিনি; রিকনাসিলিয়েশন- ইসলাম, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট।

বারাক ওবামা

- বারাক ওবামা জন্মগ্রহণ করেন- ৪ আগস্ট, ১৯৬১ সালে; হাওয়াই, যুক্তরাষ্ট্র।
- তিনি শান্তিতে নোবেল পান- ২০০৯ সালে।
- বারাক ওবামা শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট- চতুর্থ প্রেসিডেন্ট।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট- বারাক ওবামা।
- বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট- ৪৪তম।
- প্রেসিডেন্ট বারাক হোসাইন ওবামা মুসলিম বিশ্বের প্রতি শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন- কায়রোতে।
- প্রেসিডেন্ট ওবামা যে শহরের অধিবাসী ছিলেন- শিকাগো।
- তিনি যে মার্কিন অঙ্গরাজ্যের সিনেটর ছিলেন- ইলিনয়।
- তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- দ্য ওজসিটি অব হোপ, ড্রিমস ফরম্ মাই ফাদার।
- ওবামার পৈতৃক নিবাস- কেনিয়ার কুগিলো গ্রামে।
- তার বাবা যে ধর্মের লোক ছিলেন- ইসলাম।

ওপেনহেমার

- ওপেনহেমার জন্মগ্রহণ করেন- ২২ এপ্রিল, ১৯০৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্র।
- পারমাণবিক বোমার উদ্ভাবক- ওপেনহেমার।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ সালে।

ইবনে সিনা

- ইবনে সিনা জন্মগ্রহণ করেন- ৯৮০ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১০৩৭ সালে।
- তাঁর পুরো নাম- আলী আল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা।
- 'কানুন ফিৎ-তিবব' (Canon of Madicine) নামের চিকিৎসাবিষয়ক বিশ্বকোষ-এর রচয়িতা- ইবনে সিনা।
- তাঁর রচিত দর্শন গ্রন্থের নাম- কিতাব আল-হিকমা।

নিকোলাস কোপার্নিকাস

- নিকোলাস কোপার্নিকাস জন্মগ্রহণ করেন- ১৪৭৩ সালে।
- সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের ঘূর্ণনের মতবাদ প্রথম প্রদান করেন- নিকোলাস কোপার্নিকাস।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৫৪৩ সালে।

মাইকেল ফ্যারাডে

- মাইকেল ফ্যারাডে জন্মগ্রহণ করেন- ১৭৯১ সালে।
- সর্বপ্রথম তড়িৎ উৎপাদক ডায়নামো আবিষ্কার করেন- মাইকেল ফ্যারাডে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৬৭ সালে।

লুই পাস্তুর

- লুই পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন- ২৭ ডিসেম্বর, ১৮২২ সালে, ফ্রান্সের দোল শহরে।
- রোগজীবাণু তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন- লুই পাস্তুর।
- জলতাঙ্ক, এন্থ্রাক্স ও মুরগির কলেরা রোগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিষ্কারক- লুই পাস্তুর।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ সালে।

গ্যালিলিও

- গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেন- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৫৬৪ সালে; ইতালি।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৬৪২ সালে।
- দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক- গ্যালিলিও।
- "সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়, বরং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে" এ উক্তিটি- গ্যালিলিও এর।

টমাস আলভা এডিসন

- টমাস আলভা এডিসন জন্মগ্রহণ করেন- ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ সালে; ওহাইয়ো, মিলান, যুক্তরাষ্ট্র।
- ফনোগ্রাফ, ইনক্রানডিসেন্ট বাতি, সিনেমা প্রজেক্টর ইত্যাদির আবিষ্কারক- টমাস আলভা এডিসন।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৯৩১ সালে।

চার্লস ব্যাবেজ

- আধুনিক কম্পিউটারের জনক- চার্লস ব্যাবেজ।
- চার্লস ব্যাবেজ জন্মগ্রহণ করেন- ২৬ ডিসেম্বর, ১৭৯১ সালে; লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ অক্টোবর, ১৮৭১ সালে।

চার্লস ডারউইন

- বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠাতা চার্লস ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন- ১৮০৯ সালে; ইংল্যান্ডে।
- 'অরিজিন অব স্পেসিজ' এর প্রণেতা- চার্লস ডারউইন।
- মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৮২ সালে।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

- স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং জন্মগ্রহণ করেন- ১৮৮১ সালে; এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ড।
- আলেকজান্ডার ফ্লেমিং বিখ্যাত- এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের জন্য।
- পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন- আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৯৫৫ সালে।
- পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান- ১৯৪৫ সালে।

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

- টেলিফোন আবিষ্কার করেন- আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।
- আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল জন্মগ্রহণ করেন- ৩ মার্চ, ১৮৪৭ সালে; এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ড।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২ আগস্ট, ১৯২২ সালে।

আলবার্ট আইনস্টাইন

- আলবার্ট আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন- ১৪ মার্চ, ১৮৭৯ সালে; জার্মানির উলম শহরে।
- রিলেটিভিটির সূত্র (আপেক্ষিক তত্ত্ব) আবিষ্কার করেন- আইনস্টাইন।
- $E = mc^2$ এর জনক- আলবার্ট আইনস্টাইন।
- পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯২১ সালে।
- মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৫ সালে।

অগাস্টা আডা বায়রন (আডা লাভলেস)

- প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার- অগাস্টা আডা বায়রন।
- অগাস্টা আডা বায়রন জন্মগ্রহণ করেন- ১০ ডিসেম্বর ১৮১৫ সালে; লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২৭ নভেম্বর, ১৮৫২ সালে।

মার্টিন কুপার

- মার্টিন কুপার জন্মগ্রহণ করেন- ২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৮ সালে; শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র।
- মোবাইল ফোনের উদ্ভাবক- মার্টিন কুপার, ১৯৭৩ সালে।

লিওনার্ড ক্লেইনরক

- ইন্টারনেট প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন- লিওনার্ড ক্লেইরক। ১৯৬৯ সালের ২৯ অক্টোবর অ্যাপ্রানেটের মাধ্যমে প্রথম এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে উপাত্ত পাঠাতে সক্ষম হন। জন্ম হয় ইন্টারনেটের।

পিথাগোরাস

- পিথাগোরাস ছিলেন- দার্শনিক ও গণিতবিদ।
- পিথাগোরাস জন্মগ্রহণ করেন- গ্রিসে; খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০ অব্দে।
- পিথাগোরাস প্রদান করেন- বিভিন্ন জ্যামিতিক সূত্র।
- পিথাগোরাস মারা যান- খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে।

ভলতেয়ার

- ভলতেয়ার জন্মগ্রহণ করেন- ১৬৯৪ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৭৭৮ সালে।
- তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- এসজ অব মোরালস, স্পিরিট অব নেশনস।

সক্রেটিস

- সক্রেটিস জন্মগ্রহণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯; এথেন্স, গ্রীস।
- জ্ঞানের পিতা বলা হয়- সক্রেটিসকে।
- 'I to die, you to live; which is better only God knows'? বলেছিলেন- সক্রেটিস।
- Virtue is knowledge তত্ত্বের প্রবক্তা- সক্রেটিস।
- Know Thyself (নিজেকে জান) উক্তিটি- সক্রেটিস।
- সক্রেটিস মৃত্যুবরণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯।

প্লেটো

- প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭; এথেন্স, গ্রিস।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৬।
- প্লেটোর গৃহশিক্ষক ছিলেন- সক্রেটিস।
- উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- 'দি রিপাবলিক', 'স্টেটসম্যান' ও 'ডায়ালগস'।
- সক্রেটিসের 'Virtue is knowledge' তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য প্লেটো যে একাডেমি গঠন করেন- এথেন্স একাডেমি।

এরিস্টটল

- এরিস্টটল জন্মগ্রহণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪; স্ট্যাগিরা, গ্রীস।
- 'ইতিহাস হচ্ছে অভিজাত শ্রেণীর সমাধিক্ষেত্র।' এই উক্তিটি করেছেন- এরিস্টটল।
- এরিস্টটলের গৃহশিক্ষক ছিলেন- প্লেটো।
- বিখ্যাত স্কুল অব ফিলোসফি সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা- এরিস্টটল।
- 'সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' এ উক্তিটি করেছেন- এরিস্টটল। এরিস্টটল যে শিক্ষা কেন্দ্রটি স্থাপন করেন- লাইসিয়াম।
- রচিত গ্রন্থগুলো হলো- দি পলিটিকস, দি ইথিকস, দি লজিক, দি রেটোরিক।
- তিনি মারা যান- খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দ।

ইবনে খালদুন

- ইবনে খালদুন জন্মগ্রহণ করেন- ১৩৩২ সালে; তিউনিসিয়ার তিউনিসে।
- ইবনে খালদুন মৃত্যুবরণ করেন- ১৪০৬ সালে।
- 'আল মুকাদ্দিমা' গ্রন্থের রচয়িতা- ইবনে খালদুন।
- আসাবিয়া (সামাজিক সংহতি) প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা দেন- ইবনে খালদুন।
- তাঁর পুরো নাম- আবদুর রহমান ওয়ালী উদ্দীন ইবনে মোহাম্মদ ইবনে খালদুন।
- তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম- কিতাবুল ইবার।

জ্যাঁ-জ্যাক রুশো

- জ্যাঁ-জ্যাক রুশো জন্মগ্রহণ করেন- ১৭১২ সালে; সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৭৭৮ সালে।
- ফরাসি বিপ্লবের অগ্রপথিক- জ্যাঁ-জ্যাক রুশো।
- 'Man is born free, everywhere he is in chain' উক্তিটি- রুশোর।
- তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- ডিসকোস অন দি অরিজিন অ্যান্ড ফাউন্ডেশন অব ইনেকুয়ালিটি, সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট, ইমাইল।

কার্ল মার্কস

- কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেন- ১৮১৮ সালে; জার্মানি।
- 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের লেখক- কার্ল মার্কস।
- সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক- কার্ল মার্কস।
- 'আদিম সাম্যবাদ' প্রত্যয়টি যে সমাজবিজ্ঞানীর- কার্ল মার্কস।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৮৩ সালে; যুক্তরাজ্যে।

ইবনে বতুতা

- ইবনে বতুতা জন্মগ্রহণ করেন- ১৩০৪ সালে; মরক্কোর তানজির শহরে।
- ইবনে বতুতা যখন বঙ্গে পর্যটনে আসেন তখন বাংলার শাসক ছিলেন- সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।
- তাঁর পুরো নাম- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল লাওয়াতী আল তানজী ইবনে বতুতা।
- তিনি অন্য যে নামে পরিচিত ছিলেন- মাওলানা বদরুদ্দীন এবং শামসুদ্দীন নামে।
- যে দিল্লি সুলতানের আমলে ইবনে বতুতা ভারতে আসেন- মোহাম্মদ বিন তুঘলক।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৩৬৯ সালে (মতান্তরে, ১৩৬৮)।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস

- ক্রিস্টোফার কলম্বাস জন্মগ্রহণ করেন- ১৪৫১ সালে; ইতালির জেনোয়া শহরে।
- কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন- ১৪৯২ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৫০৬ সালে।

ভাস্কো-দা-গামা

- ভাস্কো-দা-গামা জন্মগ্রহণ করেন- ১৪৬৯ সালে; পর্তুগালের সাইনিসে।
- যে ইউরোপীয় বণিক ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করেন- ভাস্কো-দা-গামা।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৫২৪ সালে।

মার্কো পোলো

- মার্কো পোলো জন্মগ্রহণ করেন- ১২৫৪ সালে; ইতালি।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ৮ জানুয়ারি, ১৩২৪।
- তিনি ছিরেন ইতালিয়ান নাবিক।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ জন্মগ্রহণ করেন- ১১ নভেম্বর ১৮৮৮ সালে; মক্কা, সৌদি আরব।
- ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম বিষয়ক বই 'India Wins Freedom' এর লেখক- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
- তিনি মারা যান- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ সালে।

মার্টিন লুথার কিং

মার্টিন লুথার কিং ছিলেন- মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার আন্দোলনকারী।
তিনি জন্মগ্রহণ করেন- ১৫ জানুয়ারি, ১৯২৯ সালে।
'I have a Dream' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণটি প্রদান করেন- মার্টিন লুথার কিং।
তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৬৪ সালে।
তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন- ১৯৬৮ সালে।

মার্টিন লুথার

মার্টিন লুথার ছিলেন- ধর্মযাজক।
তিনি জন্মগ্রহণ করেন- ১০ নভেম্বর, ১৪৮৩ সালে; জার্মানি।
তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৫৪৬ সালে।

অমর্ত্য সেন

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক- অমর্ত্য সেন।
জার্মানির 'বিশ্ব শান্তি ঐতিহ্য' পুরস্কার পান- ২০২০ সালে।
বিশ্ব 'মানব উন্নয়ন সূচক' ধারণা প্রদান করেন- অমর্ত্য সেন।
লিখিত গ্রন্থ- Home in the World, Poverty & Famine.
অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান- ১৯৯৮ সালে।

হেনরি ডুনান্ট

হেনরি ডুনান্ট জন্মগ্রহণ করেন- ১৮২৮ সালে; সুইজারল্যান্ড।
তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ৩০ অক্টোবর, ১৯১০ সালে।
রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- হেনরি ডুনান্ট।

হেরোডোটাস

হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪, গ্রীসে।
হেরোডোটাস মৃত্যুবরণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৪২৫।
ইতিহাসের জনক- হেরোডোটাস।
মিশরকে 'নীল নদের দান' আখ্যা দেয়- হেরোডোটাস।

অ্যাডাম স্মিথ

অর্থশাস্ত্র/অর্থনীতির জনক- অ্যাডাম স্মিথ।
অ্যাডাম স্মিথ জন্মগ্রহণ করেন- ১৬ জুন, ১৭২৩; স্কটল্যান্ড।
'An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations' বইটির লেখক- অ্যাডাম স্মিথ।
'অর্থনীতি সম্পদের বিজ্ঞান' বলেছিলেন- অ্যাডাম স্মিথ।
তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৭ জুলাই, ১৭৯০ সালে।

জন লক

জন লক জন্মগ্রহণ করেন- ১৬৩২ সালে; রিংটন (ইংল্যান্ড)।
তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- এস কনসারনিং হিউম্যান আন্ডরস্ট্যান্ডিং, টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট, লেটারস অন টলারেশন।
আধুনিক পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক- জন লক।
তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২৮ অক্টোবর, ১৭০৪ সালে।
'State of Nautre' সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন- জন লক।
রাষ্ট্রের উদ্ভব, সামাজিক চুক্তি মতবাদের কট্টর সমর্থক- জন লক হবস্।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল জন্মগ্রহণ করেন- ১৮২০ সালে, ইতালি।
'লেডি ইউথ দ্য ল্যাম্প' হলেন- ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।
তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৩ আগস্ট, ১৯১০ সালে।
আন্তর্জাতিক নার্স দিবস- ১২ মে।
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নামটি জড়িত- ক্রিমিয়া যুদ্ধের সাথে।

ডেভিড রিকার্ডো

ডেভিড রিকার্ডো জন্মগ্রহণ করেন- ১৭৭২ সালে, ব্রিটেন।
'পরম ব্যয় সুবিধা' তত্ত্বটি- ডেভিড রিকার্ডো।
'রিসিপ্রোকাল ডিমান্ড' তত্ত্বটি- ডেভিড রিকার্ডো।
খাজনা তত্ত্বের প্রবক্তা- ডেভিড রিকার্ডো।
তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮২৩ সালে।

রেনে দেকার্ত

একজন ফরাসি গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক।
তিনি পশ্চাত্যের আধুনিক দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃত।

সারাহ গিলবার্ট

তিনি ইংল্যান্ডের একজন খ্যাতনামা অনুজীব বিজ্ঞানী।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাকসিনোলজির অধ্যাপক।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবিষ্কৃত করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে নেতৃত্ব দেন।

মেয়ান্মার গাদ্দাফি

১৯৬৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে লিবিয়ার ক্ষমতায় আসেন (ক্ষমতায় ছিলেন ৪২ বছর)।
ন্যাটো বাহিনীর হাতে নিহত হন- ২০১১ সালে।
লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ- গ্রীন বুক।

ইমানুয়েল কান্ট

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক।
গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বের উদ্ভাবক।
ইমানুয়েল কান্টের বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ- perpetual Peace.
বিখ্যাত উক্তি- সংস্কৃতি হলো মানুষের ভিতরের দিক।

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

ব্রিটিশ শাসকের কাছে বঙ্গভঙ্গের দাবি পেশ করেন–নওয়াব সলিমুল্লাহ।
মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা এবং মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি- নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ।

হাজী শরীয়তউল্লাহ

হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্ম মাদারীপুর জেলায়।
পলাশির পরাধীনতার পর প্রথম বাংলার মুসলমানদের চরম অবনতির কথা উপলব্ধি করেন – হাজী শরীয়তউল্লাহ।
তিনি যে আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন– ফরায়েজী আন্দোলন (এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ফরিদপুর)।
হাজী শরীয়তউল্লাহর নামে যে জেলার নামকরণ হয়েছে– শরীয়তপুর (পূর্বের নাম ইন্দ্রাকপুর)।
হাজী শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন – দুদু মিয়া।
জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহ্ আইনের পরিপন্থি উক্তিটি- দুদু মিয়ার।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন –১৭৭২ সালে (হুগলি জেলায়)।
আধুনিক ভারতের জনক – রাজা রামমোহন রায়।
সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় রচনা করেন – প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ।
ভারতীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয় – রাজা রামমোহন রায়কে।
আত্মীয় সভা গঠন – ১৮১৫ সালে।
ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় – ২ আগস্ট ১৮২৮।
তিনি একাধারে সংস্কৃত,আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষার - পণ্ডিত ছিলেন।
মৃত্যুবরণ করেন - ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর (ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে)।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন–মজলুম জননেতা হিসেবে (তার আরও উপাধি লাল মওলানা)।
ভাসানী ঐতিহাসিক লং মার্চের নেতৃত্ব দেন-১৯৭৬ সালের ১৬মে
আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৯-১৯৫৭) সভাপতি– মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

- ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়- ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২
- তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন - ১৯৫৭ সালে।
- মাওলানা ভাসানী ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক লংমার্চের নেতৃত্ব দেন- ১৯৭৬ সালের ১৬ মে।
- মৃত্যুবরণ করেন -১৯৭৬ সালে (সমাধি টাঙ্গাইলের সন্তোষে)।

নওয়াব আব্দুল লতিফ

- বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন – নওয়াব আব্দুল লতিফ
- মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন –নওয়াব আব্দুল লতিফ।
- তাকে নওয়াব উপাধি প্রদান করেন - খান বাহাদুর।
- নীল কমিশন গঠনে যে মুসলিম মনীষীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল – নওয়াব আব্দুল লতিফ
- কলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন – ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল।

সৈয়দ আমীর আলী

- ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন– সৈয়দ আমীর আলী।
- সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৮৭৭ সালে।
- তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে সদস্য পদ লাভ করেন - ১৯০৯ সালে (তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এ সম্মানের অধিকারী হন)।
- The Spirit Of Islam বই রচনা করেন - সৈয়দ আমীর আলী।

হাজী মুহাম্মদ মুহসীন

- মুনুজান খানমের সাথে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের সম্পর্ক– বৈপিত্রেয় ভগ্নী
- হাজী মুহসীন যার কাছ থেকে অঢেল সম্পত্তি লাভ করেন– নিঃসন্তান ভগ্নী মুনুজান খানমের।
- গরিব মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তির জন্য তিনি গঠন করেন - মুহসীন ট্রাস্ট।
- দানশীলতার জন্য তিনি যে নামে পরিচিত ছিলেন - বাংলার হাতেম তাই।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

- ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন– ১৬ অক্টোবর ১৮৭৩, সাতুরিয়া (বরিশাল)।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী – এ.কে. ফজলুল হক।
- শেরে বাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন-১এপ্রিল ১৯৩৭
- ঋণসালিশি আইন, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজন প্রথা বাতিল আইনের প্রবর্তক–এ.কে. ফজলুল হক (১৯৩৭ সালে)
- তিনি বাংলায় ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন।
- লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন– শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক; ২৩ মার্চ ১৯৪০।
- এ. কে. ফজলুল হককে শেরে বাংলা উপাধি দেওয়া হয় – লাহোরে।
- ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন - ১৯৫৪ সালে।
- মৃত্যুবরণ করেন - ১৯৬২ সালে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

- গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসেবে খ্যাত–হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- অবিভক্ত বা যুক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (২৪ এপ্রিল ১৯৪৬-১৩আগষ্ট ১৯৪৭)

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

- ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ জন্মগ্রহণ করেন– ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে।
- যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সাথে কারো কোনো তুলনা নেই-রাগসঙ্গীত।
- ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ যে যন্ত্র বাজাতেন-সরোদ।
- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বিখ্যাত শীষ্যের নাম – পণ্ডিত রবি শংকর।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

- বাংলাদেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি – সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি– সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- মৃত্যুবরণ করেন - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল (সমাধি তিন নেতার মাজার)।

তাজউদ্দীন আহমেদ

- তাজউদ্দীন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন– ২৩জুলাই ১৯২৫, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী–তাজউদ্দীন আহমদ (১০ এপ্রিল ১৯৭১-১২ জানুয়ারি ১৯৭২)।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন– তাজউদ্দীন আহমদ ৩০ জুন, ১৯৭২।
- মৃত্যুবরণ করেন - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল (সমাধি তিন নেতার মাজার)।

ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

- মুজিবনগর সরকারের সময় মনসুর আলী ছিলেন – অর্থমন্ত্রী
- তিনি মুসলিম লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার– ক্যাপ্টেন ছিলেন।
- ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী নিহত হন – ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ (সমাধি তিন নেতার মাজার)।

এ এইচ এম কামরুজ্জামান

- এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগের সভাপতি হন-১৯৭৪ সালে।
- তিনি ছিলেন মুজিবনগর সরকারের - স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
- মৃত্যুবরণ করেন - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে।

জগদীশ চন্দ্র বসু

- জগদীশ চন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন– ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮; রাড়িখাল, মুন্সিগঞ্জ।
- জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রটির নাম – ক্রিস্ট্যাল রিসিভার।
- উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন– জগদীশ চন্দ্র বসু।

ড. কুদরত-ই-খুদা

- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন এর নাম–ড.কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন।
- ড. কুদরত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়– ২৬ জুলাই ১৯৭২।

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম

- বারডেম এর প্রতিষ্ঠাতা–ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম।
- বাংলাদেশ ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি– ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম

ফজলুর রহমান খান

- এফ আর খান একজন বিখ্যাত – স্থপতি
- এফ আর খান যে স্থাপনার স্থপতি – সিয়ার্স টাওয়ার (নিউইয়র্ক), যার বর্তমান নাম উইলিস টাওয়ার।
- সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক সম্মানোনা প্রাপ্ত স্থপতি– ফজলুর রহমান খান।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (পি.সি রায়)

- তিনি একজন বিখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, দার্শনিক এবং কবি ছিলেন।
- তিনি মারকিউরাস নাইট্রাস আবিষ্কার করেন।
- তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

- ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ১৯৪৮ সালে (বর্তমানে নাম– চারুকলা ইনস্টিটিউট।
- ১৯৪৩ –এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে জয়নুল আবেদিনের চিত্রশিল্পটির নাম– দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র।
- সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
- ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর মনপুরা দ্বীপে সংঘটিত ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় নিয়ে তৈরি জয়নুল আবেদিনের চিত্র কর্ম–মনপুরা-৭০
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালাটি অবস্থিত-ময়মনসিংহ।
- উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- মনপুরা ৭০, ম্যাডোনা ৪৩, মই টানা, গাঁয়ের বধূ, গরুর গাড়ি, সংগ্রাম, সাঁওতাল রমনী, ঝড়, রেবেল ক্রো।

কামরুল হাসান

- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান জন্মগ্রহণ করেন- ২ ডিসেম্বর ১৯২১ (চিৎপুর রোড, কোলকাতা) [ডাকনাম- পটুয়া]
- পটুয়া কামরুল হাসানের পৈতৃক নিবাস- নারেঙ্গা গ্রাম, বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)
- এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে পোস্টারটির ক্যাপশন যে চিত্রশিল্পীর- কামরুল হাসান।
- দেশ আজ বিশ্ব বেহায়াদের খপ্পরে স্কেচটির চিত্রশিল্পী- কামরুল হাসান।
- কামরুল হাসানের তিন কন্যা ও নাইওর চিত্রকর্ম অবলম্বনে যে দুটি দেশ ডাকটিকেট প্রকাশ করেছে- যুগোস্লাভ সরকার (১৯৮৫), বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬)
- উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে, নাইওর, তিন কন্যা, দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে, বিড়াল, নারীর প্রকৃতি।

এস. এম সুলতান (লালমিয়া)

- এস. এম (শেখ মুহাম্মদ) সুলতান জন্মগ্রহণ করেন-মাসিমদিয়া, নড়াইল
- শিল্পকর্ম ও চারুপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন- এস. এম (শেখ মুহাম্মদ) সুলতান, নড়াইলে।
- নন্দন কানন প্রতিষ্ঠা করেন - এস. এম. (শেখ মুহাম্মদ) সুলতান, নড়াইলে।
- ধানকাটা চিত্রকর্মটির শিল্পী- এস. এম. সুলতান।
- উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- ধান মাড়াই, ধান ভানা, চর দখল, কৃষিকাজ, মাছ ধরা, নদী,পারাপার,শাপলা তোলা ইত্যাদি।

ফকির লালন শাহ

- লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন- ১৭৭২ সালে (১কার্তিক ১১৭৯) হরিণপুর, ঝিনাইদহ (মতান্তরে ভাঁড়ারা, কুষ্টিয়া)
- সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৯৮টি)

ব্রজেন দাস

- ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন – ৫ বার।
- ব্রজেন দাস জন্মগ্রহণ করেন- ৯ ডিসেম্বর ১৯২৭; বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ।
- প্রথম বাঙালি হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন- ব্রজেন দাস (১৯৫৮ সালে)।
- ব্রজেন দাস স্বাধীনতা পদক লাভ করেন- ১৯৯৯ সালে (মরণোত্তর)।
- ব্রজেন দাস মৃত্যুবরণ করেন- ১ জুন ১৯৯৮।

শাহ আবদুল করিম

- শাহ আব্দুল করিম খ্যাত- বাউল সম্রাট হিসেবে।
- গাড়ি চলে না, চলে না....; আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম; কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া.... প্রভৃতির গীতিকার ও সুরকার – শাহ আব্দুল করিম।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা – ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
- এশিয়ার সপ্তম, বাংলাদেশের প্রথম এবং তৃতীয় বাঙালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ড. মুহাম্মদ ইউনূস
- তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ২০০৬ সালে ।
- ড. ইউনুসের আত্মজীবনীমুলক গ্রন্থ- 'দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে' এবং 'Banker to the poor'.

হীরালাল সেন

- হীরালাল সেন জন্মগ্রহণ করেন- ১৮৬৬ সালে, বগজুরী, মানিকগঞ্জ।
- বাংলা এবং উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক বলা হয় – হীরালাল সেনকে।
- হীরালাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়োস্কোপ কোম্পানির নাম- রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি।

জওহরলাল নেহেরু

তিনি ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ, ভারতীয় স্বাধীনাতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭-১৯৬৪)। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পন্ডিত নেহেরু বিশ্বাস করতেন, 'দেশে ভালো হয়, যদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো হয়।'

লেখক হিসেবেও নেহেরু ছিলেন বিশিষ্ট। ইংরেজিতে লেখা তার বিখ্যাত তিনটি বই- An Autobiography, Glimpses of World History, The Discovery of India.

তাঁর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও দৌহিত্র রাজীব গান্ধী।

এ.পি.জে. আবদুল কালাম আজাদ

- তিনি মূলত একজন বিজ্ঞানী হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করেন এবং ভারতের ক্যাপেসিটর স্কেপনাস্ত্র ও মহাকাশ যানবাহী রকেট উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁকে বলা হয় "Missile Man of India"।
- তিনি ছিলেন- ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ১১তম রাষ্ট্রপতি
- তার অনবদ্য অবদানের জন্য ভারত সরকার ১৯৯৭ সালে তাকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' খেতাব প্রদান করেন।
- তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- Wings of Fire

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী

- তিনি ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী।
- তার মেয়াদকাল ছিল ১৯৬৪-১৯৬৬ সাল পর্যন্ত।
- তাকে বলা হয় - শান্তির মানুষ।
- তাসখন্ড চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সরোজিনী নাইডু

- সরোজিনী নাইডু পরিচিত ছিলেন- 'ভারতীয় কোকিল' বা দ্য নাইটিঙ্গেল অব ইন্ডিয়া নামে।
- সরোজিনী নাইডুর পৈত্রিক নিবাস ছিল- বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ।
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি নির্বাচিত হন- সরোজিনী নাইডু।

দাদাভাই নওরোজি

- এশীয়দের মধ্যে প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন- দাদাভাই নওরোজি।
- 'গ্রান্ড ওল্ড ম্যান অব ইন্ডিয়া' নামে খ্যাত ছিলেন- দাদাভাই নওরোজি।

ইন্দিরা গান্ধী

- ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন- ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।
- তিনি ছিলেন- ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় তবে ভারতের ৬ষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী।
- তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ১৯৬৬-১৯৭৭ এবং ১৯৮০-১৯৮৪ সাল।
- ইন্দিরা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন- ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর এলাহাবাদে (উত্তর প্রদেশ)।
- তাঁর পিতার নাম পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মাতার নাম কমলা নেহেরু।
- রবীন্দ্রনাথ তার নাম দেন- প্রিয় দর্শিনি।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ইন্দিরা গান্ধী।
- ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন- ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর নিজের ২জন দেহরক্ষী (সাতওয়ান্ত সিং, বি আন্ট সিং) দ্বারা। এর পরেই ভারতের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য কমান্ডো বাহিনী National Security Gurd গঠন করা হয়। যা ব্লাক ক্যাট নামে পরিচিত।

রাজীব গান্ধী

- তিনি ছিলেন ভারতের ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী (১৯৮৪-১৯৮৯) ভারতের জন্য অস্ত্র ক্রয়ে সুইডেনের অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোফর্স হতে ঘুস নিয়েছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যা- Bofors Scandal (বোফর্স কেলেঙ্কারী) নামে পরিচিত। তিনি শ্রীলঙ্কায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় সেনা প্রেরণ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে ২১ মে LTTE-এর আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হন। রাজীব গান্ধীকে হত্যার জন্য বোমাবহনকারী আত্মঘাতী মহিলার নাম থানু বা গায়েত্রী। রাজীব গান্ধীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর নাম- নলিনী। রাজীব গান্ধী মৃত্যুর পরে কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত হন- নরসীমা রাও।

ড. মনমোহন সিং

- তিনি ছিলেন ভারতের ত্রয়োদশ প্রধানমন্ত্রী (২০০৪-২০১৪)।
- তিনি ভারতের প্রথম শিখ প্রধানমন্ত্রী।
- তিনি পেশায় একজন অর্থনীতিবিদ।
- তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- 'India's Export Trends and the Prospects for Self Sustained Growth'.
- তাঁকে 'Economic Reforms Of India'-এর স্থপতি বলা হয়।

মাদার তেরেসা

- মাদার তেরেসা জন্মগ্রহণ করেন- ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট, মেসিডোনিয়া (আলবেনিয়) প্রজাতন্ত্রে একটি ক্যাথলিক পরিবারে।
- তার আসল নাম- অ্যাগনেস গোনঝা বোয়াজিউ।
- মাদার তেরেসা জন্মগ্রহণ করেন- ১০১০ সালে (আলবেনিয়া)।
- তিনি ভারতের কলকাতায় আসেন- ১৯২৮ সালে।
- মাদার তেরেসার আসল নাম- আগনেস গঞ্জা বয়াজু (আলবেনিয় বংশদ্ভূত)।
- তিনি ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন- ১৯৪৮ সালে।
- তিনি কলকাতায় "মিশনারিজ অফ চ্যারিটি" নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯৫০ সালে।
- তিনি তাঁর সেবাকার্যের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৭৯ সালের ১৭ অক্টোবর।
- তিনি ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারতরত্ন লাভ করেন- ১৯৮০ সালে।
- মৃত্যুবরণ করেন- ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সালে (কলকাতায়)।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ

- ব্রিটিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দীর্ঘসময়ের রানি- দ্বিতীয় এলিজাবেথ।
- ক্ষমতায় ছিলেন- ৭০ বছর (১৯৫২-২০২২)।
- মৃত্যু হয়- ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২।
- তিনি কমনওয়েলথের প্রধান ছিলেন।
- দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর- রাজা হন তৃতীয় চার্লস।

চতুর্দশ দালাই লামা

- দালাই লামা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়- ১৯৮৯ সালে।
- চতুর্দশ দালাই লামার প্রকৃত নাম- দালাই লামা তেনজিন গিয়াৎসু।
- তিনি বর্তমানে নির্বাসিত রয়েছেন- ভারতে।
- তিব্বতের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাকে বলা হয়- দালাই লামা।

এডওয়ার্ড সাঈদ

- একজন ফিলিস্তিনি মার্কিন তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী।
- জন্ম- ১ নভেম্বর ১৯৩৫ জেরুজালেম); মৃত্যু- ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ (নিউ ইয়র্ক)।
- এডওয়ার্ড সাঈদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- অরিয়েন্টালিজম, কাবারিং ইসলাম, রিপ্রেজেন্টেশনস অব দ্যা ইন্টেলেকচুয়াল।

নোয়াম চমস্কি

- নোয়াম চমস্কি হলো- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক।
- নোয়াম চমস্কির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- Logical Structure of Linguistic Theory, Transformational Analysis,

বারট্রান্ড রাসেল

- বারট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল হলো যুক্তরাজ্যের- সাহিত্যিক ও দার্শনিক।
- বারট্রান্ড রাসেল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পায়- ১৯৫০ সালে।
- তার বিখ্যাত গ্রন্থ- Proposed Roads to Freedom, Political Ideals, Power : A New Social Analysis.

ইবনে খালদুন

- মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক- ইবনে খালদুন।
- তিনি জন্মগ্রহণ করে- তিউনিস (তিউনিসিয়া)।
- তার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ- মুকাদ্দিমা (কিতাবুল ইবার)।
- সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলা হয়- ইবনে খালদুনকে (মতান্তরে অগাস্ট কোৎ)।

জালাল উদ্দিন রুমি

- জালাল উদ্দিন রুমি ছিলেন- ফার্সি ভাষার কবি।
- জালাল উদ্দিন রুমি জন্মগ্রহণ করে- খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্যে।
- রুমির বিখ্যাত গ্রন্থ- মসনবী শরিফ।
- তিনি ইসলামি স্বর্ণযুগের কবি ছিলেন।

মকবুল ফিদা হুসেন

- ভারতের বিখ্যাত চিত্র শিল্পী- মকবুল ফিদা হুসেন।
- তাকে ভারতের পিকাসো বলা হয়।
- উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- ব্যাটল অব গঙ্গা এন্ড যমুনা, মাদারইন্ডিয়া, গজগ্রিপ

পদ্ম ফুল সুবিধা, ফিলিপ্রোকল টিমাস, তুলনামূলক ধরা অক্ষর এবং উচ্চ ইনপুট

তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান

- এরদোয়ান তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ২০০৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত।
- এরদোয়ান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রয়েছে- ২০১৪ সাল থেকে বর্তমান।
- এরদোয়ান তুরস্কের- ১২তম প্রেসিডেন্ট।
- ২০২৩ সালে এরদোয়ান নির্বাচিত হয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে- তৃতীয় মেয়াদে।
- এরদোয়ানের রাজনীতিক দল- এ কে পার্টি (জাস্টিস এন্ড ডেভেলোপমেন্ট পার্টি)

২০২৩ সালে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

- প্রথম দফায় ভোট গ্রহণ হয়- ১৪ মে, ২০২৩।
- প্রথম দফা নির্বাচনে এরদোয়ান বিজয়ী হলেও পঞ্চাশ শতাংশ পেতে ব্যর্থ হয় যার ফলে দ্বিতীয় দফা ভোট গ্রহণ হয় ২৮ মে, ২০২৩। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে ৫২ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে এরদোয়ান বিজয়ী হন।
- এরদোয়ানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন- কেমাল কিলিচদারোগ্লু (রাজনৈতিক দল সিএইচপি)। তিনি ভোট পান- ৪৭ শতাংশের বেশি।

বিভিন্ন তত্ত্ব এবং প্রবক্তা

তত্ত্ব	প্রবক্তা
সমাজতন্ত্র	কার্ল মার্কস
সাম্যবাদ নীতি	কার্ল মার্কস
বিশ্বগ্রাম ধারণা (Globalization)	মার্শাল ম্যাকলুহান
কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব	ডালটন
বিগ ব্যাং থিওরি	জর্জ লামেটর
দ্বি-জাতি তত্ত্ব	মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্
জনসংখ্যা তত্ত্ব	টমাস ম্যালথাস
আইন শাস্ত্র	হাম্মুরাবি
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান	নিকোলা মাকিয়াভেলি
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান	গ্যালিলিও
বিবর্তন বাদ	চার্লস ডারউইন
বৈজ্ঞানিক ইতিহাস	থুকিডাইডিস
আধুনিক অর্থনীতি	পল স্যামুয়েলসন
বর্ণবাদ	জেমস্ হার্লণ
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ/ বিভাজন তত্ত্ব	মন্টেস্কু
গ্রেসাম বিধি	স্যার টমাস গ্রেসাম
সামাজিক চয়ন তত্ত্ব	অধ্যাপক অমর্ত্য সেন
আমলাতন্ত্র	ম্যাকস ওয়েবার
অর্থের তত্ত্ব	জন লক
খাজনা তত্ত্ব	ডেভিড রিকার্ডো
দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্ব	অধ্যাপক রাগনার নার্কস
নিম খাজনা তত্ত্ব	জোসেফ মার্শাল
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ	জন মিল
বীজগণিত	আল খাওয়ারিজম
আধুনিক গণতন্ত্র	জন লক
বংশগতি বিদ্যা	গ্রেগর জোহান মেন্ডেল
আধুনিক কম্পিউটার	চার্লস ব্যাবেজ
জ্যোতির্বিজ্ঞান	হিপ্পার্কাস
অর্থনীতি	এডাম স্মিথ
কল্যাণ অর্থনীতি	অমর্ত্য সেন
অপরাধ বিজ্ঞান	হ্যামব্রোস

বিখ্যাত উক্তি ও গ্রন্থসমূহ

গ্রন্থ	লেখক
ভারত	বেদব্যাস
রিত	বানভট্ট
য়ণ	বাল্মীকি
ুত	কালিদাস
শাস্ত্র	কৌটিল্য
াবুল বেহলা	ইবনে বতুতা
াবুল হিন্দ	আল বেরুনি

বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
ome in the World	অমর্ত্য সেন
e Golden House	সালমান রুশদি
e Strategic Victory	ফিদেল কাস্ট্রো
e Ministry of Utmost Happiness	অরন্ধতী রায়
e Indira Gandhi Years	প্রণব মুখার্জি
ডম ফ্রম ফিয়ার	অং সান সুচি
স্ট বয়েদের দেশ	অমর্ত্য সেন
সিশন পয়েন্টস	জর্জ ডব্লিউ বুশ (যুক্তরাষ্ট্র)
ব মুখার্জি : দ্য অল সিজন ম্যান	মনমোহন সিং (ভারত)
ইন ক্যাম্ফ (Mein Kampf)	হিটলার (জার্মানি)
fy life (আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ)	বিল ক্লিনটন (যুক্তরাষ্ট্র)
সকভারি অব ইন্ডিয়া	জওহরলাল নেহেরু (ভারত)
জার্নি	টনি ব্লেয়ার (ব্রিটেন)
he Museum of Innocence	ওরহান পামুক (তুরস্ক)
দ্ধ ও শান্তি (War & Peace), Anna karenina	লিও টলস্টয়
mperialism the Hight stage of capitalism	ভি আই লেলিন
olitical Ideals/Human Society in Ethics nd Politics.	বার্ট্রান্ড রাসেল
he Old Man and The Sea.	আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
A God of Small Things	অরুন্ধতি রায়
he Clash of the Civilization	স্যামুয়েল হান্টিংটন
Brick Lane	মনিকা আলি
The Good Earth	পার্ল এস. বার্ক
Leviathan	থমাস হবস
The Social Contract	জ্যাঁ জ্যাক রুশো
Candide	ভলতেয়ার
Mother	ম্যাক্সিম গোর্কি
The Audacity of Hope. Dreams from My Father; A Promised Land	বারাক ওবামা
Living History	হিলারি ক্লিনটন
My Life	বিল ক্লিনটন
Wings of Fire	এ পি জে আব্দুল কালাম
India Wins Freedom	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
The Asian Drama	গুনার মাইডাল

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
Harry Potter	জে. কে রাউলিং
A Long Walk to Freedom, Conversation with Myself	নেলসন ম্যান্ডেলা
দ্যা অরিজিন অব স্পিস	রবার্ট চার্লস ডারউইন
ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া, গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি	জওহরলাল নেহেরু
ইলিয়াড, ওডিসি	হোমার
ইনকোয়ারি ইন টু দ্য ন্যাচার অ্যান্ড কজেজ অব দ্য ওয়েলথ অব নেশনস	অ্যাডাম স্মিথ
ইনটু ব্যাটিল, ম্যামোরিজ অব দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার	উইনস্টন চার্চিল
ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
দ্যা প্রিন্স (The Prince)	ম্যাকিয়াভেলি
দ্যা সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট	রুশো
এমা, প্রাইড অ্যান্ড প্রিজুডিস, সেন্স অ্যান্ড সেনসিবিলিটি, পারসুয়েশন	জন অস্টিন
মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ	মহাত্মা গান্ধী
এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম (A brief History of Time)	স্টিফেন হকিং
কমেডি অব এররস, হ্যামলেট, ওথেলো, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, মার্চেন্ট অব ভেনিস, ম্যাকবেথ, টেম্পেস্ট, এ মিড সামার নাইটস ড্রিম, এন্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা, অ্যাজ ইউ লাইক ইট, জুলিয়াস সিজার, কিং লিয়ার	উইলিয়াম শেক্সপিয়ার
ওয়ার অ্যান্ড পিস, দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস, আননা কারেনিনা, রেসারেকশন, চাইল্ডহুড	লিও টলস্টয়
দাস ক্যাপিটাল, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো	কার্ল মার্কস
অন কন্ট্রাডিকশন	মাও সে তুং
প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস রিগেইড, দ্য ডকট্রিন অ্যান্ড ডিসিপ্লিন অব ডিভোর্স	জন মিল্টন
ইসাবেলা, দ্য লাইট এঙ্গেল, ইভ অব সেন্ট অ্যাগানিস, এনডিমিয়ন	জন কিটস
এ ভয়েজ অব লিলিপুট, এ টেল অব টাব, ব্যাটল অব দ্য বুকস	জোনাথন সুইফট
রিপাবলিক, ডায়ালগস	প্লেটো
মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল, দ্য ওয়াস্টল্যান্ড	টিএস ইলিয়ট
দ্যা উইসডম অব অ্যানসিয়েন্টস, দ্য এডভাসমেন্ট অব শার্নিং	ফ্রান্সিস বেকন
ম্যান অ্যান্ড সুপারমান, দ্যা স্যানিটি অব আর্ট	জর্জ বার্নার্ড শ'
রুবাইয়াত-ই ওমর খৈয়াম	ওমর খৈয়াম
গীতাঞ্জলি, সোনার তরী, চোখের বালি, শেষের কবিতা, নৌকাডুবি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সিন্ধু-হিন্দোল, মৃত্যুক্ষুধা।	কাজী নজরুল ইসলাম

সম্প্রতি আলোচিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
Bangladesh wins Freedom	মুসা সাদিক
Promise me dad, Promise to keep	জো বাইডেন
The Truths We Hold	কমলা হ্যারিস
A Promised Land	বারাক ওবামা (যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট)

অধ্যায় ২০

গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশের দিবসসমূহ

তারিখ	দিবসের নাম
১ জানুয়ারি	জাতীয় গ্রন্থ দিবস
১০ জানুয়ারি	বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস
১৯ জানুয়ারি	জাতীয় শিক্ষক দিবস
২০ জানুয়ারি	শহিদ জাসদ দিবস
২ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় জনসংখ্যা দিবস
২৪ জানুয়ারি	বাংলাদেশ গণতন্ত্রপ্রত্যাবর্তন দিবস
১৪ ফেব্রুয়ারি	সুন্দরবন দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	মাতৃভাষা বা শহিদ দিবস
২ মার্চ	জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস
৭ মার্চ	বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিবস
১১ মার্চ	রাষ্ট্রভাষা দিবস
১৭ মার্চ	জাতীয় শিশু দিবস
২৬ মার্চ	জাতীয় দিবস
১৭ এপ্রিল	মুজিব নগর দিবস
১৬ মে	ফরাক্কা লং মার্চ দিবস
৭ জুন	ছয় দফা দিবস
২৩ জুন	পলাশী দিবস
১লা জুলাই	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস
৩ জুলাই	জন্ম নিবন্ধন দিবস
১৫ই আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস
১৭ই সেপ্টেম্বর	শিক্ষা দিবস
৩ নভেম্বর	জেল হত্যা দিবস
৪ নভেম্বর	সংবিধান দিবস
৭ নভেম্বর	জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস
১০ নভেম্বর	শহিদ নূর হোসেন দিবস
২১ নভেম্বর	সশস্ত্র বাহিনী দিবস
৩০ নভেম্বর	আয়কর দিবস
১ ডিসেম্বর	মুক্তিযুদ্ধ দিবস
৯ ডিসেম্বর	বেগম রোকেয়া দিবস
১০ ডিসেম্বর	মূসক (মূল্য সংযোজন কর) দিবস
১৪ ডিসেম্বর	শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
১৬ ডিসেম্বর	বিজয় দিবস
১লা অগ্রহায়ণ	জাতীয় কৃষি দিবস

আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

তারিখ	দিবসের নাম
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২১ মার্চ	বর্ণবৈষম্য দিবস
১ মে	মে দিবস (আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস)
৩ মে	বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস
৮ মে	বিশ্ব রেডক্রস দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৮ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস
২ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ মে	আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব শরণার্থী দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
১০ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস
১৮ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস

দেশের ৬টি নতুন জাতীয় দিবস

তারিখ	দিবস
৪ মার্চ	জাতীয় টাকা দিবস
১ মার্চ	জাতীয় ভোটার দিবস
৬ মার্চ	জাতীয় পাট দিবস
১৫ মার্চ	জাতীয় গণহত্যা দিবস
৬ ডিসেম্বর	মৈত্রী দিবস
১২ ডিসেম্বর	স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস

পূর্তি উদযাপন

২৫ বছর	রজত জয়ন্তী
৫০ বছর	সুবর্ণজয়ন্তী
৬০ বছর	হীরক জয়ন্তী
৭৫ বছর	প্লাটিনাম জয়ন্তী
১০০ বছর	শতবর্ষ
১৫০ বছর	সার্ধশত বর্ষ
২০০ বছর	দ্বি-শত বর্ষ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. 'জাতীয় কর দিবস' কবে পালিত হয়?
A. ১৩ সেপ্টেম্বর B. ১৪ সেপ্টেম্বর C. ১৫ সেপ্টেম্বর D. ১৬ সেপ্টেম্বর **C**

02. রোকেয়া দিবস পালিত হয়-
A. ৯ ডিসেম্বর B. ১০ জানুয়ারি C. ১৫ ফেব্রুয়ারি D. ১০ এপ্রিল **A**

03. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কবে?
A. ১৬ ডিসেম্বর B. ৭ মার্চ C. ২৬ মার্চ D. ১৭ এপ্রিল **C**

04. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দিবস পালিত হয়?
A. ২৬ মার্চ B. ৭ মার্চ C. ১ ডিসেম্বর D. ১৬ ডিসেম্বর **C**

05. জেলহত্যা দিবস কবে?
A. ৩ অক্টোবর B. ২৬ মার্চ C. ২৫ মার্চ D. ৩ নভেম্বর **D**

06. ছয়দফা দিবস কবে?
A. ২৩ ফেব্রুয়ারি B. ৭ মার্চ C. ১৭ এপ্রিল D. ৭ জুন **D**

07. **Which among the following is the international Day of peace?**
A. 10th December B. 21st September
C. 5th October D. 6th October **B**

08. আন্তর্জাতিক যুব দিবস কবে?
A. জুলাই ১২ B. আগস্ট ১২ C. সেপ্টেম্বর ১২ D. অক্টোবর ১২ **B**

09. আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কত তারিখে পালিত হয়?
A. ১৬ আগস্ট B. ১৫ ডিসেম্বর C. ১৫ নভেম্বর D. ১৫ সেপ্টেম্বর **D**

10. ICT দিবস কবে পালিত হয়?
A. ১০ ডিসেম্বর B. ১২ ডিসেম্বর C. ১৪ ডিসেম্বর D. ১৬ ডিসেম্বর **B**

11. বিশ্ব প্রাণী দিবস হচ্ছে-
A. ৪ অক্টোবর B. ২৩ অক্টোবর C. ২৯ জুন D. ১১ ফেব্রুয়ারি **A**

12. **World No-'Tobacco Day' is observed on-**
A. May 25 B. May 28 C. May 30 D. May 31 **D**

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস কত তারিখ?
A. ১৭ই ডিসেম্বর B. ১৮ই ডিসেম্বর
C. ১৯শে ডিসেম্বর D. ২০শে ডিসেম্বর **B**

মানবাধিকার দিবস পালিত হয় কোন তারিখে?
A. ২৫শে জুন B. ১লা আগস্ট
C. ১লা মে D. ১০ই ডিসেম্বর **D**

আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কত তারিখে পালিত হয়?
A. ১৬ আগস্ট B. ১৫ ডিসেম্বর
C. ১৫ নভেম্বর D. ১৫ সেপ্টেম্বর **D**

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস কত তারিখ?
A. ১৮ ডিসেম্বর B. ১৫ ডিসেম্বর
C. ১৯ ডিসেম্বর D. ২০ ডিসেম্বর **A**

বিশ্ব নারী দিবস কোন তারিখে পালিত হয়?
A. ১ জানুয়ারি B. ৮ মার্চ
C. ২২ ফেব্রুয়ারি D. ১৫ ডিসেম্বর **B**

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস কখন পালিত হয়?
A. ১০ জুলাই B. ১১ জুলাই
C. ১২ জুলাই D. ১৩ জুলাই **B**

'বিশ্ব ডিম দিবস' সর্বপ্রথম কোন সালে পালিত হয়?
A. ১৯৯০ B. ২০০৪
C. ১৯৯৮ D. ১৯৯৬ **D**

কত তারিখ বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়?
A. মার্চের ৫ তারিখ B. মার্চের ৬ তারিখ
C. মার্চের ৭ তারিখ D. মার্চের ৮ তারিখ **D**

PRIME TEST

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় প্রতি বছর–
Ⓐ ৮ ফেব্রুয়ারি Ⓑ ৮ মার্চ Ⓒ ৮ এপ্রিল Ⓓ ৮ আগস্ট

জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অটিস্টিক সচেতনতা দিবস পালিত হয়–
Ⓐ ৪ মে Ⓑ ২ এপ্রিল Ⓒ ৪ এপ্রিল Ⓓ ২ মে

আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কোন তারিখে পালিত হয়?
Ⓐ ১৫ সেপ্টেম্বর Ⓑ ১৫ অক্টোবর Ⓒ ১৫ নভেম্বর Ⓓ ১৫ ডিসেম্বর

বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস কবে পালিত হয়?
Ⓐ ৭ মে Ⓑ ১৪ মে Ⓒ ১৭ মে Ⓓ ২১ মে

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস–
Ⓐ ৮ ডিসেম্বর Ⓑ ১০ ডিসেম্বর Ⓒ ১১ ডিসেম্বর Ⓓ ১৩ ডিসেম্বর

'বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস' পালিত হয়–
Ⓐ ফেব্রুয়ারি ৭ Ⓑ মার্চ ৩ Ⓒ এপ্রিল ১৮ Ⓓ ডিসম্বের ৭

কোনটি International Mother Earth Day?
Ⓐ ১৮ এপ্রিল Ⓑ ২০ এপ্রিল Ⓒ ২২ এপ্রিল Ⓓ ২৪ এপ্রিল

বিশ্ব প্রাণী দিবস হচ্ছে-
Ⓐ ৪ অক্টোবর Ⓑ ২৩ অক্টোবর Ⓒ ২৯ জুন Ⓓ ১১ ফেব্রুয়ারি

বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালিত হয়?
Ⓐ ২৬ জুন Ⓑ ১ আগষ্ট Ⓒ ১ মে Ⓓ ২০ জুন

কোন তারিখে আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালিত হয়?
Ⓐ ৫ জুলাই Ⓑ ২১ মার্চ Ⓒ ৫ জুন Ⓓ ২১ জুন

Answer Sheet

01.	B	02.	B	03.	A	04.	C	05.	B
06.	B	07	C	08.	A	09.	D	10.	C

অধ্যায় ২১ বিভিন্ন ধর্ম

সাধারণ জ্ঞান

ইসলাম ধর্ম

দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) আল্লাহর প্রথম নবি। ইসলাম ধর্ম মতে, তার থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহ যত নবি এসেছেন সকলেই ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শব্দের অর্থ – আত্মসমর্পণ।

- ইসলামের প্রথম বাণী– ইকরা (পড়)।
- আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন- ইসলাম।
- ইসলাম ধর্মের মূল কথা - আল্লাহর আনুগত্য করা।
- পৃথিবীর প্রথম মানব- হযরত আদম (আ.)।
- সকল মানুষের আদি পিতা- হযরত আদম (আ.)।
- মুসলিম জাতির পিতা- হযরত ইব্রাহিম (আ.)।
- ইসলামের প্রথম নারী শহিদ- হযরত সুমাইয়া (রা.)।

■ **পবিত্র কুরআন শরীফ:**

- আসমানী কিতাব চারটি। যথা:- ১. তাওরাত, ২. যাবুর, ৩. ইঞ্জিল এবং ৪. কুরআন
- আরবি ভাষায় লিখিত কুরআন শরীফ মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। কুরআন শরীফ নাজিল হতে ২৩ বছর সময় লাগে। কুরআন শরীফে সূরা বাক্বারা দীর্ঘতম এবং সূরা কাওসার ক্ষুদ্রতম সূরা।
- 'কুরআন' শব্দের আভিধানিক অর্থ- মহাপাঠ্যগ্রন্থ (গঠিত)।
- কুরআন সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়- হেরা গুহায় (শবে কদর রাতে)।
- পবিত্র কুরআনে সূরা আছে– ১১৪টি।
- কুরআন প্রথম অবতীর্ণের সময় রাসূল (সাঃ) এর বয়স ছিল- ৪০ বছর ১১ দিন।
- কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ সূরা - সূরা আলাক।
- কুরআনে আল্লাহ শব্দটি এসেছে- ২৫৮৪ বার।
- কুরআনের জননী- সূরা ফাতিহা।
- কুরআনের অন্তর- সূরা ইয়াসিন।
- কুরআনের প্রদীপ বলা হয়- সুরা মুলককে।
- কুরআনের বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি সর্বপ্রথম একত্র করে সংরক্ষণ করেন- হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)।
- কুরআনে মদীনাকে উল্লেখ করা হয়েছে- ইয়াসরিব নামে।

■ **হযরত মুহাম্মদ (সা.):** হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ (১২ রবিউল আউয়াল) আরব দেশের মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মায়ের নাম আমিনা। ছোটোবেলা থেকেই মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সত্যবাদী ও মধুর স্বভাবের সত্যবাদিতার জন্য আরবের লোকেরা তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন বা নবি হন।

- সর্বপ্রথম হাফেজ ও ক্বারী- হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ।
- মহানবী (সা.) জন্মগ্রহণ করেন- ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে।
- মদীনা সনদে মোট শর্ত ছিল- ৪৭টি।
- সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন- রাসূল (সা.) -এর সহধর্মিণী হযরত খাদিজা (রা.), বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), ছোটদের মধ্যে হযরত আলী (রা.), যুবকদের মধ্যে রাসূল (সা.) -এর পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)।
- হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করেন ৬২২ হিজরিতে এবং এখান থেকেই হিজরি সাল গণনা শুরু হয়।
- বাইতুল হিকমা অর্থ- জ্ঞান চর্চাকেন্দ্র।

হিন্দু ধর্ম

- পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম- হিন্দু। এদের উপসানালয়- মন্দির।
- হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ- বেদ (এর প্রজ্ঞা বা জ্ঞান)।
- বেদ এর রচয়িতা– বৈদিক ঋষিগণ।
- বিশ্বের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করেন- মহর্ষি বাল্মীকি।

CamScanner

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

বৌদ্ধ ধর্ম

- বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা- গৌতম বুদ্ধ (বাল্যনাম সিদ্ধার্থ)।
- গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান- লুম্বিনী (নেপাল)।
- বৌদ্ধদের পবিত্র গ্রন্থ - ত্রিপিটক।
- বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা- অহিংসা পরম ধর্ম।
- বৌদ্ধদের তীর্থস্থান- বুদ্ধগয়া। প্রধান ধর্মীয় উৎসব- বৌদ্ধ পূর্ণিমা।

খ্রিষ্ট ধর্ম

- খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবক্তা- যিশু খ্রিষ্ট [হযরত ঈসা (আঃ)]।
- যিশু খ্রিষ্ট জন্মগ্রহণ করেন- ফিলিস্তিনের বেথেলহেমে।
- ২৫ ডিসেম্বর বড় দিনের তাৎপর্য- যিশুর জন্মদিন।

ইহুদি ধর্ম

- ইহুদিরা তাদের নবি বা ধর্মের প্রবর্তক মনে করে- হযরত মূসা (আ.)।
- ইহুদিদের প্রার্থনা কেন্দ্রের নাম- সিনাগগ।
- ইহুদিরা তাদের পবিত্রতম স্থান মনে করে- জেরুজালেমকে।

শিখ ধর্ম

- শিখদের পবিত্র গ্রন্থের নাম - গ্রন্থ সাহেব।
- শিখদের পবিত্র স্থান- অমৃতসর।
- শিখ ধর্মের প্রবর্তক- গুরু নানক।

জৈন ধর্ম

- জৈন ধর্মের প্রবর্তক -মহাবীর।
- মহাবীরের প্রকৃত নাম- বর্ধন।
- জৈন ধর্ম প্রচার করেন- ২৪ জন ঋষি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. পবিত্র কোরআন কত বৎসর ধরে নাজিল হয়েছিল?
A. ৬৩ B. ৪০
C. ২৩ D. ১০ **C**

02. হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়-
A. ৬২৪ সালে B. ৬২৮ সালে
C. ৬২৬ সালে D. ৬২৭ সালে **B**

03. 'বেদ' এর কয়টি ভাগ রয়েছে?
A. ৪টি B. ৫টি
C. ৩টি D. ২টি **A**

04. গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী হলো-
A. ভারতে B. ভুটানে
C. শ্রীলংকায় D. নেপালে **D**

05. হিন্দু মতে মান্ধাতা ছিলেন --- যুগের শাসক।
A. সত্যযুগ B. ত্রেতাযুগ
C. দাপরযুগ D. কলিযুগ **A**

06. হুদাইবিয়ার সন্ধির লেখক-
A. হযরত আবু বকর [রা.] B. হযরত ওমর [রা.]
C. হযরত ওসমান [রা.] D. হযরত আলী [রা.] **D**

07. ইসলামের ইতিহাসে ——— শহরের অধিবাসীগণ আনসার হিসেবে পরিচিতি ছিলেন-
A. মক্কা B. দামেস্ক
C. মদিনা D. বাগদাদ **C**

08. বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস কোন দেশের নাগরিক?
A. ব্রাজিল B. বলিভিয়া
C. আর্জেন্টিনা D. পেরু **C**

09. প্রথম ওহী নাজিল হয় কোন্ পাহাড়ে?
A. তুর B. হেরা C. সওর D. উহুদ **B**

10. হযরত মুহাম্মদ (স.) কত খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন?
A. ৬২১ খ্রিস্টাব্দে B. ৬২২ খ্রিস্টাব্দে C. ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে D. ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে **B**

11. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
A. আব্দুল মালেক B. ওয়ালিদ C. মুয়াবিয়া D. ইয়াজিদ **C**

12. হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়-
A. ৬২৪ সালে B. ৬২৮ সালে C. ৬২৬ সালে D. ৬২৭ সালে **D**

13. পবিত্র কোরআন কত বৎসর ধরে নাজিল হয়েছিল?
A. ৬৩ B. ৪০ C. ২৩ D. ১০ **C**

14. কোন সালকে ভিত্তি ধরে হিজরী সন গণনা শুরু হয়?
A. ৬২৪ খ্রি: B. ৬২২ খ্রি: C. ৬২৮ খ্রি: D. ৬৩২ খ্রি: **D**

15. শিখদের ধর্মের নাম কী?
A. গ্রন্থসাহেব B. গীতা C. জেন্দাবেস্তা D. ত্রিপিটক **A**

16. 'বেদ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?
A. প্রার্থনা B. জ্ঞান C. ধর্ম D. যজ্ঞ **B**

17. হযরত মুহম্মদ (স.) কত খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন?
A. ৬২২ B. ৫৭০ C. ৬১০ D. ৬৩৯ **A**

18. বদরের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
A. ৬২৪ B. ৬২৫ C. ৬২৬ D. ৬২৭ **A**

19. 'বেদ' এর কয়টি ভাগ রয়েছে?
A. ৪টি B. ৫টি C. ৩টি D. ২টি **A**

20. ব্রাহ্মধর্ম কোনটি প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিল?
A. একেশ্বরবাদ B. বহু ইশ্বরবাদ C. শুন্যবাদ D. কোন কিছু নয় **A**

PRIME TEST

01. কোন সালকে ভিত্তি ধরে হিজরি সাল গণনা শুরু হয়?
Ⓐ ৬২৪ খ্রিঃ Ⓑ ৬২৮ খ্রিঃ Ⓒ ৬২২ খ্রিঃ Ⓓ ৬৩২ খ্রিঃ

02. হিজরি নববর্ষ অনুসারে ১ম মাস কোনটি?
Ⓐ শাবান Ⓑ শাওয়াল Ⓒ জিলহজ্ব Ⓓ মহররম

03. ওহীর মাধ্যমে সমগ্র কুরআন শরীফ কত বছরে নাজিল হয়?
Ⓐ ৪০ বছরে Ⓑ ৩২ বছরে Ⓒ ১০ বছরে Ⓓ ২৩ বছরে

04. মুসলিম জাতির আদি পিতা কে?
Ⓐ হযরত আদম (আ.) Ⓑ হযরত ইসমাইল (আ.)
Ⓒ হযরত ইব্রাহিম (আ.) Ⓓ হযরত শীষ (আ.)

05. প্রধান আসমানী কিতাব কতটি?
Ⓐ ৪টি Ⓑ ৩টি Ⓒ ৫টি Ⓓ ১০৪টি

06. শিশুদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন-
Ⓐ হযরত আলী (রা.) Ⓑ হযরত সা'দ (রা.)
Ⓒ হযরত ওমর (রা.) Ⓓ হযরত আনাস (রা.)

07. গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ভুটানে Ⓑ তিব্বতে Ⓒ নেপালে Ⓓ ভারতে

08. ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভারতের কোন প্রদেশের আওতাভুক্ত ছিল?
Ⓐ অন্ধ্র Ⓑ হারিয়ানা Ⓒ রাজস্থান Ⓓ উত্তর প্রদেশ

09. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কত সালে হিজরত করেন?
Ⓐ ৬২২ খ্রিঃ Ⓑ ৬৩২ খ্রিঃ Ⓒ ৬১২ খ্রিঃ Ⓓ ৬১৬ খ্রিঃ

10. কোন রাতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়?
Ⓐ শবে মিরাজ রাতে Ⓑ শবে বরাত রাতে
Ⓒ শবে কদর রাতে Ⓓ ১২ জামাদিয়াস সানি

Answer Sheet

01.	C	02.	D	03.	D	04.	C	05.	A
06.	A	07	C	08.	D	09.	A	10.	C

অধ্যায় ২২ পুরস্কার ও সম্মাননা

সাধারণ জ্ঞান

নোবেল পুরস্কার

নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক- আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল।
প্রতিবছর নোবেল পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়- ১০ ডিসেম্বর (আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু দিবসে)।
নোবেল পুরস্কার প্রদান শুরু হয় ১৯০১ সালে।
শুরুতে প্রথমে ৫টি বিষয়ের উপর নোবেল দেওয়া হতো। বর্তমানে দেওয়া হয় ৬ বিষয়ের উপর
অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়- ১৯৬৯ সালে।
অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রথম দেয়া হয়- ১৯৬৯ সালে (বিজয়ী- র‍্যাগনার ফ্রিশ ও জ্যান টিনবারজেন)।
নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে পুরস্কার দেয়া হয়নি- ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)।
চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণাকারী সংস্থা 'ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট'-এর নামকরণ করা হয় সুইডেনের রানি ক্যারোলিনের নামানুসারে।
দার্শনিক কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন- বার্ট্রান্ড রাসেল (১৯৫০ সালে)।
মনোবিজ্ঞানী কিন্তু অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন- ড্যানিয়েল ক্যানেম্যান (১৯৫০ সালে)।
রাজনীতিবিদ কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন- উইনস্টোন চার্চিল (১৯৫৩)।
এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ীর নাম- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩)।
এশিয়ায় শান্তিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান- লি ডাক থো (ভিয়েতনাম)। কিন্তু তিনি এ পুরস্কার প্রত্যাখান করেন।
চিকিৎসাশাস্ত্রে এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী- হরগোবিন্দ খোরানা (ভারত)।
অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম এশিয়- অমর্ত্য সেন (১৯৯৮)।
প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- ড. মুহাম্মদ ইউনুস (২০০৬)।
নোবেলজয়ী প্রথম নারী- মেরি কুরি (পোলান্ড)।
পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী- মেরি কুরি।
অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী- ইলিনর অস্ট্রম (যুক্তরাষ্ট্র)।
সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী নারীর নাম- সেলমা লাগেরলফ (সুইডেন)।
নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী প্রথম নারী- বার্থাভন সুটনার (অস্ট্রিয়া)।
চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল জয়ী প্রথম নারী- গার্টি কোরি (যুক্তরাষ্ট্র)।
নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী- শিরিন এবাদি (ইরান)।
আরব বিশ্বের প্রথম এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- তাওয়াক্কুল কারমান (ইয়েমেন)।
আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম নারী নোবেল বিজয়ী- ওয়ানগারি মাথাই (কেনিয়া)।
স্বেচ্ছায় নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখান করেন- ২ জন (জ্যাঁ পল সার্ত্রে (ফ্রান্স) ১৯৬৪ সালে সাহিত্যে এবং লি ডাক থো (ভিয়েতনাম) ১৯৭৩ সালে শান্তিতে।
শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে- নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি।
সাহিত্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করে- সুইডিশ একাডেমি।
চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রধান করে- ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট।

বুকার পুরস্কার

ব্রিটেনের সাহিত্যে সর্বোচ্চ পুরস্কারের নাম- দ্য ম্যান বুকার প্রাইজ ফর ফিকশন।
বুকার পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়- ১৯৬৯ সালে (প্রবর্তক-যুক্তরাজ্যের বুকার ম্যাক কোলেন কোম্পানি)।
পুরস্কারের বর্তমান অর্থমূল্য- ৫০ হাজার পাউন্ড।

বুকার পুরস্কার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য

২০২৪ সালে বুকার পুরস্কার লাভ করে- সামান্তা হার্বে ।
যে গ্রন্থের জন্য বুকার পুরস্কার পান- অরবিটাল ।

পুলিৎজার পুরস্কার

- পুলিৎজার পুরস্কার প্রদানকারী দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করা হয়- সাহিত্যে ৬টি, সংগীতে ১টি এবং সাংবাদিকতায় ১৪টি।
- পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করে- আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
- পুরস্কারের বর্তমান অর্থমূল্য- ১০ হাজার ডলার ও স্বর্ণপদক (পূর্ব ছিল ৫ হাজার ডলার)।
- পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান শুরু হয়- ১৯১৭ সাল থেকে।

পুলিৎজার পুরস্কার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য

- ২০২৪ সালে সাংবাদিকতার নোবেল খ্যাত পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে ৩ প্রতিষ্ঠান/মাধ্যম।
- পুরস্কারপ্রাপ্ত গণমাধ্যমগুলো হলো-
  ১. ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
  ২. মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।
  ৩. মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।

ম্যাগসেসে পুরস্কার

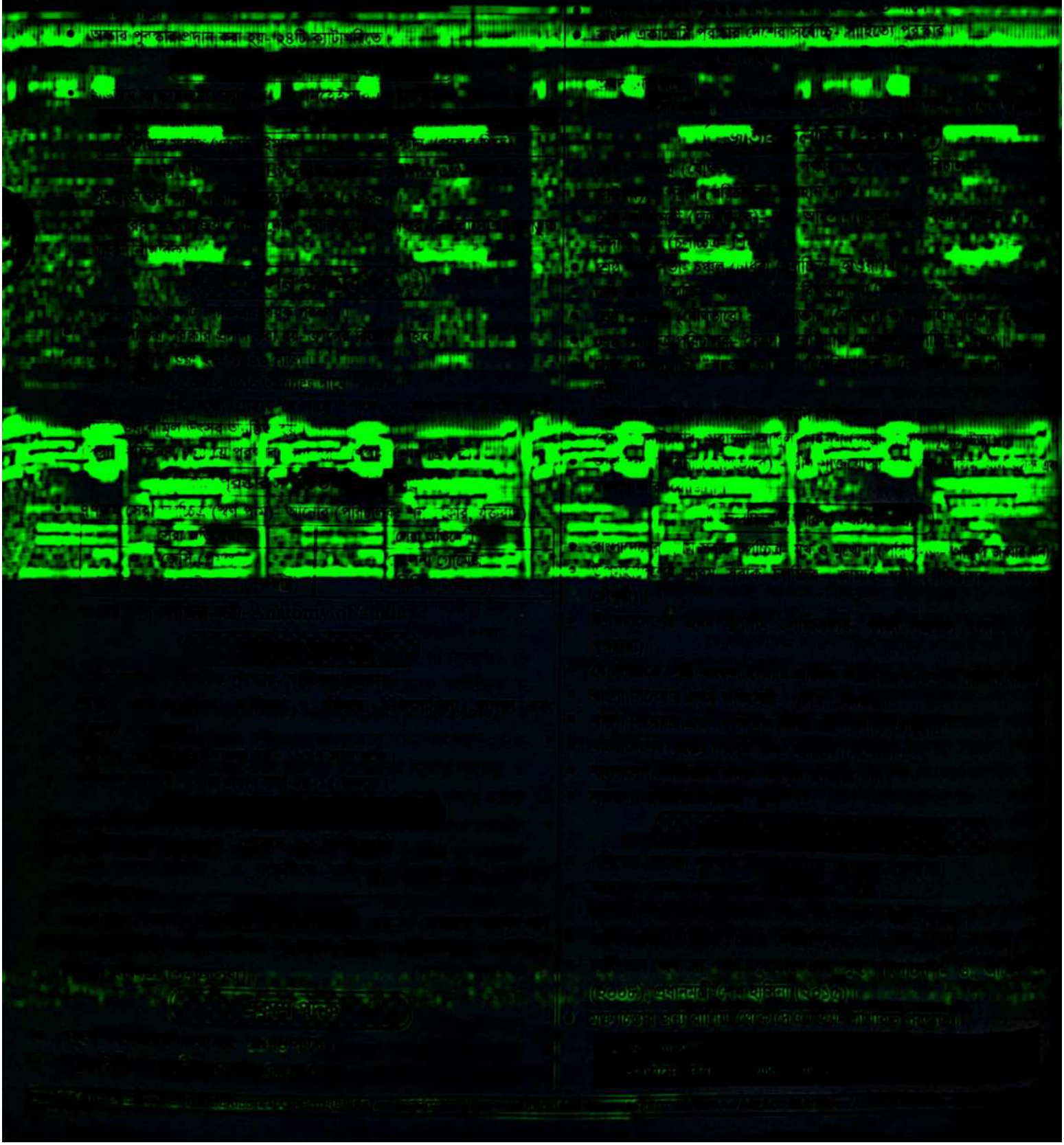
- এশিয়ার নোবেল খ্যাত ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রদান করা হয়- ফিলিপাইন থেকে (ফিলিপাইন খ্রিস্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ)।
- ফিলিপাইনের সাবেক যে প্রেসিডেন্টের নামে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়- র‍্যামন ম্যাগসেসের নামানুসারে।
- পুরস্কার প্রদান করা হয়- ৬টি শ্রেণিতে (সরকারি সেবা : সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও উদ্ভাবনী ; সামাজিক নেতৃত্ব ; জনসেবা ; শান্তি ও সমন্বয় ; নতুন নেতৃত্ব)।
- ম্যাগসেসের পুরস্কারের অর্থমূল্য- ৫০ হাজার মার্কিন ডলার, একটি পদক এবং সম্মাননাপত্র।
- ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়- ১৯৫৭ সালে (প্রদান- ১৯৫৮ সালে)।
- এশিয়ার নোবেল পুরস্কার নামে পরিচিত- ম্যাগসেসে পুরস্কার।
- বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেন- ১৩ জন।

ম্যাগসেসে পুরস্কার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য

- ২০২৪ সালে এশিয়ার নোবেল হিসেবে খ্যাত র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড পান- ৪ জন ব্যক্তি ও ১ টি প্রতিষ্ঠান।
- পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন-
  ১. কর্ম ফুন্টশো (ভুটান)।
  ২. হায়াও মিয়াজাকি (জাপান)।
  ৩. এনগুয়েন থি এনার্জিওক ফুং (ভিয়েতনাম)।
  ৪. ফারউইজা ফারহান (ইন্দোনেশিয়া)
  ৫. Rural Doctors Movement (থাইল্যান্ডের সংস্থা)।
- ২০২৩ সালে ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি- করভি রাখসান্দ।
- ড. মুহাম্মদ ইউনুস ম্যাগসেসে পুরস্কার পান-১৯৮৪ সালে।
- ফজলে হাসান আবেদ ম্যাগসেসে পুরস্কার পান- ১৯৮০ সালে।
- পরিবেশ ও আইন বিষয়ক সংস্থা 'বেলা' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্তবর্তী সরকারের পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ম্যাগসেসে পুরস্কার পান-২০১২ সালে।

অস্কার পুরস্কার

- অস্কার বা একাডেমি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়- চলচ্চিত্রের উপর (চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার)।
- প্রবর্তক ও আয়োজক- 'অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স' (যুক্তরাষ্ট্র)।
- ভেন্যু- ডলবি থিয়েটার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- অস্কার পুরস্কারের অফিসিয়াল নাম- অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড।



নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলোচিত নারী

- নোবেলজয়ী প্রথম নারী- মেরি কুরি (পোল্যান্ড)।
- পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী- মেরি কুরি।
- অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী- ইলিনর অস্ট্রম (যুক্তরাষ্ট্র)।
- সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী নারীর নাম- সেলমা লাগেরলফ (সুইডেন)।
- নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী প্রথম নারী- বার্থাভন সুটনার (অস্ট্রিয়া)।
- চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল জয়ী প্রথম নারী- গার্টি কোরি (যুক্তরাষ্ট্র)।
- নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী- শিরিন এবাদি (ইরান)।
- আরব বিশ্বের প্রথম এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- তাওয়াক্কুল কারমান (ইয়েমেন)।
- আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম নারী নোবেল বিজয়ী- ওয়ানগারি মাথাই (কেনিয়া)। তিনি বনায়ন কর্মসূচির জন্য বিখ্যাত।
- এ পর্যন্ত সাহিত্যে মোট নারী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী- ১৭ জন।
- ২০১৮ সালে শান্তিতে নোবেল পুস্কার পান- নাদিয়া মুরাদ।
- ২০২৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নারী- ক্লডিয়া গোল্ডিন।
- অংসান সূচি নোবেল পুরস্কার লাভ করে- ১৯৯১ সালে।
- মাদার তেরেসা নোবেল পুরস্কার লাভ করে- ১৯৭৯ সালে।

বিশ্বের কণিষ্ঠ ব্যক্তি ও নারী হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. এ পর্যন্ত কয়জন বাঙালি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন? [NU- Business: 2009-10]
A. ১ জন B. ২ জন C. ৩ জন D. ৪ জন **D**

02. বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানটি 'বিল গেটস' পদক অর্জন করেছে? [NU- Business: 2007-08]
A. এটমিক এনার্জি কমিশন B. বি সি এস আই আর
C. আই সি ডি ডি আর বি D. বি সি সি **C**

03. যে বিষয়ের উপর গবেষণার জন্যে অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পেয়েছে- [NU- Business: 2001-02]
A. দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য B. বাজার অর্থনীতি
C. আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য D. দারিদ্র ও ক্ষুদ্র ঋণ **A**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. ২০২৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
A. ইয়ন ফসে B. অ্যানি আর্নো C. লুইস গ্লিক D. কাজুয়ো ইশিগুরো **A**

02. অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার কোন সালে প্রবর্তিত হয়?
A. ১৯৬৯ B. ১৯৮৯ C. ১৯৭৯ D. ১৯৫৯ **A**

03. কোন রাজনীতিবিদ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন?
A. ভ্লাদিমির পুতিন B. চার্চিল C. হোমার D. রুজভেল্ট **B**

04. কোন ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেননি?
A. ইয়াসির আরাফাত B. জ্য পল সার্ত C. বার্ট্রান্ড রাসেল D. বব ডিলান **B**

05. কনস্টান্টিপোল শহরটি বর্তমানে কী নামে পরিচিত?
A. এথেন্স B. ইস্তাম্বুল C. আন্দ্রিয়ানোপল D. ফ্লোরেন্স **B**

06. নোবেল পুরস্কার চালু হয় কত সালে?
A. ১৯০১ B. ১৯০২ C. ১৯০৩ D. ১৯০৪ **A**

07. নিচের বিষয়গুলোতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়?
A. পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন B. চিকিৎসাশাস্ত্র ও শান্তি
C. সাহিত্য ও শান্তি D. সবগুলোতে **D**

08. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কে?
A. বার্ট্রান্ড রাসেল B. উইনস্টন চার্চিল
C. আর্নেস্ট হেমিংওয়ে D. জ্যঁ পল সার্ত্রে **D**

09. নোবেল শান্তি পুরস্কার কোন দেশ থেকে ঘোষণা করা হয়?
A. সুইডেন B. বেলজিয়াম
C. নরওয়ে D. ডেনমার্ক **C**

10. মনোবিজ্ঞানী হয়েও অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান কে?
A. ড্যানিয়েল ক্যানেম্যান (২০০২) B. কোইটি তানাকা (২০০২)
C. এলিনর অস্ট্রাম (২০০৯) D. অমর্ত্য সেন (১৯৯৮) **A**

11. উইনস্টন চার্চিল কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন?
A. চিকিৎসা B. শান্তি C. সাহিত্য D. অর্থনীতি **C**

12. নোবেল বিজয়ী 'শিরিন এবাদি' কোন দেশের নাগরিক?
A. ইরান B. ইরাক C. নেপাল D. পাকিস্তান **A**

13. ২০২০ সালে 'গান্ধী পিস প্রাইজ' (মরণোত্তর) লাভ করেন-
A. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর B. এ.পি.জে. আব্দুল কালাম
C. ইন্দিরা গান্ধী D. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **D**

14. ২০১৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম কী?
A. অ্যান্তনিও গুতেরেস B. শিরিন এবাদি
C. গ্রেটা থুনবার্গ D. আবি আহমেদ আলি **D**

15. ২০১৯ সালে কে 'ম্যান বুকার ইন্টান্যাশনাল প্রাইজ' লাভ করেন?
A. জিয়া হায়দার B. ড্যান ক্লিনটার
C. নোয়া হারীয়ী D. জোখা আলহারথি **D**

16. 'প্লানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন' পুরস্কার কোন বিষয়ে অবদানের জন্যে দেওয়া হয়?
A. সাহিত্য B. রসায়ন C. মহাকাশ D. নারীর ক্ষমতায়ন **D**

17. সম্প্রতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ কর্তৃক কোন উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
A. ভ্যাকসিন হিরো B. মাদার অব হিউম্যানিটি
C. মডেল অব ডেভেলপমেন্ট D. লিদার অব এলডিসি **A**

18. দারিদ্র বিমোচন অবদানের জন্যে কোন বাংলাদেশী নাইট উপাধি পেয়েছেন?
A. ড. মুহম্মদ ইউনুস B. শাইখ সিরাজ
C. ডা: জাফর উল্ল্যাহ D. ফজলে হাসান আবেদ **D**

19. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান কোন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য?
A. আইসিটি B. জলবায়ু C. উন্নয়ন D. শান্তি **B**

PRIME TEST

01. আলফ্রেড নোবেল কি আবিষ্কার করেন?
Ⓐ ডিনামাইট Ⓑ বিদ্যুৎ Ⓒ পোলিও টিকা Ⓓ কয়লা

02. 'স্বর্ণ পাম' ____ চলচ্চিত্র উৎসবের মুখ্য পুরস্কার–?
Ⓐ ভেনিস Ⓑ বার্লিন Ⓒ কান Ⓓ শিকাগো

03. ২০২০ সালে অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হলো–
Ⓐ মিনারি Ⓑ প্যারাসাইট Ⓒ হোয়াইট টাইগার Ⓓ মারেজ স্টোরি

04. কোন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 'ম্যান বুকার' পুরস্কার দেওয়া হয়?
Ⓐ সংগীত Ⓑ সাংবাদিকতা Ⓒ চলচ্চিত্র Ⓓ সাহিত্য

05. কোন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?
Ⓐ মার্গারেট থ্যাচার Ⓑ উইন্সটন চার্চিল Ⓒ জেমস কালাহার Ⓓ এডওয়ার্ড

06. কোন দার্শনিক নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখান করেন?
Ⓐ ভলটেয়ার Ⓑ জাঁ পল সার্ত্রে Ⓒ ইমানুয়েল কান্ট Ⓓ নীট্‌শে

07. নোবেল পুরস্কার কবে থেকে চালু হয়েছে?
Ⓐ ১৯৯০ সালে Ⓑ ১৯০১ সালে Ⓒ ১৯০২ সালে Ⓓ ১৯০৩ সালে

08. 'বুকার পুরস্কার দেওয়া হয় কোন ক্ষেত্রে?
Ⓐ ঔষধবিজ্ঞান Ⓑ পর্বতারোহণ
Ⓒ কথাসাহিত্য Ⓓ প্রতিবন্ধীদের দাবা খেলা

09. কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার দেয়া হয়?
Ⓐ সাহিত্য Ⓑ চলচ্চিত্র Ⓒ বিজ্ঞান Ⓓ পর্বতারোহণ

10. 'অস্কার' পুরস্কারের অন্য নাম-
Ⓐ গ্র্যামি Ⓑ এমি Ⓒ একাডেমি Ⓓ টনি

Answer Sheet

01.	A	02.	C	03.	B	04.	D	05.	B
06.	B	07	B	08.	C	09.	A	10.	C

অধ্যায় ২৩

খেলাধুলা

সাধারণ জ্ঞান

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪

- আয়োজন- নবম বিশ্বকাপ।
- সময়কাল- ১-২৯ জুন।
- মোট ভেন্যু- ৯টি।
- স্বাগতিক দেশ- আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- অংশগ্রহণকারী দল- ২০টি।
- খেলার সংখ্যা- ৫৫টি।
- উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে।
- ফাইনাল ম্যাচ- কিংস্টন ওভাল, ব্রিজ টাউন, বার্বাডোস।
- চ্যাম্পিয়ন- ভারত, দ্বিতীয়বার (৭ রানে জয়ী)। স্কোর: ভারত (১৭৬), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৬৯)।
- রানার্স আপ- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- ম্যান অব দা ফাইনাল- বিরাট কোহলি (ভারত)।
- ম্যান অব দা টুর্নামেন্ট- জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত)।
- সর্বোচ্চ রান সংগ্রহক- রহমানুল্লাহ গুরবাজ (২৮১ রান) আফগানিস্তান।
- সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহক- ফজল হক ফারুকী (আফগানিস্তান) ও আর্শদীপ সিং (ভারত), ১৭টি।
- পরবর্তী আসর- ২০২৬ সালে (আয়োজক- ভারত ও শ্রীলঙ্কা)।

১৩তম ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩

- ২০২৩ সালের ১৩তম ক্রিকেট বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল- অস্ট্রেলিয়া।
- ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন- বিরাট কোহলি (ভারত)।
- টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করেন- বিরাট কোহলি (মোট রান- ৭৬৫)।
- ম্যান অব দা ফাইনাল- ট্রাভিস হেড (অস্ট্রেলিয়া)।
- ফাইনালে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন- ট্রাভিস হেড।
- ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- আহমেদাবাদ, ভারত।
- এ বিশ্বকাপে একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরি করে- গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

২০২৪ সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

- আয়োজক- South Asian Football Federation (SAFF).
- সময়কাল- ১৮-২৮ আগস্ট, ২০২৪।
- স্বাগতিক দেশ- নেপাল; ভেন্যু- আনফা কমপ্লেক্স, ললিতপুর (নেপাল)।
- মোট দল-৬টি (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ)।
- চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ (প্রথমবার); রানার্স আপ- নেপাল।
- সেরা গোলকিপার- মোহাম্মদ আসিফ (বাংলাদেশ)।
- সর্বোচ্চ গোলদাতা- মিরাজুল ইসলাম (৪ গোল; বাংলাদেশ)
- টুর্নামেন্ট সেরা- মিরাজুল ইসলাম (বাংলাদেশ)।
- ফেয়ার প্লে ট্রফি- নেপাল।
- ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পক্ষে জোড়া গোল করেন মিরাজুল ইসলাম।

২০২৪ সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল

- আয়োজক- South Asian Football Federation (SAFF).
- সময়কাল- ১৭-৩০ অক্টোবর, ২০২৪।
- ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়- ৩০ অক্টোবর, ২০২৪।
- স্বাগতিক দেশ- নেপাল।
- মোট দল-০৭টি।
- চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ, রানার আপ- নেপাল।
- সেরা গোলকিপার- রূপনা চাকমা
- সর্বোচ্চ গোলদাতা- দেকি লাজোম (০৮টি)।
- সেরা খেলোয়াড়- ঋতুপর্ণা চাকমা।
- ফেয়ার প্লে পুরস্কার- ভুটান।
- ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পক্ষে গোল করেন মনিকা চাকমা ও ঋতুপর্ণা চাকমা।

২২তম ফুটবল বিশ্বকাপ- ২০২২

- আয়োজক দেশ- কাতার।
- চ্যাম্পিয়ন দল- আর্জেন্টিনা (৩য় বার বিশ্বকাপ জয়)।
- রানার্সআপ দল- ফ্রান্স।
- টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়- লিওনেল আন্দ্রেস মেসি।
- সেরা গোলকিপার- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ- ২০২৬

- আয়োজক দেশ- ৩ টি। (কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্র)।
- প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করবে- ৪৮টি দেশ।
- মালদ্বীপকে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে- বাংলাদেশ।
- ১৬টি স্টেডিয়ামে মোট ৮০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

২৪তম ফুটবল বিশ্বকাপ- ২০৩০

- আয়োজক - ৩ মহাদেশ (ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা)
- আয়োজক দেশ- ৬টি (মরক্কো, পর্তুগাল, স্পেন, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে)।
- প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩০ সালে।
- ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের ১০০ বছর পূর্তি হবে- ২০৩০ সালে।
- প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়- উরুগুয়ে।
- সর্বাধিক পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়- ব্রাজিল।

বাংলাদেশের আলোচিত সেরা ক্রীড়াবিদগণ

- এমসিসি ক্লাবের আজীবন সদস্য সম্মাননা পেয়েছে- মাশরাফি বিন মুর্তুজা।
- দেশের প্রথম বেস্ট প্রাপ্ত পেশাদার বক্সার- সুর কৃষ্ণ চাকমা।
- বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম টি-২০তে সেঞ্চুরি করেন- তামিম ইকবাল।
- বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক- সাবিনা খাতুন।
- বাংলাদেশের সেরা আর্চার (তীরন্দাজ)- রোমান সানা।
- নারী ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক- নিগার সুলতানা জ্যোতি।
- ২০২৩ সালে শেখ জামাল ক্রীড়া পুরস্কার লাভ করে- তাসকিন আহমেদ।

বিশ্বের ক্রীড়া জগৎ

ফুটবল

- ফুটবল খেলার জন্ম- চীনে।
- আধুনিক ফুটবল খেলার জন্ম- ইংল্যান্ডে।
- বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থার নাম- ফিফা (FIFA)।
- FIFA জন্মলাভ করে- ২১ মে ১৯০৪ (ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে)।
- ফিফার সদরদপ্তর অবস্থিত- জুরিখ, সুইজারল্যান্ডে।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৩০ সালে।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- ১৩টি দেশ নিয়ে।
- বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়নি- ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)।
- আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠের মাপ- দৈর্ঘ্য: ১২০ গজ, প্রস্থ: ৯০ গজ।
- ফুটবলের পরিধি- ২৭-২৮ ইঞ্চি।
- ফুটবলের উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাত- ল্যাটিন আমেরিকা।

- বিশ্বের প্রথম মহিলা রেফারি- পারলো বাজেলি (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্বের প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব- শেফিল্ড ফুটবল ক্লাব (ইংল্যান্ড)।
- মারাকানা স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যা- প্রায় ২ লক্ষ।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম দেশ- মিশর (১৯৩৪)।
- ফিফার বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ২১১টি (সর্বশেষ সদস্য জিব্রাল্টার)।
- ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি ও ফুটবলের সম্রাট বলা হয়- ব্রাজিলের পেলেকে।
- ফুটবলের রাজপুত্র বলা হয়- আর্জেন্টিনার ম্যারাডোনাকে।
- বাংলাদেশ ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৬ সালে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা খেলোয়াড়কে প্রদান করা হয়- গোল্ডেন বল।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতাকে প্রদান করা হয়- গোল্ডেন বুট।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম গোল্ডেন বুট লাভ করেন- ইতালির পাওলো রসি।
- প্রথম ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলার- জার্মানির লুথার ম্যাথিউস।
- সর্বাধিক ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়- আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি (৮ বার)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা গোলরক্ষককে দেওয়া হয়- গোল্ডেন গ্লাভস (পূর্ব নাম- ইয়াসিন অ্যাওয়ার্ড)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিক গোলদাতা- জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসা (১৬টি)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে দ্রুততম গোলদাতা- তুরস্কের হাকান সুকুর (১১ সেকেন্ড)।
- প্রথম এশীয় দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে- ইন্দোনেশিয়া (১৯৩৮)।

ধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম ব্রাজিলের রিউ ডি জেনেরিওয়ের "মারাকানা স্টেডিয়াম"

ব্যালন ডি'অর

- বর্ষসেরা ফুটবলার- রদ্রি (স্পেন, ম্যানচেস্টার সিটি)।
- বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়- লামিনে ইয়ামাল (স্পেন, বার্সেলোনা)
- বর্ষসেরা স্ট্রাইকার- কিলিয়ান এমবাপ্পে ও হ্যারি কেইন।
- বর্ষসেরা পুরুষ ক্লাব- রিয়েল মাদ্রিদ, স্পেন।
- বর্ষসেরা পুরুষ গোলকিপার- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।
- বর্ষসেরা পুরুষ কোচ- কার্লো আনচেলত্তি।
- বর্ষসেরা নারী ফুটবলার- আইতানা বোনমাতি (স্পেন, বার্সেলোনা)।
- নারী ব্যালন ডি'অর চালু হয়- ২০১৮ সালে।

ক্রিকেট

- ক্রিকেট খেলার জন্ম- ইংল্যান্ডে (ইংল্যান্ডের জাতীয় খেলা)।
- ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম– ICC।
- ICC প্রতিষ্ঠিত হয়- ইংল্যান্ডের লর্ডসে (১৯০৯ সালে)।
- ICC-এর বর্তমান সদরদপ্তর অবস্থিত – দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাতে)।
- ICC-এর বর্তমান চেয়ারম্যান– গ্রেগ বার্কলে।
- ICC-এর বর্তমান সদস্য দেশ– ১০৬টি (সর্বশেষ – তাজিকিস্তান, মঙ্গোলিয়া ও সুইজারল্যান্ড)
- আইসিসি'র পূর্ণ সদস্য দেশ- ১২টি (সর্বশেষ- আফগানিস্তান, ২০১৭)।
- বাংলাদেশ আইসিসি'র- ১০ তম পূর্ণ সদস্য দেশ।
- ক্রিকেটের পিচের পরিমাপ- দৈর্ঘ্য ২২ গজ (৬৬ ফুট) ও প্রস্থ- ১০ ফুট।
- ক্রিকেট খেলার নিয়ম প্রবর্তন করে- ইংল্যান্ডের মেরিলবোন ক্লাব (১৭৮৮)।
- ক্রিকেট স্ট্যাম্পের উচ্চতা- ২৮ ইঞ্চি।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয়- ১৯৭৫ সাল থেকে।
- 'বার্মি আর্মি' হচ্ছে- ইংল্যান্ডে ক্রিকেট দলের সমর্থক নিয়ে ১৯৯৪ সালে গড়ে তোলা সংগঠন।
- 'হোয়াইটওয়াস' (Whitewash) শব্দটি যে খেলার সাথে জড়িত- ক্রিকেট।
- ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান আউট হতে পারে- ১১টি উপায়ে।
- ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতি প্রয়োগ হয়- আবহাওয়া জনিত কারণে খেলা বিঘ্নিত হলে।
- ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতি প্রথম প্রয়োগ হয়- ১৯৯৭ সালে।
- সর্বাধিক সেঞ্চুরিয়ান ও রান সংগ্রাহক- শচিন টেন্ডুলকার (ভারত)।
- সর্বাধিক উইকেট শিকারি- মুত্তিয়া মুরালিধরন (শ্রীলঙ্কা)।
- টেস্ট ক্রিকেট দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান- ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (নিউজিল্যান্ড)।
- সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান- মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম (বাংলাদেশ)।
- টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে পারে- আইসিসি'র পূর্ণ সদস্য দেশ।
- প্রথম টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়- নিউজিল্যান্ড।
- প্রথম টেস্ট ক্রিকেটে জয়ী- অস্ট্রেলিয়া।
- টেস্ট ক্রিকেট সাধারণ ৫ দিনের; প্রতিদল ২টি করে ইনিংস খেলে। প্রতিদিন খেলা হয়- ৯০ ওভার।
- প্রথম টেস্ট ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- ১৮৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে (ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান- এবি ডি ভিলিয়ার্স (দ.আফ্রিকা)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটের ধরন- দুই দল ৫০ ওভার করে ব্যাটিং এবং বোলিং করে।
- ওয়ানডে ক্রিকেট যাত্রা শুরু হয়- ১৯৭১ সালে মেলবোর্নে (অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি– শচিন টেন্ডুলকার (৪৯টি)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে ৬ বলে ৬টি ছক্কা হাকানোর রেকর্ড– হার্শেল গিবস (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- টি-২০ ক্রিকেটে ৬ বলে ৬টি ছক্কা হাকানোর রেকর্ড– যুবরাজ সিং (ভারত)।
- আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৯৮ সালে ঢাকায়।
- প্রথম আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- সর্বশেষ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হয়- ২০১৭ সালে।
- পরবর্তী আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে- ২০২৫ সালে।
- প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- ২০০৭ সালে (দক্ষিণ আফ্রিকায়)।
- প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- ভারত।
- এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৯৮৩ সালে।
- প্রথম এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- ভারত (সর্বাধিক জয় ৭ বার)।
- ২০২২ এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে- শ্রীলঙ্কাই।
- অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৮৮ সালে (অস্ট্রেলিয়ায়)।
- অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- ২ বছর অন্তর।
- অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়- অস্ট্রেলিয়া।

অলিম্পিক গেমস

- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান- অলিম্পিক গেমস।
- অলিম্পিক খেলাকে বলা হয়- Greatest Show on Earth।
- প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হয়- ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বে (গ্রিস)।
- আধুনিক অলিম্পিক শুরু হয়- ১৮৯৬ সালে (গ্রিসের এথেন্সে)।
- আধুনিক অলিম্পিক এর মূলনীতি- ক্ষীপ্রতা, উচ্চতা ও শক্তি।
- অলিম্পিক গেমসের সূচনা হয়- গ্রিসে (অনুষ্ঠিত হয়- ৪ বছর পর পর)।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রতিষ্ঠার সময়- ২৩ জুন ১৮৯৪ সালে (প্যারিস, ফ্রান্স)।
- অলিম্পিক জাদুঘর অবস্থিত- লুজান, সুইজারল্যান্ড।
- প্রথম আধুনিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়- ১৮৯৬ সালে।
- আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক- ব্যারন পিয়েরে দ্য কুবার্তো (ফ্রান্স)।
- আধুনিক অলিম্পিকের অপর নাম- গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক।
- শীতকালীন অলিম্পিক শুরু হয় – ১৯৮৪ সালে ।
- অলিম্পিকের পতাকার ৫টি রং যে মহাদেশকে নির্দেশ করে- লাল (আমেরিকা), নীল (ইউরোপ), সবুজ (ওশেনিয়া), হলুদ (এশিয়া) ও কালো (আফ্রিকা)।
- এশিয়ায় সর্বপ্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়- জাপানের টোকিওতে (১৯৬৪)।
- IOC এর পূর্ণরূপ- International Olympic Committee।
- IOC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৯৪ সালে।
- IOC এর বর্তমান সভাপতি- টোমাস বাখ (জার্মানি)।
- IOC এর সদরদপ্তর- লুজান, সুইজারল্যান্ড (দাপ্তরিক ভাষা- ইংরেজি, ফারসি)।
- অলিম্পিক পতাকার প্রথম উত্তলন হয়- এন্টওয়ার্প অলিম্পিকে (১৯২০)।
- অলিম্পিকে মহিলাদের প্রথম প্রতিযোগিতা হয়- ১৯০০ সালে (প্যারিস)।
- আধুনিক অলিম্পিকের সবচেয়ে বেশি আসর বসে- লন্ডনে (৩ বার)।
- ওয়াটার পলো অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯০০ সালে (প্যারিস)।
- প্যারা অলিম্পিক আয়োজন করা হয়- প্রতিবন্ধীদের জন্য।
- বাংলাদেশ প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে- ২৩তম (১৯৮৪ সালে)।

প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪

- আসর- ৩৩তম (আয়োজক দেশ- ফ্রান্স)।
- মাসকট- Phryge (ফ্রিজ) - অ্যাথলেট: ১০ হাজার ৫০০ জন
- অংশগ্রহণকারী দেশ- ২০৬টি।
- সময়কাল- ২৬ জুলাই-১১ আগস্ট ২০২৪।
- স্লোগান- 'Games wide open'
- ইভেন্ট- ৩২৯টি।
- পদক জয়ী শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র; দ্বিতীয়- চীন; তৃতীয়- জাপান।
- প্রথম স্বর্ণ লাভ করে- চীন।
- প্রথম পদক লাভ করে- কাজাখস্তান।
- ৪০ বছর পর অলিম্পিকে পাকিস্তানের পক্ষে গোল্ড জয় করেছেন- আরশাদ নাদিম (জ্যাভেলিন থ্রো)।
- গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ২০২৪ উদ্বোধন হয়- ২৬ জুলাই ২০২৪ (প্রথম বারের মত স্টেডিয়ামের বাইরে সিন নদীতে)।
- প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে- ৫ জন ক্রীড়াবিদ।
- মেয়েদের মধ্যে অলিম্পিক সাঁতারে সবচেয়ে বেশি পদক জিতেছেন- চীনের নারী সাঁতারু ইয়ুকেই ঝ্যাং (১৩টি)।
- প্যারিস অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো সোনা জিতেছে- ৪টি দেশ (বোতসোয়ানো, ডমিনিকা, গুয়াতেমালা ও সেন্ট লুসিয়া)।
- প্যারিস অলিম্পিকের দ্রুততম মানব ও মানবী হলেন- নোয়াহ।
- প্যারিস অলিম্পিক প্রথম সামাজিক ব্যবসা মডেলে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক।
- ৩৪তম অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে- যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে।

প্যারিস অলিম্পিকে পাঁচ বাংলাদেশী

- ৩৩তম প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের ৫ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নেওয়ার সুযোগ পান।
- প্যারিসে সরাসরি খেলেছে- আর্চার সাগর ইসলাম
- ওয়াইল্ড কার্ডে সুযোগ পান বাকি ৪ জন
  - শুটার রবিউল ইসলাম
  - ইমরানুর রহমান- দেশের দ্রুততম মানব
  - দুই সাঁতারু- সামিউল ইসলাম ও সোনিয়া আক্তার

ক্রীড়া জগতে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ফুটবল দলের বর্তমান অধিনায়ক- জামাল ভূঁইয়া।
- জামাল ভূঁইয়া যে দেশের ক্লাবে খেলেন- আর্জেন্টিনা (ক্লাব- সোল ডি মায়ার)।
- বাংলাদেশ ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে- ১৫ জুন, ১৯৯৭।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন- শামীম কবির।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশ যে দেশকে প্রথম পরাজিত করে- ১৯৯৮ সালে।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক- লিটন দাস (১৭৬ রান)।
- বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে- ২৬ জুন, ২০০০।
- বাংলাদেশ বিশ্বের- দশম টেস্ট খেলুড়ে দেশ।
- বাংলাদেশ অভিষেক টেস্ট খেলে- ভারতের বিপক্ষে।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন- মুশফিকুর রহিম।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান- ৬৩৮।
- বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম যে দেশের বিরুদ্ধে খেলেছিল- নিউজিল্যান্ড।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে যে দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রথম জয়লাভ করে- স্কটল্যান্ড।
- ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- ঢাকায়।
- দাবায় গ্রান্ডমাস্টার উপাধি পায়- ৫ জন বাংলাদেশি।
- দাবা খেলার সর্বোচ্চ খেতাব- গ্রান্ডমাস্টার।
- বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়ু- নিয়াজ মোর্শেদ।
- বাংলাদেশে একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু- রানী হামিদ।
- বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু- ব্রজেন দাস।
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা- কাবাডি (হা-ডু-ডু)।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করে- ১৯৭৮ সালে।
- আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল শুরু হয়- ১৯৯৬ সালে।

বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা

সংস্থা	সদর দপ্তর	প্রতিষ্ঠাকাল
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)	লুজান, সুইজারল্যান্ড	২৩ জুন, ১৮৯৪
ফিফা (FIFA)	জুরিখ, সুইজারল্যান্ড	২১ মে, ১৯০৪
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৫ জুন ১৯০৯

- উইম্বলডন টেনিস গ্রাউন্ড অবস্থিত- লন্ডনের চার্চ রোডে।
- 'লোনা' ও 'লবি' শব্দ দুটি যে খেলায় ব্যবহৃত হয়- কাবাডি।
- প্রথম কমনওয়েলথ গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩০ সালে (কানাডার হ্যামিলটনে)।
- দাবা খেলার উৎপত্তি- ভারতে।
- 'গ্যারি কাসপার্ভ' নামটি জড়িত- দাবা খেলার সাথে।
- হকি খেলার জাদুকর বলা হয়- ধ্যানচাঁদকে।
- মাইকেল জর্ডান নামটি জড়িত- বাস্কেটবল খেলার সাথে।
- কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাব অবস্থিত- ঢাকা ক্যান্টেনমেন্টে।
- মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং খেলার উদ্ভাবন করেন- থিসিয়াস।
- বক্সিংয়ে দা গ্রেটেস্ট বলা হয়- মোহাম্মদ আলীকে।
- বিবিসি শতাব্দীর সেরা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব পুরস্কার পায়- মোহাম্মদ আলী।
- ওয়ার্ল্ড ফুটবলার অব দি ইয়ার নির্বাচিত হয়- জিনেদিন জিদান (৩ বার)।
- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট দল আকবর আলীর নেতৃত্বে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়- ২০২০ সালে।
- বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়- ২ বার (২০২২ ও ২০২৪ সালে)।
- ২০২৩ সালে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওয়ানডেতে দুটি সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করে ফারজানা হক পিংকি।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ICC'র প্লেয়ার অব দ্যা মান্থ (নভেম্বর) হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন নাহিদা আক্তার।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী ফিফা এলিট রেফারি হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন- সালমা আক্তার মণি।
- ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন- শরফুদ্দিন সৈকত (৫টি ম্যাচে দায়িত্ব পালন করে)।

ক্রীড়াজগতের বিভিন্ন খেলার প্রথম আসর

প্রতিযোগিতা	প্রথম আসর	স্বাগতিক দেশ
গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	১৮৯৬	এথেন্স, গ্রিস
শীতকালীন অলিম্পিক	১৯২৪	শামোনিক্স, ফ্রান্স
কমনওয়েলথ গেমস	১৯৩০	হ্যামিল্টন, কানাডা
এশিয়ান গেমস	১৯৫১	নতুন দিল্লি, ভারত
সাউথ এশিয়ান গেমস	১৯৮৪	কাঠমান্ডু, নেপাল
ফুটবল	১৯৩০	উরুগুয়ে
ক্রিকেট	১৯৭৫	ইংল্যান্ড

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশের জাতীয় খেলা

দেশের নাম	খেলার নাম	দেশের নাম	খেলার নাম
ভারত	হকি, কাবাডি	মিশর	ফুটবল
বাংলাদেশ	কাবাডি	ইরান	ফুটবল, রেসলিং
ইংল্যান্ড	ক্রিকেট	ইরাক	ফুটবল
চীন	টেবিল টেনিস	ব্রাজিল	ফুটবল
জাপান	জুডো, সুমো	সংযুক্ত আরব আমিরাত	ফুটবল, উটের দৌড়

CamScanner

দেশের নাম	খেলার নাম	দেশের নাম	খেলার নাম
স্পেন	ষাঁড়ের লড়াই	যুক্তরাষ্ট্র	ফুটবল, বেইসবল
নিউজিল্যান্ড	রাগবি	মালয়েশিয়া	সিলাট, গ্যাসিং, ব্যাটমিন্টন
আর্জেন্টিনা	পটো, ফুটবল	ইন্দোনেশিয়া	ফুটবল, ব্যাডমিন্টন
ইতালি	ফুটবল	নাইজেরিয়া	ফুটবল

- বিশ্ব ক্রিকেটে একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ৪০০ রান করেন উন্ডিজের ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা।
- বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে একই সময়ে তিন ফরম্যাটে অলরাউন্ডারের মর্যাদা অর্জন করেন সাকিব আল হাসান।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. ২০১১ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা বাংলাদেশের কয়টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে? [NU- Business: 2011-12]
A. ৩টি B. ২টি C. ৪টি D. ১টি **B**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. রাইডার কাপ কোন খেলায় একটি মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্ট?
A. টেনিস B. গলফ C. ক্রিকেট D. সকার **B**

02. পরবর্তী বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে-
A. কানাডায় B. মেক্সিকোতে
C. যুক্তরাষ্ট্রে D. উল্লিখিত সব দেশে **D**

03. বাংলাদেশ International Cricket Council-এর সদস্যপদ লাভ করে কত সালে?
A. ১৯৯৭ B. ১৯৮৭ C. ১৯৭৭ D. ২০০৭ **C**

04. রিও অলিম্পিক গলফ খেলায় প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশি খেলোয়াড় কে?
A. তারিক আলী B. জামিল হোসেন C. সিদ্দিকুর রহমান D. মনসুর রহমান **C**

05. কোন টেনিস খেলোয়াড় মহিলা এককে একবারও 'গ্রান্ড স্লাম' জেতেন নি?
A. মার্টিনা হিঙ্গিস B. সেরেনা উইলিয়ামস
C. মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা D. সানিয়া মির্জা **D**

06. কোন দেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ক্রিকেটে জয়লাভ করে?
A. শ্রীলংকা B. জিম্বাবুয়ে C. পাকিস্তান D. ওয়েস্ট ইন্ডিজ **B**

07. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম দলপতি কে?
A. রাকিবুল হাসান B. খালেদ মাসুদ
C. মিনহাজুল আবেদীন নান্নু D. নাইমুর রহমান **A**

08. দাবা খেলার উৎপত্তি হয়েছে কোন দেশে?
A. ভারত B. চীন C. রাশিয়া D. জাপান **A**

09. বাংলাদেশের টেস্ট দলের প্রথম অধিনায়ক কে ছিলেন?
A. আকরাম খান B. আমিনুল ইসলাম
C. মোহাম্মদ আশরাফুল D. খালেদ মাসুদ **B**

10. কোন খেলোয়াড় ২০১৯ সালে ইউএস ওপেন (পুরুষ-একক) শিরোপা জেতেন?
A. নোভাক ইউকোভিচ B. রজার ফেদেরার
C. রাফায়েল নাদাল D. ডি. মেডভেডেভ **C**

11. ২০১৯ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক কে?
A. সাকিব আল হাসান B. রশিদ খান C. মুশফিকুর রহিম D. ব্রায়ান লারা **B**

12. ২০১৯ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক কে?
A. সাকিব আল হাসান B. মুশফিকুর রহিকম
C. রশিদ খান D. ব্রায়ান লারা **C**

13. কোন সালে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার 'গোল্ডেন বুট' ও 'গোল্ডেন বল' চালু হয়?
A. ১৯৮২ B. ১৯৮৬ C. ১৯৯০ D. ১৯৯৪ **A**

14. ২০২২ আইসিসি পুরুষ টি-২০ বিশ্বকাপ-এর আয়োজক দেশ কোনটি?
A. বাংলাদেশে B. অস্ট্রেলিয়া C. ভারত D. নিউজিল্যান্ড **B**

15. ক্রিকেটে টেস্ট খেলা শুরু হয় কত সালে?
A. ১৮৭৭ B. ১৮৭৮ C. ১৮৭৯ D. ১৮৮০ **A**

16. ম্যারাথন দৌড়ে কত দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়?
A. ২৮ মাইল ২৮০ গজ B. ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ
C. ২৪ মাইল ৪২৫ গজ D. ২২ মাইল ৫১৫ গজ **B**

17. ডাকওয়াথ-লুইস-স্টারন পদ্ধতি কী?
A. ফুটবলের একটি নিয়ম B. লন টেনিসের পয়েন্ট গণনা
C. ক্রিকেটের একটি নিয়ম D. ভলিবলে একটি পদ্ধতি **C**

18. অ্যাশেজ ক্রিকেট সিরিজ প্রতিবছর কোন দুটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়?
A. অস্ট্রেলিয়া ও ভারত B. ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া
C. নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড D. নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ **B**

19. বিশ্বের সবচেয়ে বেশি 'গ্র্যান্ড স্লাম' বিজয়ী টেনিস খেলোয়াড় কে?
A. নাদাল B. মারে C. জকোভিচ D. ফেদেরার **A**

20. কোন ফুটবল খেলোয়াড় দক্ষিণ আমেরিকার নাগরিক নন?
A. প্লাতিনি B. ম্যারাডোনা C. সুয়ারেজ D. পেলে **A**

21. কোন দেশ সবচেয়ে বেশির ভাগ বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে?
A. জার্মানী B. ব্রাজিল C. ইতালী D. ইংল্যান্ড **B**

22. উইম্বলডন কোন খেলার সাথে সম্পর্কিত?
A. হকি B. টেনিস C. ফুটবল D. বাস্কেটবল **B**

23. উইলম্বডন কোন খেলার প্রতিযোগিতার জন্য বিখ্যাত?
A. ক্রিকেট B. কাবাডি C. টেনিস D. বিলিয়ার্ড **C**

24. একদিনের ক্রিকেটে 'সর্বকালের সেরা' হিসাবে কোন খেলোয়াড় বিবেচিত হন?
A. ইমরান খান B. শচীন টেন্ডুলকার C. এন্ড্রু ফ্লিনটফ D. সনৎ জয়সুরিয়া **B**

25. 'প্যারা অলিম্পিক' কাদের জন্য আয়োজন করা হয়?
A. পুরুষদের জন্য B. মহিলাদের জন্য
C. শিশুদের জন্য D. প্রতিবন্ধীদের জন্য **D**

PRIME TEST

01. কোন খেলার প্রতিযোগিতার ডেভিস কাপ দেওয়া হয়?
Ⓐ Football Ⓑ Tennis
Ⓒ Cricket Ⓓ Horse Racing

02. ICC-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ Qatar Ⓑ India Ⓒ Dubai Ⓓ Sri Lanka

03. শতাব্দীর সর্বশেষ অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
Ⓐ রোম Ⓑ সিডনি Ⓒ মস্কো Ⓓ টরেন্টো

04. আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক বা জনক-
Ⓐ বেডেন পাওয়েল Ⓑ ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তো
Ⓒ প্যারেজ দ্য কুয়েলার Ⓓ জুয়ান এন্টনিও সামারাঞ্চ

05. ১৯৯৬ সালে অলিম্পিক গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
Ⓐ লস এঞ্জেলস Ⓑ আটলান্টা Ⓒ টোকিও Ⓓ নয়াদিল্লী

06. প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল কতটি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল?
Ⓐ ১৫ Ⓑ ১৩ Ⓒ ১৭ Ⓓ ১৯

07. ২০২২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে:
Ⓐ দুবাই Ⓑ সিউল Ⓒ কাতার Ⓓ বার্লিন

08. FIFA প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
Ⓐ ১৯০৪ Ⓑ ১৯২৪ Ⓒ ১৯১৪ Ⓓ ১৯০৫

09. ব্রাজিল কতবার ফুটবল বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়?
Ⓐ চারবার Ⓑ দুইবার
Ⓒ পাঁচবার Ⓓ একবার

10. অ্যাশেজ ক্রিকেট সিরিজ প্রতিবছর কোন দুটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়?
Ⓐ ভারত ও পাকিস্তান Ⓑ দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ
Ⓒ ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া Ⓓ শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড

Answer Sheet

01.	B	02.	C	03.	B	04.	B	05.	B
06.	B	07	C	08.	A	09.	C	10.	C

অধ্যায় ২৪ বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

সাধারণ জ্ঞান

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হলেও ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানে ৪র্থ সংশোধনী আনা হয় যা সংসদীয় ব্যবস্থা রহিত করে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু করে। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয় এটি গণভোটে পাশ হলে রাষ্ট্রপতি ১৮ সেপ্টেম্বর তাতে সম্মতি দেন। ফলে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয়।

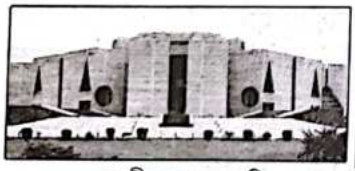
■ **বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা তিন স্তরে বিভক্ত:**



সরকারের বিভাগ	বিভাগের পরিচয়	বিভাগের কাজ
আইন বিভাগ (সংসদ)	• স্পিকারের অধীন। • কেন্দ্রস্থল: জাতীয় সংসদ/আইনসভা। • মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার দায়ী থাকে- আইনসভার নিকট।	• আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে। • সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।
শাসন/নির্বাহী বিভাগ (মন্ত্রণালয় ও সচিবালয়)	• নির্বাহী ব্যবস্থা গৃহীত হয়- রাষ্ট্রপতির নামে। • নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়- প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে। • মন্ত্রিপরিষদ ও সচিবালয় নিয়ে গঠিত।	• আইন প্রয়োগ করে। • অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা করে। • পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করে।
বিচার বিভাগ (সুপ্রীম কোর্ট)	• অধীন-প্রধান বিচারপতির। • সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক হল বিচার বিভাগ বা সুপ্রীম কোর্ট। • গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।	• বিচার কাজ পরিচালনা ও আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি বিধান করা। • সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ করে।

এক নজরে জাতীয় সংসদ ভবন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত। ১৯৬১ সালে সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর সাত্তার।



জাতীয় সংসদের চিত্র



লুই আই কান

স্থপতি	প্রফেসর লুই আই কান (যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক)। তিনি জন্মগ্রহণ করেন এস্তোনিয়ায়।
ডিজাইন	হেনরি এন উইলকটস
সংসদের এলাকার আয়তন	২১৫ একর
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন	আইয়ুব খান
উচ্চতা	৯ তলা [এক কক্ষ বিশিষ্ট]
মূল ভবনের উচ্চতা	১১৭ ফুট

সংসদের আসন	৩৫০টি (৩০০টি নির্বাচিত এবং ৫০টি নারী সংরক্ষিত আসন)
বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য আসন	৫৬টি
কর্মকর্তাদের জন্য আসন	৪১টি
সাংবাদিকদের জন্য আসন	৮০টি
দর্শকদের জন্য আসন	৪৩০টি
জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ
প্রথম নারী স্পিকার	ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী
প্রথম সংসদ নেতা	শেখ মুজিবুর রহমান
গণপরিষদের স্পিকার	শাহ আব্দুল হামিদ
গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ
সংসদের প্রথম স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ
সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার	মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ
প্রথম নারী স্পিকার	ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী

- স্থাপত্যরীতি- আধুনিক ও স্মৃতিস্তম্ভ।
- সহকারি স্থপতি- মাজহারুল ইসলাম।
- লুই আই কানের মৃত্যুর পর অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন- হেনরি উইলকট।
- ভবনটির কাঠামো ডিজাইন করেন- হেনরি এম প্যামব্যাম।
- VIP গ্যালারি-২টি।
- জাতীয় সংসদের ইংরেজি নাম – House of the nation.
- জাতীয় সংসদ উদ্বোধন করা হয় – ২৮ জানুয়ারি ১৯৮২।
- জাতীয় সংসদের নির্বাচিত আসন– ৩০০টি।
- প্রতি বছর রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন – প্রথম সংসদের সূচনায়।
- যে কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে নির্বাচন দিতে হয়– ৯০ দিনের মধ্যে।
- জাতীয় সংসদের সভাপতি- স্পিকার।
- জাতীয় সংসদের নেতা – প্রধানমন্ত্রী।
- জাতীয় সংসদের প্রতীক – শাপলা।
- জাতীয় সংসদের পাশে অবস্থিত – ক্রিসেন্ট লেক।
- জাতীয় সংসদের পাশে কবর আছে – ১২ জনের।
- জাতীয় সংসদের প্রণীত আইনকে বলে– অ্যাক্ট।
- সংসদে আইনের প্রস্তাবকে বিল বলে। বিল ২ প্রকার যথা:
  ১. **সরকারি বিল:** মন্ত্রীদের উত্থাপিত বিল।
  ২. **বেসরকারি বিল:** সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য.....

- কাস্টিং ভোট- স্পিকারের ভোট
- ফ্লোর ক্রসিং- বিপক্ষ দলে ভোট।
- হুইপ- সরকারি দলের মুখপাত্র।
- কোরাম- ৬০ জন সদস্য উপস্থিত থাকা।
- অধ্যাদেশ- রাষ্ট্রপতি প্রণীত আইন।
- কোর্ট অব রেকর্ড- সুপ্রিম কোর্ট।

জাতীয় সংসদের আসন ব্যবস্থা

- জাতীয় সংসদের মোট আসন- ৩৫০টি (৩০০টি সরাসরি ভোটে, নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি)
- বসার আসন- ৩৫৪টি।
- জাতীয় সংসদের ১নং আসন- পঞ্চগড়।
- সবচেয়ে বেশি আসন রয়েছে-ঢাকা জেলায় ২০টি এবং ঢাকা বিভাগে ৭০টি।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংসদীয় আসন আছে- চট্টগ্রামে (১৬টি)
- ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার আসনে আছে- ১১টি করে।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রয়েছে- ১৫টি। (দক্ষিণে ৮টি এবং উত্তরে ৭টি)
- ২০১৮ সালের হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভোটার-ঢাকা ১৯ আসনে (৭ লাখ ৪৭ হাজার ৩০১ জন)

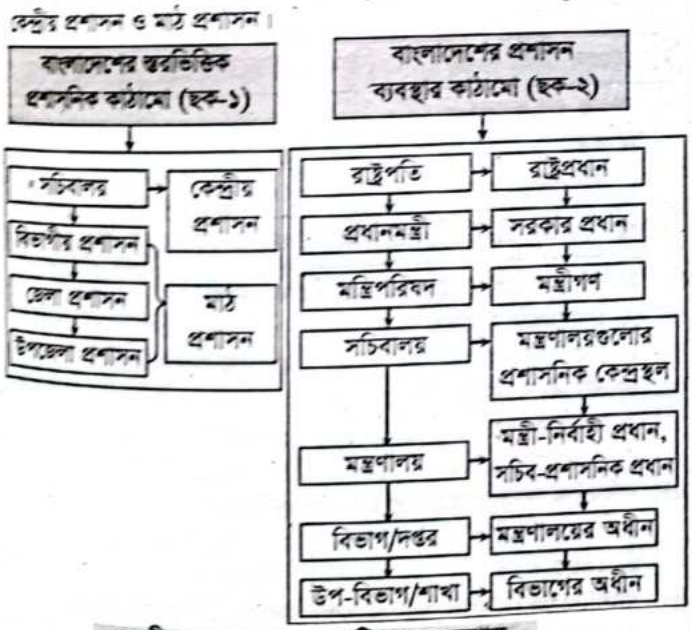
- ৯ম জাতীয় সংসদের আসন রয়েছে: ৩টি জেলায়। যথা-
  1. ঝালকাঠি জেলা (২য় তম) 2. রাঙামাটি জেলা (২৯তম)
  3. বান্দরবান জেলা (৩০তম)
- ৮ম জাতীয় সংসদের আসন রয়েছে-৯টি জেলায়। যথা-
  1. বরগুনা 2. ঝালকাঠি 3. পঞ্চগড় 4. জয়পুরহাট
  5. মেহেরপুর 6. চুয়াডাঙ্গা 7. মাগুরা 8. নড়াইল
  9. রাজবাড়ী

- এখন পর্যন্ত দুইজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদে বক্তৃতা রেখেছেন। তারা হলেন-

ক্রম	রাষ্ট্রপ্রধানের নাম	সময়কাল
প্রথম	যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোসেফ টিটো	৩১ জানুয়ারি, ১৯৭৪
দ্বিতীয়	ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি	১৮ জুন, ১৯৭৪

আইনের নাম	পাসের সাল	আইনের নাম	পাসের সাল
মুসলিম পারিবারিক আইন	১৯৬১	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন	২০১২
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আক্ট	১৯৬৩	পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন	২০১৩
ভিন্ন অধিকার আইন	১৯৭২	নিরাপদ খাদ্য আইন	২০১৩
পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ	১৯৮৫	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন	২০১৮
মনস্তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ আইন	১৯৯০	সড়ক পরিবহন আইন	২০১৮
দ্রুত বিচার আইন	২০০২	সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপত্র আইন সংসদে পাস হয় ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩ প্রজ্ঞাপন জারি ১২, ফেব্রুয়ারি ২০২৩	২০২৩
জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন	২০১০		

- শাসন বিভাগ: বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও মাঠ প্রশাসন।



কেন্দ্রীয় প্রশাসন বলতে ৪টি স্তরকে বুঝায়- সচিবালয়, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর।

রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকে যে বিভাগের ওপর তাকে শাসন বিভাগ বলা হয়। শাসন বিভাগ রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক দুটি অংশে বিভক্ত।

রাজনৈতিক অংশ	অরাজনৈতিক অংশ
রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী সভার সদস্যগণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ। রাজনৈতিক অংশের কার্যাবলি: রাষ্ট্রের শাসন নীতি নির্ধারণ করেন (Policy Making)।	আমলা, সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারিগণ। অরাজনৈতিক অংশের কার্যাবলি: রাষ্ট্রের শাসন নীতি ও আইন বাস্তবায়ন করেন (Policy Execution)।

■ **রাষ্ট্রপতি:**

রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমতা বলে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করবেন, প্রয়োজনে স্থগিত করবেন বা ভেঙে দিতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার ন্যূনতম বয়স- ৩৫ বছর।

- রাষ্ট্রপতির মেয়াদ-৫ বছর।
- রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান- স্পিকার।
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন- জাতীয় সংসদের সরাসরি ভোটে।
- রাষ্ট্রপতির বাসভবন- বঙ্গভবন।
- রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন- স্পিকারের নিকট।
- আদালতের কোনো এখতিয়ার নাই – রাষ্ট্রপতির ওপর।
- সংসদীয় পদ্ধতি সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী- রাষ্ট্রপতি।
- প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন- রাষ্ট্রপতির নিকট।
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি- শেখ মুজিবুর রহমান।
- প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি- মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন (২২তম)।

■ **রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে যে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান-**

- সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান।
- সরকারি ও বে-সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর।
- এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান।
- বাংলাদেশ স্কাউটের প্রধান।
- রেডক্রিসেন্ট এর প্রধান।

■ **প্রধানমন্ত্রী:**

- প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ন্যূনতম বয়স- ২৫ বছর।
- বাংলাদেশের সরকার প্রধান হচ্ছেন – প্রধানমন্ত্রী।
- প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম – গণভবন।
- মন্ত্রিপরিষদের প্রধান- প্রধানমন্ত্রী।
- গণভবন অবস্থিত- শেরে বাংলানগর।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দিন আহমেদ।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- বেগম খালেদা জিয়া।
- বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা- ড. মুহাম্মদ ইউনূস (অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার)

■ **প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সভাপতি-**

- একনেক (ECNEC) এর প্রধান।
- রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (EPZ)।
- মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ এর প্রধান।
- SPARRSO এর প্রধান।
- বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর এর প্রধান।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

- বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারি হয় - ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে ৩ স্তরবিশিষ্ট সরকার চালু আছে
- গ্রামাঞ্চলে তিন স্তর – ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ।
- শহরাঞ্চলে দুই স্তর – পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।
- বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রতম স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক কাঠামো -ইউনিয়ন পরিষদ।
- বাংলাদেশে বর্তমান সক্রিয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো হলো - জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ।

■ **ইউনিয়ন পরিষদঃ**
- ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ জারি হয় - ১৯৮৩ সালে।
- কতজন প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়- ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডের ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ জন করে মোট ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত।
- ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান- চেয়ারম্যান।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল কত বছর স্থায়ী হয় - ৫ বছর।
- ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয় - ১৯৯৭ সালে।

■ **উপজেলা পরিষদ**
- উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তক - হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ।
- উপজেলা পরিষদ বিল পাশ হয় - ৭ নভেম্বর, ১৯৮২ সালে।
- প্রথম উপজেলা গঠিত হয় - ৪৫টি।
- উপজেলা প্রথম চালু হয় - ১৯৮৩ সালে।
- উপজেলা প্রধান নির্বাহীর পদবি- উপজেলা চেয়ারম্যান।

■ **জেলা পরিষদ**
- জেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের নাম - জেলা পরিষদ।
- স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর - জেলা পরিষদ।
- জেলা পরিষদের প্রধানকে বলে - জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।
- প্রথম জেলা গঠিত হয় - ১৬৬৬ সালে (চট্টগ্রাম জেলা)।
- বাংলাদেশে প্রথম নিয়োগকৃত মহিলা ডি. সি এবং নিয়োগকৃত জেলা -
  ১. কামরুন্নেছা খানম - মুন্সিগঞ্জ জেলা।
  ২. বেগম মুশফেকা ইকফাত - শরিয়তপুর জেলা।
  ৩. বেগম মমতাজ আহমেদ - মেহেরপুর জেলা।
  ৪. রাজিয়া বেগম - রাজবাড়ি জেলা।
- জেলা পরিষদের মেয়াদ কত বছর নির্ধারণ করা হয়েছে - ৫ বছর।
- প্রথম জেলা পরিষদ নির্বাচন হয়- ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

■ **পৌরসভা**
- সর্বপ্রথম পৌর প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে আইন পাস হয়- ১৮৪২ সালে।
- স্বাধীন বাংলাদেশে পৌরসভা অধ্যাদেশ জারি হয়- ১৯৭৭ সালে।
- বাংলাদেশে বর্তমান মোট পৌরসভার সংখ্যা কত-৩২৯টি।
- ঢাকা পৌরসভা গঠিত হয়- ১৮৬৪ সালে।

■ **সিটি কর্পোরেশন**
- বর্তমানে দেশে সিটি কর্পোরেশন- ১২টি।
- বাংলাদেশে প্রথম সিটি কর্পোরেশন- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।
- বাংলাদেশে সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন- ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
- আয়তনে দেশের বড় সিটি কর্পোরেশন- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
- আয়তনে দেশের ছোট সিটি কর্পোরেশন- ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
- জনসংখ্যায় দেশের ছোট সিটি কর্পোরেশন- সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
- ঢাকা পৌরসভাকে কবে 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন' এ উন্নীত করা হয়- ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রথম নির্বাচিত মেয়র- মোহম্মদ হানিফ।

■ **গ্রাম সরকার**
- গ্রাম সরকার আইন পাশ হয়- ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।
- গ্রাম সরকার গঠিত হয়- ১৫ জন সদস্য নিয়ে।
- গ্রাম সরকার রহিতকরণ বিল পাশ হয়- ৬ এপ্রিল ২০০৯।

■ **বিচার বিভাগঃ** বিচার বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টকে বলা হয় কোর্ট অব রেকর্ড। এর দুটি ডিভিশন বা বিভাগ রয়েছে।
১. আপিল বিভাগ। (আপিল বিভাগে বেঞ্চের সংখ্যা ৩ এবং বিচারক সংখ্যা ৮)।
২. হাইকোর্ট বিভাগ। (হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক সংখ্যা ৮৭ জন (স্থায়ী)।
- হাইকোর্ট বেঞ্চ পুনর্গঠন করে- প্রধান বিচারপতি।
- বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়- ১ নভেম্বর ২০০৭।
- সংবিধানের অভিভাবক এবং ব্যাখ্যাকারক- সুপ্রিমকোর্ট।
- সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের চাকরির সময়সীমা- ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি- বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।
- সুপ্রিমকোর্টের বর্তমান বিচারপতি-সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগদেন- রাষ্ট্রপতি (সংবিধান অনুচ্ছেদ ৯৫-১)।

■ **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালঃ** আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (International Crimes Tribunal) ১৯৭৩ সালে সংবিধানের ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত একটি আইন। ২০১০ সালের ২রা মার্চ ট্রাইব্যুনাল আইনজীবী প্যানেল এবং তদন্ত সংস্থা গঠন করা হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন ও পাশের সন

আইন	পাশের সন
পুলিশ আইন (The Police Act)	১৮৬১ সালে
অস্ত্র আইন (The Arms Act)	১৮৭৮ সালে
বাল্যবিবাহ আইন	১৯২৯ সালে (সংশোধন১৯৮৪)
ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট(The Trade Marks Act)	১৯৪০ সালে
মুসলিম পারিবারিক আইন	১৯৬১ সালে
বিশেষ ক্ষমতা আইন	১৯৭৪ সালে
বাংলাদেশ শিশু আইন	১৯৭৪ সালে
বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইন	১৯৭৪ সালে (সংশোধন ১৯৭৫)
যৌতুক নিরোধ আইন	১৯৮০ সালে (সংশোধন ১৯৮৬)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন	১৯৯০ সালে
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন	৭ এপ্রিল ২০০২
দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনাল আইন	১ ডিসেম্বর ২০০২
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন	২ ডিসেম্বর ২০০৪ (সংশোধন ২জুন ২০০৬)
বাংলাদেশ শ্রম আইন	২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬
ভ্রাম্যমাণ আদালত অধ্যাদেশ	১ নভেম্বর ২০০৭
তথ্য অধিকার আইন	২৯ মার্চ ২০০৯
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন	১ এপ্রিল ২০০৯
বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন	২০১৭
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন	২০১৮
সড়ক পরিবহন আইন	২০১৮

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. গণতন্ত্র এক ধরনের- [NU- Business: 2005-06]
A. বস্তু B. সেবা
C. কার্যক্রম D. ধারণা **D**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের কোন অংশের কর্মকর্তা?
A. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় B. বিচার বিভাগ
C. নির্বাহী বিভাগ D. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ **C**

02. কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয়?
A. আইনের প্রয়োগ B. আইনের ব্যাখ্যা
C. সংবিধানের ব্যাখ্যা D. সংবিধান প্রণয়ন **D**

03. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ কত সালে জারি হয়?
A. ১৯৮০ সালে B. ১৯৮১ সালে
C. ১৯৮৫ সালে D. ১৯৯১ সালে **C**

04. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসাবে গণ্য-
A. লেবার পার্টি B. জজ কোর্ট
C. হাই কোর্ট D. সুপ্রীম কোর্ট **D**

05. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি-
A. এককেন্দ্রিক B. যুক্তরাষ্ট্রীয়
C. রাজতন্ত্র D. রাষ্ট্রপ্রতি শাসিত **A**

CamScanner

ঢাকা পৌরসভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
A. ১৯০৬ সালে B. ১৮৬৪ সালে
C. ১৯১৯ সালে D. ১৯৬০ সালে **B**

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কত তারিখে শুরু হয়?
A. ৭ এপ্রিল, ১৯৭২ B. ১০ এপ্রিল, ১৯৭২
C. ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩ D. ১০ এপ্রিল, ১৯৭৩ **C**

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?
A. মাজহারুল হক B. লুই আই কান
C. এফ আর খান D. নকশা আহমেদ **B**

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা-
A. আইন মন্ত্রণালয়ের B. রাষ্ট্রপতির
C. স্পিকারের D. জাতীয় সংসদের **D**

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তির সর্বনিম্ন বয়স হতে হবে-
A. ৫০ বছর B. ৪০ বছর
C. ৩৫ বছর D. ৩৩ বছর **C**

বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন–
A. আইন সচিব B. এটর্নি জেনারেল
C. প্রধান বিচারপতি D. আইনমন্ত্রী **B**

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন কবে পাস হয়?
A. ২৯ মার্চ ২০০৯ B. ২২ মার্চ ২০০৯
C. ২৭ মার্চ ২০০৯ D. ২১ মার্চ ২০০৯ **A**

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সর্বোচ্চ বয়স কত বছর?
A. ৬৫ B. ৬৭
C. ৬৯ D. ৬২ **B**

PRIME TEST

01. 'অ্যামিকাস কিউরি'র অর্থ কী?
Ⓐ আদালতের বন্ধু Ⓑ আদালত উপদেষ্টা
Ⓒ বিজ্ঞ আদালত Ⓓ আদালতের বিচারক

02. বাংলাদেশ সরকার প্রধান কে?
Ⓐ প্রধানমন্ত্রী Ⓑ রাষ্ট্রপতি Ⓒ স্পীকার Ⓓ প্রধান বিচারপতি

03. প্যারোল কী?
Ⓐ মামলা বাতিল ও মুক্তি Ⓑ আদালতের আদেশে মুক্তি
Ⓒ নির্বাহী আদেশে মুক্তি Ⓓ জামিনে মুক্তি

04. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং ভোট' প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে কার?
Ⓐ প্রধানমন্ত্রীর Ⓑ চিফ হুইপের
Ⓒ স্পিকারের Ⓓ বিরোধীদলীয় নেতার

05. নিচের কোনটিকে প্রশাসনের 'স্নায়ুকেন্দ্র' বলা হয়?
Ⓐ মন্ত্রণালয় Ⓑ জাতীয় সংসদ
Ⓒ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় Ⓓ সচিবালয়

06. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের স্তর কয়টি?
Ⓐ ৩টি Ⓑ ৪টি Ⓒ ৫টি Ⓓ ৬টি

07. লুই আই কান যে ভবনের স্থপতি–
Ⓐ গণভবন Ⓑ জাতীয় সংসদ ভবন
Ⓒ বঙ্গভবন Ⓓ কার্জন হল

08. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সুবর্ণজয়ন্তীর সাল–
Ⓐ ২০২১ Ⓑ ২০২২ Ⓒ ২০২৩ Ⓓ ২০২৪

09. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অনধিক কত দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন?
Ⓐ ১২০ Ⓑ ৯০ Ⓒ ১৫০ Ⓓ ১৯০

10. তথ্য অধিকার আইন কোন সালে প্রণীত হয়?
Ⓐ ২০০৭ সালে Ⓑ ২০০৮ সালে Ⓒ ২০০৯ সালে Ⓓ ২০১০ সালে

Answer Sheet

01.	A	02.	A	03.	C	04.	C	05.	D
06.	A	07	B	08.	C	09.	A	10.	C

অধ্যায় ২৫ পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

সাধারণ জ্ঞান

টপিক ১ পররাষ্ট্রনীতি

- **পররাষ্ট্রনীতি:** ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পদার্পণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাংলাদেশ শান্তিতে বিশ্বাস করে, কারও প্রতি বৈরী আচরণ সমর্থন করবে না। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়"-এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ হবে। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ন্যামের সম্মেলনে বলেন, "পৃথিবী আজ ২ ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শোষক শ্রেণি, আরেক ভাগে শোষিত। আমি শোষিতদের দলে।" বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় দেশের সংবিধান দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতিমালা সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে।
- **বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান দিকগুলো হলো-**
  - সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরীতা নয়।
  - অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা।
  - অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।
  - বিশ্বশান্তি।
- **বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন:** বর্তমানে বাংলাদেশের বিদেশে মিশন রয়েছে মোট ৮০টি, যা ৬০টি দেশে পরিচালিত হচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে। বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন দুটি- নিউইয়র্ক ও জেনেভা।
  - একাধিক মিশন আছে - ১২টি দেশে।
  - সর্বাধিক মিশন আছে - ভারতে (৫টি), যুক্তরাষ্ট্রে (৫টি)।
  - দক্ষিণ এশিয়াতে মিশন আছে - ১১টি।
  - দক্ষিণ এশিয়াতে যে দেশে মিশন নেই - আফগানিস্তান।
  - দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৩টি দেশে বাংলাদেশের মিশন নেই– লাওস, কম্বোডিয়া ও তিমুর লিস্তে।
  - বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই- ইসরাইল।
  - বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক থাকলেও কূটনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই- তাইওয়ানের।
  - জাতিসংঘে স্থায়ী মিশন ২টি– ১. নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র ২. জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

সেনাবাহিনী

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়	২৬ মার্চ, ১৯৭১
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্বনাম	ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা	মেজর গণি
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্লোগান	সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে।
বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির স্লোগান	চির উন্নত মম শির
বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি অবস্থিত	চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে- (পূর্বে ছিল কুমিল্লায়)
'টাস্কফোর্স'	সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত দল
বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ব্রিগেডিয়ার	সুরাইয়া বেগম।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম	সেনাবার্তা।
বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ সামরিক মহড়া	সি-ব্যাট
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রথম জাতিসংঘ মিশনে যোগ দেয়	১৯৮৮ সালে।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ	৩ জন। মোস্তফা কামাল, সিপাহী হামিদুর রহমান, ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।
প্রথম 'সোর্ড অব অনার'এ ভূষিত মহিলা	মারজিয়া ইসলাম
প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান এম. এ. জি ওসমানি	বর্তমান সেনাবাহিনী প্রধান ওয়াকার-উজ-জামান

নৌ-বাহিনী

বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২
বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর প্রথম রণতরী	বিএনএস পদ্মা
বাংলাদেশের বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ	বিএনএস বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অবস্থিত	চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়
নৌ-বাহিনীর স্লোগান	'শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়'
নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর	ঢাকায়
বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী প্রথম জাতিসংঘে যোগ দেয়	১৯৯৩ সালে
বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ	১ জন, মোহাম্মদ রুহুল আমিন
নৌ-বাহিনীর প্রথম প্রধান নুরুল হক	নৌ-বাহিনীর বর্তমান প্রধান মো. নাজমুল

বিমান বাহিনী

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর	ঢাকা সেনানিবাস
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্লোগান	বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত
এয়ারফোর্স ট্রেনিং একাডেমি	যশোর
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম	ঈগল
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ষান্মাসিক পত্রিকা	বিমান সেনা
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ	১ জন, ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান
বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান এ. কে খন্দকার	বিমান বাহিনীর বর্তমান প্রধান হাসান মাহমুদ

পুলিশ, র‍্যাব, বর্ডার গার্ড, আনসার ও কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ পুলিশ

Police-শব্দটি এসেছে	ইংরেজি ভাষা থেকে
বাংলাদেশ Police এর মূলনীতি	শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতি
উপমহাদেশে পুলিশ সার্ভিস চালু হয়	১৮৬১ সালে
উপমহাদেশে পুলিশ সার্ভিস চালু হয়	লর্ড ক্যানিংয়ের শাসনামলে
পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার পদবি	আইজিপি
দেশের একমাত্র পুলিশ একাডেমি	সারদা, রাজশাহী।
পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার	৪টি-নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, খুলনা ও রংপুর
বাংলাদেশে প্রথম মহিলা পুলিশ নিয়োগ হয়	১৯৭৪ সালে
প্রথম পুলিশ প্রধান আব্দুল খালেক (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন)	**বর্তমান পুলিশ প্রধান মোঃ বাহারুল আলম**

র‍্যাব- র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনে গঠিত বাহিনী	র‍্যাব
র‍্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়	২৬ মার্চ, ২০০৪ সালে
র‍্যাবের স্লোগান	বাংলাদেশ আমার অহংকার
যে আইন সংস্কার করে র‍্যাব গঠন হয়	**আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান এ্যাক্ট-১৯**
র‍্যাবের সদর দপ্তর	উত্তরা, ঢাকা
র‍্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক	এ কে এম শহিদুর রহমান

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড

বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নাম	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পূর্ব নাম	বাংলাদেশ রাইফেলস- (বিডিআর)
স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্ব পদক প্রাপ্ত বিডিআর সদস্য	**২ জন বীরশ্রেষ্ঠ (ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ), বীর উত্তম ৮ জ বীর বিক্রম ৩২ জন এবং বীর প্রতীক ৭৮ জন**
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বর্তমান মহাপরিচালক	মেজর জেনারেল সাফিনুল ইসলাম

বিভিন্ন সংস্থার নাম	সদস্যপদ লাভ
ADB	১৪ ই মার্চ ১৯৭৩
FAO	১২ নভেম্বর ১৯৭৩
UPU	৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সাল।
OIC	২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
Interpol	১৪ অক্টোবর ১৯৭৪
WTO	১ জানুয়ারি ১৯৯৫
FIFA	১৯৭৪ সাল

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য নয়?
A. IMF B. OIC
C. WTO D. BRICS **D**

02. বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য?
A. BRICS B. ILO
C. ASEAN D. G-8 **B**

03. 'Persona non grata' কাদের সাথে সম্পর্কিত?
A. রাজনীতিবিদ B. কূটনীতিবিদ
C. খেলোয়াড় D. লেখক **B**

04. বাংলাদেশ কত সালে WHO-এর সভাপতির পদ লাভ করে?
A. ২০০৩ B. ২০০৫ C. ২০০৭ D. ২০০৯ **A**

05. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে–
A. ১৯৭২ B. ১৯৭৩ C. ১৯৭৪ D. ১৯৭৫ **C**

06. বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
A. পতেঙ্গা B. মংলা C. কক্সবাজার D. কুয়াকাটা **A**

07. বাংলাদেশ কবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
A. ১৯৯১ B. ১৯৯৪
C. ১৯৯২ D. ১৯৯৫ **D**

08. "ইউনেস্কো-বাংলাদেশ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' আন্তর্জাতিক পুরস্কার" যে বিষয়ে ঘোষিত হয়েছে–
A. নারীর ক্ষমতায়ন B. সমাজকল্যাণ
C. দারিদ্র্য দূরীকরণ D. সৃষ্টিশীল অর্থনীতি **D**

09. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?
A. ১৩৬ তম B. ১৩৭ তম
C. ১৩৮ তম D. ১৩৯ তম **A**

10. হাইকমিশনার ও অ্যাম্বাসেডরের মধ্যে পার্থক্য কি?
A. প্রথমজন কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও অপরজন কমনওয়েলথ বহির্ভূত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি
B. প্রথমজন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও অপরজন এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতিনিধি
C. প্রথমজন কূটনীতিক ও অপরজন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি
D. কোনো পার্থক্য নেই **A**

11. কোন সংস্থাটি ঢাকা মহানগরের সকল মূল সড়কে লেগুনা চলাচলের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে?
A. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) B. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
C. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন D. ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ **D**

12. বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রথম নারী মেজর জেনারেল হলেন-
A. গীতি সুসানে B. সুসানে গীতি
C. গীতি আরা সুসানে D. গীতি আরা **B**

13. পারসোনা নন- গ্রাটা যাদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক -
A. রাজনীতিবিদ B. কূটনীতিবিদ
C. খেলোয়াড় D. লেখক **B**

ডেনমার্ক
- রাষ্ট্রীয় নাম - কিংডম অব ডেনমার্ক
- রাজধানীর নাম- কোপেন হেগেন
- মুদ্রা- ক্রোনা

ফিনল্যান্ড
- রাষ্ট্রীয় নাম - প্রজাতন্ত্রী ফিনল্যান্ড
- রাজধানীর নাম- হেলসিংকি
- মুদ্রা- ইউরো

নরওয়ে
- রাষ্ট্রীয় নাম - কিংডম অব নরওয়ে
- রাজধানীর নাম- অসলো
- মুদ্রা- ডেনিস ক্রোনা

লাটভিয়া
- রাষ্ট্রীয় নাম - রিপাবলিক অব লাটভিয়া
- রাজধানীর নাম- রিগা
- মুদ্রা- লাটস

লিথুনিয়া
- রাষ্ট্রীয় নাম - প্রজাতন্ত্রী লিথুনিয়া
- রাজধানীর নাম- ভিলানিয়াস
- মুদ্রা- লিটাস

এস্তোনিয়া
- রাষ্ট্রীয় নাম - প্রজাতন্ত্রী এস্তোনিয়া
- রাজধানীর নাম- তাল্লিন
- মুদ্রা- ইউরো

দক্ষিণ ইউরোপের দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

আলবেনিয়া
- রাষ্ট্রীয় নাম- প্রজাতন্ত্রী আলবেনিয়া
- রাজধানীর নাম- তিরানা
- মুদ্রা- আলবেনিয়ান লেক

ক্রোয়েশিয়া
- রাষ্ট্রীয় নাম- রিপাবলিক অব ক্রোয়েশিয়া
- রাজধানীর নাম- জাগরেব
- মুদ্রা- কুনা

গ্রিস
- রাষ্ট্রীয় নাম- হেলেনিক রিপাবলিক
- রাজধানীর নাম- এথেন্স
- মুদ্রা- ইউরো

ইতালি
- রাষ্ট্রীয় নাম- ইতালিয়ান রিপাবলিক
- রাজধানীর নাম- রোম
- মুদ্রা- ইউরো

পর্তুগাল
- রাষ্ট্রীয় নাম- রিপাবলিক অব পর্তুগাল
- রাজধানীর নাম- লিসবন
- মুদ্রা- ইউরো

সানম্যারিনো
- রাষ্ট্রীয় নাম- রিপাবলিক অব সানম্যারিনো
- রাজধানীর নাম- সানম্যারিনো
- মুদ্রা- ইউরো

সার্বিয়া
- রাষ্ট্রীয় নাম- রিপাবলিক অব সার্বিয়া
- রাজধানীর নাম- বেলগ্রেড
- মুদ্রা- সার্বিয়ান দিনার

স্পেন
- রাষ্ট্রীয় নাম- কিংডম অব স্পেন
- রাজধানীর নাম- মাদ্রিদ
- মুদ্রা- ইউরো

মোনাকো
- রাষ্ট্রীয় নাম- প্রিন্সিপালিটি অব মোনাকো
- রাজধানীর নাম- মোনাকো
- মুদ্রা- ইউরো

মন্টিনিগ্রো
- রাষ্ট্রীয় নাম- রিপাবলিক অব মন্টিনিগ্রো
- রাজধানীর নাম- পোডগোরিকা
- মুদ্রা- ইউরো

কসোভো
- রাষ্ট্রীয় নাম- রিপাবলিক অব কসোভো
- রাজধানীর নাম- প্রিস্টিনা
- মুদ্রা- ইউরো

ভ্যাটিকান
- রাষ্ট্রীয় নাম- স্টেট অব দি ভ্যাটিক্যান সিটি
- রাজধানীর নাম- ভ্যাটিকান সিটি

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
- সরকার পদ্ধতি- সংসদীয় গণতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- সারায়েভো
- মুদ্রা- কানভারটিবলে মার্ক

মাল্টা
- সরকার পদ্ধতি- সংসদীয় গণতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- ভেলেটা
- মুদ্রা- ইউরো

মেসিডোনিয়া
- সরকার পদ্ধতি- সংসদীয় গণতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- স্কোপেজ
- মুদ্রা- মেসিডোনিয়ান মুদ্রা

অ্যান্ডোরা
- সরকার পদ্ধতি- সাংবিধানিক রাজতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- এন্ডোরা লা ভিলা
- মুদ্রা- ইউরো

পশ্চিম ইউরোপের দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

আয়ারল্যান্ড
- রাষ্ট্রীয় নাম- প্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ড
- রাজধানীর নাম- ডাবলিন
- মুদ্রা- ইউরো

যুক্তরাজ্য
- রাষ্ট্রীয় নাম- ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড নর্থ আয়ারল্যান্ড।
- রাজধানীর নাম- লন্ডন
- মুদ্রা- পাউন্ড

বেলজিয়াম
- রাষ্ট্রীয় নাম- কিংডম অব বেলজিয়াম
- রাজধানীর নাম- ব্রাসেলস
- মুদ্রা- ইউরো

ফ্রান্স
- রাষ্ট্রীয় নাম- রিপাবলিক অব ফ্রান্স
- রাজধানীর নাম- প্যারিস
- মুদ্রা- ইউরো

নেদারল্যান্ড
- রাষ্ট্রীয় নাম- কিংডম অব নেদারল্যান্ড
- রাজধানীর নাম- প্রশাসনিক দ্য হেগ এবং বাণিজ্যিক-আমস্টারডাম
- মুদ্রা- ইউরো

অস্ট্রিয়া
- রাষ্ট্রীয় নাম- রিপাবলিক অস্ট্রিয়া
- রাজধানীর নাম- ভিয়েনা
- মুদ্রা- ইউরো

জার্মানি
- রাষ্ট্রীয় নাম- বুন্ডেস রিপাবলিক ডয়েচল্যান্ড
- রাজধানীর নাম- বার্লিন
- মুদ্রা- ইউরো

সুইজারল্যান্ড
- রাষ্ট্রীয় নাম- সুইস কনফিডারেশন
- রাজধানীর নাম- বার্ন
- মুদ্রা- ফ্রাঙ্ক

লিচেনস্টাইন
- সরকার পদ্ধতি- সাংবিধানিক রাজতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- ভ্যাদুজ
- মুদ্রা- সুইস ফ্রাংক

লুক্সেমবার্গ
- সরকার পদ্ধতি- সাংবিধানিক রাজতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- লুক্সেমবার্গ
- মুদ্রা- ইউরো

পূর্ব আফ্রিকার দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

বুরুন্ডি
- রাজধানীর নাম- বুজোমবুরা
- মুদ্রা - বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক

কমোরোস
- রাজধানীর নাম- মরোনি
- মুদ্রা - কমোরিয়ান ফ্রাঙ্ক

জিবুতি
- রাজধানীর নাম- জিবুতি
- মুদ্রা - ডলার

ইথিওপিয়া
- রাজধানীর নাম- আদিস আবাবা
- মুদ্রা - বির

ইরিত্রিয়া
- রাজধানীর নাম- আসমারা
- মুদ্রা - নাকফা

কেনিয়া
- রাজধানীর নাম- নাইরোবি
- মুদ্রা - শিলিং

সিচেলেস
- রাজধানীর নাম- ভিক্টোরিয়া
- মুদ্রা - সিচেলিস রুপি

সোমালিয়া
- রাজধানীর নাম- মোগাদিসু
- মুদ্রা - সোমালি শিলিং

জিম্বাবুয়ে
- রাজধানীর নাম- হারারে
- মুদ্রা - জিম্বাবুয়ে ডলার

দক্ষিণ সুদান
- রাজধানীর নাম- জুবা
- মুদ্রা - সুদানিজ পাউন্ড

মালাবি
- রাজধানীর নাম- লিলানগিয়ে
- মুদ্রা - কোয়াচা

মাদাগাস্কার
- রাজধানীর নাম- আন্তানানারিভো
- মুদ্রা - এরিয়ারি

মরিশাস
- রাজধানীর নাম- পোর্টলুইস
- মুদ্রা - রুপি

মোজাম্বিক
- রাজধানীর নাম- মাপুতো
- মুদ্রা - মেটিকেল

রুয়ান্ডা
- রাজধানীর নাম- কিগালি
- মুদ্রা - ফ্রাংক

উগান্ডা
- রাজধানীর নাম- কাম্পালা
- মুদ্রা - শিলিং

তানজানিয়া
- রাজধানীর নাম- দোদোমা
- মুদ্রা - শিলিং

জাম্বিয়া
- রাজধানীর নাম- লুসাকা
- মুদ্রা - কোয়াসা

CamScanner

মধ্য আফ্রিকা

মধ্য আফ্রিকার দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

ক্যামেরুন
- রাজধানীর নাম- ইয়াউন্ডে
- মুদ্রা- ফ্রাঙ্ক

চাদ
- রাজধানীর নাম- ন'জামেনা
- মুদ্রা- ফ্রাঙ্ক

নিরক্ষীয় গিনি
- রাজধানীর নাম- মালাবো
- মুদ্রা- ফ্রাঙ্ক

কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- কিনসাসা
- মুদ্রা- ফ্রাঙ্ক

আঙ্গোলা
- রাজধানীর নাম- লুয়ান্ডা
- মুদ্রা- কোয়ানজা

গ্যাবন
- রাজধানীর নাম- লিব্রেভিল
- মুদ্রা- ফ্রাঙ্ক

উত্তর আফ্রিকা

উত্তর আফ্রিকার দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

আলজেরিয়া
- রাজধানীর নাম- আলজিয়ার্স
- মুদ্রা- দিনার

মিশর
- রাজধানীর নাম- কায়রো
- মুদ্রা- মিসরীয় পাউন্ড

লিবিয়া
- রাজধানীর নাম- ত্রিপোলি
- মুদ্রা- দিনার

মরক্কো
- রাজধানীর নাম- রাবাত
- মুদ্রা- দিরহাম

সুদান
- রাজধানীর নাম- খার্তুম
- মুদ্রা- সুদানিজ পাউন্ড

তিউনিসিয়া
- রাজধানীর নাম- তিউনিস
- মুদ্রা- দিনার

দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

বতসোয়ানা
- রাজধানীর নাম- গ্যাবরোন
- মুদ্রা - পুলা

লেসেথো
- রাজধানীর নাম- ম্যাসেরু
- মুদ্রা - লোটি

নামিবিয়া
- রাজধানীর নাম- উইন্ডহুক
- মুদ্রা - নামিবিয় ডলার

কিংডম অব ইসওয়াতানি
- রাজধানী নাম- এমবাবানে
- মুদ্রা - লিলাঙ্গেনি

দক্ষিণ আফ্রিকা
- রাজধানীর নাম- প্রিটোরিয়া (আইন কক্ষীয় কেপটাউন ও বিচার বিভাগীয় ব্লুমফন্টেন)
- মুদ্রা - র‍্যান্ড

পশ্চিম আফ্রিকা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

বেনিন প্রজাতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- পোর্টো-নোভো
- মুদ্রা - ফ্রাঙ্ক

ঘানা
- রাজধানীর নাম- আক্রা
- মুদ্রা - ঘানাইয়ান সিডি

গিনি বিসাউ
- রাজধানীর নাম- বিসাউ
- মুদ্রা - ফ্রাঙ্ক

আইভরি কোস্ট
- রাজধানীর নাম- ইয়ামুসুক্রো; প্রশাসনিক আবিদজান
- মুদ্রা - ফ্রাঙ্ক

সিয়েরা লিওন
- রাজধানীর নাম- ফ্রিটাউন
- মুদ্রা - লিওন

সেনেগাল
- রাজধানীর নাম- ডাকার
- মুদ্রা - সিএফএ ফ্রাঙ্ক

মরক্কো
- রাজধানীর নাম- রাবাত
- মুদ্রা - দিরহাম

নাইজেরিয়া
- রাজধানীর নাম- আবুজা
- মুদ্রা - নাইরো

নাইজার
- রাজধানীর নাম- নিয়ামে
- মুদ্রা - ফ্রাঙ্ক

লাইবেরিয়া
- রাজধানীর নাম- মনরোভিয়া
- মুদ্রা - লাইবেরিয়ান ডলার

গিনি
- রাজধানীর নাম- কোনাক্রি
- মুদ্রা - ফ্রাঙ্ক

গাম্বিয়া
- রাজধানীর নাম- বানজুল
- মুদ্রা - ডালাসি

কেপ ভার্দে
- রাজধানীর নাম- প্রাইয়া
- মুদ্রা - এসকুদো

মৌরিতানিয়া
- রাজধানীর নাম- নৌয়াকচট
- মুদ্রা - উগুইয়া

টোগো
- রাজধানীর নাম- লোমে
- মুদ্রা - ফ্রাংক

মালি
- রাজধানীর নাম- বামাকো
- মুদ্রা - ফ্রাঙ্ক

বুরকিনা ফাসো
- রাজধানীর নাম- ওয়াগাদুগু
- মুদ্রা: ফ্রাঙ্ক

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দেশ (১৩টি), রাজধানী ও মুদ্রা

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ
- রাজধানীর নাম- নাসাউ
- মুদ্রা- বাহামিয়ান ডলার

বার্বাডোজ
- রাজধানীর নাম- ব্রিজটাউন
- মুদ্রা- বার্বাডোস ডলার

কিউবা
- রাজধানীর নাম- হাভানা
- মুদ্রা- পেসো

গ্রানাডা
- রাজধানীর নাম- সেন্ট জর্জেস
- মুদ্রা- ক্যারিবিয়ান ডলার

ডোমিনিকা
- রাজধানীর নাম- রোজো
- মুদ্রা- ডলার

জ্যামাইকা
- রাজধানীর নাম- কিংস্টন
- মুদ্রা- জ্যামাইকান ডলার

ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো
- রাজধানীর নাম- পোর্ট অব স্পেন
- মুদ্রা- ডলার

সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস
- রাজধানীর নাম- বাসেতেরে
- মুদ্রা- ক্যারিবীয় ডলার

সেন্ট ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র
- রাজধানীর নাম- সেন্ট ডোমিনগো
- মুদ্রা - পেসো

হাইতি
- রাজধানীর নাম- পোর্ট অব প্রিন্স
- মুদ্রা- গুর্দে

সেন্ট লুসিয়া
- রাজধানীর নাম- ক্যাসট্রিস
- মুদ্রা- ডলার

অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারমুডা
- রাজধানীর নাম- সেন্ট জনস
- মুদ্রা- ক্যারিবিয়ান ডলার

সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্যা গ্রানডাইস
- রাজধানীর নাম- কিংসটাউন
- মুদ্রা- ডলার

মধ্য আমেরিকার দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

বেলিজ
- রাজধানীর নাম- বেলমোপান
- মুদ্রা - বেলিজ ডলার

কোস্টারিকা
- রাজধানীর নাম- সানজোসে
- মুদ্রা - কোলন

এল সালভেদর
- রাজধানীর নাম- স্যান সালভেদর
- মুদ্রা - ইউএস ডলার

গুয়েতেমালা
- রাজধানীর নাম- গুয়েতমালা সিটি
- মুদ্রা - কুয়েটজাল

হন্ডুরাস
- রাজধানীর নাম- তেগুচিগালপা
- মুদ্রা - ল্যাম্পিরা

পানামা
- রাজধানীর নাম- পানামা সিটি
- মুদ্রা - বেলবো

নিকারাগুয়া
- রাজধানীর নাম- মানাগুয়া
- মুদ্রা : কর্ডোবা

উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা

যুক্তরাষ্ট্র
- রাজধানীর নাম- ওয়াশিংটন ডিসি
- মুদ্রা- মার্কিন ডলার

কানাডা
- রাজধানীর নাম- অটোয়া
- মুদ্রা- কানাডিয়ান ডলার

মেক্সিকো

⊙ রাজধানীর নাম- মেক্সিকো সিটি ● মুদ্রা- পেসো

'মাইক্রোনেশিয়া' (মাইক্রো= ক্ষুদ্র এবং নেশিয়া = দ্বীপ) অর্থ ক্ষুদ্র দ্বীপ। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হাজার দ্বীপের সমষ্টি মাইক্রোনেশিয়া

দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের রাজধানী ও মুদ্রা

আর্জেন্টিনা	**ইকুয়েডর**
⊙ রাজধানীর নাম- বুয়েন্স আয়ার্স	⊙ রাজধানীর নাম- কিটো
● মুদ্রা - পেসো	● মুদ্রা - মার্কিন ডলার
উরুগুয়ে	**কলম্বিয়া**
⊙ রাজধানীর নাম- মন্টিভিডিও	⊙ রাজধানীর নাম- বোগটা
● মুদ্রা - পেসো	● মুদ্রা - পেসো
সুরিনাম	**গায়ানা**
⊙ রাজধানীর নাম- প্যারামারিবো	⊙ রাজধানীর নাম- জর্জ টাউন
● মুদ্রা - ডলার	● মুদ্রা - ডলার
চিলি	**প্যারাগুয়ে**
⊙ রাজধানীর নাম- সান্টিয়াগো	⊙ রাজধানীর নাম- আসুনসিওন
● মুদ্রা - পেসো	● মুদ্রা - গুয়ারানি
পেরু	**বলিভিয়া**
⊙ রাজধানীর নাম- লিমা	⊙ রাজধানীর নাম- লাপাজ
● মুদ্রা - সোল/ ইনটি	● মুদ্রা - বলিভিয়ানো
ব্রাজিল	**ভেনিজুয়েলা**
⊙ রাজধানীর নাম- ব্রাসিলিয়া	⊙ রাজধানীর নাম- কারাকাস
● মুদ্রা - রিয়াল	● মুদ্রা - বলিভার ফুর্তে

ওশেনিয়া মহাদেশের দেশসমূহের রাজধানী ও মুদ্রা

অস্ট্রেলিয়া	**নিউজিল্যান্ড**
⊙ রাজধানীর নাম- ক্যানবেরা।	⊙ রাজধানীর নাম- ওয়েলিংটন
● সরকার পদ্ধতি- সাংবিধানিক রাজতন্ত্র	● সরকার পদ্ধতি- সাংবিধানিক রাজতন্ত্র
◎ মুদ্রা- অস্ট্রেলিয়ান ডলার	◎ মুদ্রা- নিউজিল্যান্ড ডলার

মাইক্রোনেশিয়ার অঞ্চলের স্বাধীন দেশ ও রাজধানী

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
মাইক্রোনেশিয়া	পালিকির	পালাউ	মেলিকিওক
কিরিবিতি	তারাওয়া	মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	মাজুরু
নাউরু	ইয়ারেন		

এই পাঁচটি দেশ ব্যতীত মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন দ্বীপসমূহ হলো- গুয়াম (যুক্তরাষ্ট্র), উত্তর মারিয়ানা (যুক্তরাষ্ট্র) ও ওয়াক দ্বীপপুঞ্জ (যুক্তরাষ্ট্র)।

মিলেনেশিয়া অঞ্চলের দেশ ও রাজধানী

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
পাপুয়া নিউগিনি	পোর্ট মোর্সবি	ভানুয়াতু	পোর্ট ভিলা
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	হেনিয়ারা	ফিজি	সুভা

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
সামোয়া	আপিয়া	টুভ্যালু	ফুনাফুতি
টোঙ্গা	নুকুয়ালোফা		

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলের দেশ ও রাজধানী

রাজধানী	মুদ্রা
হেনিয়ারা	ডলার

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. 'আস্তানা' কোন দেশের রাজধানীর নাম?
A. উজবেকিস্তান B. কাজাখস্তান C. তুর্কেমিস্তান D. আজারবাইজান **B**

02. ফিলিপাইনের মুদ্রার নাম-
A. লিরা B. ডং C. পেসো D. ইয়েন **C**

03. মালদ্বীপের মুদ্রার নাম কী?
A. রুপি B. রুপিয়া C. ডলার D. দিনার **B**

04. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?
A. আফ্রিকা B. ইউরোপ C. উত্তর আমেরিকা D. এশিয়া **D**

05. দুশানবে কোন দেশের রাজধানী?
A. উজবেকিস্তান B. কিরগিজস্তান C. কাজাখস্তান D. তাজিকিস্তান **D**

06. শ্রীলঙ্কার মুদ্রার নাম কী?
A.ডলার B.পাউন্ড C.টাকা D.রুপি **D**

07. পূর্ব তিমুরের রাজধানী কোনটি?
A. লাসা B. প্রোর্টো নোভো C. দিলি D. ভিয়েনতিয়েন **C**

08. মিয়ানমারের রাজধানীর নাম–
A.নাইপিদো B.ইয়াংগুন C.ম্যানডালে D.বাগান **A**

09. মিয়ানমারের মুদ্রার নাম কী?
A.কিয়াট B.বাথ C. গুলট্রাম D.রুপাইয়া **A**

10. নমপেন কোন দেশের রাজধানী?
A.লাওস B.কম্বোডিয়া C.থাইল্যান্ড D.ভিয়েতনাম **B**

11. মালয়েশিয়ার মুদ্রার নাম কী?
A.ডলার B.রিংগিত C.ইয়েন D.পেসো **B**

12. লাওসের রাজধানীর নাম কী?
A.ভিয়েনতিয়েন B.হ্যানয় C.নমপেন D.লেবানন **A**

13. ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রার নাম?
A.ডলার B.রুপি C.রিংগিট D.রুপিয়া **B**

14. কোন দেশ ও রাজধানীর নাম একই?
A.লেবানন B.সিঙ্গাপুর C.ভুটান D.মালদ্বীপ **B**

15. দক্ষিণ কোরিয়ার মুদ্রার নাম কী?
A.ইয়েন B.পেসো C.ইউয়ান D.উন **B**

16. মঙ্গোলিয়ার রাজধানী কোথায়?
A.লাসা B.বেইজিং C.উলানবাটোর D.কুয়ালালামপুর **C**

17. সৌদি আরবের রাজধানী–
A.জেদ্দা B.মক্কা C.মদীনা D.রিয়াদ **D**

18. ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সকলের নিকট পবিত্র স্থান হলো-
A. সেন্ট মার্টিন B. বায়তুল মোকাদ্দাস
C. মক্কা D. মদীনা **B**

19. তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
A. কাবেরী B. গোদাবারী C. ভাগিরথী D. যমুনা **D**

20. ইউয়ান কোন দেশের মুদ্রার নাম?
A.Chaina B.South Korea C.Myanmar D.North Korea **A**

21. সম্প্রতি ভারতীয় সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৩৭০ ও ৩৫ ক. ধারা বিলুপ্তির পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরকে কোন কোন অংশে বিভক্ত করা হয়?
A.জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ-কারগিল B.জম্মু ও কাশ্মীর
C.লাদাখ ও কারগিল D. কাশ্মীর ও লাদাখ **A**

22. ভারত কবে প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়?
A.১৪ আগস্ট ১৯৪৭ B.১৫ আগস্ট ১৯৪৭
C.২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ D.২৬ জানুয়ারি ১৯৫৩ **C**

23. ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর কবে বিশেষ মর্যাদা বিশিষ্ট রাজ্যের স্বীকৃতি হারায়?
A.৫ আগস্ট ২০১৯ B.৬ আগস্ট ২০১৯
C.১৫ আগস্ট ২০১৯ D.১৬ আগস্ট ২০১৯ **A**

ভারতীয় সংবিধানের কততম ধারা অনুসারে ভারত শাসিত জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষ মর্যাদা ভোগ করত?
A.৩৭০ B.৩৩৫ C.১৭০ D.৩৭০ (D)

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য Statue of Unity ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?
A.গুজরাট B.হরিয়ানা C.মহারাষ্ট্র D.তেলেঙ্গানা (A)

আফগানিস্তানের প্রধান ভাষা কোনটি?
A.আফগানি B.ফারসি C.তুর্কি D.পশতু (D)

বিশ্ব শিশুর কোন দেশের রাজধানী?
A.তাজিকিস্তান B.আজারবাইজান C.পর্তুগাল D.বেলারুশ (D)

কোপেনহেগেন কোন দেশের রাজধানী?
A.ডেনমার্ক B.বেলজিয়াম C.ভিয়েতনাম D.আর্মেনিয়া (A)

সেনেগালের রাজধানী কোনটি?
A. ডুবা B. ত্রিপোলি C. ডাকার D. খার্তুম (C)

জিম্বাবুয়ের পূর্ব নাম–
A. গ্রীনল্যান্ড B. গোল্ড কোস্ট C. রোডেশিয়া D. প্রিটোরিয়া (C)

পুলা কোন দেশের মুদ্রা?
A.বেনিন B.গাম্বিয়া C.চেক প্রজাতন্ত্র D.বতসোয়ানা (D)

ইরিত্রিয়ার রাজধানীর নাম কী?
A.আদিস আবাবা B.আসমারা C.কাম্পালা D.ইয়াউন্টে (B)

যাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম:
A. অনতানানারিভো B. পারামারিবো C.মাসেরু D. আন্তানা (A)

সেনেগালের রাজধানী কোনটি?
A. ডুবা B. ত্রিপোলি C. ডাকার D. খার্তুম (C)

জিম্বাবুয়ের পূর্ব নাম–
A. গ্রীনল্যান্ড B. গোল্ড কোস্ট C. রোডেশিয়া D. প্রিটোরিয়া (C)

PRIME TEST

1. ফিজি এর রাজধানীর নাম কি?
Ⓐ Lautoka Ⓑ Lami Ⓒ Nadi Ⓓ Suva

2. নিউজিল্যান্ডের রাজধানী-
Ⓐ অকল্যান্ড Ⓑ আমস্টারডাম Ⓒ ওয়েলিংটন Ⓓ ম্যানিলা

3. অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী কোনটি?
Ⓐ ব্রিসবেন Ⓑ মেলবোর্ন Ⓒ সিডনি Ⓓ কোনটিই নয়

4. মালদ্বীপের রাষ্ট্রভাষা কি?
Ⓐ হিন্দি Ⓑ ধীবেহি Ⓒ আরবী Ⓓ উর্দূ

5. 'পশতু' যে দেশের ভাষা-
Ⓐ ইরান Ⓑ তাজকিস্তান Ⓒ আফগানিস্তান Ⓓ কিরঘিস্তান

6. কোন দেশে 'বাংলা' একটি দাপ্তরিক ভাষা?
Ⓐ সুদান Ⓑ ইথিওপিয়া Ⓒ সিয়েরা লিওন Ⓓ কঙ্গো

7. ডাচ কোন দেশের ভাষা?
Ⓐ ডেনমার্ক Ⓑ বেলজিয়াম Ⓒ ফিনল্যান্ড Ⓓ নেদারল্যান্ড

8. 'দোজাংখা' কোন দেশের ভাষা?
Ⓐ গিনি বিসাউ Ⓑ নাউরু Ⓒ ভুটান Ⓓ কম্বোডিয়া

9. আফগানিস্তানের প্রধান ভাষা কোনটি?
Ⓐ আফগানি Ⓑ ফার্সি Ⓒ পশতু Ⓓ তুর্কি

10. ক্যাটালন কোন দেশের ভাষা?
Ⓐ স্পেন Ⓑ বেলজিয়াম Ⓒ নাইজেরিয়া Ⓓ মঙ্গোলিয়া

Answer Sheet

01.	D	02.	C	03.	D	04.	B	05.	C
06.	C	07	D	08.	C	09.	C	10.	A

একনজরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ৪৯তম G-7 শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জাপানে- ২০২৩ সালে।
- ১৯তম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে চীনের হ্যাংঝুতে- ১০-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে।
- বাংলাদেশে পরীক্ষামূলক 5G চালু হয়- ১২ ডিসেম্বর ২০২১ সালে।
- আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিদায় নেয়- ৩০ আগস্ট ২০২১ সালে।
- চীন সরকার 'তিন সন্তান নীতি' ঘোষণা করে- ৩১ মে ২০২১ সালে।
- বাংলাদেশ বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগে পদার্পণ করে- ১১ মে ২০২১ সালে।
- মিয়ানমারে জান্তাবিরোধী ছায়া সরকার 'ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট' গঠন করা হয়- ১৬ এপ্রিল ২০২১ সালে।
- মার্কিন মহাকাশযান Perseverance মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করে- ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে।
- মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে- ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে।
- WITSA Eminent Persons Awards লাভ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা- ২০২১ সালে।
- বরগুনায় দেশের প্রথম 'থ্রিডি মিউজিক্যাল ফোয়ারা' উদ্বোধন করা হয়- ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ সালে।
- ফুটবল কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা মৃত্যুবরণ করেন- ২৫ নভেম্বর ২০২০ সালে।
- 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০২০' অধ্যাদেশ জারির পর ধর্ষণ মামলার প্রথম মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়- ১৫ অক্টোবর ২০২০ সালে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আফ্রিকাকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে- ২৫ আগস্ট ২০২০ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস (COVID-19) শনাক্ত হয়- ৮ মার্চ ২০২০ সালে।
- জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে- ২০২০ সালে।
- 'নতুন সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮' কার্যকর হয়- ১ নভেম্বর ২০১৯ সালে।
- ভারতে তিন তালাক নিষিদ্ধ আইন পাস হয়- ১৭ আগস্ট ২০১৯ সালে।
- জাপানের বর্তমান ও ১২৫তম সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেন- ৩০ এপ্রিল ২০১৯ সালে।
- মানবদেহে প্রথম COVID-19 সনাক্ত হয়- চীনের উহান ২০১৯ সালে।
- শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়ক পদ্ধতি 'কুমন' বাংলাদেশে চালু হয়- ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে।
- ডট বাংলা ডোমেইন উদ্বোধন করা হয়- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে।
- কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো মারা যান- ২৫ নভেম্বর ২০১৬ সালে।
- স্মার্ট কার্ড (জাতীয় পরিচয়পত্র) বিতরণ শুরু হয়- ২ অক্টোবর ২০১৬ সালে।
- বক্সার মোহাম্মদ আলী মারা যান- ৩ জুন ২০১৬ সালে।
- কেরানীগঞ্জে নতুন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন করা হয়- ১০ এপ্রিল ২০১৬ সালে।
- 'পানামা পেপারস' ফাঁস হয়- ৩ এপ্রিল ২০১৬ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের সাথে হটলাইন চালু করে- ২১ আগস্ট ২০১৫ সালে।
- নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যাত্রা শুরু করে- ২১ জুলাই ২০১৫ সালে।
- পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার আইন ২০১০ কার্যকর হয়- ১ জানুয়ারি ২০১৪ সালে।
- আন্তর্জাতিক নদীধারা সনদ কার্যকর হয়- ১৭ আগস্ট ২০১৪ সালে।
- দেশে নির্মিত প্রথম যুদ্ধজাহাজের (পেট্রল ক্রমফট) উদ্বোধন করা হয়- ৮ অক্টোবর ২০১২।
- বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণীত হয়েছে- ২০১১ সালে।
- ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করা হয়- ২ মে ২০১১ সালে।
- বাংলাদেশে ই-বুকের যাত্রা শুরু হয়- ২৪ এপ্রিল ২০১১ সালে।
- মুসা ইব্রাহীম পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এভারেস্টে পা রাখেন- ২৩ মে ২০১০ সালে।
- জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করা হয়- ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে।'
- বাউল সাধক শাহ আব্দুল করিম মারা যান- ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে।
- সোয়াইন ফ্লু বাংলাদেশে প্রথম দেখা যায়- ১৮ জুন ২০০৯ সালে।
- ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ সংঘটিত হয়- ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে।
- বাংলাদেশে সোয়াট (SWAT) টিম কার্যক্রম শুরু হয়- ২০০৮ সালে।
- বাংলাদেশে ১০০০ টাকার মূল্যমানের নোট চালু হয়- ২৭ অক্টোবর ২০০৮ সালে।
- সার্কভুক্ত দেশ নেপালে রাজতন্ত্র বিলোপ হয়- ২৮ মে ২০০৮ সালে।
- ভুটানের প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ২৪ মার্চ ২০০৮ সালে।

- টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম অনুষ্ঠিত হয়- ২০০৭ সালে।
- পর্তুগাল ম্যাকাও দ্বীপকে চীনের কাছে হস্তান্তর করে- ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে।
- দেশে প্রথম নারী কারাগার চালু হয়- ১৬ আগস্ট ২০০৭ সালে (গাজীপুরের কাশিমপুরে)।
- দেশে প্রথম বার্ড ফ্লু সনাক্ত করা হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে।
- সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং টুইটার তৈরি হয়- ২০০৬ সালে।
- বাংলাদেশের ড. মুহাম্মদ ইউনুস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ২০০৬ সালে।
- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয়- ২১ মে ২০০৬ সালে।
- নেপাল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়- ১৮ মে ২০০৬ সালে।
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় করে- ২০০৫ সালে (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)।
- দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর ২০০৪ সালে (ঢাকার সেগুনবাগিচায়)।
- ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু হয়- ১১ নভেম্বর ২০০৪ সালে।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়- ২ জানুয়ারি ২০০৩ সালে।
- বাহরাইনের মহিলারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার লাভ করে- ২০০২ সালে।
- অপারেশন ক্লিনহার্ট শুরু হয়- ১৬ অক্টোবর ২০০২ সালে।
- কেনিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশ প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ জিতে- ১৯৯৮ সালে।
- ভারতের অধ্যাপক অমর্ত্যসেন 'অর্থনীতিতে' নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৯৮ সালে।
- পাকিস্তান সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়- ১৯৯৮ সালের ২৮ মে।
- সবুজ ছাতা প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়- ১৯৯৮ সালে।
- সর্বশেষ সিলেট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৭ সালে।
- চীন 'একদেশ দুই নীতি' চালু করে- ১৯৯৭ সালে।
- ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে- ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়- ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর (বাংলাদেশ সরকার ও শান্তি বাহিনী)।
- বাংলাদেশ ক্রিকেটে ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে- ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন।
- হেরবন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি (ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে)।
- মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৬ সালের ২ মার্চ (ঢাকার আগারগাঁওয়ে)।
- সুন্দরবনকে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়- ১৯৯৬ সালে।
- বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয়- ৪ জুন ১৯৯৬ সালে।
- বাংলাদেশ WTO'র সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি।
- নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়- ১৯৯৪ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে- ১৯৯৩ সালে (চাঁপাইনবাবগঞ্জে)।
- বাংলাদেশে "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা" কর্মসূচি চালু হয়- ১৯৯৩ সালে।
- নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে- ১৯৯৩ সালে।
- প্রথম বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৯৩ সালে (ভিয়েনায়)।
- প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিওতে- ১৯৯২ সালে।
- বৃক্ষরোপণ জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়- ১৯৯২ সালে।
- হিন্দুরা ভারতের বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে।
- দেশে কার্ড ফোন চালু হয়- ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চালু হয়- ১৯৯১ সালে।
- পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি একত্রীভূত হয়- ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করেন- সিডনি ভারবা।
- ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস- কর্ণফুলি।
- কবি বিহারী লাল চক্রবর্তীকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- 'মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা' কাব্যগ্রন্থের লেখক- নির্মলেন্দু গুণ।
- 'মাগো ভাবনা কেন' গানটির গীতিকার- গৌর প্রসন্ন মজুমদার।
- কোর্ট অব রেকর্ড বলা হয় যে আদালতকে- সুপ্রিম কোর্ট।
- বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত লেখক- সমরেশ বসু।
- 'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ' অবস্থিত- সুন্দরবনের দক্ষিণে।
- "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি" বলেছেন- মদন মোহন তর্কালংকার।
- ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী গ্রন্থ হলো- আত্মচরিত।
- নকশিকাঁথার জন্য শীর্ষস্থানীয় অঞ্চল- যশোর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছাড়া আর যে ভাষায় গান রচনা করেন- ব্রজবুলি।
- 'ও ভাই খাটি সোনার চেয়ে খাঁটি' গানটির গীতিকার- কাজী নজরুল ইসলাম।
- দেশের প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান- BADC।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের স্থপতি- সফিউল কাদের।
- জলবায়ুর নিয়ামক হলো- অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বায়ু প্রবাহ, সমুদ্র স্রো
- কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি ঘোষণা করা হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশের সুশিক্ষিত দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও লেখক- আবুল আলী মাহমুদ
- কাজী নজরুল ইসলাম এর কাব্য সংকলন- সঞ্চিতা।
- সূর্য কন্যা বলা হয়- তুলা গাছকে।
- ডাকবিভাগের স্লোগান- সেবাই আদর্শ।
- ইসলাম ও সুফিমতের প্রভাবে ভারতবর্ষে ঘটেছিল- চিন্তাবিপ্লব।
- বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তি- কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল আবদুল কাদির।
- আনোয়ারা উপন্যাসের রচয়িতা- নজিবর রহমান।
- আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম- হোমো স্যাপিয়েন্স।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ- একাত্তরের বর্ণমালা, বিজয়-৭১, আমি বিজয় দেখেছি।
- সুশাসনের মূলভিত্তি- আইনের শাসন।
- "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" উক্তিটি যে কাব্যগ্রন্থের- অন্নদামঙ্গল
- যে ব্যক্তি মৈনাক ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন- শামসুর রাহমান।
- যে বাঙালি বিজ্ঞানী "ফাদার অব মর্ডান অ্যাসট্রোফিজিকস" হিসেবে পরিচি মেঘনাদ সাহা।
- 'সংস্কৃতি' পত্রিকাটির সম্পাদক- বদরুউদ্দীন উমর।
- বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট অবস্থিত- ময়মনসিংহ।
- 'নদী ও নারী উপন্যাসের রচয়িতা- হুমায়ুন কবির।
- রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে- সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে।
- প্রাচীন বাংলায় বাংলাদেশের পূর্বাংশে ছিল- হরিকেল।
- প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন- বাংলাদেশের বিক্রমপু বজ্রযোগিনী গ্রামে।
- কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন- ৪৯ নং রেজিমেন্টের হয়ে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' লাভ করেকের- ২০১১ সালে।
- ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' ডিগ্রি দেয় ক কবি কাজী নজরুল ইসলামকে।
- বাংলা একাডেমির মূল মিলনায়তনটির নাম- শাহ আব্দুল করিম সাহিত্য বিশ
- দেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে- ব্যাংক এশিয়া (২০১৪)।
- মুদ্রাস্ফীতির একটি বড় কারণ হলো- মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি।
- সমুদ্র গুপ্তের সভা কবি হরিষেণ রচনা করেন- এলাহাবাদ প্রশস্তি।
- রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে- সংবাদ মাধ্যমকে।
- দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক ইপিজেড- উত্তরা, নীলফামারী।
- বাংলাদেশে প্রথম বই উৎসব হয়- ২০১০ সালে।
- একটি বৈধ ব্যাংক চেকের মেয়াদ হলো- ৬ মাস।
- "কর্তব্যের জন্য কর্তব্য" ধারণাটির প্রবর্তক- ইমানুয়েল কান্ট।
- 'একাডেমি অব সায়েন্স' যে দেশের বিখ্যাত লাইব্রেরি- রাশিয়া।
- মিয়ানমারে সামরিক শাসন বিরোধী বিপ্লবজ পরিচিত- বসন্ত বিপ্লব।
- ভারতীয় উপমাহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম- হান্টার শিক্ষা কমিশন।
- ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় "ম্যান অব এশিয়া" খেতাব দেয়- এস এম সুলতানকে।
- কলকাতা নদীবন্দরের নতুন নাম- শ্যামাপ্রসাদ
- ফ্রান্সের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন- চার্লস ডি গল।
- ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ অবস্থিত- নিপার নদীর তীরে।
- মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি অবস্থিত- ভূমধ্যসাগরের তীরে।
- Me too আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত- কর্মস্থলে নারী নির্যাতন।
- টিউলিপ বিপ্লব হয় যে দেশে- কিরগিজস্তান।
- 'হ্যাশট্যাগ মি টু' আন্দোলন সূচিত হয়- যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে।
- নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে পা রাখে- ২০ জুলাই ১৯৬৯ (অ্যাপোলো-১১ যানে)।

- Leviathan গ্রন্থটি রচনা করেন- টমাস হবস।
- দুই ইয়েমেন ও দুই জার্মানি একত্রিত হয়- ১৯৯০ সালে।
- বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাংক- সুইস ব্যাংক, সুইজারল্যান্ড।
- বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস- ৩ মে।
- মধ্যপ্রাচ্যে যে দেশে সবচেয়ে বেশি খনিজ তেল মজুদ আছে- সৌদি আরব।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কফি পাওয়া যায়- ব্রাজিল।
- World Fish Center এর সদরদপ্তর- মালয়েশিয়া।
- জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদরদপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি- বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত।
- জাতিসংঘের প্রথম নারী ন্যায়পাল- প্যাট্রিসিয়া ডুরাই (জ্যামাইকা)।
- আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস- ২২ মে।
- যে দেশ সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আশংকায় অন্য দেশে জমি ক্রয়ের চিন্তা করছে- মালদ্বীপ।
- বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গাছপালা রয়েছে- রাশিয়া।
- Fifth Column হলো- যে জনতা গোপনে নিজ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং শত্রুকে সাহায্য করে।
- জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা- ম্যাকিয়াভেলি (গ্রন্থ- The Prince)।
- বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম ঘড়ি Big Ben অবস্থিত- ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভবনে।
- যে দেশের মুদ্রায় ব্রিটেনের রাজার ছবি থাকে- কানাডা।
- আধুনিক গণতন্ত্রের জনক- জন লক।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জনক- উইলিয়াম বেভারিজ।
- আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস- ২৬ জুন।
- আন্তর্জাতিক শিশু পল্লীর প্রতিষ্ঠাতা- ব্যাডেন পাওয়েল।
- বিখ্যাত জেমস বন্ড সিরিজের রচয়িতা- ইয়ান ফ্লেমিং।
- সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিষ্ঠাতা- পল জুলিয়াস রয়টার্স (UK)।
- Reader's Digest হলো- বিশ্বের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন।
- জাপানের জাতীয় খেলা- সুমো (কুস্তি)।
- লাইট অব এশিয়া যার উপাধি- গৌতমবুদ্ধ।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কে OSI লেয়ার স্তর- ৭টি।
- Apache এক ধরনের- Web Server.
- মাইক্রোসফট IIS হচ্ছে একটি- ওয়েব সার্ভার।
- 'ফ্লিপফ্লপ' হলো এক প্রকার- মাল্টিভাইব্রেটর।
- সুষম খাদ্যের উপাদান- ৬টি।
- যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন- রবার্ট কচ।
- উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক- থিও ফ্রাস্টাস।
- সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ অবস্থান করলে- চন্দ্রগ্রহণ।
- বাস্তুতন্ত্রের জনক- আলেকজান্ডার বন হামবোল্ড।
- সবচেয়ে হালকা ধাতু- লিথিয়াম, কিন্তু সবচেয়ে হালকা গ্যাস- হাইড্রোজেন।
- সূর্যে যে মৌলিক গ্যাস রয়েছে- হাইড্রোজেন।
- মহাবিশ্ব প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে বরেন- বিজ্ঞান হাবল।
- যে রঙের বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম- সাদা।
- বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে বজ্রপাত ঘটে- ট্রমোমণ্ডল।
- বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্তর- ট্রপোমণ্ডল।
- বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে ওজন স্তর রয়েছে- স্ট্রাটোমণ্ডল।
- মিশ্র অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে- ইংল্যান্ডে।
- অর্থনীতিতে উৎপাদনের চারটি উপকরণ হলো- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- David Ricardo এর মতে- দামই খাজনার নির্ধারণকারী।
- বীমা মূলত একটি- চুক্তি।
- Bio-Technology শব্দটি- ১৯১৯ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়।
- মাস্টার দা সূর্যসেনের ফাঁসি হয়- ১৯৩৪ সালে।
- শাসন বিভাগের নির্বাহী প্রধান- প্রধানমন্ত্রী।
- প্রথম উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৮৫ সালে।
- CEDAW সনদে মোট ধারা হয়েছে- ৩০টি।
- সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান- পরিবার, যাকে Human Nursey ও বলা হয়।
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য- ২১টি।
- পেন্সিল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়- গ্রাফাইট।
- ChatGPT কোম্পানি প্রস্তুত করেছে- OpenAI
- স্মার্ট বাংলাদেশের প্রথম স্তম্ভ- স্মার্ট নাগরিক।
- মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারক প্রতিষ্ঠান- UNDP।
- জলরং হলো- স্বচ্ছ রং।
- 'নিবলিক' শব্দটি যে খেলার সাথে সম্পর্কযুক্ত- গল্ফ।
- আরবি ভাষার বিখ্যাত কবি ছিলেন- ইমরুল কায়েস।
- মাস্টার দা সূর্য সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে- ১৮ এপ্রিল ১৯৩০।
- বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড বলা হয়- বাগদা চিংড়িকে।
- 'আমার কিছু কথা' গ্রন্থটির লেখক- শেখ মুজিবুর রহমান।
- তথ্য অধিকার আইন চালু হয়- ২০০৯ সালে।
- 'আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি' উক্তিটি- কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রের।
- যে বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয়- ম্যানগ্রোভ বন।
- বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা- ১, ১৮, ৮১৩ বর্গ কিমি.।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলপথ- ঢাকা-পঞ্চগড় রেলপথ।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা- রাঙামাটি।
- সতীদাহ প্রথা রোধ করেন- রাজা রামমোহন রায়।
- বাংলাদেশের সাদা সোনা- চিংড়ি মাছ।
- ভারতের প্রথম বাঙালি প্রেসিডেন্ট- প্রণব মুখার্জী।
- সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত স্রোতের নাম- মেঘনা।
- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
- Blue Chip শব্দটি সম্পর্কিত- শেয়ার বাজারের সাথে।
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান- ছেঁড়াদ্বীপ, সেন্টমার্টিন।
- আধুনিক আমলাতন্ত্রের জনক- ম্যাক্স ওয়েবার।
- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল- ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে।
- আত্মসমর্পণকারী প্রথম পাকসেনা- মেজর জেনারেল জামশেদ।
- বাংলা প্রথম মুঘলদের দখলে যায়- ১৫৭৬ সালে।
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবার ন্যূনতম বয়স- ২৫ বছর।
- সিন্ধু সভ্যতা যে যুগের- তাম্রযুগের।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের স্থানীয় নাম- নারিকেল জিনজিরা।
- যেসব আদিবাসী সম্প্রদায় মাতৃতান্ত্রিক- গারো, সাঁওতাল, খাসিয়া।
- স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম সমুদ্রবন্দর- পায়রা সমুদ্র বন্দর।
- বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা- রাজা বল্লাল সেন।
- 'মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ' - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- বাংলাদেশে 'কৃষি দিবস' পালিত হয়- ১ লা অগ্রাহায়ণ।
- প্রস্তাবিত রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত- বাগেরহাট জেলায়।
- বিশ্বে 'ব্ল্যাক বেঙ্গল' ছাগলের চামড়া- কুষ্টিয়া গ্রেড নামে পরিচিত।
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়- ১ নভেম্বর, ২০০৭।
- রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'দুর্জয়' ভাস্কর্যটির শিল্পীজ- মৃণাল হক।
- বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমি অবস্থিত- রাজশাহীতে।
- শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিংয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান- NAEM।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর- বেনাপোল।
- হালদা ভ্যালি অবস্থিত- খাগড়াছড়ি জেলায়।
- বাংলাদেশে গো-চারণের জন্য বাথান আছে- সিরাজগঞ্জে।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো প্রজনন খামার অবস্থিত- সাভার।
- ভাষা আন্দোলনকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী- খাজা নাজিমুদ্দিন।
- 'দ্য ওয়েলথ অব নেশন্স' গ্রন্থটির লেখক- অ্যাডাম স্মিথ।
- রেনেসাঁ যুগের দার্শনিক হলো- নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি।
- বার্লিন প্রাচীরের পতন হয়- ১৯৮৯ সালে।
- মিয়ানমারের নির্বাসিত সরকারের নাম- ন্যাশনাল ইউনিটি সরকার।
- টাইগার হিল অবস্থিত- দার্জিলিং।

- 'আফ্রিকার গান্ধী' বলা হয়- নেলসন ম্যান্ডেলাকে।
- 'ব্ল্যাক ফরেস্ট' অবস্থিত- জার্মানি।
- করোনাভাইরাসকে pandemic ঘোষণা করে- WHO।
- 'খিরাস' হলো এক রকম- TTIP।
- পরবর্তী হ্যালির ধূমকেতু দেখা যাবে- জুলাই, ২০৬১ সালে।
- হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন- ১৯৩৩ সালে।
- রোসাটম যে দেশের জাতীয় পরমাণু সংস্থা- রাশিয়ার।
- হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক- হজরত আলী (রা.)।
- 'কপ-২১' সম্মেলনের সাথে সম্পর্কিত- বিশ্ব পরিবেশ পরিবর্তন।
- সর্বপ্রথম দুইবার নোবেল পুরস্কার পান- মেরি কুরি।
- বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত- ম্যানচেস্টার, যুক্তরাজ্য।
- BRICS- এর সঙ্গে তুলনীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান- আইএমএফ।
- সিগমান্ড ফ্রয়েড জগৎবিখ্যাত- মনোসমীক্ষণের জন্য।
- Blue Line পৃথক করেছে- লেবানন ও ইসরাইল।
- The Idea of Justice গ্রন্থের রচিয়তা- অমর্ত্য সেন।
- ডাটা সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়- পেনড্রাইভ।
- হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আবিষ্কারক- হ্যানিম্যান।
- বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক- থুকি-ডাইডিস।
- মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা- আজটেক।
- 'পুনর্জাগরণ' এর সূতিকাগার- ইতালি।
- ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা- মোসাদ।
- SMOG হচ্ছে- দূষিত বাতাস।
- মোবাইল ফোনে প্রথম স্যাটেলাইট টিভি সার্ভিস চালু হয়- দক্ষিণ কোরিয়া।
- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ল্যাপটপ- দোয়েল।
- বিল গেটসের সাথে মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা- পল এ্যালেন।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- প্রথম উপরাষ্ট্রপতি- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দিন আহমেদ।
- প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- বেগম খালেদা জিয়া।
- প্রথম বিরোধী দলীয় নেত্রী- শেখ হাসিনা।
- প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী- এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান।
- প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী- খন্দকার মুশতাক আহমেদ।
- প্রথম অর্থমন্ত্রী- ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী।
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার- বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস।
- বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন- মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ।
- বাংলাদেশে গণপরিষদের প্রথম স্পীকার ছিলেন- স্পীকার শাহ্ আব্দুল হামিদ।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম কমান্ডার ইন চীফ- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী।
- বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল- ১০ এপ্রিল ১৯৭২।
- বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন- বিচারপতি এ.এস.এম.সায়েম।
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা নোটারী পাবলিক- মিসেস কামরুন নাহার লাইলী।
- প্রথম নারী পররাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী- দিপু মণি।
- প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী- সাহারা খাতুন।
- প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- আ. স. ম. আব্দুর রব।
- ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র- ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত।
- বিদেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়- পাকিস্তান মিশন কোলকাতায় (পরে বাংলাদেশ মিশনে পরিবর্তিত হয়)।
- প্রথম নারী হুইপ- সাগুফতা ইয়াসমিন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর- এ. এন. হামিদুল্লাহ।
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান- আনন্দ চন্দ্র রায়।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র- মোহাম্মদ হানিফ।
- ঢাকা পৌর সভার প্রথম ভাইস ও চেয়ারম্যান- জর্জ বিলাট।
- প্রথম মুদ্রা প্রচলনের তারিখ- ৪ মার্চ ১৯৭২।
- প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ঢাকা পৌর কর্পোরেশনে প্রথম নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান- খাজা আসপুল্লাহ।
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার- রাবেয়া ভূঁইয়া।
- বাংলাদেশের প্রথম এটর্নি জেনারেল- এম. এইচ. খন্দকার।
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত- মাহমুদা হক চৌধুরী (ভূটান)।
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা কূটনীতিক- তাহমিনা খান ডলি।
- প্রথম কর ন্যায়পাল- খায়রুজ্জামান চৌধুরী।
- প্রথম সাফারি পার্ক- বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক (কক্সবাজার)।
- প্রথম মহিলা ট্রেন চালক- সালমা (ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল)।
- বাংলাদেশ প্রথম অলিম্পিকে অংশ নেয়- ১৯৮৪ সালে।
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে- ১৯৯৯ সালে (ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ)।
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপের ফুটবলের বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৪ সালে।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেক ঘটে করে- ১০ নভেম্বর ২০০০ (প্রতিপক্ষ ভারত)।
- বাংলাদেশ প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নেয়- ৩ আগস্ট ১৯৭৮ সাল।
- হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি- সৈয়দ মাহমুদ।
- বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দি- মেজর এম. এ জলিল।
- একুশের প্রথম উপন্যাস- আরেক ফাল্গুন।
- বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী আরব দেশ- ইরাক।
- বাংলাদেশের প্রথম বাংলা ছায়াছবির নাম- মুখ ও মুখোশ।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম মহিলা পাইলট- কানিজ ফাতেমা রোকসানা।
- প্রথম বাংলাদেশ বিমান চালু হয়- ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
- প্রথম বিদেশি প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আসে- ইন্দিরা গান্ধী, ভারত।
- বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ- বাংলার দূত।
- বাংলাদেশের প্রথম গ্রান্ডমাস্টার (দাবা)- নিয়াজ মোর্শেদ।
- বাংলাদেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন হয়- ২ মার্চ ১৯৭১ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
- ঢাকা প্রথম বাংলার রাজধানী হয়- ১৬১০ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়- ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডেট কলেজ- ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশের প্রথম বিমানবাহিনী প্রধান- এ. কে. খন্দকার।
- প্রথম জাতীং সংসদ নির্বাচন হয়- ৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে।
- প্রথম মহিলা বিগ্রেডিয়ার ছিলেন- সুরাইয়া রহমান।
- সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি ছিলেন- নাজমুন আরা সুলতানা।
- বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর- বরেন্দ্র জাদুঘর (১৯১০ সালে)।
- বাংলাদেশের প্রথম নৌরণতরী- বি.এন.এস পদ্মা।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ- মালয়েশিয়া।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকার দেশ- সেনেগাল।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা- মাগুরা।
- প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন হয়- ২৬ জুলাই ১৯৭২ সালে।
- প্রথম বাংলাদেশ বিমান সংস্থা গঠন হয়- ১৯৭২ সালে।
- প্রথম অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা হয়- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয়- ১ ডিসেম্বর ১৯৮০।
- বাংলাদেশে প্রথম আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু হয়- ১৯৮৬ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম টেলিভিশনের কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৬৪ সালে।
- বাংলা সিনেমার প্রথম অভিনেত্রী- পূর্ণিমা সেনগুপ্তা।
- বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক- জাকারিয়া পিন্টু।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক- আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
- বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক- শামীম কবির।
- সর্বপ্রথম বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায়- ঋগ্বেদ ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে।